

মহাভারতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

আশ্বমেধিকপর্ব

৪২

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-
সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন
শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবানীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া
ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-
বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

কলিকাতা-৭০০০০২

প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :

ধীরা মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :

হরাইজন প্রিন্টার্স

১৪৮৮ পতৌদি হাউস

দরিয়াগঞ্জ

নিউ দিল্লী - ১১০ ০০২

প্রকাশকের নিবেদন

‘মহাত্মারত্ন’ মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীমদ্
হরিন্দাস সিঙ্কাস্তবাগীশ মহাশয়ের তপস্তালক অমৃতময় ফল। সে আশ্চর্য
তপস্চর্য্যার কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একশ বছর তিনি
ছিলেন ‘মহাত্মারত্ন’-এর তপস্তায় মগ্ন—এবং সে একক ও দুঃস্বপ্ন
তপস্তায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসীম বৈদ্য,
অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদের জন্য যেখা
গেছেন তাঁর ‘মহাত্মারত্ন’—এক আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য। ‘মহাত্মারত্ন’-এর
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার মুখে আছে আমাদের সেই জাতীয় ঐশ্বর্য্য
সংরক্ষণের এবং অম্লশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে স্বর্ষি হরিন্দাসের প্রতি প্রজ্ঞাগুলি
নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াস। স্বধীজনের সানন্দ সমর্থনে
আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক—এইমাত্র কামনা।

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা প্রয়াস্তং বাক্ষেয়ং দ্বারকাং ভরতর্ষভাঃ ।

পরিষজ্য শ্ববর্তন্ত সানুযাত্রাঃ পরস্তপাঃ ॥১॥

পুনঃ পুনশ্চ বাক্ষেয়ং পর্য্যষজত কাস্তনঃ ।

আচক্ষুর্বিষয়াচৈনং স দদর্শ পুনঃ পুনঃ ॥২॥

কৃচ্ছ্রেণৈব তু তাং পার্থো গোবিন্দে বিনিবেশিতাম্

সংজহার ততো দৃষ্টিং কৃষ্ণচাপ্যপরাজিতঃ ॥৩॥

তস্ম প্রয়াণে যান্মাসন্নিসিতানি মহাত্মনঃ ।

বহুশ্চতুরূপাণি তানি মে গদতঃ শৃণু ॥৪॥

ভারতকৌয়দী

তথেন্দি । বাক্ষেয়ং কৃষ্ণম্, ভরতর্ষভাঃ পাণ্ডবাঃ । পরিষজ্য আলিঙ্গ্য ॥১॥

পুনরিত্তি । কাস্তনোহর্জুনঃ । আচক্ষুর্বিষয়াং দৃষ্টিপাতপর্য্যন্তম্ বাবৎ ॥২॥

কৃচ্ছ্রেণেন্দি । পার্থোহর্জুনঃ । কৃষ্ণচাপি কৃচ্ছ্রেণৈব তাং দৃষ্টিং সংজহারেন্দি সম্বন্ধঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তথা প্রয়াস্তং বাক্ষেয়মিত্যাদিগ্রহঃ পূর্ব্বোক্তানুগুণনিবৎহ বিজ্ঞানকলং বিধরূপদর্শনং বিভা-
সাদনং ওরোরারাদনং চেতি বরমিহোক্তং বিবরীতুম্ উক্তকোপাখ্যানব্যাঞ্জনং প্রবর্ততে ; তত

ভাতার পর প্রতাপশালী ও শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত মিলিত
হইয়া—ইন্দ্র যেমন শক্রসংহার করিয়া স্বর্গে গমন করেন, সেইরূপ দ্বারকা-
নগরীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ সেইভাবে দ্বারকায় গমন করিতে লাগিলে,
শত্রুসন্তাপকারী ভরতভ্রাতৃগণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অমুচরণের সহিত
নিবৃত্তি পাইলেন ॥১॥

কিন্তু অর্জুন বার বার কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং দৃষ্টিপথপর্য্যন্ত বার
বার তাঁহাকে দর্শন করিলেন ॥২॥

ক্রমে অর্জুন কৃষ্ণের উপরে সংস্থাপিত দৃষ্টিকে অভিকণ্ঠে তাঁহা হইতে
আকর্ষণ করিলেন এবং অপরাজিত কৃষ্ণও অর্জুন হইতে সেইরূপ কণ্ঠেই দৃষ্টি
নিবর্তিত করিলেন ॥৩॥

বায়ুর্বেগেন মহতা রথশ্চ পুরতো ববৌ ।
 কুর্বম্নিঃশর্করং গার্গং বিরজস্কমকণ্টকম্ ॥৫॥
 ববর্ষ বাসবশ্চৈব তোয়ং শুচি স্নগন্ধি চ ।
 দিব্যানি চৈব পুষ্পাণি পুরতঃ শাক্ষ'ধ্বনঃ ॥৬॥
 স প্রয়াতো মহাবাহুঃ সমেষু মরুধ্বজ ।
 দদর্শাথ মুনিশ্রেষ্ঠযুতস্কমমিতৌজসম্ ॥৭॥
 স তং সংপূজ্য তেজস্বী মুনিং পৃথুললোচনঃ ।
 পূজিতস্তেন চ তদা পর্যাপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥৮॥
 স পৃষ্ঠঃ কুশলং তেন সংপূজ্য মধুসূদনম্ ।
 উত্তকো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠস্ততঃ পপ্রচ্ছ মাধবম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তন্ত্বেতি । তস্ত কৃষ্ণস্ত, নিমিত্তানি লক্ষণানি ॥৪॥

বায়ুরিতি । নিঃশর্করং কঙ্কররহিতম, বিরজস্কং ধূলিশূভ্রম্ ॥৫॥

ববর্ষেতি । বাসব ইন্দ্রস্তৎপ্রেরিতো মেঘ ইত্যর্থঃ । শাক্ষ'ধ্বনঃ কৃষ্ণস্ত ॥৬॥

স ইতি । সমেষু সমতলেষু, মরুধ্বজ মরুভূমিষু ॥৭॥

স ইতি । পৃথুললোচনো বিশালনেত্রঃ । অনাময়ং নিরুপদ্রবতাম্ ॥৮॥

স ইতি । তেন উত্তকেন, মধুসূদনং সম্পূজ্য স কুশলং পৃষ্টঃ ॥৯॥

মহারাজ ! মহাত্মা কৃষ্ণের গমনের সময়ে যে বহুতর অদ্ভুত লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥৪॥

রথের গুরুতর বেগে বায়ু আবির্ভূত হইয়া পথটিকে কঙ্কর, ধূলি ও কণ্টক-শূন্য করিতে থাকিয়া সম্মুখে বহিত হইতে থাকিল ॥৫॥

ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘ, কৃষ্ণের সম্মুখে পবিত্র ও সুগন্ধি জল এবং দিব্য পুষ্পসকল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥৬॥

মহাবাহু কৃষ্ণ সমতল মরুভূমিতে গমন করিতে থাকিয়া অমিতভেজা মুনি-শ্রেষ্ঠ উত্তককে দর্শন করিলেন ॥৭॥

তেজস্বী ও বিশালনয়ন কৃষ্ণ সেই উত্তকমুনিরূপে সম্মান করিলে, উত্তকমুনিও কৃষ্ণের সম্মান করিলেন । তখন কৃষ্ণ উত্তকের তপস্যার নির্বিঘ্নতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৮॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তক কৃষ্ণের সম্মান করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । পরে কৃষ্ণের নিকট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—৥৯॥

(৭) উত্তকমমিতৌজসম্—নি । এবং সর্কজ ।

কচ্চিচ্ছোরে ! ত্বয়া গম্ভা কুরুপাণ্ডবসদ্য তৎ ।
 কৃতং সৌভ্রাত্ৰমচলং তন্মো ব্যাখ্যাভুমহঁসি ॥১০॥
 অপি সন্ধায় তান্ বীরানুপারুতোহসি কেশব ! ।
 সম্বন্ধিনঃ স্বদয়িতান্ সততং বৃষ্ণিপুঙ্গব ! ॥১১॥
 কচ্চিৎ পাণ্ডুরতাঃ পঞ্চ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ চাত্মজাঃ ।
 লোকেষু বিহরিশ্চাস্তি ত্বয়া সহ পরস্তপ ! ॥১২॥
 স্বরাষ্ট্রে তে চ রাজানঃ কচ্চিৎ প্রাপ্তাস্তি বৈ শ্রুতম্ ।
 কৌরবেষু প্রশান্তেষু ত্বয়া নাথেন কেশব ! ॥১৩॥
 যা মে সম্ভাবনা তাত ! ত্বয়ি নিত্যমবৰ্ত্তত ।
 অপি সা সফলা তাত ! কৃত্য তে ভরতান্ প্রতি ॥১৪॥
 শ্রীভগবানুবাচ ।
 কৃতো যত্তো ময়া পূৰ্ব্বং সৌশাম্যো কৌরবান্ প্রতি ।
 নাশক্যস্ত যদা সাগো তে স্থাপয়িতুমঞ্জসা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কচ্চিদিতি । হে শোরে ! কৃষ্ণ ! সৌভ্রাত্ৰং ভ্রাতৃমোহাদিহ্ম ॥১০॥
 অপীতি । সন্ধায় সন্ধিস্থিতান্ কৃষ্ণা, উপারুতঃ পাত্যারুতঃ । অশ্রু দয়িতান্ প্রিয়ান্ ॥১১॥
 কচ্চিদিতি । বিহরিশ্চাস্তি সৌহাদিৎ ॥১২॥
 যেতি । কৌরবেষু হৃদ্যোধনাদিব, প্রশান্তেষু সন্ধিনা শাস্তিঃ প্রাপ্তেষু, নাথেন প্রতুশা ॥১৩॥
 যেতি । সম্ভাবনা সন্ধিনিরূপণম্ । তে ত্বয়া ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

উপরিষ্টাদন্বয়েধ্যাজেন কৰ্মণামপ্যারাহুপকারকত্বং বিচার্যামুচ্যত ইতি সঙ্গতিঃ ॥১—১৪॥

“কৃষ্ণ ! আপনি সেই কুরুপাণ্ডবভবানে যাউয়া স্থায়ী ভ্রাতৃসৌহার্দ করিয়া-
 ছেন ত ? তাহা আমার নিকট বলিতে পারেন ত ? ॥১০॥

বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ! নিজের প্রিয়তম ও সম্বন্ধী সেই বীরগণের মধ্যে সন্ধি
 স্থাপন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন ত ? ॥১১॥

শত্রুসম্ভাপক কৃষ্ণ ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও পঞ্চপাণ্ডব আপনার সহিত জগতে
 আনন্দ সহকারে বিচরণ করিবেন ত ॥১২॥

কেশব ! আপনার নেতৃত্বনিবন্ধন কৌরবেরা সম্পূর্ণ শাস্ত হইলে তাঁহারা
 উভয় পক্ষই রাজা হইয়া আপন আপন রাজ্যে সুখ পাইবেন ত ? ॥১৩॥

বৎস কৃষ্ণ ! চিরদিন আপনার উপরে আমার যে সম্ভাবনা ছিল, আপনি
 ভরতবংশীয়গণের প্রতি আমার সেই সম্ভাবনা সকল করিয়াছেন ত ? ॥১৪॥

ততস্তে নিধনং প্রাপ্তাঃ সৰ্বৈঃ সম্ভতবান্ধবাঃ ।

ন দিষ্টমপ্যতিক্রান্তং শকাং বুদ্ধ্যা বলেন বা ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

মহর্ষে ! বিদিতং ভূয়ঃ সৰ্ব্বমেতত্তবানঘ ! ।

তেহত্যক্রামশ্চাতিং মহং ভীতশ্চ বিতুরশ্চ চ ॥১৭॥

ততো যমক্ষয়ং জগ্মুঃ সমাসাদ্ধেতরেতরম্ ।

পঠৈব পাণ্ডবাঃ শিষ্টা হতমিত্রা হতাত্মজাঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ নিহতাঃ সৰ্বৈঃ সম্ভতবান্ধবাঃ ॥১৮॥

ইত্যুক্তবচনে কৃষ্ণে ভূশং ক্রোধসমস্থিতঃ ।

উত্তক ইতু্যবাতেনং রোষাভ্য়ংফুল্ললোচনঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

কৃত ইতি । সৌশাম্যো শাস্তিস্থাপনে । তে কৌরবাঃ, অঙ্গসা তত্বেন স্ত্রাব্যাক্রপেণেত্যর্থঃ ।

“তস্মৈ স্বকাজসাধয়ম্” ইত্যমরঃ । দিষ্টং দৈবম্ ॥১৫—১৬॥

মহর্ষ ইতি । ভূয়ো বহুলম্ । তে দুর্যোধনাদয়ঃ, মতিং সন্ধিস্থাপনেচ্ছাম্, মহং মম ॥১৭॥

তত ইতি । যমক্ষয়ং যমালয়ম্, ইতরেতরং পরস্পরং সমাসাচ্চ যুদ্ধে প্রাপ্য । শিষ্টা অবশিষ্টাঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

ইতীতি । ইতি ইধম্, উক্তং বচনং যেন তস্মিন্ । এনং কৃষ্ণম্ ॥১৯॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘আমি পূর্বে কৌরবগণের মধ্যে শাস্তিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলাম ; কিন্তু যখন তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তির পক্ষে স্থাপন করিতে পারিলাম না, তখন তাঁহারা সকলে পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন । কারণ, মানুষ বুদ্ধি বা বলদ্বারা দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥১৫—১৬॥

নিষ্পাপ মহর্ষি ! এই সমস্ত বিষয় আপনার বিস্তৃতভাবে জানা আছে যে, সেই দুর্যোধনপ্রভৃতি আমার, ভীষ্মের ও বিতুরের সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ॥১৭॥

তাঁহার পর তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছেন ; কিন্তু কেবল পঞ্চপাণ্ডবই অবশিষ্ট রহিয়াছেন ; তাঁহাদেরও মিত্র-গণ এবং পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, আর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সকলেই পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত নিহত হইয়াছেন’ ॥১৮॥

কৃষ্ণ এই সকল কথা বলিলে, উত্তক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্রোধে বিকারিতনেত্র হইয়া কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥১৯॥

উত্তর উবাচ ।

যস্মাচ্ছক্তেন তে কৃষ্ণ । ন ত্রোতাঃ কুরুপূজবাঃ ।
 সম্বন্ধিনঃ প্রিয়ান্তস্মাচ্ছপ্যোহহং স্বামিসংশয়ম্ ॥২০॥
 ন চ তে প্রসভং যস্মাক্তে নিগৃহ্য নিবাসিতাঃ ।
 তস্মান্মন্যুপরীতস্তাং শপ্যামি মধুসূদন ! ॥২১॥
 স্বয়া শক্তেন হি সত্য মিথ্যাচারেণ মাধব ! ।
 তে পরীতাঃ কুরুশ্রেষ্ঠা নশ্যন্তঃ স্য ছ্যাপেক্ষিতাঃ ॥২২॥
 বামুদেব উবাচ ।

শৃণু মে বিস্তরেণেদং যদ্বক্ষ্যে ভৃগুনন্দন ! ।
 গৃহাণানুনয়ং চাপি তপস্বী হৃসি ভার্গব ! ॥২৩॥
 শ্রদ্ধা চ মে তদধ্যাত্মং যুগ্মেথাঃ শাপমদ্য বৈ ।
 ন চ মাং তপসাল্লেন শক্তোহভিভবিতুং পুমান্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

যস্মাদিতি । শক্তেন অগদীশ্বরস্বাং সৰ্বশক্তিমতা, তে স্বয়া ॥২০॥
 নেতি । তে স্বয়া, প্রসভং বলেন, তে দুৰ্য্যোধনাদয়ঃ । মন্যুপরীতঃ ক্রোধব্যাগ্নঃ ॥২১॥
 স্বরেতি । মিথ্যা আচারো মানবব্যবহারো বস্ত তেন সত্য । পরীতা যুদ্ধে সমস্তাং
 পরম্পরং প্রাণাঃ ॥২২॥

শৃণুতি । তপস্বী হৃসি অভিসম্পাতে তত্তপঃকরসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥২৩॥
 শ্রদ্ধেতি । আত্মানং স্বসংঘাতমধিকৃত্য স্থিতমিত্যধ্যাত্মং মনধ্যাত্মবিষয়ম্ ॥২৪॥

উত্তর বলিলেন—‘কৃষ্ণ ! আপনি যখন সমর্থ হইয়াও সম্বন্ধী ও প্রীতির পাত্র
 কৌরবশ্রেষ্ঠগণকে রক্ষা করেন নাই, তখন আমি নিশ্চয়ই আপনাকে অভি-
 সম্পাত করিব ॥২০॥

মধুসূদন ! আপনি যখন বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে দমন করিয়া যুদ্ধ হইতে
 নিবর্ত্তিত করেন নাই, তখন আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে অভিসম্পাত
 করিব ॥২১॥

মাধব ! আপনি শক্তিশালী হইয়াও মিথ্যা মানুষব্যবহার অবলম্বন
 করিয়া যুদ্ধে সম্মিলিত সেই কৌরবশ্রেষ্ঠগণ ধ্বংস পাইতেছিলেন, সেই অবস্থায়
 তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন’ ॥২২॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘ভৃগুনন্দন ! আমি যাহা বলিতেছি, আপনি আমার সেই
 বাক্য বিস্তরক্রমে শ্রবণ করুন । ভার্গব ! আপনি তপস্বী । অতএব আমার
 এই অমূল্যবাক্য গ্রহণ করুন ॥২৩॥

ন চ তে তপসো নাশমিচ্ছামি তপতাংবর ! ।

তপন্তে স্তমহদীপ্তং গুরুবশ্চাপি তোষিতাঃ ॥২৫॥

কৌমারং ব্রহ্মচর্য্যং তে জানামি বিজসত্তম ! ! ।

দুঃখার্জিতস্ত তপসস্তস্মান্নেচ্ছামি তে ব্যয়ম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্ব্বণি অশ্বমেধে কৃষ্ণোত্তমসমাগমে অষ্টবহ্নিতমোগোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

ভারতকৌমুদী

নেতি । তপতাং তপস্তাং কুর্কৃতাম্ । দীপ্তমুজ্জলম্ তেজস্বরমিত্যর্থঃ ॥২৫॥

কৌমারমিতি । কৌমারং কুমারকালমাবভ্য কৃতম্ । ব্যয়ং নাশম্ ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্ব্বণি

অশ্বমেধে অষ্টবহ্নিতমোগোহধ্যায়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

দৌশাম্যে সৌরন্তে ॥১৫—২১॥ বিখ্যাচায়েণ কপটপূর্ব্বকমবিরোধচ্ছলেন বিরোধং অচরতা,

পরীতাঃ পরিতঃ প্রাপ্তাঃ ॥২২॥ অহুনয়ং শিক্ষাম্ ॥২৩॥ মে মন্তঃ ॥২৪—২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্ব্বণি অশ্বমেধে অষ্টবহ্নিতমোগোহধ্যায়ঃ ॥৬৮॥

আপনি আমার সেই মনোবৃত্তি শ্রবণ করিয়া আজ শাপ দিবেন । তারপর
মানুষ অল্প তপস্তার বলে আমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না ॥২৪॥

তপস্বিশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার তপস্তার ক্ষয় ইচ্ছা করি না । আপনার
তপস্তা অত্যন্ত উজ্জল এবং আপনি পরিচর্যা দ্বারা গুরুগণকেও সন্তুষ্ট করিয়া-
ছেন ॥২৫॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনার ব্রহ্মচর্য্য যে কুমারকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,
তাহা আমি জানি ; অতএব আপনার দুঃখার্জিত তপস্তার ক্ষয় আমি ইচ্ছা
করি না' ॥২৬॥

* '...ত্রিপকাশোহধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি ।

উনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ●ঃ—

উত্তর উবাচ ।

ক্রহি কেশব ! তদ্বেন ত্বমধ্যাত্মগনিন্দিতম্ ।

শ্রেয়ঃ শ্রেয়োহভিধান্মাসি শাপং বা তে জনার্দন ! ॥১॥

বাসুদেব উবাচ ।

তমো রজশ্চ ত্বঞ্চ বিদ্ধি ভাবান্মদাশ্রয়ান্ ।

তথা রুদ্রান্ বসূন্ বাপি বিদ্ধি মৎপ্রভবান্ দ্বিজ ! ॥২॥

গয়ি সর্বাণি ভূতানি সর্বভূতেষু চাপ্যহম্ ।

স্থিত ইত্যভিজানীহি মা তেহভূদত্র সংশয়ঃ ॥৩॥

তথা দৈত্যগগান্ সর্বান্ যক্ষগন্ধর্বারাক্ষসান্ ।

নাগানম্পরসশৈচব বিদ্ধি মৎপ্রভবান্ দ্বিজ ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ক্রহীতি । অধ্যাত্ম আধ্যাত্মিকং বিষয়ম্ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্, শাপং বা অভিধান্মাসি ।
নির্দোষশ্চৈশ্রেয়ঃ, সদোষশ্চৈশাপ ইত্যংশয়ঃ ॥১॥

তম ইতি । ভাবান্ গুণান্ আশ্রয়নঃ সগুণশ্চৈ প্রকৃতিরূপত্বাৎ । প্রভবন্ত্যন্যাদিতি প্রভবঃ
কারণম্, অহমেব প্রভবো যেষাং তান্ ॥২॥

ময়ীতি । “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে” ইতি শ্রুতেঃ । অহঞ্চাপি সর্বভূতেষু জীবরূপেণ
স্থিতঃ ॥৩॥

তথেষতি । অত্রাপি মৎপ্রভবাদিতি পূর্ববদব্যাখ্যানম্ ॥৪॥

উত্তর বলিলেন—কেশব ! আপনি অনিন্দিত আধ্যাত্মিক বিষয় যথাযথ-
রূপে বলুন । জনার্দন ! তাহার পর আমি আপনার মঙ্গলের কথা বলিব
কিংবা অভিসম্পাত করিব’ ॥১॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! সম্ভ, রজ ও তম—এই তিনটা গুণ আমাতে
রহিয়াছে বলিয়া অবগত হউন এবং রুদ্রগণ ও বসুগণ আমা হইতেই উৎপন্ন
হইয়াছেন বলিয়া মনে করুন ॥২॥

সমস্ত ভূত আমাতে রহিয়াছে, আমিও সমস্ত ভূতে রহিয়াছি, ইহা অবগত
হউন ; এবিষয়ে যেন আপনার সন্দেহ হয় না ॥৩॥

সদসচৈব যৎপ্রাহরব্যক্তং ব্যক্তমেব চ ।
 অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব সর্বমেতন্মদাত্মকম্ ॥৫॥
 যে চাত্ম্যমেষু বৈ ধৰ্ম্মাশ্চতুর্ধা বিদিতা যুনে ! ।
 বৈদিকানি চ সর্বাণি বিদ্ধি সর্বং মদাত্মকম্ ॥৬॥
 অসচ্চ সদসচৈব যদ্বিশং সদসৎপরম্ ।
 মত্তঃ পরতরং নাস্তি দেবদেবাৎ সনাতনাৎ ॥৭॥
 ওঙ্কারপ্রমুখান্ বেদান্ বিদ্ধি মাং ত্বং ভৃগুদ্বহ ! ।
 যুপং সোমং চরুং হোমং ত্রিদশাপ্যায়নং যথে ॥৮॥
 হোতারমপি হব্যঞ্চ বিদ্ধি মাং ভৃগুনন্দন ! ।
 অধ্বর্যুঃ কল্পকশ্চাপি হবিঃপরমসংস্কৃতম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

সদ্বিত্তি । সৎ বিজ্ঞমানম্, অসৎ ভবিষ্যৎ, অব্যক্তং প্রকৃতিম্, ব্যক্তং মহাদাদিকম্ । অক্ষরং পুরুষম্, ক্ষরং স্থূলভূতাদিকম্ ॥৫॥

য ইতি । আখ্যেয়েষু ব্রহ্মচর্যাদিষু । বৈদিকানি অখ্যেয়াদীনি ॥৬॥

অসদ্বিত্তি । অসৎ অবিজ্ঞমানং ঘটাদি, সদসৎ মায়াকরুণং বস্তু, সৎকারণরূপম্, অসৎ কার্য-
 রূপম্ ॥৭॥

ওঙ্কারেতি । সোমং সোমরসম্, ত্রিদশাপ্যায়নং দেবতাপ্রীতিকরম্ ॥৮॥

হোতারমিতি । অধ্বর্যুঃ যজুর্বেদীয় ঋষিক্, কল্পকঃ কল্পশাস্ত্রকর্তা, পরমসংস্কৃতং হবি-
 রিত্যভিধানাৎ হব্যমিত্যসংস্কৃতং বোধ্যম্ ॥৯॥

ব্রাহ্মণ । দৈত্যগণ, সমস্ত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নাগ ও অশ্বর। আমা
 হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও অবগত হউন ॥৪॥

মুনিরা যে যে পদার্থকে সৎ, অসৎ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অক্ষর ও ক্ষর বলেন,
 এই সমস্তই আমার স্বরূপ ॥৫॥

মুনি । চারিটী আখ্যেয়ে যে সকল ধৰ্ম্ম বিহিত আছে এবং বেদে যে সকল
 কর্ম উক্ত রহিয়াছে, সে সমস্তই আমার স্বরূপ বলিয়া জাহ্নুন ॥৬॥

যাহা অসৎ, যাহা সৎও বটে, অসৎও বটে এবং যাহা সৎ ও যাহা অসৎ,
 তাহার কোন পদার্থই সনাতন দেবদেব আমা হইতে উৎকৃষ্ট নহে ॥৭॥

ভৃগুবাংশশ্রেষ্ঠ । ওঙ্কারপ্রভৃতি বেদ এবং যজ্ঞে দেবগণের সন্তোষজনক যুপ,
 সোমরস, চরু ও হোমকে আমার স্বরূপ বলিয়াই মনে করুন ॥৮॥

(৬) চতুর্বিহিতা যুনে ।—নি ।

উদগাতা চাপি গাং স্তোতি গীতঘোষৈর্মহাধ্বরে ।
 প্রায়শ্চিত্তেষু গাং ব্রহ্মন্ ! শাস্তিমঙ্গলবাচকাঃ ॥১০॥
 স্তবস্তি বিশ্বকর্মাণং সততং দ্বিজসত্তমাঃ ।
 মম বিদ্ধি স্তুতং ধর্মমগ্রজং দ্বিজসত্তম ! ॥১১॥
 মানসং দয়িতং বিশ্র ! সর্বভূতদয়াত্মকম্ ।
 তত্রাহং বর্তমানৈশ্চ নিরুত্তৈশ্চৈব গানবৈঃ ॥১২॥
 বহ্নীঃ সংসরমাণো বৈ যোনীর্বর্তামি সত্তম ! ।
 লোকসংরক্ষণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
 তৈস্তৈর্বৈশ্চ রূপৈশ্চ ত্রিষু লোকেষু ভার্গব ! ।
 অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শক্রোহথ প্রভবাপ্যয়ঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

উল্লাতেতি । উল্লাতা সামবেদীয় ঋত্বিক্ । শাস্তিমঙ্গলবাচকাঃ পুরোহিতাঃ স্তবস্তি ॥১০॥
 স্তবস্তীতি । বিশ্বকর্মাণং দেবশিল্পিরূপম্ । অগ্রজং জ্যেষ্ঠম্ ॥১১॥
 মানসমিতি । হে সত্তম বিশ্র ! সর্বভূতদয়াত্মকং তং ধর্মং, মম দয়িতং মানসং পুত্রম্
 বিদ্ধি ইত্যম্বুত্তিঃ । তত্র চাহং বর্তমানৈঃ নিরুত্তরতীতৈশ্চ গানবৈঃ স্তুয়মান ইতি শেষঃ ।
 বহ্নীর্ধোনীঃ সংসরমাণঃ পরিভ্রমন্ লোকসংরক্ষণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ, বর্তামি বর্তে ॥১২-১৩॥
 তৈরিতি । প্রভবত্যাশ্রয়িত্বাৎ প্রভব উৎপত্তিকারণম্, অগ্নীযতে লীয়তে অনেনেতি
 অপ্যয়ো লয়কারণঞ্চ ॥১৪॥

ভৃগুনন্দন ! হোতা ও হব্যকে আমার স্বরূপ বলিয়াই অবগত হউন এবং
 যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্, কল্পশাস্ত্রকর্তা ও বিশেষ সংস্কৃতহবিও আমার স্বরূপ ॥৯॥

ব্রাহ্মণ ! সামবেদীয় ঋত্বিক্ ও মহাযজ্ঞে গীতধ্বনিদ্বারা আমার স্তব করেন
 এবং প্রায়শ্চিত্তে শাস্তিপাঠক ও মঙ্গলবাচক ব্রাহ্মণেরা আমারই স্তব করিয়া
 থাকেন ॥১০॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! সকল ব্রাহ্মণই সর্বদা আগাকে বিশ্বকর্মারূপে স্তব করেন
 এবং ধর্মকে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া অবগত হউন ॥১১॥

ব্রাহ্মণ ! সর্বভূতে দয়ালু সেই ধর্মকে আমার প্রিয় মানসপুত্র বলিয়া
 জাহ্নন । তারপর, আমি বর্তমান ও অতীত মনুষ্যগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া
 বহু যোনিতে ভ্রমণ করিয়া লোকরক্ষা এবং ধর্মস্থাপনের নিমিত্ত অবস্থান
 করি ॥১২—১৩॥

(১১) সততং দ্বিজসত্তম !—বহু বর্জ নি ।

(১৩) ধর্মসংরক্ষণার্থায়—বহু বর্জ নি ।

ভূতগ্রাগম্য সর্বশ্চ স্রষ্টা সংহার এব চ ।
 অধর্মো বর্তমানানাং সর্বেষামহমচ্যুতঃ ॥১৫॥
 ধর্মশ্চ সেতুং বন্ধামি চলিতে চলিতে যুগে ।
 তান্তা যোনীঃ প্রবিষ্টাহং প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥১৬॥
 যদা হুহং দেবযোনৌ বর্তামি ভৃগুনন্দন ! ।
 তদাহং দেববৎ সর্বমাচরাগি ন সংশয়ঃ ॥১৭॥
 যদা গন্ধর্বযোনৌ তু বর্তামি ভৃগুনন্দন ! ।
 তদা গন্ধর্ববৎ সর্বমাচরাগি ন সংশয়ঃ ॥১৮॥
 নাগযোনৌ যদা চৈব তদা বর্তামি নাগবৎ ।
 যক্ষরাক্ষসযোশ্চোস্ত যথাবদ্বিচরাগ্যহম্ ॥১৯॥
 মানুষ্যে বর্তমানে তু কৃপণং যাচিতা গয়া ।
 ন চ তে জাতসম্মোহা বচোহগৃহন্ত মোহিতাঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ভূতেতি । সংহ্রিয়তে অনেনেতি সংহারঃ । স্বধর্ম্যং ন চ্যুত ইত্যচ্যুতঃ ॥১৫॥
 ধর্মশ্চেতি । সেতুং সংক্রমণকারণম্ ॥১৬॥
 যদেতি । বর্তামি বর্তে । সর্বং কার্যম্ ॥১৭॥
 যদেতি । আচরাগি বিদধামি ॥১৮॥
 নাগেতি । যথাবৎ যক্ষবৎ রাক্ষসবচ্চ ॥১৯॥

ভৃগুনন্দন ! আমি ত্রিভুবনে সেই সেই বেষে ও সেই সেই রূপে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এবং উৎপত্তি ও লয়ের কারণ হইয়া থাকি ॥১৪॥

আমি সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা ও সংহারকর্তা এবং আমি অধর্মে প্রবৃত্ত সকলেরই মধ্যে অচ্যুতরূপী হইয়া থাকি ॥১৫॥

আমি সেই সেই যোনিতে প্রবেশ করিয়া লোকের হিতকামনায় বিভিন্ন যুগে ধর্মের সেতুবন্ধন করিয়া থাকি ॥১৬॥

ভৃগুনন্দন ! আমি যখন দেবযোনিতে থাকি, তখন আমি সমস্ত কার্যই দেবতার জ্ঞায় করি, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৭॥

ভৃগুনন্দন ! আমি যখন গন্ধর্বযোনিতে থাকি, তখন সমস্ত কার্যই গন্ধর্বের জ্ঞায় করি, ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই ॥১৮॥

আমি যখন নাগযোনিতে থাকি, তখন আমি নাগের জ্ঞায় চলি এবং যক্ষ-যোনি বা রাক্ষসযোনিতে থাকিলে, তাহাদের জ্ঞায়ই কার্য করিয়া থাকি ॥১৯॥

ভয়ঞ্চ মহতুদ্দিশ্চ ত্রাসিতাঃ কুরবো ময়া ।
 ক্রুদ্ধেন ভূত্বা তু পুনৰ্থথাবদনুদর্শিতাঃ ॥২১॥
 তেহধর্ম্মেণেহ সংযুক্তাঃ পরীতাঃ কালধর্ম্মণা ।
 ধর্ম্মেণ নিহতা যুদ্ধে গতাঃ স্বর্গং ন সংশয়ঃ ॥২২॥
 লোকেষু পাণ্ডবান্ধৈশ্চ ব গতাঃ খ্যাতিং দ্বিজোত্তম ! ।
 এতন্তে সর্বমাখ্যাতে যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে কৃষ্ণোত্তমসমাগমে ঊনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

মাহুত্ব ইতি । মাহুত্বো মম মাহুত্বো বর্তমানে ময়া মাহুত্বেন কৃপণং দীনং বখা ত্রাসিতা
 বাচিতা সন্ধিকরণায় ধার্ত্তরাত্ত্রাঃ প্রার্থিতাঃ ॥২০॥
 ভয়মিতি । উদ্ভিষ্ট উল্লিখ্য । অহুদর্শিতা ভয়মিতি শেষঃ ॥২১॥
 ত ইতি । অধর্ম্মেণ পাপেন, পরীতা আক্রান্তাঃ ॥২২॥
 লোকেষু । খ্যাতিং প্রশংসাম্, গতা ধর্ম্মপথানুসরণাং ॥২৩॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্বণি
 অশ্বমেধে ঊনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রূরীতি ॥১—৬॥ অসচ্ছন্দাদি, সদস্যং ঘটাদি, সদস্যপূরমব্যক্তম্, এতদ্রম্যপি তদ্বতঃ
 মন্তঃ পয়ং নাশ্তীত্যর্থঃ ॥৭—২১॥ অধর্ম্মেণেতি ছেদঃ ॥২২—২৩॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে ঊনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬০॥

এখন আমার মনুষ্যরূপ রহিয়াছে ; সুতরাং আমি মনুষ্যের স্থায় কৌরব-
 গণের নিকটে দীনভাবে সন্ধির প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাঁহারা মোহিত
 হইয়া আমার সে বাক্য গ্রহণ করেন নাই ॥২০॥

তারপর আমি গুরুতর ভয়ের কথা বলিয়া কৌরবগণকে ভীত করিবার
 চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভয় দেখাইয়াছিলাম ॥২১॥

কিন্তু তাঁহারা পাপী বলিয়া কালধর্ম্মে আক্রান্ত ও ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে নিহত
 হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২২॥

আর পাণ্ডবেরা জগতে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন । ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি
 আমাকে বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আমি সে সমস্তই আপনার নিকট
 বলিলাম ॥২৩॥

* ‘...চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ’—বদ্ধ বর্জ্জ নি ।

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

উত্তর উবাচ ।

অভিজানামি জগতঃ কর্তারং স্বাং জনার্দন ! ।

নূনং ভবৎপ্রসাদোহয়মিতি মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥১॥

চিন্তঞ্চ স্প্রশ্যমমং মে ত্বদ্ভাবগতমচ্যুত ! ।

বিনিবৃত্তঞ্চ মে শাপাদিতি বিদ্ধি পরন্তপ ! ॥২॥

যদি ত্বনুগ্রহং কঞ্চিৎপ্রোহঁমি জনার্দন ! ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপং বৈষ্ণবং তন্নিদর্শয় ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ স তস্মৈ প্রীভাত্মা দর্শয়ামাস তদ্বপুঃ ।

শাস্তং বৈষ্ণবং ধীমান্ দদৃশে যদ্বনজয়ঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি । অয়মায়নঃ স্বরূপবাদঃ, ভবতঃ প্রসাদোহুগ্রহঃ ॥১॥

চিন্তমিতি । ত্বদ্ভাবগতং ভবৎস্বরূপস্থিতম্ ॥২॥

যদীতি । ত্বন্তপ্তব সকাশাৎ, অহঁমি প্রাপ্তুমিতি শেষঃ ॥৩॥

তত ইতি । শাস্তং নিত্যম্, দদৃশে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধপূর্বকালে দদর্শ ॥৪॥

উত্তর বলিলেন—‘জনার্দন ! আমি আপনাকে সর্বপ্রকারে জগতের কর্তা বলিয়া জানিয়াছি, নিশ্চয়ই এই স্বরূপপ্রকাশ আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ১॥

পরন্তপ অচ্যুত ! আমার মন আপনার স্বরূপে অভিনিবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছে এবং শাপদান হইতে নিবৃত্তি পাইয়াছে, ইহা আপনি অবগত হউন ॥২॥

জনার্দন ! আমি যদি আপনা হইতে কোন অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য হই, তাহা হইলে আমি আপনার বৈষ্ণবরূপ দেখিতে ইচ্ছা, করি, তাহা আপনি আমাকে দেখান’ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে

(৩) ঐশ্বর্য তন্নিদর্শয়—পি বক বর্জ ।

স দদর্শ মহাত্মানং বিশ্বরূপং মহাভুজম্ ।
 সহস্রসূর্য্যপ্রতিমং দীপ্তিমৎপাবকোপমম্ ।
 সর্ব্বমাকাশমাবৃত্য তিষ্ঠন্তং সর্ব্বতোমুখম্ ॥৫॥
 তদৃষ্ট্ৱা পরমং রূপং বিষ্ণোর্বৈষ্ণবমদ্ভুতম্ ।
 বিস্ময়ঞ্চ যযৌ বিপ্রস্তং দৃষ্ট্ৱা পরমেশ্বরম্ ॥৬॥
 উত্তর উবাচ ।

নমো নমস্তে সর্বাঙ্গন্ ! নারায়ণ ! পরাত্মক ! ।
 পরমাত্মন্ ! পদ্মনাভ ! পুণ্ডরীকাক্ষ ! মাধব ! ॥৭॥
 হিরণ্যগৰ্ভরূপায় সংসারোত্তারণায় চ ।
 পুরুষায় পুরাণায় শাস্ত্রশ্রামায় তে নমঃ ॥৮॥
 অবিদ্যাতিমিরাদিত্যং ভবব্যাদিমহৌষধিম্ ।
 সংসারার্ণবসারং হ্রাং প্রণামি গতির্ভব ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । দীপ্তিমৎপাবকোপমং প্রজলিতায়িতুল্যম্ । সর্ব্বতঃ সর্ব্বাহ দিক্ মুখানি যন্ত
 তম্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥
 তদিত্তি । বৈষ্ণবং যথার্থমেব বিষ্ণুসম্বন্ধি । বিপ্র উত্তরঃ ॥৬॥
 নম ইতি । পরঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টে আত্মা স্বরূপং যন্ত তং সম্বোধনম্ ॥৭॥
 হিরণ্যোতি । হিরণ্যগৰ্ভরূপায় চতুরাননমূর্ত্তয়ে ॥৮॥

ভার্জুন যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমান কৃষ্ণ সম্ভষ্ট হইয়া উত্তরকে সেই
 শাস্ত্রত বৈষ্ণবরূপ দর্শন করাইলেন ॥৪॥

উত্তর দেখিলেন—মহাত্মা ও মহাবাহু কৃষ্ণ, সহস্র সূর্য্যের তুল্য ও প্রজলিত
 অগ্নির সমান বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ও
 সকল দিকে মুখ রাখিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥৫॥

উত্তর সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ দেখিয়া এবং বিষ্ণুর সেই অদ্ভুত পরম
 বৈষ্ণবরূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৬॥

উত্তর বলিলেন—‘সর্বাঙ্গন্ ! নারায়ণ ! পরমাত্মন্ ! পদ্মনাভ ! পুণ্ডরীকাক্ষ !
 মাধব ! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার ॥৭॥

ভগবন্ ! আপনি ব্রহ্মস্বরূপ, সংসার হইতে উদ্ধারকারী, পুরাণপুরুষ, শাস্ত্র-
 ও শ্রামবর্ণ—আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

(৭) ইতঃপ্রভৃতি পঞ্চ শ্লোকাঃ—পি বহু বর্জ্জ ন সন্তি ।

সর্ববেদৈকবেদ্যায় সর্ববেদময়ায় চ ।
 বাসুদেবায় নিত্যায় নমো ভক্তপ্রিয়ায় তে ॥১০॥
 দয়য়া হুঃখমোহান্মাং সমুদ্রতু গিহাইসি ।
 কৰ্ম্মভিৰ্বহুভিঃ পাপৈৰ্বন্ধং পাহি জনার্দন ! ॥১১॥
 বিশ্বকৰ্ম্মন্ ! নমস্তেহস্ত বিশ্বাত্মন্ ! বিশ্বসম্ভব ! ।
 পদ্ম্যাং তে পৃথিবী ব্যাপ্তা শিরসা চারুতং নভঃ ॥১২॥
 দ্ধাবাপৃথিব্যোৰ্যম্মধ্যং জঠরেণ তবারুতম্ ।
 ভুজাভ্যাগারুতাশ্চাশাস্ত্রমিদং সৰ্ব্বমচ্যুত ! ॥১৩॥
 সংহরস্ব পুনর্দেব ! রূপমক্ষয়ামুক্তমগ্ ।
 পুনস্ত্বাং স্তেন রূপেণ দ্রষ্টু মিচ্ছামি শাস্ততম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

অবিষ্ঠেতি । অবিষ্ঠেব তিমিরমক্ষকারতত্ত্বাদিত্যন্তম্, গতিরূপায়ঃ ॥২॥
 সর্বেতি । সর্ববেদৈঃ একমবিতীয়ং স্বধা স্তাত্বধা, বেদ্যায় জ্ঞেয়ায় ॥১০॥
 দয়য়েতি । পাপৈঃ পাপজনকৈঃ ॥১১॥
 বিধেতি । বিশ্বং সম্ভবত্যাশ্রয়িত্বিতি তৎসম্বোধনম্ ॥১২॥
 দ্ধাবেতি । যম্মধ্যং তদজঠরেণাবৃতমিতি সম্বন্ধঃ । আশা দিশঃ ॥১৩॥
 সংহরষেতি । অক্ষয়ং ক্ষয়িতুমশক্যম্ ॥১৪॥

আপনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের সূর্য্য, ভবরোগের মহৌষধি এবং সংসার-সমুদ্রের সার, আমি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার গতি হউন ॥৯॥

আপনি সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ, সর্ববেদময়, বাসুদেব, নিত্য এবং ভক্তের প্রিয় ; আপনাকে নমস্কার ॥১০॥

জনার্দন ! আপনি দয়া করিয়া আমাকে হুঃখ ও মোহ হইতে উদ্ধার করুন । আমি বহুতর পাপজনক কৰ্ম্মে বদ্ধ হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন ॥১১॥

বিশ্বকৰ্ম্মন্ ! বিশ্বাত্মন্ ! বিশ্বসম্ভব ! আপনাকে নমস্কার । আপনার চরণ-যুগলদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মস্তকদ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥১২॥

আকাশ ও পৃথিবীর যে মধ্যস্থান, তাহা আপনার উদরদ্বারা ব্যাপ্ত আছে এবং ভুজযুগলদ্বারা সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; অতএব অচ্যুত ! আপনিই এই সমগ্র জগৎ ॥১৩॥

দেব ! এই নিত্য, উত্তম ও অক্ষয় রূপ পুনরায় উপসংহার করুন । আমি আপনাকে পুনরায় স্বকীয় রূপে দেখিতে ইচ্ছা করি ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তমুবাচ প্রসন্নাত্মা গোবিন্দো জনমেজয় ! ।

বরং বৃগীষেতি তদা তমুত্তকোহব্রবীদিদম্ ॥১৫॥

পর্যাপ্ত এষ এবাণ্ড বরস্তত্তো মহাত্মাতে ! ।

যন্তে রূপগিদং কৃষ্ণ ! পশ্যামি প্রভবাপ্যয়ম্ ॥১৬॥

তমব্রবীৎ পুনঃ কৃষ্ণো মা ত্বনত্র বিচারয় ।

অবশ্যমেতৎ কর্তব্যমমোঘং দর্শনং মম ॥১৭॥

উত্তক উবাচ ।

অবশ্যং করণীয়ঞ্চ যদ্ব্যেতন্মানুসে বিভো ! ।

তোয়মিচ্ছামি যত্রেফৎ মরুশ্বেতন্ধি দুর্লভম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমদী

তমিতি । প্রসন্নাত্মা শাপাতিপ্রায়নিবৃত্তিশ্রবণাদক্কচিত্তঃ ॥১৫॥

পর্যাপ্ত ইতি । পর্যাপ্তঃ সর্পিতোভায়েন লক্ঃ । প্রভবাপ্যয়ং পূর্বদ্ব্যাপ্যানাং উৎপত্তিলয়-
কারণীভূতম্ ॥১৬॥

তমিতি । অত্র বরগ্রহণে । অমোঘমব্যর্থম্ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

যত্গবতা যত বিধরূপমুক্তং তদেব ত্রৈলোক্যমুত্তক উবাচ—অভিজানামীত্যাদিনা ॥১—
১৩॥ এষ্টেব্যে জলেহপেক্ষিতে সতি ॥১৪—১৫॥ যাতকং চাণ্ডালবিশেষম্ ॥১৬॥ অধঃ পাদদেশে
শ্রোতসো দূতের্কারীতি সম্বন্ধঃ । তত্ সমীপে, অধঃশ্রোতসো ভোগবত্যা ইতি বা ॥১৭—১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আৰম্ভেদিক-

পরূণি অখমেধে সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! তখন কৃষ্ণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া উত্তককে
বলিলেন—‘আপনি বরগ্রহণ করুন ।’ তৎকালে উত্তক কৃষ্ণকে এই কথা
বলিলেন—॥১৫॥

‘মহাত্মাতি ! কৃষ্ণ ! আমি যে আপনার এই উৎপত্তি ও লয়ের কারণস্বরূপ
রূপ দেখিতে পাইয়াছি, ইহাই আজ আপনা হইতে যথেষ্ট বরলাভ
করিয়াছি’ ॥১৬॥

তখন কৃষ্ণ পুনরায় উত্তককে বলিলেন—‘আপনি এনিম্নে কোন বিচার
করিবেন না । এই বরগ্রহণ আপনার অবশ্য কর্তব্য । কারণ, আমার দর্শন
ব্যর্থ হয় না’ ॥১৭॥

(১৬) পশ্যামি পুরুষোত্তম !—পি বদ বর্জ ।

ততঃ সংহত্য তন্ত্বেজঃ প্রোবাচোত্তরগীশ্বরঃ ।

এষ্টব্যো সতি চিন্ত্যোহহগিত্যুক্তা দ্বারকাং যযৌ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে কৃষ্ণস্ত দ্বারকাপ্রস্থানে সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কদাচিদভগবানুত্তরকস্তোয়কাজ্জয়া ।

তুষ্টিতঃ পরিচক্রাম মরৌ সম্মার চাচ্যুতম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অবশ্যমিতি । যত্র মরুভূমিষু তোয়ং জলং সন্নিবিষ্টম্, তত্র তোয়মিচ্ছামি । মরুযু
মরুভূমিষু ॥১৮॥

তত ইতি । কশ্মিন্নপি বস্তুনি ত্রয়া এষ্টব্যো সতি অহং চিন্ত্যঃ স্মরণীয়ঃ, ভবচ্চিন্ত্যামাত্রো-
নৈব তদহং দাত্তামীত্যশয়ঃ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসগিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্বণি অশ্বমেধে সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । মরৌ মরুভূমৌ, অচ্যুতং কৃষ্ণম্ ॥১॥

উত্তরক বলিলেন—‘প্রভু ! এই বরগ্রহণ যদি আপনি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া
মনে করেন, তবে আমি এই বরপ্রার্থনা করি যে, যে স্থানে সকলেই জলের
অভিলাষ করে, সেই স্থানে জল হউক । কারণ, মরুভূমিতে জল দুর্লভ’ ॥১৮॥

তাহার পর কৃষ্ণ সেই তেজের উপসংহার করিয়া উত্তরকে বলিলেন—
‘আপনার যখন যে কোন বস্তুর ইচ্ছা হইবে, তখন আপনি আমাকে স্মরণ
করিবেন’ এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকার দিকে প্রস্থান করিলেন ॥১৯॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কোন সময়ে ভগবান্ উত্তরক পিপাসার্ত

অত্রাপ্যায়সমাপ্তিনান্তি—বৎ বৎ নি ।

ততো দিগ্‌বাসসং ধীমান্ মাতঙ্গং মলপঙ্কিলম্ ।
 অগশ্চ ত নরৌ তস্মিন্ শ্বযুথপরিবারিতম্ ।
 ভীষণং বন্ধনিস্ত্রিংশং বাণকাম্মু'কধারিণম্ ॥২॥
 তস্মাধঃ শ্রোতমোহপশ্চাদ্ভারি ভূরি দ্বিজোত্তমঃ ।
 স্মরন্নেব চ তং প্রাহ মাতঙ্গঃ প্রহসন্নিব ॥৩॥
 এত্য়ত্ত্বক ! প্রতীচ্ছস্ব মত্তো বারি ভৃগুদ্বহ ! ।
 কৃপা হি মে স্মমহতী ত্বাং দৃষ্ট্ৱা তৃট্‌সমাশ্রিতম্ ॥৪॥
 ইত্য়ুক্তস্তেন স মুনিস্তত্ত্বোয়ং নাভ্যনন্দত ।
 চিক্ষেপ চ স তং ধীমান্ বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরচ্যুতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দিগ্‌বাসসং প্রায়েণ নগ্নম্, ধীমান্ উত্তকঃ, মাতঙ্গং কক্ষিং চাণ্ডালম্, মলপঙ্কিলং ধূলিব্যাপ্তদেহম্ । শ্বযুথেন কুক্ক'রসমূহেন পরিবারিতং পরিবেষ্টিতম্ । বন্ধনিস্ত্রিংশং ধৃততরবারম্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২॥

তস্মেতি । দ্বিজোত্তম উত্তকঃ স্মরন্ কৃষ্ণঃ চিত্তয়ন্নেব, তস্মা তীরবর্তিনো মাতঙ্গস্ত অদঃ শ্রোতশ্রো নদীপ্রবাহস্ত ভূরি বারি অগশ্চ । তদা চ মাতঙ্গঃ, প্রহসন্নিব তম্ উত্তকং প্রাহ ॥৩॥

এহীতি । প্রতীচ্ছস্ব গৃহাণ । তৃট্‌সমাশ্রিতং তৃষ্ণাসমায়ুক্তম্ ॥৪॥

ইতীতি । চিক্ষেপ নিবিন্দ, অচ্যুতং জলদানোত্তমাদব্রষ্টম্, তং মাতঙ্গম্ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

চিক্ষেপ নিবিন্দিতবান্ অচ্যুতং বরপ্রদং কৃষ্ণম্ ॥১—৩॥ প্রহসন্নিব বক্ষিতম্ ॥৪—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭১॥

হইয়া জলকামনায় মরুভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন ॥১॥

তৎপরে ধীমান্ উত্তক দেখিলেন—প্রায় নগ্নদেহ ও ধূলিধূসরশরীর এক চাণ্ডাল সেই মরুভূমিতে কুক্ক'রযুথপরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে । তাহার আকৃতি ভীষণ, কটিদেশে তরবারি এবং হস্তে ধনু ও বাণ ছিল ॥২॥

ক্রমে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তক কৃষ্ণকে স্মরণ করিবামাত্রই দেখিলেন—তীরবর্তী মাতঙ্গের নীচে শ্রোতের প্রচুর জল রহিয়াছে । তখন মাতঙ্গ হাস্ত করিয়াই যেন উত্তককে বলিলেন—॥৩॥

‘ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ উত্তক ! আসুন, আমার নিকট হইতে জলগ্রহণ করুন । কারণ, আপনাকে তৃষ্ণাৰ্ত্ত দেখিয়া আমার গুরুতর দয়া জন্মিয়াছে’ ॥৪॥

পুনঃ পুনশ্চ মাতঙ্গঃ পিবস্বেতি তমব্রবীৎ ।
 ন চাপিবৎ স মক্রোধঃ ক্ষুভিতেনাস্তরাজ্ঞান ॥৬॥
 স তথা নিশ্চয়াত্তেন প্রত্যাখ্যাতো মহাস্থনা ।
 শ্বভিঃ সহ মহারাজ ! তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥৭॥
 উত্তরুত্তং তথা দৃষ্ট্বা ততো ব্রীড়িতমানসঃ ।
 গেনে প্রলঙ্ঘ্যাত্মানং কৃষ্ণেণাগিত্রেষাতিনা ॥৮॥
 অথ তেনৈব মার্গেণ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
 আজগাম মহাবুদ্ধিরন্তরৈশ্চৈচনমব্রবীৎ ॥৯॥
 ন যুক্তং তাদৃশং দাতুং ত্বয়া পুরুষসত্তম ! ।
 সলিলং বিপ্রমুখোভ্যো মাতঙ্গশ্চোতসা বিভো ! ॥১০॥

ভারতকৌমদী

পুনরিত্তি । ন চাপিবৎ চাণালস্পৃষ্টোদকপাননিষেধাৎ । তথা চ প্রারম্ভিত্ততৎপত্তা
 শ্বভিঃ—“বস্ত্র চাণালসংস্পৃষ্টং পিবন্তোয়মকামতঃ । স তু সন্তপনং কচ্ছুং চয়েৎ শুদ্যর্থ
 মাস্থনঃ” ॥৬॥

স ইতি । তথা নিশ্চয়াৎ চাণালতয়া নির্ণয়াৎ । শ্বভিঃ কৃষ্ণৈবঃ ॥৭॥

উত্তরু ইতি । ব্রীড়িতমানসো লজ্জিতচিত্তঃ । প্রলঙ্ঘং প্রতারিতম্ ॥৮॥

অথেতি । শঙ্খচক্রগদাধরঃ কৃষ্ণঃ । তেনৈব মার্গেণ প্রকারেণ অকস্মাদিত্যর্থঃ ॥৯॥

নেতি । মাতঙ্গশ্চোতসা চণালরূপেণ ॥১০॥

মাতঙ্গ এই কথা বলিলে বুদ্ধিমান উত্তরুমুনি তাহার জলের আদর করিলেন
 না; বরং উগ্রবাক্যে জলদানের উত্তম হইতে অভ্রষ্ট মাতঙ্গকে নিন্দা
 করিলেন ॥৫॥

এদিকে মাতঙ্গও ‘পান করুন’ এই কথা বার বার উত্তরুকে বলিল; কিন্তু
 উত্তরুমুনি ফ্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে সেই জল পান করিলেন না ॥৬॥

মহারাজ! মহাত্মা উত্তরুমুনি চণাল নিশ্চয় করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে,
 মাতঙ্গ কুকুরগুলির সতিত সেই স্থানেই অস্তগিত হইল ॥৭॥

তাহার পর উত্তরু চণালকে অস্তহিত দেখিয়া লজ্জিত হইয়া শত্রুহস্তা কৃষ্ণ-
 কর্জুক আপনাকে বঞ্চিত মনে করিলেন ॥৮॥

তৎপরে মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ সেই প্রকারেই সেই স্থানে আগমন করিলেন । তখন
 উত্তরু তাঁহাকে বলিলেন—৥৯॥

‘প্রভু পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার চণালরূপে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে সেইভাবে জল-
 দানের চেষ্টা করা উচিত হয় নাই’ ৥১০॥

ইতু্যক্তবচনং তং তু মহাবুদ্ধিৰ্জনাদনঃ ।
 উত্তৰং স্নানয়া বাচা সাস্বয়মিদমব্রবীৎ ॥১১॥
 যাদৃশেনেহ রূপেণ যোগ্যং দাতুং ধৃতেন বৈ ।
 তাদৃশং খলু তে দত্তং যচ্চ ত্বং নাববুধ্যথাঃ ॥১২॥
 ময়া ত্বদৰ্থমুক্তো বৈ বজ্রপাণিঃ পুরন্দরঃ ।
 উত্তরায়ামৃতং দেহি তোয়রূপমিতি প্রভুঃ ॥১৩॥
 স মায়ুবাচ দেবেন্দ্রে ন মৰ্ত্যোহমৰ্ত্যতাং ব্রজেৎ ।
 অন্তমশ্চৈব বরং দেহীত্যসকৃদ্বৃণুনন্দন ! ॥১৪॥
 অমৃতং দেয়মিত্যেব ময়ৈবোক্তঃ শচীপতিঃ ।
 স মাং প্রসাদ্য দেবেন্দ্রে পুনরেবেদমব্রবীৎ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । স্নানয়া কোমলয়া, সাস্বয়ন্ সন্তোষয়ন্ ॥১১॥
 যাদৃশেনেতি । তাদৃশং রূপং ধৃষেতি শেষঃ ॥১২॥
 ময়েতি । অমৃতং ব্রহ্মাণ্য, প্রভুর্মায়য়া প্রভাবশালী ॥১৩॥
 স ইতি । মৰ্ত্যো মরণার্থা মাহুযঃ, অমৰ্ত্যতাম্ অমরত্বম্ । অমৃতদানে তৎপানাদেব
 অমরত্বং ভবেদिति ভাবঃ ॥১৪॥
 অমৃতমিতি । শচীপতিরিত্যঃ । প্রসাদ্য কোমলবাক্যেন ॥১৫॥

উত্তর এই কথা বলিলে, মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ কোমলবাক্যে উত্তরকে সন্তুষ্ট করিতে
 থাকিয়া এইরূপ বলিলেন—॥১১॥

‘ভৃগুনন্দন ! যাদৃশ রূপ ধারণ করিয়া জল দেওয়া উচিত ছিল, তাদৃশ রূপ
 ধারণ করিয়াই আমি আপনাকে জল দিয়াছিলাম, যাহা আপনি বুঝিতে
 পারেন নাই ॥১২॥

আমি আপনার জন্তই প্রভাবশালী ইন্দ্রকে বলিয়াছিলাম—‘আপনি
 উত্তরকে জলরূপে অমৃত দান করুন’ ॥১৩॥

তখন ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন—‘মর্ত্য যেন অমর্ত্যতা প্রাপ্ত না হয়
 অর্থাৎ মাহুয অমৃত পান করিয়া যেন অমর না হইতে পারে ; অতএব আপনি
 উহাকে অমৃত বর দান করুন’ । ভৃগুনন্দন ! ইন্দ্র আমাকে বার বার এই কথা
 বলিয়াছিলেন ॥১৪॥

তখন আমি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলাম—‘উত্তরকে অমৃত দিতেই হইবে’ । পরে
 ইন্দ্র আমাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় এই কথা বলিয়াছিলেন—॥১৫॥

যদি দেয়মবশ্যং বৈ মাতঙ্গোহয়ং মহামতে ! ।
 ভূত্বামৃতং প্রদাস্থামি ভার্গবায় মহাঅনে ॥১৬॥
 যদ্বোং প্রতিগৃহ্ণাতি ভার্গবোহমৃতমগ্ন বৈ ।
 প্রদাতুমেষ গচ্ছামি ভার্গবস্থামৃতং বিভো ! ।
 প্রত্যাখ্যাতস্ত্বহং তেন দাস্থামি ন কথঞ্চন ॥১৭॥
 স তথা সময়ং কৃত্বা তেন রূপেণ বাসবঃ ।
 উপস্থিতস্ত্বয়া চাপি প্রত্যাখ্যাতোহমৃতং দদৎ ।
 চাণ্ডালরূপী ভগবান্ স্মহাংস্তে ব্যতিক্রমঃ ॥১৮॥
 যন্তু শক্যং ময়া কর্ত্ত্বুং ভূয় এব তবেপ্সিতম্ ।
 তোয়েপ্সাং তব দুর্দ্ধবাং করিষ্যে সফলামহম্ ॥১৯॥
 যেস্বহঃস্ চ তে ব্রহ্মান্ ! সলিলেপ্সা ভবিষ্যতি ।
 তদা মরৌ ভবিষ্যন্তি জলপূর্ণাঃ পয়োধরাঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

বদীতি । মাতঙ্গচণ্ডালঃ । এতেন জলবৃদ্ধ্যা চাণ্ডালাদমৃতং ন গৃহীয়াদিত্যভিপ্রায়ঃ
 সৃচিতঃ ॥১৬॥

বদীতি । ভার্গব উত্তকঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোক ॥১৭॥

স ইতি । সময়ং নিয়মম্, তেন চাণ্ডালসম্বন্ধিনা । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৮॥

যদীতি । তোয়েপ্সাং জললিপ্সাম্, দুর্দ্ধবাং মরুস্থানবাদ্ভুত্বম্ ॥১৯॥

যেষীতি । মরৌ অস্তাং মরুভূমৌ, পয়োধরা মেঘাঃ ॥২০॥

‘মহামতি ! যদি উত্তককে অবশ্যই অমৃত দিতে হয়, তবে আমি চাণ্ডাল হইয়া মহাত্মা উত্তককে অমৃত দান করিব ॥১৬॥

প্রভু ! এইরূপ করিলেও যদি আজ উত্তক অমৃত গ্রহণ করেন, তবে আমি উত্তককে অমৃত দিবার জন্ত এই গমন করিতেছি । তিনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি কোন প্রকারেই উহা দান করিব না’ ॥১৭॥

ইন্দ্র সেইরূপ নিয়ম করিয়া চণ্ডালরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অমৃত দান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনি সেই চণ্ডালরূপী ভগবান্ ইন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ; অতএব আপনার গুরুতর কর্ত্তব্যলঙ্ঘন হইয়াছে ॥১৮॥

আমি পুনরায় আপনার যে অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারিব, তাহা বলিতেছি—আপনার হৃৎকর জললিপ্সা সফল করিব ॥১৯॥

ব্রাহ্মণ ! যে সকল দিনে আপনার জললিপ্সা হইবে, সেই সকল দিনেই এই মরুভূমিতে মেঘ সকল জলপূর্ণ হইবে ॥২০॥

রসবচ্চ প্রদাস্তিস্তি তোয়ং তে ভৃগুনন্দন ! ।

উত্তরমেঘা ইতু্যক্তাঃ খ্যাতিং যাস্তিস্তি চাপি তে ॥২১॥

ইতু্যক্তাঃ শ্রীতিগান্ বিপ্রঃ কৃষ্ণেন স বভূব হ ।

অত্ৰাপ্যুত্তরমেঘাশ্চ মরৌ বর্ষস্তু ভারত ! ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে উত্তরকোপাখ্যানে একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ ।

উত্তরঃ কেন তপস। সংযুক্তো বৈ মহামনাঃ ।

যঃ শাপং দাতুকামোহভূদ্বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

রসবদিতি । রসবৎ স্বস্বাহ, প্রদাস্তিস্তি তে পয়োদরাঃ ॥২১॥

ইতীতি । বিপ্র উত্তরঃ । উত্তরমেঘা তদাখ্যায়া বিখ্যাতা মেঘাঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—ঃ*ঃ—

উত্তর ইতি । কেন কীদৃশেন । প্রভবিষ্ণবে প্রভাবশালিনে । “জি ভূবোঃ স্রুক্” ইতি
ভূবঃ স্রুক্ প্রত্যয়ঃ । তাদৃশায় বিষ্ণবে শাপদানং মহতস্তপস এব সম্ভবপরমিতি ভাবঃ ॥১॥

ভৃগুনন্দন ! সেই সকল মেঘ আপনাকে সুস্বাহ জল দান করিবে এবং সেই
মেঘগুলি ‘উত্তরমেঘ । এই নামে বিখ্যাত হইবে’ ॥২১॥

ভরতনন্দন ! কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, উত্তর সমুদ্র হইলেন । অত্ৰাপি সেই
মরুভূমিতে উত্তরমেঘেরা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥২২॥

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় বলিলেন—‘মহামনা উত্তর কীদৃশ তপস্ত্রায়ুক্ত ছিলেন, যিনি
মহাপ্রভাবশালী কৃষ্ণকেও অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ?’ ॥১॥

* ‘...পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ’—বহু বর্ষ নি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উত্তকো মহতা যুক্তস্তপসা জনমেজয় ! ।

গুরুভক্তঃ স তেজস্বী নান্যৎ কিঞ্চিদপূজয়ৎ ॥২॥

সর্বেষামৃষিপুত্রাণামেষ অসীম্ননোরথঃ ।

ঔত্তকীং গুরুবৃত্তিং বৈ প্রাপ্নুয়ামেতি ভারত ! ॥৩॥

গৌতমস্ত তু শিষ্যাণাং বহুনাং জনমেজয় ! ।

উত্তক্কেহভ্যাধিকা প্রীতিঃ স্নেহশ্চৈবভবত্তদা ॥৪॥

স তস্ত দমশৌচাভ্যাং বিক্রান্তেন চ কৰ্ম্মণা ।

সম্যক্ চৈবোপচারেণ গৌতমঃ প্রীতিমানভূৎ ॥৫॥

অথ শিষ্যসহস্রাণি সমনুজ্ঞাতবানৃষিঃ ।

উত্তকং পরয়। প্রীত্যা নাভ্যনুজ্ঞাতুমৈচ্ছত ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

উত্তক ইতি । অস্তদৃগুক্তিঃ ॥২॥

সৰ্বেষামিতি । মনোরথোহভিলাষঃ । উত্তকশ্ৰেয়সিতি ঔত্তকী তাম্, গুরো বৃত্তিং ব্যবহারম্ ॥৩॥

গৌতমশ্ৰেতি । গৌতমস্ত তদাখ্যস্ত মহর্ষেঃ ॥৪॥

স ইতি । দম ইন্দ্রিয়দমনম্, বিক্রান্তেন সাহসসাধোন । উপচারেণ পরিচর্য্যয়া ॥৫॥

অথেতি । সমনুজ্ঞাতবান্ সমিৎকুশাদিসংগ্রহায়, ঋষিগৌতমঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! উত্তক মহাতপস্ত্রাযুক্ত ছিলেন এবং সেই তেজস্বী উত্তক এমন গুরুভক্ত ছিলেন যে, অণু কাহারও পূজা করিতেন না ॥২॥

ভরতনন্দন ! সকল ঋষিপুত্রেরই এইরূপ অভিলাষ ছিল যে, উত্তকের গ্রায় গুরুভক্তি যেন লাভ করিতে পারি ॥৩॥

আবার জনমেজয় ! মহর্ষি গৌতমেরও বহুতর শিষ্যের মধ্যে উত্তকের উপরেই তখন অধিক প্রীতি ও স্নেহ ছিল ॥৪॥

উত্তকের ইন্দ্রিয়দমন, পবিত্রতা, সাহসের কার্য্য এবং সমীচীনভাবে পরিচর্য্যায় মহর্ষি গৌতমও তাঁহার উপরে বিশেষ প্রীতিযুক্ত ছিলেন ॥৫॥

ক্রমে মহর্ষি গৌতম, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য সহস্র সহস্র শিষ্যকে আদেশ করিতেন ; কিন্তু পরম প্রীতিনিবন্ধন উত্তককে আদেশ করিতে ইচ্ছা করিতেন না ॥৬॥

তং ক্রমেণ জরা তাত । প্রতিপেদে মহামুনিম্ ।
 ন চান্ববুধ্যত তদা স মুনিগুৰুবৎসলঃ ॥৭॥
 ততঃ কদাচিদ্রাজেন্দ্র ! কাষ্ঠান্মানয়িতুং যযৌ ।
 উত্তকঃ কাষ্ঠভারঞ্চ মহাস্তং সমুপানয়ৎ ॥৮॥
 স তদভারাভিভূতাত্মা কাষ্ঠভারগরিম্ভদম্ ! ।
 নিচিক্ষেপ ক্রিতৌ রাজন্ ! পরিশ্রাস্তো বৃদ্ধক্লিতঃ ॥৯॥
 তস্মৈ কাষ্ঠে বিলগ্নাভূজ্জটো রূপ্যসমপ্রভা ।
 ততঃ কাষ্ঠৈঃ সহ তদা পপাত ধরণীতলে ॥১০॥
 ততঃ স ভারনিষ্পিষ্টঃ ক্ষুধাবিষ্টশ্চ ভারত ! ।
 দৃষ্ট্বা তাং বয়সোহবস্থাং রুরোদার্তস্বরস্তদা ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিতি । মহামুনিম্ উত্তকম্ প্রতিপেদে প্রাপ । স মুনিরুত্তকঃ ॥৭॥
 তত ইতি । আনয়িতুম্ আনতুম্ । ঈড়াগম্ আৰ্ঘ্যঃ ॥৮॥
 স ইতি । তদভারেণ অভিভূতাত্মা ক্লান্তদেহঃ । বৃদ্ধক্লিতঃ ক্ষুধার্তঃ ॥৯॥
 তস্মৈতি । বিলগ্না সংসক্তা, রূপ্যসমপ্রভা পকতয়া রূপ্যকতুল্যশুভ্রবর্ণা ॥১০॥
 তত ইতি । ভায়েন নিষ্পিষ্টঃ ক্লান্তঃ । আৰ্ত্তস্বরঃ পীড়াব্যঞ্জককণ্ঠধ্বনিঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

উত্তক ইতি ॥১—৮॥ নিচিক্ষেপেত্যত্র নিষ্পিণ্ডেযোতি পাঠেইপি স এবার্থঃ ॥৯॥ নিষ্পিষ্টঃ

বৎস ! ক্রমে জরা আসিয়া মগধি উত্তককে আক্রমণ করিল ; কিন্তু তখনও
 গুরুভক্ত উত্তক তাহা বুঝিতে পারিলেন না ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর কোন সময়ে উত্তক কাষ্ঠ আনয়ন করিবার জন্ত
 গমন করিলেন এবং বিশাল কাষ্ঠরাশি লইয়া আসিলেন ॥৮॥

শত্রুদমনকারী রাজা ! পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত উত্তক সেই কাষ্ঠরাশির ভারে
 ক্লান্তদেহ হইয়াছিলেন বলিয়া তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ॥৯॥

কিন্তু পক হইয়াছিল বলিয়া রূপার স্থায় শুভ্রবর্ণা উত্তকের একটা জট্টা সেই
 কাষ্ঠে জড়াইয়া গিয়াছিল ; তাহাতেই উত্তক তখন সেই কাষ্ঠের সহিতই ভূতলে
 পড়িয়া গিয়াছিলেন ॥১০॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর ভারক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত উত্তক নিজের সেই বয়সের
 অবস্থা দেখিয়া আৰ্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥১১॥

ততো গুরুত্বতা তস্য পদ্মপত্রনিভাননা ।
 জগ্রাহাশ্রুণি স্বশ্রোণী করেণ পৃথুলোচনা ।
 পিতুর্নিয়োগাঙ্ক্ষমজ্জা শিরসাবনতা তদা ॥১২॥
 তস্মা নিপেততুর্দক্ষৌ করৌ তৈরশ্রবিন্দুভিঃ ।
 ন হি তানশ্রুপাতাংস্ত শক্তা ধারয়িতুং মহী ॥১৩॥
 গৌতমস্তব্রবীদ্বিপ্রমুতক্ষং শ্রীতমানসঃ ।
 কস্মাত্তাত ! তবাঘোহ শোকোত্তরমিদং মনঃ ।
 স স্বৈরং ক্রহি বিপ্রর্ষে ! শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বতঃ ॥১৪॥

উত্তর উবাচ ।

ভবদগতেন মনসা ভবৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া ।
 ভবদভক্তিগতেনেহ ভবদভাবানুগেন চ ॥১৫॥
 জরেয়ং নাববুদ্ধা মে নাভিজাতং স্নখঞ্চ মে ।
 শতবর্ষোষিতং গাং হি ন হ্রগভ্যানুজানিধাঃ ॥১৬॥ (যুগাকম)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অশ্রুণি নয়নজলানি, স্বশ্রোণী শোভননিতম্বা, পৃথুলোচনা বিশালনেত্রা ।
 ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

তস্মা ইতি । নিপেততুঃ অপস্রতবস্ত্রো, দক্ষৌ অশ্রবিন্দুনাগত্যক্ষত্যাং ॥১৩॥

গৌতম ইতি । শোক উত্তরঃ অধিকো যত্র তৎ । স্বৈরং স্বথেষ্টম্ । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥

ভবদিতি । ভবতো ভাবানুগেন চেষ্টাশ্চকারিণা । মে ময়া । অভ্যশুজানিধা গৃহগমনায়াহু-
 জাতবান্ । “অভ্যভাবো হ্রস্বত্বকার্ঘ্যম্” ইতি নীলকণ্ঠঃ ॥১৫—১৬॥

তদনন্তর ধর্ম্মজ্ঞা, পদ্মপত্রের স্ত্রায় বিশালনয়না ও স্নানিতম্বা উত্তর গুরু-
 পুত্রী পিতার আদেশক্রমে সত্তর আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া হস্তদ্বারা
 উত্তরকে সেই অশ্রুজল গ্রহণ করিল ॥১২॥

সেই অশ্রুবিন্দুগুলির উত্তাপে সেই গুরুকন্যার হস্তযুগল দক্ষপ্রায় হইয়া
 সরিয়া গেল । তখন ভূমিও সেই অশ্রুবিন্দুগুলি ধারণ করিতে সমর্থ হইল
 না ॥১৩॥

এই সময়ে গৌতম আসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া উত্তরকে বলিলেন—‘বৎস ! আজ
 তোমার মন এই ব্যাপারে কি জন্ম গুরুতর শোকযুক্ত হইয়াছে, তাহা তুমি
 সুস্পষ্ট বল । ব্রহ্মর্ষি ! আমি তাহা যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি’ ॥১৪॥

ভবতা ত্বভ্যনুজ্ঞাতাঃ শিষ্যাঃ প্রত্যবরাঃ মম ।

উপপন্ন্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! শতশোহিত্ব সহস্রশঃ ॥১৭॥

গৌতম উবাচ ।

ত্বংপ্রীতিযুক্তেন গয়া গুরুশুশ্রূষয়া তব ।

ব্যতিক্রামন্যহাকালো নাববুদ্ধে! দ্বিজর্ষভ ! ॥১৮॥

কিস্তুহ যদি তে শ্রদ্ধা গমনং প্রতি ভার্গব ! ।

অনুজ্ঞাং প্রতিগৃহ্য ত্বং স্বগৃহান্ গচ্ছ মা চিরম্ ॥১৯॥

উত্তর উবাচ ।

গুরুর্বর্থং কং প্রযচ্ছামি ক্রহি ত্বং দ্বিজমত্তম ! ।

তমুপাহত্য গচ্ছেয়মনুজ্ঞাতত্বয়া বিভো ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ভবতেতি । প্রত্যবরাঃ কনিষ্ঠাঃ । উপপন্ন্য গার্হস্থ্যদর্শং প্রাপ্তাঃ ॥১৭॥

অদिति । মহাকালো দীর্ঘঃ সময়ঃ ॥১৮॥

কিস্বিতি । শ্রদ্ধা ইচ্ছা । মা চিরম্ বিলম্বং ন কুরুষ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

চূর্ণীভূত ইব ॥১০—১৫॥ অভ্যাজ্ঞানিধাঃ অভ্যাজ্ঞানীধা অভ্যাজ্ঞাতানিধি, অজ্ঞাতাবো ত্বং ত্বং চার্ঘ্যম্ ॥১৬—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্বদি অশ্বমেধে দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭২॥

উত্তর বলিলেন—‘আমার মন সর্বদাই আপনার উপরে থাকে, আমি সর্বদাই আপনার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছা করি এবং আপনার উপরে ভক্তি করিয়া থাকি, আর সর্বদাই আপনার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করি—এই সকল কারণে আমার যে জরা আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই, সুখও জানিতে সমর্থ হই নাই । তার পর, আমি আপনার নিকটে একশত বৎসর রহিয়াছি, আপনিও আমাকে গৃহগমনে অনুমতি করেন নাই ॥১৫—১৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমা অপেক্ষা কনিষ্ঠ, শত শত ও সহস্র সহস্র শিষ্যকে আপনি গৃহগমনে অনুমতি দিয়াছেন । তাঁহারা গৃহস্থধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছেন’ ॥১৭॥

গৌতম বলিলেন—‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! তোমার গুরুশুশ্রূষার গুণে আমি তোমার উপরে প্রীতিযুক্ত থাকায়, এই দীর্ঘকালাতিক্রম বুঝিতেই পারি নাই ॥১৮॥

কিন্তু ভৃগুনন্দন ! এখন যদি তোমার গৃহগমনের প্রতি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার অনুমতি লইয়া নিজগৃহে গমন কর, বিলম্ব করিও না’ ॥১৯॥

গৌতম উবাচ ।

দক্ষিণা পরিতোষো বৈ গুরুণাং সস্তিরূচ্যতে ।
 তব হ্যচরতো ধৰ্ম্মং তুষ্কোহহং বৈ ন সংশয়ঃ ।
 ইথঞ্চ পরিতুষ্টং মাং বিজানীহি ভৃগুদ্বহ ! ॥২১॥
 যুবা মোড়শবর্ষে হি যদ্যচ্চ ভবিতা ভবান্ ।
 দদানি পত্নীং কন্যাঞ্চ স্বাং তে হুহিতরং দ্বিজ ! ।
 এতামৃতেহঙ্গনা নাশ্চা স্বস্তেজোহহঁতি সেবিতুম্ ॥২২॥
 ততস্তাং প্রতিজ্ঞগ্রাহ যুবা ভূষ্মা যশস্বিনীম্ ।
 গুরুণা চাভ্যমুজ্জাতো গুরুপত্নীগথাব্রবীৎ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

গুন্নিতি । গুরুর্ধং গুরুদক্ষিণাম্ । উপাস্তব্য দত্তা ॥২০॥

দক্ষিণেতি । পরিতোষঃ পরিতোষসম্পাদনম্ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

যুবেতি । ভবিতা ভপোবলেন ভবিষ্যতি । কন্যাং কুমারীরূপাম্ । স্বস্তে বিনা, অস্ত্রা
 অঙ্গনা স্ত্রী, সেবিতুং ধারয়িতুম্ । অস্ত্রাস্তপস্বিজাতস্বাং স্বস্তেজোনাশং সন্তবপরমেবেতি
 ভাবঃ । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ । নহু “ব্রহ্মদাতৃগুণোশ্চৈব সন্ততিঃ প্রাতিষিধ্যতে” ইত্যাদি-
 তদ্ব্যুৎপত্ত্যা । বেদাধ্যাপককন্যাপরিণয়নিষেধাৎ কথমত্র তৎপ্রস্তাব ইতি চেন্ন অস্ত্রা অসবর্ণ-
 ভাষ্যাজাতস্বাং ধারণাং স্বামিত্যানেন চ ক্ষেত্রজাব্যাবর্তনাৎ ॥২২॥

তত ইতি । অভ্যমুজ্জাতো দক্ষিণাদানান্ভিপ্রায়বোধনায় ॥২৩॥

উক্তক বলিলেন—‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে কি গুরুদক্ষিণা দিব,
 তাহা বলুন । প্রভু ! আমি তাহা দান করিয়া আপনার অহুমতি লইয়া গৃহে
 গমন করিব’ ॥২০॥

গৌতম বলিলেন—‘পণ্ডিতেরা বলেন—‘গুরুর সন্তোষবিধানই গুরুদক্ষিণা ;
 অতএব তুমি যে গুরুজ্ঞারূপ ধর্ম্মাচরণ করিতেছিলে, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট
 হইয়াছি, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; সুতরাং ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ ! এষ্ট কারণেই
 তুমি আমাকে পরিতুষ্ট বলিয়া অবগত হও’ ॥২১॥

ব্রাহ্মণ ! তুমি যদি আজ ষোড়শবর্ষীয় যুবা হও, তাহা হইলে আমি আমার
 কুমারী তনয়াটিকে তোমার পত্নীরূপে দান করি । কারণ, আমার তনয়া
 ব্যতীত অস্ত্র স্ত্রী তোমার তেজ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না’ ॥২২॥

তাহার পর উক্তক যুবক হইয়া গৌতমের সেই যশস্বিনী কন্যাটিকে পত্নী-
 রূপে গ্রহণ করিলেন এবং গুরুর অহুমতিক্রমে গুরুপত্নীর নিকট বাইয়া
 বলিলেন—॥২৩॥

(২১) তব হ্যচরতো ব্রহ্মন—পি বহু বর্ষ ।

কিং ভবতৈ্য প্রযচ্ছামি গুৰ্বৰ্থং বিনিযুক্তু মাম্ ।
 প্রিয়ং হিতঞ্চ কাঙ্ক্ষামি প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥২৪॥
 যদুহ্লভং হি লোকেহগ্নিন্ রত্নমত্যন্তু তং মহৎ ।
 তদানয়েয়ং তপসা ন হি মেহত্ৰাস্তি সংশয়ঃ ॥২৫॥

অহল্যোবাচ ।

পরিভূক্তাস্মি তে বিপ্র ! নিত্যং ভক্ত্যা তবানঘ ! ।
 পর্যাণমেতদুভয়ং তে গচ্ছ তাত ! যথেষ্টিতম্ ॥২৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উত্তকস্ত মহারাজ ! পুনরেবাত্রবীদ্বচঃ ।
 আজ্ঞাপয়স্ব মাং মাতঃ ! কর্তব্যঞ্চ তব প্রিয়ম্ ॥২৭॥

অহল্যোবাচ ।

সৌদাসপত্ন্যা বিধ্বতে দিব্যে যে মণিকুণ্ডলে ।
 তে সমানয় ভদ্রং তে গুৰ্ব্বৰ্থঃ স্কৃতো ভবেৎ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । গুৰ্ব্বৰ্থং গুরুদক্ষিণাদানার্থম্ । প্রিয়ং হিতঞ্চ ভবত্যা ইতি শেষঃ ॥২৪॥

বদিতি । আনয়েয়ম্ অহমান্তুঃ শঙ্কুয়াম্ ॥২৫॥

পরীতি । এতৎ পরিভূতম্ পর্যাণম্ যথেষ্টং দক্ষিণাদানং জ্ঞাতম্, তে তব ভদ্রং মঙ্গল-
 মন্ত ॥২৬॥

উত্তক ইতি । কর্তব্যং যয়েতি শেষঃ ॥২৭॥

সৌদাসেতি । সৌদাসস্ত তদাধ্যস্ত রাজঃ পত্ন্যা, হৃততঃ সমাগ্‌বিহিতঃ ॥২৮॥

‘মা ! আমি আপনাকে কি গুরুদক্ষিণা দান করিব, তাহা আমাকে আদেশ
 করুন ! আমি প্রাণ এবং ধনদ্বারাও আপনার প্রিয় ও হিতকার্য্য করিতে ইচ্ছা
 করি ॥২৪॥

এই জগতে অত্যন্তুত যে মহারত্ন হুহ্লভ, তাহাও আমি তপোবলে আনয়ন
 করিতে পারিব, এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই’ ॥২৫॥

অহল্যা বলিলেন—‘নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ ! সৰ্ব্বদা তোমার ভক্তির গুণেই
 আমি সন্তুষ্ট আছি, ইহাই তোমার যথেষ্ট গুরুদক্ষিণা । বৎস ! তোমার মঙ্গল
 হউক, তুমি ইচ্ছানুসারে যাইতে পার’ ॥২৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! উত্তক পুনরায় এই কথা কহিলেন—
 ‘মা ! আপনি আদেশ করুন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য অবশ্যই করিব’ ॥২৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । ঃ

স তথেন্দ্ৰি প্রতিশ্রুত্য জগাম জনমেজয় ! ।

গুরুপত্নীপ্রিয়ার্থং বৈ তে সমানয়িতুং তদা ॥২৯॥

স জগাম ততঃ শীঘ্রমুত্তকো ব্রাহ্মণর্ষভঃ ।

সৌদাসং পুরুষাদং বৈ ভিক্ষিতুং মণিকুণ্ডলে ॥৩০॥

গৌতমস্তত্রবীৎ পত্নীমুত্তকো নাত্র দৃশ্যতে ।

ইতি পৃষ্ঠা তমাচষ্ট কুণ্ডলার্থে গতঞ্চ সা ॥৩১॥

ততঃ প্রোবাচ পত্নীং স ন তে সগ্যগিদং কৃতম্ ।

শপ্তঃ স পার্থিবো নুনং ব্রাহ্মণঃ তং বধিষ্যতি ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তে ষে মণিকুণ্ডলে, সমানয়িতুং সমানেতুং ॥২৯॥

স ইতি । পুরুষঃ মাহুষম্ অতি খাদতীতি পুরুষাদন্তম্ । সৌদাসো নাম রাজা মুনি-
শাপেন বান্ধবঃ প্রাপ্ত ইতি পূর্বমুপাখ্যানং দ্রষ্টব্যম্ ॥৩০॥

গৌতম ইতি । পত্নীমহল্যাম্ । আচষ্ট অত্রবীৎ ॥৩১॥

তত ইতি । স গৌতমঃ, তে ত্বয়া । তমুত্তকম্ ॥৩২॥

অহল্যা বলিলেন—‘বৎস ! সৌদাসরাজার পত্নী যে দুইটি অলৌকিক মণি-
কুণ্ডল ধারণ করেন, তুমি সেই দুইটি মণিকুণ্ডল আমার জন্ত আনয়ন কর, তাহা
হইলেই তোমার গুরুদক্ষিণাদান সমীচীনভাবে সম্পাদিত হইবে, তোমার
মঙ্গল হউক’ ॥২৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয় ! তখন উত্তর ‘তাহাই হইবে’ এই কথা
বলিয়া গুরুপত্নীর প্রিয়কার্য্য করিবার জন্ত সেই মণিকুণ্ডল দুইটি আনয়ন
করিতে গমন করিলেন ॥২৯॥

তাহার পর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সেই উত্তর নরভক্ষক সৌদাসরাজার নিকটে মণি-
কুণ্ডল ভিক্ষা করিবার জন্ত সত্বর গমন করিলেন ॥৩০॥

এই সময়ে গৌতম অহল্যাকে বলিলেন—‘এই আশ্রমে ত উত্তরকে
দেখিতেছি না’, গৌতম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, অহল্যা বলিলেন—‘উত্তর
মণিকুণ্ডল আনয়ন করিবার জন্ত সৌদাসরাজার নিকট গিয়াছে’ ॥৩১॥

তদনন্তর গৌতম অহল্যাকে কহিলেন—‘তুমি এই কার্য্য ভাল কর নাই ।
কারণ, মুনিশাপগ্রস্ত সেই সৌদাসরাজা নিশ্চয়ই সেই ব্রাহ্মণকে বধ
করিবে’ ॥৩২॥

ঃ এষ পার্শ্বঃ—পি বদ্ধ বর্ধ নাতি ।

(৩১) উত্তরো নাত্র দৃশ্যতে—পি বদ্ধ বর্ধ ।

অহল্যোবাচ ।

অজানন্ত্য। নিযুক্তঃ স ভগবন্ ! ব্রাহ্মণো ময়া ।

ভবৎপ্রসাদাম্ ভয়ং কিঞ্চিত্তস্ম ভবিষ্যতি ॥৩৩॥

ইত্যুক্তঃ প্রাহ তাং পত্নীমেবমস্ত্বিতি গোতমঃ ।

উত্তক্কেহপি বনে শূন্যে রাজানং তং দদর্শ হ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে উত্তক্কোপাখ্যানে দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তং দৃষ্ট্বা তথাভূতং রাজানং ঘোরদর্শনম্ ।

দীর্ঘশ্মশ্রুধরং নৃণাং শোণিতেন সমুক্ষিতম্ ।১॥

চকার ন ব্যথাং বিপ্রো রাজ। ছেনমথাত্রবীৎ ।

প্রতুথ্যায় মহাতেজা ভয়কর্তা যমোপমঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অজানন্ত্যতি । ভবতঃ প্রসাদাদহুগ্রহাৎ ॥৩৩॥

ইতীতি । এবমস্ত উত্তক্কে। নির্ভয়ো ভবতু ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি

অশ্বমেধে দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

অহল্যা বলিলেন—‘ভগবন্ ! আমি ইহা না জানিয়া সেই ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত
করিয়াছি, তবে আপনার অনুগ্রহে উত্তক্কের কোন ভয় হইবে না’ ॥৩৩॥

অহল্যা এইরূপ বলিলে, গোতম তাঁহাকে বলিলেন—‘এইরূপই হউক’ ।
ওদিকে উত্তক্কও নির্জন বনমধ্যে যাইয়া সৌদাসরাজাকে দেখিতে
পাইলেন ॥৩৪॥

(৩৩) অজানন্ত্য। নিযুক্তঃ স—বদ্ধ বর্দ্ধ নি ।

* ‘...বটপকাশোহধ্যায়ঃ’—বদ্ধ বর্দ্ধ নি ।

দিষ্ট্য। ত্বমসি কল্যাণ ! যষ্ঠে কালে সমাস্তিকম্ ।

ভক্ষ্যং যুগয়মাণস্ত সস্প্রাপ্তো দ্বিজসত্তম ! ॥৩॥

উত্তর উবাচ ।

রাজন্ ! গুরুর্ধনং বিদ্ধি চরন্তং মামিহাগতম্ ।

ন চ গুরুর্ধনদুযুক্তং হিংস্রমাহ্মনীষিণঃ ॥৪॥

রাজোবাচ ।

যষ্ঠে কালে মহাহারো বিহিতো দ্বিজসত্তম ! ! ।

ন শক্যস্ত্বং সমুৎস্রষ্টুং ক্ষুধিতেন ময়াতু বৈ ॥৫॥

উত্তর উবাচ ।

এবমস্ত মহারাজ ! সময়ঃ ক্রিয়তাং তু মে ।

গুরুর্ধনভিনির্বর্ত্য পুনরেষ্যামি তে বশম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । নৃণাং পূৰ্ব্বং ভক্তিতানাং মাহ্মষণাম্ ব্যথাং ভয়নিবন্ধনাং পীড়াং বিপ্র উত্তর ॥১—২॥

দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্য। মদ্বাণেয়, যষ্ঠে যষ্ঠযামাৰ্দ্ধে মদ্বক্ষণায় নিদ্দিষ্টে । যুগয়মাণস্ত অধিষ্ঠতঃ ॥৩॥

রাজম্বিত্তি । গুরুর্ধনং গুরুদক্ষিণাধিনম্ । গুরুর্ধনং গুরুদক্ষিণাগ্রহণনিমিত্তম্ ॥৪॥

যষ্ঠ ইতি । বিহিতঃ শাপদাতা । সমুৎস্রষ্টং পরিত্যজুম্ ॥৫॥

এবমিতি । সময়ো নিয়মঃ, মে ময়া । অভিনির্বর্ত্য সৰ্ব্বথা নিস্পাত ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দীর্ঘশ্বশ্রুধারী ও নররক্তে সিক্তদেহ, ঘোরদর্শন সেইরূপ সেই রাজাকে দেখিয়াও উত্তর ভয় করিলেন না ; কিন্তু যমের তুল্য ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ও মহাতেজ। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া উত্তরকে বলিলেন—৥১—২॥

‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কল্যাণদর্শন ! আমি এই দিনের যষ্ঠযামাৰ্দ্ধে খাওয়া অব্বেষণ করিতেছিলাম, এই সময়ে তুমি ভাগ্যবশতঃ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ’ ॥৩॥

উত্তর বলিলেন—‘রাজা ! আপনি ইহা অবগত হউন যে, আমি গুরুদক্ষিণা-প্রার্থী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে এইস্থানে আসিয়াছি । জ্ঞানীরা বলেন—গুরুদক্ষিণার্থ উদ্বৃত্ত লোককে হিংসা করিবে না’ ॥৪॥

রাজা বলিলেন—‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! শাপদানকারী মুনি দিনের যষ্ঠযামাৰ্দ্ধে আমার আহার নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন ; সুতরাং আমি আজ ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না’ ॥৫॥

সংশ্রুতশ্চ গয়া যোহর্থে গুরবে রাজসত্তম ! ।
 ত্বদধীনঃ স রাজেন্দ্র ! তং স্বাং ভিক্ষে নরেশ্বর ! ॥৭॥
 দদাসি বিপ্রমুখ্যেভ্যস্ত্বং হি রত্নানি নিত্যদা ।
 দাতা চ ত্বং নরব্যাক্ত্র ! পাত্ৰভূতঃ কিতাবিহ ।
 পাত্ৰং প্রতিগ্রহে চাপি বিদ্ধি গাং নৃপসত্তম ! ॥৮॥
 উপাহৃত্য গুরোরর্থং স্বদায়ত্তমরিন্দম ! ।
 সময়েনেহ রাজেন্দ্র ! পুনরেষ্ঠ্যামি তে বশম্ ॥৯॥
 সত্যং তে প্রতিজ্ঞানামি নাত্ৰ মিথ্যা কথঞ্চন ।
 অনৃতং নোক্তপূর্বং মে শ্বৈরেষপি কুতোহনৃত্যথা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সংশ্রুত ইতি । সংশ্রুতঃ প্রতিজ্ঞাতঃ, অর্থঃ প্রয়োজনম্ ধনং বা । ভিক্ষে প্রার্থয়ামি ॥৭॥
 দদাসীতি । পাত্ৰভূতোহহম্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥
 উপেতি । অর্থং ধনম্ । সময়েন ময়ৈব কৃতেন নিয়মেন ॥৯॥
 সত্যমিতি । অনৃতং মিথ্যা, শ্বৈরেষপি স্বচ্ছন্দালাপেষপি । ইদানীম্ অনৃত্যথা মিথ্যা
 কুতো ব্রবীমীতি শেষঃ ॥১০॥

উক্তক্ বলিলেন—‘মহারাজ ! এইরূপই হউক ; কিন্তু আমি একটা নিয়ম
 করিতেছি । আমি গুরুদক্ষিণা সম্পন্ন করিয়া আসিয়া পুনরায় আপনার বশী-
 ভূত হইব ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি গুরুর নিকটে যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, রাজেন্দ্র !
 তাহা আপনার অধীন । অতএব নরেশ্বর ! আমি আপনার নিকট তাহা প্রার্থনা
 করি ॥৭॥

নরশ্রেষ্ঠ রাজপ্রধান ! আপনি সর্বদাই ব্রাহ্মণগণকে রত্ন দান করিয়া
 থাকেন ; সুতরাং আপনি দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমিও এই পৃথিবীতে দানের
 পাত্ৰ । রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে প্রতিগ্রহের পাত্ৰ বলিয়া অবগত
 হউন ॥৮॥

শত্রুদমন রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার অধীন গুরুদক্ষিণার ধন গুরুকে
 উপহার দিয়া উক্ত নিয়ম অমুসারে এখানেই আসিয়া পুনরায় আপনার অধীন
 হইব ॥৯॥

আমি আপনার নিকট সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, এবিষয়ে আমার কথ।

সৌদাস উবাচ ।

যদি মত্তস্তবায়ন্তো গুৰ্বৰ্থঃ কৃত এব সঃ ।

যদি চান্মি প্রতিগ্রাহঃ সাম্প্রতং তদ্বদস্ব মে ॥১১॥

উত্তর উবাচ ।

প্রতিগ্রাহো! মতো মে স্বং সদৈব পুরুষৰ্ঘভ ! ।

সোহহং ত্বামনুসম্প্রাপ্তো ভিক্ষিতুং মণিকুণ্ডলে ॥১২॥

সৌদাস উবাচ ।

পত্ন্যাস্তে মম বিপ্রর্ষে! উচিতে মণিকুণ্ডলে ।

বরয়ার্থং ত্বমন্যং বৈ তং তে দাস্ত্যামি স্তত্রত ! ॥১৩॥

উত্তর উবাচ ।

অলং তে ব্যপদেশেন প্রমাণং যদি তে বয়ম্ ।

প্রযচ্ছ কুণ্ডলে মহং সত্যবাগ্ভব পাণ্ডিব ! ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । তব গুৰ্ব্বৰ্থো গুরুদক্ষিণার্থং ধনম্, যদি মতো মম আয়ত্তঃ অধীনঃ, তদা স ময়া কৃত এব । প্রতিগ্রাহস্তয়া । নরভক্ষকত্বাদপ্রতিগ্রাহ এবাহমিতি ভাবঃ ॥১১॥

প্রতীতি । প্রতিগ্রাহো মতঃ, নরভক্ষকত্বেহপি অতাপি পাতিত্যাভাবাদিত্যাশয়ঃ ॥১২॥

পত্ন্যা ইতি । উচিতে মৎপ্রদানেনৈব স্ত্রীধনত্বাৎ তস্তা এব দানযোগ্যো । অন্তমৰ্থং ধনম্, বরয় প্রার্থয় ॥১৩॥

কোন প্রকাৰেই মিথ্যা হইবে না । কারণ, আমি পূৰ্বে ইচ্ছানুরূপ আলাপের সময়েও মিথ্যাকথা বলি নাই, এখন কেন মিথ্যাকথা বলিব’ ॥১০॥

সৌদাসরাজা বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! আপনার গুরুদক্ষিণার ধন যদি আমার অধীন হয় এবং আমার নিকটে প্রতিগ্রহ করা যদি আপনি সঙ্গত মনে করেন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রার্থিতবিষয় সম্পাদন করিয়াছি (ইহা মনে করুন) । এখন আপনি আমার নিকট সেই বিষয় বলুন’ ॥১১॥

উত্তর বলিলেন—‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি মনে করি, আপনি সৰ্ব্বদাই আমার প্রতিগ্রাহ অর্থাৎ আপনার নিকট আমার প্রতিগ্রহ করা সঙ্গত ; সুতরাং আমি দুইটি মণিকুণ্ডল প্রার্থনা করিবার জন্ত আপনার নিকট আসিয়াছি’ ॥১২॥

সৌদাসরাজা বলিলেন—‘ব্রাহ্মণি ! আমার পত্নীই সেই দুইটি মণিকুণ্ডল দান করিবার যোগ্য ; অতএব আপনি আমার নিকট অশ্রু ধন প্রার্থনা করুন, আমি সেই অর্থ আপনাকে দান করিব’ ॥১৩॥

(১৪) প্রমাণা যদি তে বয়ম্—বঙ্গ বর্জ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতু্যক্তস্বত্ৰবীদ্রাজা তমুভকং পুনর্বচঃ ।

গচ্চ মম্বচনাদ্বেবীং ক্ৰহি দেহীতি সত্তম ! ॥১৫॥

সৈবমুক্তা স্বয়া নুনং মম্বাকোয়ন শুচিত্ৰতা ।

প্রদাস্ততি দ্বিজশ্ৰেষ্ঠ ! কুণ্ডলে তে ন সংশয়ঃ ॥১৬॥

উত্তক উবাচ ।

ক পত্নী ভবতঃ শক্যা ময়া দ্রষ্টুং নরেশ্বর ! ।

স্বয়ং বাপি ভবান্ পত্নীং কিমর্থং নোপসর্পতি ॥১৭॥

সৌদাস উবাচ ।

তাং দ্রক্ষ্যতি ভবানঘ কস্মিন্শ্চিদ্ধননিব্বারে ।

যষ্ঠে কালে ন হি গয়া সা শক্যা দ্রষ্টুং যত বৈ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অলমিতি । ব্যপদেশেন চ্ছলেন, প্রমাণং পাত্ৰেণ নিদিষ্টাঃ । সত্যবাগ্ভব “কৃত এব স” ইতি প্রাপ্তকথাং ॥১৪॥

ইতীতি । দেবীং মৎপত্নীম্, দেহি মণিকুণ্ডলে ইতি শেষঃ ॥১৫॥

সেতি । নুনং নিশ্চিতম্, শুচিত্ৰতা পবিত্রনিয়মা ॥১৬॥

কেতি । নোপসর্পতি কুণ্ডলদানার্থং নোপগচ্ছতি ॥১৭॥

তামিতি । বননিব্বারে বনস্থিতপার্কৃত্যজলপ্রপাতসমীপে । দ্রষ্টুং ন হি শক্যা তস্তা এব হস্তব্যঙ্গমস্তবাং ॥১৮॥

উত্তক বলিলেন—‘রাজা! আমি যদি আপনার দানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হই, তাহা হইলে আপনি ছল করিবেন না, সেই কুণ্ডল দুইটি আমাকে দান করুন এবং সত্যবাদী হউন’ ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘উত্তক এইরূপ কহিলে রাজা সৌদাস সেই উত্তককে পুনরায় এই কথা কহিলেন—‘সাধুশ্ৰেষ্ঠ! আপনি আমার বাক্যানুসারে মহিষীর নিকট গমন করুন এবং বলুন যে, ‘আমাকে মণিকুণ্ডল দুইটি দান করুন’ ॥১৫॥

ব্রাহ্মণশ্ৰেষ্ঠ! আপনি আমার বাক্যানুসারে এইরূপ বলিলে সেই পবিত্র-নিয়মা মহিষী নিশ্চয়ই সেই কুণ্ডল দুইটি আপনাকে দান করিবেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই’ ॥১৬॥

উত্তক বলিলেন—‘নরনাথ! আমি কোথায় আপনার পত্নীকে দেখিতে পারিব? আপনি নিজেই বা কেন পত্নীর নিকটে গমন করেন না?’ ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উত্তরক্ৰান্ত তথোক্তঃ স জগাগ ভরতর্ষভ ! ।

মদয়ন্তীঞ্চ দৃষ্ট্বা সোহজ্ঞাপয়ৎ স্বপ্রয়োজনম্ ॥১৯॥

সৌদাসবচনং শ্রুত্বা ততঃ সা পৃথুলোচনা ।

প্রত্যুবাচ মহাবুদ্ধিমুত্তমঃ জনমেজয় ! ॥২০॥

এবমেতন্মহাত্মকান্ ! নানৃতং বদসেহনঘ ! ।

অভিজ্ঞানস্ত কিঞ্চিদ্বং সমানয়িতুমর্হসি ॥২১॥

ইমে হি দিব্যে মণিকুণ্ডলে মে দেবশ্চ যক্ষশ্চ মহর্ষয়শ্চ ।

তৈস্তৈরুপায়ৈরপহর্তু কামাশ্চিদ্ভ্যে নিত্যং পরিতর্কয়ন্তি ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

উত্তর ইতি । মদয়ন্তীঃ তদাখ্যাঃ সৌদাসপত্নীম্ ॥১৯॥

সৌদাসেতি । পৃথুলোচনা বিশালনয়না । মহাবুদ্ধিভাদেব বক্ষ্যমাণাভিজ্ঞানশ্রবণেচ্ছ-
ত্যাশয়ঃ ॥২০॥

এবমিতি । অনৃতং মিথ্যা । অভিজ্ঞায়তে অনেনেতি অভিজ্ঞানং মদ্বিখাসজনকং তদ-
বাক্যম্, সমানয়িতুং সমানেতুম্ ॥২১॥

ইমে ইতি । দিব্যে অলৌকিকে । তৈস্তৈর্গোপনগমনাদিভিঃ, ছিদ্বেষু অবসরেষু পরি-
তর্কয়ন্তি হরণস্থবিধামঘিষ্ঠান্তি ॥২২॥

সৌদাসরাজা বলিলেন—‘আপনি এখন বনমধ্যস্থিত কোন পার্শ্ববর্ত্য
জলপ্রপাতের নিকটে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন ; কিন্তু আমি এখন দিনের
এই ষষ্ঠযামার্ক সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব না’ ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ । রাজা সেইরূপ বলিলে, উত্তর মহিষীর
উদ্দেশে গমন করিলেন এবং তিনি যাইয়া সৌদাসমহিষী মদয়ন্তীকে দেখিয়া
নিজের প্রয়োজন জানাইলেন ॥১৯॥

জনমেজয় ! ভাহার পর বিশালনয়না ও মহাবুদ্ধি সৌদাসমহিষী উত্তরের
মুখে সৌদাসের বাক্য শুনিয়া উত্তরকে বলিলেন— ॥২০॥

‘নিম্পাপ প্রশস্ত ব্রাহ্মণ ! ইহা এইরূপই বটে, আপনি মিথ্যাকথা বলেন
না, ইহা সত্য ; কিন্তু আপনি রাজার নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান আনয়ন
করিতে পারেন কি ?’ ॥২১॥

দেবগণ, যক্ষগণ ও মহর্ষিগণ বিভিন্ন উপায়ে আমার এই দিব্য মণিকুণ্ডল

(২১) এবমেতন্মদ ব্রহ্মন!—পি বদ বর্ধ ।

নিক্সিপ্তমেতদ্ভূবি পন্নগাস্তু রত্নং সমাসাচ্চ পরামুশেষুঃ ।

যক্ষাস্তথোচ্ছিষ্টধৃতং সুরাশ্চ নিদ্রাবশাচ্চা পরিধর্ষয়েয়ুঃ ॥২৩॥

ছিত্রেষেতেষিমে নিত্যং হ্রিয়েতে দ্বিজসন্তমঃ ! ।

দেবরাক্ষসনাগানাগপ্রমত্তেন ধার্ষ্যতে ॥২৪॥

শ্রুতং হি দিবা রুক্ষং রাত্রৌ চ দ্বিজসন্তমঃ ! ।

নক্তং নক্ষত্রতারাণাং প্রভামাক্ষিপ্য বর্ততে ॥২৫॥

এতে হ্যামুচ্য ভগবন্ ! ক্ষুৎপিপাসাভয়ং কুতঃ ।

বিষায়িস্থাপদেভ্যশ্চ ভয়ং জাতু ন বিদ্যতে ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নিক্সিপ্তমিতি । পন্নগা নাগাঃ, ভূবি নিক্সিপ্তং কেনাপি কারণেন ভবতা স্থাপিতম্, এতদ্-
রত্নম্, সমাসাচ্চ প্রাপ্য, পরামুশেষুর্গ্হেয়ুঃ । তথা যক্ষাঃ সুরাশ্চ, ভবতো নিদ্রাবশাচ্চা, উচ্ছিষ্টং
ময়। দত্তঞ্চ তৎ, ভবতা ধৃতঞ্চৈতি তাদৃশমেতদ্রত্নম্, পরিধর্ষয়েয়ুঃ বলেন অপহরেয়ুঃ ॥২৩॥

ছিত্রেষিতি । ইমে কুণ্ডলে । দেবরাক্ষসনাগানাং মধ্যে কেনাপি, অপ্রমত্তেন সাবধানেন
জনেন ধার্ষ্যতে এতদ্রত্নম্ ॥২৪॥

শ্রুতং ইতি । শ্রুতং নিঃসারয়তি, রুক্ষং স্বর্ণম্ । নক্তং রাত্রৌ, আক্ষিপ্য অভিভূয় ॥২৫॥

এতে ইতি । মণিকুণ্ডলে, আমুচ্য পরিধায় । জাতু কদাচিৎ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

স তমিতি ॥১—২৩॥ ছিত্রেষেতেষিমে ইতি পূর্বাঘ্নিঃ ; নাগানাং নার্টগৈঃ হ্রিয়েত ইতি
সম্বন্ধঃ ॥২৪—২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৩॥

হুইটী হরণ করিবার ইচ্ছা করেন এবং ছিদ্র পাইলেই তাঁহারা সর্বদা উহা
হরণ করিবার সুযোগ অব্ধেষণ করেন ॥২২॥

আপনি কোন সময়ে এই রত্ন ভূতলে রাখিলে নাগগণ আসিয়া ইহা হরণ
করিবে ; অথবা আপনার নিজার সময়ে দেবগণ কিংবা যক্ষগণ উপস্থিত হইয়া
আমার দত্ত ও আপনার ধৃত এই রত্ন বলপূর্বক লইয়া যাইতে পারেন ॥২৩॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! এই সকল অবসরে সর্বদাই দেবগণ, রাক্ষসগণ ও নাগগণের
মধ্যে কেহ ইহা হরণ করিতে পারেন । অতএব সাবধান হইয়া এই রত্ন ধারণ
করিতে হয় ॥২৪॥

ব্রাহ্মণপ্রধান ! এই রত্ন দিনে ও রাত্রিতে আপন অঙ্গ হইতে সুবর্ণ নিঃসৃত
করে এবং রাত্রিতে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভা অভিভূত করিয়া থাকে ॥২৫॥

(২৬) এতে দিবাপি ভাসেত্তে—নি ।

হ্রস্বেন চৈতে আমুক্তে ভবতো হ্রস্বকে তদা ।

অমুরূপেণ চামুক্তে জায়েতে তৎপ্রমাণকে ॥২৭॥

এবংবিধে মমৈতে বৈ কুণ্ডলে পরমার্চিতে ।

ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞাতে তদভিজ্ঞানমানয় ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে উত্তকোপাখ্যানে ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স মিত্রসহমাসাং অভিজ্ঞানমযাচত ।

তস্মৈ দদাবভিজ্ঞানং স চেক্ষাকুবরস্তদা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

হ্রস্বেনেতি । হ্রস্বেন খর্কেণ, আমুক্তে পরিহিতে, হ্রস্বকে খর্বে ॥২৭॥

এবমিতি । পরমার্চিতে বিশেষাদৃতে । অভিজ্ঞানং প্রাপ্তকৃতিত্বম্ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—ঃ*ঃ—

স ইতি । স উক্তকঃ, মিত্রং সূর্য্যং তদানীং বনচরভ্যাং সহত ইতি মিত্রসহস্রম্ সৌদাসম্ ॥১॥

ভগবন্ ! এই মণিকুণ্ডল দুইটি ধারণ করিলে ক্ষুধা ও পিপাসার ভয় থাকে না এবং বিষ, অগ্নি ও হিংস্রজন্তু হইতে কখনও ভয় হয় না ॥২৬॥

খর্ব্ব মানুষ এই কুণ্ডল দুইটি ধারণ করিলে তখন ইহারা খর্ব্ব হইয়া যায় এবং যে প্রকার মানুষ ইহাদিগকে ধারণ করে, ইহারা তৎপ্রমাণ হইয়া থাকে ॥২৭॥

আমার এই কুণ্ডল দুইটি এই প্রকার পরম আদৃত এবং ত্রিভুবনবিদিত ; অতএব আপনি রাজার নিকট হইতে অভিজ্ঞান আনয়ন করুন ॥২৮॥

সৌদাস উবাচ ।

ন চৈবৈষা গতিঃ ক্ষেম্যা ন চান্মা বিদ্বতে গতিঃ ।

এতন্মে মতমাজ্জায় প্রযচ্ছ মণিকুণ্ডলে ॥২॥

ইতু্যক্তস্তামুত্তকস্ত ভর্তৃবাক্যমথাত্রবীৎ ।

শ্রুত্বা চ সা তদা প্রাদাহতস্তে মণিকুণ্ডলে ॥৩॥

অবাপ্য কুণ্ডলে তে তু রাজানং পুনরত্রবীৎ ।

কিমেতদগুহ্যবচনং শ্রোতুগিচ্ছামি পার্থিব ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

এতৎব্যাক্যরূপমভিজ্ঞানমাহ নেতি । এষা, গম্যত ইতি গতিঃ স্বাক্ষসাবস্থা, ন চ নৈব ক্ষেম্যা মঙ্গলজনিকা, অন্মা গতিরবস্থা চ ন বিদ্বতে অভিশপ্তব্যাং । এতন্মে মতম্ অভিজ্ঞান-রূপম্ আজ্জায়, উত্তরায় মণিকুণ্ডলে প্রযচ্ছ দেহি ॥২॥

ইতীতি । তাং মহিষীং মদয়ন্তীম্ ॥৩॥

অবাপ্যেতি । রাজানং সৌদাসম্ । গুহ্যবচনং গোপনীয়ার্থব্যাক্যম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সমিত্রেতি । গিত্রসহঃ সৌদাসঃ, অভিজ্ঞানং শ্লোকরূপং জ্ঞাপকম্ ॥১॥ তদেবাহ—ন চেতি । এষা রক্ষোষোনিরূপা, অন্মা ইতো মুক্তিরূপা, অতো মম ইতো গতেমুক্ত্যৰ্পে প্রযচ্ছ দেহি মণিময়ে কুণ্ডলে ॥২—১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্বণি অশ্বমেধে চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পরে উত্তর সূর্য্যতাপ-সহকারী সৌদাসরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন । তখন ইক্ষ্বাকুবংশশ্রেষ্ঠ সৌদাস রাজা উত্তরকে একটি ব্যাক্যরূপ অভিজ্ঞান দান করিলেন ॥১॥

সৌদাস বলিলেন—‘এই অবস্থা মঙ্গলজনক নহে, এখানে অশ্রু অবস্থাও হইতে পারে না । মহিষি ! তুমি আমার এই মত জানিয়া ব্রাহ্মণকে মণি-কুণ্ডল দুইটি দান কর’ ॥২॥

রাজা এই কথা বলিলে, উত্তর যাইয়া মহিষীর নিকট তাঁহার স্বামীর কথা বলিলেন । তখন মহিষী স্বামীর সেই উক্তি শুনিয়া উত্তরকে সেই মণিকুণ্ডল দুইটি দান করিলেন ॥৩॥

উত্তর সেই কুণ্ডল দুইটি লাভ করিয়া রাজার নিকট যাইয়া পুনরায় বলিলেন—‘রাজা ! আপনার এই গুপ্ত বাক্যের অর্থ কি, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি’ ॥৪॥

সৌদাম উবাচ ।

প্রজানিসর্গাধিপান্ বৈ ক্ষত্রিয়াঃ পূজয়ন্তি হি ।
 বিপ্রেভ্যশ্চাপি বহবো দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি বৈ ॥৫॥
 সোহং হি জেভ্যঃ প্রণতো বিপ্রাদ্দোষমবাণুবান্ ।
 গতিমন্ত্যং ন পশ্যামি মদয়ন্তীসহায়বান্ ॥৬॥
 ন চান্যামপি পশ্যামি গতিং গতিমতাংবর ! ।
 স্বর্গদ্বারস্ত গগনে স্থানে চেহ দ্বিজোত্তম ! ॥৭॥
 ন হি রাজ্ঞা বিশেষেণ বিরুদ্ধেন দ্বিজাতিভিঃ ।
 শক্যং হি লোকে স্বাতুং বৈ প্রেত্য বা শ্বখমেধিতুম্ ॥৮॥
 তদিক্ষে তে গয়া দত্তে এতে শ্বে গণিকুণ্ডলে ।
 যঃ কৃতস্তেহুত সময়ঃ সফলং তং কুরুষ মে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

প্রজ্ঞেতি । প্রজানাং লোকানাং নিসর্গাং সৃষ্টিতঃ । দোষা দ্রবস্থাঃ ॥৫॥
 ন ইতি । দোষং নরভক্ষকস্বরূপাং দুর্গতিম্ ॥৬॥
 নেতি । অন্যাং ব্রাহ্মণপূজাভিন্নাম্, গতিমতাম্ উত্তমগতিশালিনাম্ ॥৭॥
 নহীতি । প্রেত্য পরলোকে, স্বখং যথা শ্রান্তথা, এধিতুং বন্ধিতুম্ ॥৮॥
 তদ্বিতি । ইষ্টে ভবতাভিলষিতে । তে গয়া, সময়ো নিয়মঃ ॥৯॥

সৌদাস বলিলেন—‘ক্ষত্রিয়েরা সেই লোকসৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া থাকেন, তথাপি সেই ব্রাহ্মণগণ হইতে ক্ষত্রিয়গণের বহুতর দুর্গতি উপস্থিত হয় ॥৫॥

আমি চিরদিনই ব্রাহ্মণগণের নিকটে অবনত ছিলাম ; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ হইতেই দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছি । এখন মহাবীর সহিত মিলিত হইয়া অশ্ব উপায় দেখিতেছি না ॥৬॥

উত্তমগতিশালিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণপ্রধান ! স্বর্গগমনে বা এই স্থানে ব্রাহ্মণপূজা ভিন্ন অশ্ব উপায় দেখিতে পাই না ॥৭॥

রাজা ব্রাহ্মণগণের সহিত বিশেষভাবে বিরোধ করিয়া এইজগতে থাকিতে পারেন না, কিংবা পরলোকে যাইয়াও সুখে বাস করিতে সমর্থ হন না ॥৮॥

অতএব আপনার অভীষ্ট এই সেই স্বকীয় গণিকুণ্ডল দুইটা আপনাকে দান করিলাম । আপনি আমার সম্বন্ধে যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা এখন সফল করুন’ ॥৯॥

(৫) প্রজাবিসর্গাধিপান্ বৈ—পি নি ।

উত্তর উবাচ ।

রাজন্ ! তথেষ্ কৰ্ত্তাস্মি পুনরেষ্যামি তে বশম্ ।
প্রশ্নঞ্চ কঞ্চিৎ প্রকটুং জ্ঞাং নিবৃন্তোহস্মি পরস্তপ ! ॥১০॥

মৌদাস উবাচ ।

ক্রহি বিপ্র ! যথাকাংগং প্রতিবক্তাস্মি তে বচঃ ।
ছেত্তাস্মি সংশয়ং তেহৃদ্য ন মেহত্ৰাস্তি বিচারণা ॥১১॥

উত্তর উবাচ ।

প্রাহ্বীক্‌সংযতং মিত্রং ধৰ্ম্মনৈপুণ্যদর্শিনঃ ।
মিত্রেণু যশ্চ বিষম স্তেন ইত্যেব তং বিদুঃ ॥১২॥
স ভবান্ মিত্রতাংগং সম্প্রাপ্তো মম পার্থিব ! ।
স মে বুদ্ধিং প্রযচ্ছস্ব সম্মতাং পুরুষমৰ্ভভ ! ॥১৩॥
অবাপ্তার্থোহহমদোহ ভবাংশ্চ পুরুষাদকঃ ।
ভবৎসকাশমাগন্তুং ক্ষমং মম ন বেতি বৈ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

রাজমিতি । তথা তন্নয়মাহরূপং কার্যম্, কৰ্ত্তাস্মি করিষ্যামি ॥১০॥

ক্রহীতি । ছেত্তাস্মি ছেৎস্যামি ॥১১॥

প্রাহরিতি । বাক্‌সংযতং মিত্রভাষকম্ । বিষমো মিথ্যাভূতিকভাবী, স্তেনশ্চৌরঃ ॥১২॥

স ইতি । সম্মতাম্ ঔচিত্তোদ ভবদভিপ্রেতাম্ ॥১৩॥

উত্তর বলিলেন—‘রাজা ! এখন আমি তাহাই করিব, পুনরায় আপনার বশে আসিব ; কিন্তু শত্রুসন্তাপক রাজা ! আপনার নিকট কোন প্রশ্ন করিবার জন্ত ফিরিয়া আসিয়াছি’ ॥১০॥

মৌদাস বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! আপনি ইচ্ছামুসারে বলিতে পারেন, আমি আপনার বাক্যের উত্তর দান করিব এবং আজ আপনার সংশয়চ্ছেদনও করিব, এবিষয়ে আমার কোন বিচার নাই’ ॥১১॥

উত্তর বলিলেন—‘ধৰ্ম্মজ্ঞ লোকেরা বলেন—সত্যবাদী মানুষই মিত্র ; সুতরাং যিনি সেই মিত্রের মধ্যে মিথ্যাবাদী, তাহাকে তাহার চৌর বলিয়াই জানেন ॥১২॥

রাজা ! আজ আপনি আমার মিত্র হইয়াছেন ; অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে আপনার অভিপ্রেত বুদ্ধি দান করুন ॥১৩॥

(১২) প্রাহ্বীক্‌সংযতং বিপ্রম্—নি ।

সৌদাস উবাচ ।

ক্ষমং চেদিহ বক্তব্যং তব দ্বিজবরোত্তম ! ।

গৎসমীপং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! নাগস্তব্যং কথঞ্চন ॥১৫॥

এবং তব প্রপশ্যামি শ্রেয়ো ভৃগুকুলোদ্ধহ ! ।

আগচ্ছতো হি তে বিপ্র ! ভবেন্নুতূর্ণ সংশয়ঃ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্কণি অশ্বমেধে উত্তকোপাখ্যানেন চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

অবেতি । অবাঞ্ছো লক্ষ্যং অর্থো মণিকুণ্ডলদ্বয়ং যেন সং, পুষ্কষাদকো নরভক্ষকঃ । ক্ষম-
মুচিতম্ । সত্যরক্ষার্থং যয়া ভবদস্তিকমাগস্তব্যম্ অথবা জীবনরক্ষার্থং নাগস্তব্যমিতি
ভাবঃ ॥১৪॥

ক্ষমমিতি । ক্ষমং গৎসমীপাগমনমুচিতম্, ইতি চেন্নয়া বক্তব্যং সত্যরক্ষার্থং তথাপি
জীবনরক্ষার্থং গৎসমীপং তব নাগস্তব্যম্ ॥১৫॥

এবমিতি । শ্রেয়ো মঙ্গলম্ । মৃত্যুর্ভবেৎ ময়েব হস্তব্যত্যাং ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াঃ

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্কণি

অশ্বমেধে চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

বাজা ! আমি আজ আমার অভীষ্ট অর্থ লাভ করিয়াছি । এদিকে আপনি
নরভক্ষক ; এই অবস্থায় আপনার নিকটে আমার আগমন করা উচিত, কিংবা
আগমন না করা উচিত ? ॥১৪॥

সৌদাস বলিলেন—‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনার আগমন করা উচিত—ইহা
যদিও আমার বক্তব্য হয়, তথাপি কোন প্রকারেই আমার নিকটে আপনার
আগমন করা উচিত নহে ॥১৫॥

ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ ! এইরূপ হইলেই আপনার মঙ্গল দেখিতেছি । কারণ,
ব্রাহ্মণ ! আপনি আমার নিকটে আগমন করিলে, আপনার মৃত্যু হইবে,
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, ॥১৬॥

মত্রং অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি—বঙ্গ বর্ধ নি ।

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ❁ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স তদা রাজা ক্ষমং বুদ্ধিমতা হিতম্ ।
অনুজ্ঞাপ্য স রাজানমহলাং প্রতি জগ্মিবান্ ॥১॥
গৃহীত্বা কুণ্ডলে দিব্যে গুরুপত্ন্যাঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।
জবেন মহতা প্রায়াদগৌতমস্ত্রাশ্রয়ং প্রতি ॥২॥
যথা তয়ো রক্ষণঞ্চ মদয়ন্ত্যাভিভাষিতম্ ।
তথা তে কুণ্ডলে বদ্ধা তদা কৃষ্ণাজিনেহনয়ৎ ॥৩॥
স কস্মিংশ্চিৎ ক্ষুধাবিষ্টঃ ফলভারসমম্বিতম্ ।
বিল্বং দদর্শ বিপ্রধিরারুরোহ চ তং ততঃ ॥৪॥
শাখামাসজ্য তস্মৈব কৃষ্ণাজিনমরিন্দম্ ! ।
পাতয়ামাস বিল্বানি তদা স দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । ক্ষমমুচিতম্ । রাজানং সৌদাসম্ ॥১॥
গৃহীত্বেতি । প্রিয়ঙ্কর উক্তকঃ । জবেন বেগেন ॥২॥
যথেতি । যথা যেন প্রকারেণ, তয়োর্মণিকুণ্ডলয়োঃ ॥৩॥
স ইতি । কস্মিংশ্চিৎ স্থানে । বিবং তদাখ্যং বৃক্ষম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বুদ্ধিমান্ সৌদাসরাজা এই প্রকার উচিত এবং
হিতজনক বাক্য বাললে, উক্তক সৌদাসরাজার অমুমতি লইয়া অহল্যাকে লক্ষ্য
করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥১॥

গুরুপত্নীর প্রিয়কার্য্যকারী উক্তক অলৌকিক কুণ্ডল দুইটি লইয়া মহাবেগে
গৌতমের আশ্রমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥২॥

যেভাবে সেই কুণ্ডল দুইটিকে রক্ষা করিবার কথা মদয়ন্তী বলিয়াছিলেন,
সেইভাবে সেই কুণ্ডল দুইটিকে কৃষ্ণাজিনে বন্ধন করিয়া উক্তক লইয়া যাইতে
লাগিলেন ॥৩॥

ক্রমে ব্রহ্মর্ষি উক্তক ক্ষুধার্ত হইয়া কোন স্থানে পক্ষ ফলসমূহযুক্ত একটি বিব-
বৃক্ষ দেখিলেন । তাহার পর তাহাতে আরোহণ করিলেন ॥৪॥

অথ পাতয়গানশ্চ বিদ্বাপহতচক্ষুযঃ ।
 ন্যপতংস্তানি বিদ্বানি তস্মিন্নৈবাজিনে বিভো ! ॥৬॥
 যস্মিন্শ্চৈব কুণ্ডলে বন্ধে তদা দ্বিজবরেণ বৈ ।
 বিদ্বপ্রহারৈস্তস্যাপ্য ব্যাখ্যাত্তদ্বন্ধনং ততঃ ॥৭॥
 স কুণ্ডলং তদজিনং পপাত সহসা তরোঃ ।
 বিশীর্ণবন্ধনে তস্মিন্ গতে কৃষ্ণাজিনে মহীম্ ॥৮॥
 অপশ্যদভূজগঃ কশ্চিতে তত্র মণিকুণ্ডলে ।
 ঐরাবতকুলোদ্ভূতঃ শ্রীশ্চো ভূষা তদা হি সঃ ॥৯॥
 বিদশ্যাস্তেন বন্দীকং বিবেশাপ্য স কুণ্ডলঃ ।
 হ্রিয়মাণে তু দৃষ্ট্ৱা স কুণ্ডলে ভূজগেন হ ॥১০॥
 পপাত বৃক্ষাৎ সোদ্বেগো দুঃখাৎ পরমকোপনঃ ।
 স দণ্ডকাষ্ঠগাদায় বন্দীকমথনভদা ॥১১॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

শাখামিতি । শাখাং শাখায়াম্, আসজ্য লম্বয়িত্বা । বিদ্বানি ফলানি ॥৫॥

অথেতি । বিবৈবৃক্ষৈশ্চরপরৈবিবফলৈঃ অপহৃতে চক্ষুযী যশ্চ তশ্চ উত্তকশ্চ । তানি প্রাক-
 পাতিতানি ॥৬॥

যস্মিন্মিতি । যস্মিন্ অজিনে । ব্যাখ্যাত্তদ্বন্ধনং ॥৭॥

সেতি । তরোস্তস্যাদবিববৃক্ষাৎ । তে মণিকুণ্ডলে আস্তেন মুখেন বিদশ্য গৃহীত্বা বন্দীকং
 নিবেশেতি সম্বন্ধঃ । বন্দীকম্ উরীকামুত্তিকাত্ত্পম্ । স উত্তকঃ ॥৮—১১॥

শক্রদমন রাজা ! পরে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তক সেই বিববৃক্ষেরই শাখায় সেই
 কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম বুলাইয়া রাখিয়া তখন বেল পাড়িতে লাগিলেন ॥৫॥

রাজা ! তৎকালে উত্তকের নয়নযুগল বৃক্ষস্থিত অশ্রুশ্চ বিবফলে সংসক্ত
 ছিল—সেই অবস্থায় তিনি সম্মিহিত ফল পাড়িতেছিলেন ; সুতরাং সেই ফল-
 গুলি সেই কৃষ্ণাজিনের উপরেই ঝাইয়া পড়িতেছিল ॥৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তক যে কৃষ্ণাজিনে সেই মণিকুণ্ডল দুইটি বাঁধিয়া রাখিয়া-
 ছিলেন, বিবফলের আঘাতে সেই কৃষ্ণাজিনের বন্ধন খুলিয়া গিয়াছিল ॥৭॥

তৎক্ষণাৎ কুণ্ডলযুক্ত সেই মৃগচর্ম্ম বিববৃক্ষ হইতে পতিত হইল । অলিতবন্ধন
 সেই মৃগচর্ম্ম ভূতলে পতিত হইলে ঐরাবতকুলজাত কোন সর্প তখন সেই মণি-
 কুণ্ডল দুইটি দেখিতে পাইল । ক্রমে সেই সর্প ধরাষিত হইয়া মুখদ্বারা সেই
 কুণ্ডল দুইটি কামড়াইয়া ধরিয়া সেই কুণ্ডলের সহিতই উরীর মাটির ভিতরে
 ঢুকিয়া গেল । সর্প কুণ্ডল দুইটি হরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে দেখিয়া উত্তক

অহানি ত্রিংশদব্যগ্রঃ পঞ্চ চান্মানি ভারত ! ।

ক্রোধামর্ষাভিসমুত্তপ্তদা ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥১২॥

তস্য বেগসহ্যং তমসহন্তী বহুধর ।

দণ্ডকার্ঠাভিনুঙ্গামী চচাল ভূশমাকুল ॥১৩॥

ততঃ খনত এবাথ বিপ্রর্ষেধরীতলম্ ।

নাগলোকস্য পশ্চানং কর্তু কামস্য নিশ্চয়াৎ ॥১৪॥

রথেন হরিয়ুক্তেন তং দেশমুপজগ্মিবান্ ।

বজ্রপাণির্মহাতেজাস্তং দদর্শ দ্বিজোত্তমম্ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে উত্তকোপাখ্যানে পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

অহানীতি । ক্রোধেন অমর্ষণে অসহিষ্ণুতয়া চ অভিসমুত্তপ্তঃ খননং আসীদিতি শেষঃ ॥১২॥

তন্ত্রেতি । দণ্ডকার্ঠেন অভিনুঙ্গম্য বিদীর্ণম্ অকং বস্তুঃ সা ॥১৩॥

তত ইতি । নাগলোকস্ত পাতালস্ত । হরিয়ুক্তেন অশ্বসমযুক্তেন । বজ্রপাণিরিত্যন্তঃ ॥১৪-১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াম্ ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

শাখাং শাখায়াম্ ॥১-৮॥ আশ্বেন কুণ্ডলে বিদগ্ধং ব্রহ্ম বন্দ্যকং বিবেশেতি সম্বন্ধঃ ॥২-১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্বণি অশ্বমেধে পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

উদ্বিগ্ন ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হুঃখে সেই বৃক্ষ হইতে পতিত হইলেন এবং তখনই তিনি দণ্ডকার্ঠ লইয়া উয়ীর মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন ॥৮-১১॥

ভরতনন্দন ! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তম ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতানিবন্ধন সমুত্তপ্ত থাকিয়া অক্লান্ত অবস্থায় পঁয়ত্রিশ দিন যাবৎ খনন করিতে লাগিলেন ॥১২॥

তখন ভূমি সেই দণ্ডকার্ঠের সেই অসহ্যবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বিদীর্ণ-গাত্র ও অত্যন্ত আকুল হইয়া কাঁপিতে লাগিল ॥১৩॥

ব্রহ্মর্ষি উত্তম পাতালের পথ আবিষ্কার করিবার জন্য ভূতল খনন করিতে-
ছিলেন, সেই অবস্থায় অশ্বচালিত রথে আরোহণ করিয়া মহাতেজা বজ্রপাণি
ইন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তমকে দর্শন
করিলেন ॥১৪-১৫॥

* অত্র অধ্যায়সমাপ্তিনীতি—বৎ, বর্চ নি ।

ষট্ সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তু তং ব্রাহ্মণো ভূত্বা তস্য হৃৎথেন হৃৎখিতঃ ।

উত্তরুগব্রবীদ্ধাক্যং নৈতচ্ছক্যং ত্রয়েতি বৈ ॥১॥

ইতো হি নাগলোকো বৈ যোজনানি সহস্রশঃ ।

ন দণ্ডকাষ্ঠসাধ্যঞ্চ মন্যে কার্য্যমিদং তব ॥২॥

উত্তরু উবাচ ।

নাগলোকে যদি ব্রহ্মন্ ! ন শক্যে কুণ্ডলে ময়া ।

প্রাপ্তুং প্রাণান্ বিমোক্ষ্যামি পশ্চতন্তে দ্বিজোত্তমঃ ! ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যদা স নাশকভূতস্য নিশ্চয়ং কর্ত্ত মন্থথা ।

বজ্রপাণিস্তদা দণ্ডং বজ্রাস্ত্রেণ যুযোজ হ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স বজ্রপাণিঃ । এতৎপাতালপথনির্ঘাণং কর্ত্তুং ত্বয়া ন শক্যম্ ॥১॥

তৎকারণমাহ ইত ইতি । সহস্রশো যোজনানি অতিক্রম্য তিষ্ঠতীতি শেষঃ ॥২॥

নাগেতি । কুণ্ডলে তৎকুণ্ডলদ্বয়ম্ । বিমোক্ষ্যামি ত্যক্ষ্যামি ॥৩॥

ষদেতি । তস্য উত্তরুস্য । দণ্ডং বজ্রাস্ত্রেণ যুযোজ দণ্ডে বজ্রশক্তিমাৰোপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন ইন্দ্র উত্তরের হৃৎথে হৃৎখিত হইয়া ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সেই উত্তরুকে এই কথা বলিলেন—‘আপনি দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না ॥১॥

কারণ, এই স্থান হইতে নাগলোক সহস্র সহস্র যোজন দূরে রহিয়াছে ; সুতরাং আমি মনে করি, আপনার এই কার্য্য দণ্ডকাষ্ঠসাধ্য হইবে না’ ॥২॥

উত্তরু বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ । আমি নাগলোকে যাইয়া যদি সেই কুণ্ডল দুইটা পাইতে না পারি, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ । তাহা হইলে আমি আপনার সাক্ষাতেই প্রাণ ত্যাগ করিব’ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইন্দ্র যখন উত্তরের সেই অধ্যবসায়ের অন্তথা করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজের বজ্রের শক্তি উত্তরের দণ্ডকাষ্ঠের উপরে আরোপিত করিলেন ॥৪॥

ততো বজ্রপ্রহারৈরৈতৈর্দার্ষ্যমাণা বহুক্ষরা ।
 নাগলোকস্য পস্থানমকরোজ্জনমেজয় ! ৫৫
 স তেন গার্গেণ তদা নাগলোকং বিবেশ হ ।
 দদর্শ নাগলোকঞ্চ যোজনানি সহস্রশঃ ৫৬
 প্রাকারনিচয়ৈর্দিব্যৈর্গণিমুক্তাস্বলঙ্কৃতৈঃ ।
 উপপন্নং মহাভাগ ! শাতকুন্তগয়ৈস্তথা ৫৭ (যুগ্মকম্)
 বাপীঃ স্ফটিকসোপানা নদীশ্চ বিমলোদকাঃ ।
 দদর্শ বৃক্ষাংশ্চ বহুমানাঙ্ঘ্রিজগণায়ুতান্ ৫৮
 তস্য লোকস্য চ দ্বারং স দদর্শ ভৃগুদ্বহঃ ।
 পঞ্চযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্ ৫৯
 নাগলোকমুত্তমস্ত প্রেক্ষ্য দীনোহভবত্তদা ।
 নিরাশাশ্চাভবত্তত্র কুণ্ডলাহরণে পুনঃ ৬০

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বজ্রপ্রহারৈরিত্যিতি বজ্রশক্ত্যারোপাৎ দণ্ডপ্রহার। এব বজ্রপ্রহার। ইতি ভাবঃ ৫৫
 স ইতি । স উত্তরঃ । সহস্রশো যোজনানি ব্যাপ্য স্থিতমিতি শেষঃ । উপপন্নং যুক্তম্ ।
 শাতকুন্তময়ৈঃ বর্ণময়ৈঃ ৫৬—৭৭
 বাপীরিতি । বাপীদীর্ঘিকাঃ । নানাঙ্ঘ্রিজগণেন বহুপক্ষিসমূহেন আয়ুতান্ সমন্বিতান্ ৫৮
 তন্ত্বেতি । ভৃগুদ্বহ উত্তরঃ । আয়তং দীর্ঘম্ ৫৯
 নাগেতি । দীনঃ অবসন্নচিত্তঃ ৬০

জনমেজয় । তাহার পর তত্রত্য ভূমি উত্তরেকর সেই দণ্ডকাষ্ঠের আঘাতে
 বিদীর্ণ হইতে থাকিয়া পাতালের পথ করিয়া দিল ৫৫

তখন উত্তর সেই পথে যাইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন । মহাভাগ রাজা !
 ক্রমে উত্তর দেখিলেন—পাতাল বহুসহস্র যোজনব্যাপী এবং তাহাতে মণি,
 মুক্তা ও স্বর্ণশোভিত বহুতর অলৌকিক প্রাচীর রহিয়াছে ৫৬—৭৭

উত্তর আরও দেখিলেন—বহুতর দীর্ঘিকা রহিয়াছে, সেগুলির সোপান
 সকল স্ফটিকময়, অনেক নদী আছে, সেগুলির জল নির্মল এবং বহুতর বৃক্ষ
 রহিয়াছে, সেগুলিতে বহুবিধ পক্ষী বিচরণ করিতেছে ৫৮

ক্রমে উত্তর দেখিলেন—নাগলোকের দ্বার পঞ্চযোজন বিস্তৃত এবং শত-
 যোজন দীর্ঘ ৫৯

উত্তর তখন নাগলোক দর্শন করিয়া অবসন্নচিত্ত হইলেন এবং পুনরায় সেই
 কুণ্ডলগ্রহণে নিরাশ হইয়া পাড়িলেন ৬০

তত্র প্রোবাচ তুরগন্তঃ কৃষ্ণং খেতবালধিঃ ।

তাত্ৰাশ্বনেত্রঃ কৌরব্য ! প্রজ্বলন্নিব তেজসা ॥১১॥

ধগম্বাপানমেতন্মো ততস্ত্বং বিপ্র ! লম্ব্যসে ।

ঐরাবতস্ততেনেহ তবানীতে হি কুণ্ডলে ॥১২॥

মা জুগুপ্সাং কৃথাঃ পুত্র ! স্বগত্রার্থে কথঞ্চন ।

স্বয়ৈতন্ধি সগাচীর্ণং গোতমশ্চাশ্রমে তদা ॥১৩॥

উত্তর উবাচ ।

কথং ভবন্তং জানীয়ামুপাধ্যায়াজ্ঞমং প্রতি ।

যন্ময়া চীর্ণপূর্বং হি শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্ব্যহম্ ॥১৪॥

অশ্ব উবাচ ।

গুরোগুরং মাং জানীহি জ্বলনং জাতবেদসম্ ।

স্বয়া হুহং সদা বিপ্র ! গুরোরর্থৈহিভিপূজিতঃ ॥১৫॥

বিধিবৎ সততং বিপ্র ! শুচিনা ভৃগুনন্দন ! ।

তস্মাচ্ছেদ্রয়ো বিদ্যাস্থামি তবৈবং কুরু মা চিরম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । তুরগঃ কশ্চিদধঃ, কৃষ্ণঃ খেতশ্চ বালধির্লাজ্বলং বস্ত্র সঃ, তাত্ৰে আশ্বনেত্রে মুখ-
নয়নে বস্ত্র সঃ ॥১১॥

ধমষেতি । ধমষ মুখবায়ুনা পূরয়, অপানং পায়ুম্, লম্ব্যসে কুণ্ডলদ্বয়মিতি শেষঃ ॥১২॥

মেতি । জুগুপ্সাং ঘৃণাম্, অত্রার্থে অপানে মুখসংযোগে । সমাচীর্ণং সমাচরিতম্ ॥১৩॥

কথমিতি । জানীয়াং পরিচিহ্নয়াম্, উপাধ্যায়াজ্ঞমং প্রতি গোতমশ্চাশ্রমে ॥১৪॥

কৌরবনন্দন ! সেইস্থানে একটা অশ্ব ছিল, তাহার লাজ্বল কৃষ্ণ ও খেতবর্ণ,
মুখ ও নয়ন তাত্রবর্ণ এবং সে তেজে যেন জ্বলিতেছিল সেই অশ্বটী উত্তরকে
বলিল—॥১১॥

‘ব্রাহ্মণ ! তুমি আমার এই অপানদেশে ফুৎকার করিয়া বায়ু পূরণ কর,
তাহা হইলেই সেই কুণ্ডল দুইটী পাইবে । ঐরাবতনাগের পুত্র তোমার সেই
কুণ্ডল দুইটী এই নাগলোকে আনয়ন করিয়াছে ॥১২॥

পুত্র ! তুমি কোন প্রকারেই এই কার্য্যে ঘৃণা মনে করিও না । কারণ, তুমি
গোতমের আশ্রমে তখন এই কার্য্য করিতে’ ॥১৩॥

উত্তর বলিলেন—‘আমি আপনাকে কি করিয়া চিনিব ? আমি পূর্বে
অধ্যাপক গোতমের আশ্রমে যাহা করিয়াছি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি’ ॥১৪॥

ইত্ৰাস্তত্ত্ব তথাকার্ষীতুতক্ৰচ্চিত্রভানুনা ।
 তাত্ৰাচ্চিঃ শ্রীতিমাংস্চাপি প্রজজ্বল দিধক্ষয়া ॥১৭॥
 ততোহস্ম রোমকূপেভ্যো ধায়মানস্ম ভারত ! ।
 ঘনঃ প্রাদুরভূদ্ধূগো নাগলোকভয়াবহঃ ॥১৮॥
 তেন ধূমেন মহতা বর্ধমানেন ভারত ! ।
 নাগলোকে মহারাজ ! ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ॥১৯॥
 হাহাকৃতমভূৎ সর্বমৈরাবতনিবেশনম্ ।
 বাস্তুকিপ্রমুখানাঞ্চ নাগানাং জনমেজয় ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

শ্রোয়তি । শ্রোয়গৌতমস্ত, গুরুং পূজ্যম্, জলনমগ্নিম্, জাতৌ বেদো জ্ঞানং যন্ত তম্,
 তচিনা পবিত্রেণ সত্যং যয়া । এবং কুরু মুখবায়ুনা মদপানং পুরয় ॥১৫—১৬॥
 ইতীতি । চিত্রভানুনা অশ্বরূপিণা বহিনা । দিধক্ষয়া দধ্মমিচ্ছয়া ॥১৭॥
 তত ইতি । অস্ম অশ্বরূপিণো বহেঃ । ঘনো গাঢ়ঃ ॥১৮॥
 তেনেতি । ন প্রাজ্জায়ত আবৃতত্বাৎ নাদৃশত ॥১৯॥
 হাহেতি । হাহেত্যস্ম কৃতং করণং যত্র তৎ, ঐরাবতস্ত তদাখ্যস্ত নাগস্ত নিবেশনং
 ভবনম্ । নাগানাং নিবেশনমিত্যহুযুতিঃ ॥২০॥

অশ্ব বলিল—‘ব্রাহ্মণ ভৃগুনন্দন ! তুমি আমাকে গুরুর গুরু অগ্নি বলিয়া
 অবগত হও । ব্রাহ্মণ ! তুমি প্রত্যহ পবিত্র হইয়া গুরুর নিমিত্ত যথাবিধানে
 আমার পূজা করিয়াছ ; অতএব আমি তোমার মঙ্গলবিধান করিব, তুমি এই-
 রূপ কর, বিলম্ব করিও না’ ॥১৫—১৬॥

অশ্বরূপী অগ্নি এইরূপ বলিলে, উত্তরক তাহাই করিলেন । তখন অগ্নি
 উত্তরকের উপর সন্তুষ্ট ও তাত্ত্ববর্ণ হইয়া দধ্ব করিবার ইচ্ছায় জ্বলিতে
 লাগিলেন ॥১৭॥

ভরতনন্দন ! উত্তরক মুখবায়ুদ্বারা অশ্বের অপানদেশ পূর্ণ করিতে লাগিলে,
 তাহার রোমকূপ হইতে নাগলোকে ভয়জনক গাঢ় ধূম আবির্ভূত হইতে
 লাগিল ॥১৮॥

ভরতনন্দন মহারাজ ! সেই বিশাল ধূম বৃদ্ধি পাইতে থাকায় নাগলোকে
 কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল না ॥১৯॥

(১৭) স্বভাচ্চিঃ শ্রীতিমাংস্চাপি—পি বহু বর্ধ ।

(১৮) ধম্যভস্তত্র ভারত !—পি বহু বর্ধ ।

ন প্রাকাশস্ত বেষ্মানি ধূমরুদ্রানি ভারত ! ।
 নীহারসংবৃতানীব বনানি গিরয়ন্তথা ॥২১॥
 তে ধূমরন্তনয়না বহ্নিতেজোহভিতাপিতাঃ ।
 আজগ্মুনিশ্চয়ং জ্ঞাতুং ভার্গবস্ত মহাশ্বনঃ ॥২২॥
 শ্রদ্ধা চ নিশ্চয়ং তস্য মহর্ষেরতিতেজসঃ ।
 সস্ত্রাস্তনয়নাঃ সর্বৈ পূজাং চক্রুর্যথাবিধি ॥২৩॥
 সর্বৈ প্রাজ্জলয়ো নাগা বালরুদ্ধপুরোগমাঃ ।
 শিরোভিঃ প্রণিপাত্যোচুঃ প্রসীদ ভগবন্মিতি ॥২৪॥
 প্রসাদ্য ব্রাহ্মণং তে তু পাণ্ডমর্য্যং নিবেদ্য চ ।
 প্রাযচ্ছন্ কুণ্ডলে দিব্যে পদ্মগাঃ পরমার্চিতৈ ॥২৫॥
 ততঃ স পূজিতো নারৈস্তদোত্তমঃ প্রতাপবান্ ।
 অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃৎস্বা জগাম গুরুসদ্য তৎ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । বেষ্মানি অশ্বেষাং নাগানাং গৃহাণি ॥২১॥
 ত ইতি । ধূমেন রক্তানি রক্তবর্ণানি নয়নানি যেষাং তে । ভার্গবস্ত উত্তমস্ত সমীপ-
 মিতি শেষঃ ॥২২॥
 শ্রদ্ধেতি । নিশ্চয়ং যথিকুণ্ডলপ্রাপ্ত্যধ্যবসায়ম্ ॥২৩॥
 সর্ব ইতি । বালরুদ্ধাঃ পুরোগমা অগ্রবর্তিনো যেষাং তে ॥২৪॥
 প্রসাদেতি । পরমার্চিতৈ অতীবাদৃতৈ ॥২৫॥

জনমেজয় ! তৎকালে ঐরাবত নাগ এবং বাসুকিপ্রভৃতি নাগগণের সমস্ত
 গৃহই হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল ॥২০॥

ভরতনন্দন ! হিমাবৃত বন ও পর্বতের জায় ধূমাবৃত গৃহ সকল প্রকাশ
 পাইতে লাগিল না ॥২১॥

সেই নাগগণ ধূমে রক্তবর্ণনয়ন এবং অগ্নির তেজে সম্ভূত হইয়া মহাজ্ঞা
 উত্তমের উদ্দেশ্য জানিবার জন্ত তাঁহার নিকট আগমন করিল ॥২২॥

নাগেরা সকলেই মহাতেজা মহর্ষি উত্তমের অভিপ্রায় শুনিয়া চঞ্চলনয়ন
 হইয়া যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিল ॥২৩॥

বালরুদ্ধপ্রভৃতি সকল নাগই কৃতাজ্জলি হইয়া মস্তকছারা নমস্কার করিয়া
 বলিল—‘ভগবন্ ! প্রসন্ন হউন’ ॥২৪॥

তাহারা উত্তমকে প্রসন্ন করিয়া এবং তাঁহাকে পাণ্ড ও অর্ঘ্য দিয়া অত্যন্ত
 সমাদৃত সেই অলৌকিক কুণ্ডল দুইটি দান করিল ॥২৫॥

স গম্ভা স্বরিতো রাজন্ । গৌতমস্ত নিবেশনম্ ।

প্রাযচ্ছৎ কুণ্ডলে দিব্যে গুরুপদ্ম্যাস্তদানব । ২৭॥

বাসুকিপ্ৰমুখানাঞ্চ নাগানাং জনমেজয় । ।

সর্বং শশংস গুরবে যথাবদ্বিজসত্তমঃ ২৮॥

এবং মহাজ্ঞনা তেন ত্রীন্ লোকান্ জনমেজয় । ।

পরিক্রম্যাহতে দিব্যে ততস্তে মণিকুণ্ডলে ২৯॥

এবংপ্রভাবঃ স মুনিরুত্তমো ভরতর্ষভ । ।

পরেণ তপসা যুক্তো যশ্মাং স্বং পরিপৃচ্ছসি ৩০॥

ইতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে উত্তমোপাখ্যানেন ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ৩০ ॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তৎ গুরুসম্ম গৌতমশ্রমম্ ২৬॥

স ইতি । দিব্যে অলৌকিকে, গুরুপদ্ম্য অহল্যায়াঃ ২৭॥

বাসুকীতি । সর্বমাসন্নম, বিজসত্তম উত্তমঃ ২৮॥

এবমিতি । ত্রীন্ লোকান্ ত্রিলোকীযং বহুন্ দেশান্ । আহতে আনীতে ২৯॥

এবমিতি । এবমীদৃশঃ প্রভাবো যন্ত সঃ । পরেণ উত্তমেন ৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-ত্ৰীহরিদাসসিকান্তবাগীশশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি

অশ্বমেধে ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ৩০ ॥

ভারতভাবদীপঃ

ধম্যতো ধম্যমানস্ত ১—২॥ এবমিতি গুরুভক্ত্যেব দেবা অপ্যহুগ্রহং কুর্ষন্তীতি
ভাবঃ ৩—৩০॥

ইতি ত্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ৩০॥

তাহার পর প্রতাপশালী উত্তম নাগসমূহকর্তৃক সম্মানিত হইয়া অগ্নিকে
প্রদক্ষিণ করিয়া তখনই গৌতমের ভবনে গমন করিলেন ২৬॥

নিষ্পাপ রাজা । তখনই উত্তম সত্বর গৌতমের আশ্রমে যাইয়া সেই
অলৌকিক কুণ্ডল দুইটি গুরুপদ্মী অহল্যাকে দান করিলেন ২৭॥

জনমেজয় ! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্তম বাসুকিপ্ৰভৃতি নাগসমূহের সমস্ত ব্যবহারই
গৌতমের নিকটে যথাযথভাবে বলিলেন ২৮॥

জনমেজয় ! এইভাবে মহাত্মা উত্তম ত্রিভুবনের স্থায় বহু দেশ বিচরণ করিয়া
তাহার পর সেই অলৌকিক মণিকুণ্ডল দুইটি আনয়ন করিয়াছিলেন ২৯॥

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ ।

উত্তঙ্কশ্চ বরং দত্ত্বা গোবিন্দো দ্বিজসত্তমঃ ! ।

অত উৰ্দ্ধ্বং মহাবাহুঃ কিং চকার মহাযশাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উত্তঙ্কায় বরং দত্ত্বা প্রায়াৎ সাত্যকিনা সহ ।

দ্বারকামেব গোবিন্দঃ শীঘ্রবেগৈর্গম্যাহার্যৈঃ ॥২॥

সরাংসি সরিতশ্চৈব বনানি চ গিরীংস্তথা ।

অতিক্রম্যাসমাদাথ রম্যাং দ্বারবতীং পুরীম্ ॥৩॥

বর্তমানে মহারাজ ! মহে রৈবতকশ্চ চ ।

উপায়াৎ পুণ্ডরীকাক্ষো যুযুধানানুগন্তদা ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

উত্তঙ্কশ্চেতি । বরং মরুভূমাবপি জলাবির্ভাবরূপম্, গোবিন্দঃ কৃষ্ণঃ ॥১॥

উত্তঙ্কয়েতি । মহাহর্যৈশ্চতুর্ভির্বিশালানৈঃ ॥২॥

সরাংসীতি । আসসাদ প্রাপ, দ্বারবতীং দ্বারকাম্ ॥৩॥

বর্তমান ইতি । মহে উৎসবে, রৈবতকশ্চ তদাখ্যস্ত তত্রতাপর্কতস্ত । উপায়াদগচ্ছৎ, যুযুধানঃ সাত্যকিঃ অহুগঃ অহুচরো যশ্চ সঃ ॥৪॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! মহাতপস্বী সেই উত্তঙ্কমুনির এইরূপ প্রভাব ছিল । আপনি যাহা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥৩॥

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় বলিলেন—‘ব্রাহ্মণশ্ৰেষ্ঠ ! মহাবাহু ও মহাযশা কৃষ্ণ উত্তঙ্ককে বরদান করিয়া তাহার পর কি করিয়াছিলেন ?’ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘কৃষ্ণ উত্তঙ্ককে বরদান করিয়া সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া দ্রুতবেগযুক্ত বিশাল ঘোটকচালিত রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকা-নগরেই গমন করিলেন ॥২॥

ক্রমে তিনি জলাশয়, নদী, বন ও পর্বত অতিক্রম করিয়া মনোহর দ্বারকা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন ॥৩॥

অলঙ্কৃতস্ত স গিরির্নানারূপৈবিচিত্রিতৈঃ ।
 বভৌ রত্নময়ৈঃ কোশৈঃ সংরতঃ পুরুষর্ষভ ! ॥৫॥
 কাঞ্চনশ্রগ্ভিরগ্র্যাভিঃ শ্রুগনোভিস্তথৈব চ ।
 বাসোভিঃচ মহাশৈলঃ কল্পবৃক্ষস্তথৈব চ ॥৬॥
 দীপবৃক্ষৈঃচ সৌবর্ণৈরভীক্ষ্মমুপশোভিতঃ ।
 গুহানির্ঝরদেশেষু দিবাভূতো বভূব হ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
 পতাকাভিবিচিত্রাভিঃ সমঘটাভিঃ সমস্ততঃ ।
 পুংভিঃ স্ত্রীভিঃচ সংঘূষঃ প্রগীত ইব চাভবৎ ।
 অতীব প্রেক্ষণীয়োহভূন্মোক্ষমুনিগণৈরিব ॥৮॥
 মন্তানাং হৃষ্যরূপাণাং স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ ভারত ! ।
 গায়তাং পর্বতেন্দ্রস্য দিবস্পৃগিব নিঃশ্বনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অলঙ্কৃতৈতি । কোশৈর্ধনপাটৈঃ ॥৫॥

কাঞ্চনেতি । কাঞ্চনশ্রগ্ভিঃ স্বর্ণমালাভিঃ অগ্র্যাভিঃ শ্রেষ্ঠাভিঃ, শ্রুগনোভিঃ পুটৈঃ ।
 কল্পবৃক্ষৈস্তদাকারকৃত্রিমপাদপৈঃ । সৌবর্ণৈঃ স্ববর্ণনির্মিতৈঃ, অভীক্ষ্মং সর্বদা । দিবাভূতো
 রাজ্যাবশি দিবসবদালোকময়ঃ ॥৬—৭॥

পতাকাভিরিতি । সংঘূষঃ শব্দিতঃ কোলাহলঃ পুরিত ইত্যর্থঃ । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥

মন্তানামিতি । নিঃশ্বনঃ কোলাহলঃ, দিবস্পৃগিব আকাশস্পর্শীবাভূৎ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

উত্তকন্তেতি ॥১—৩॥ মহে উৎসবে ॥৪—৬॥ দিবাভূতঃ দিবসবৎ প্রকাশবহলঃ দিবাকরতুল্য

মহারাজ ! তৎকালে রৈবতকপর্বতের মহোৎসব চলিতেছিল । সেই
 অবস্থায় কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত দ্বারকায় গিয়াছিলেন ॥৪॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তখন সেই রৈবতকপর্বত নানাবিধ বিচিত্র রত্নময় কোশে
 আবৃত ও অলঙ্কৃত ছিল ॥৫॥

এবং মহাপর্বত রৈবতক উত্তম উত্তম স্বর্ণমালা, পুষ্পমালা, বস্ত্র, কল্পবৃক্ষ-
 তুল্য বৃক্ষ এবং সুবর্ণময় দীপবৃক্ষে সর্বদা শোভিত ছিল ; আর সেই পর্বতের
 গুহা এবং নির্ঝরদেশেও দিনের ছায় আলোক প্রকাশ পাইতেছিল ॥৬—৭॥

মুনিগণদ্বারা স্মেরূপপর্বতের ছায় রৈবতকপর্বত অত্যন্ত দর্শনীয় হইয়া-
 ছিল । কারণ, সকল দিকে ঘটায়ুক্ত বিচিত্র পতাকা সকল হুলিতেছিল এবং
 স্ত্রী ও পুরুষগণ কোলাহল করিতেছিল ; আর নানাস্থানে গান হইতেছিল ॥৮॥

প্রমত্তমত্তসংগন্তক্লেড়িতোৎকৃষ্টসঙ্কুলঃ ।
 তথা কিলকিলাশকৈর্ভূধরোহুস্মনোহরঃ ॥১০॥
 বিপণাপণবান্ রম্যো ভক্ষ্যভোজ্যবিহারবান্ ।
 বস্ত্রমাল্যোৎকরযুতো বীণাবেণুসুদঙ্গবান্ ॥১১॥
 সুরাগৈরায়মিশ্রোণ ভক্ষ্যভোজ্যেন চৈব হ ।
 দীনাঙ্কুপগাদিভ্যো দীয়গানেন চানিশম্ ।
 বর্ভো পরমকল্যাণো মহন্তস্ত মহাগিরেঃ ॥১২॥
 পুণ্যাবসথবান্ বীর ! পুণ্যকৃষ্টিনিষেবিতঃ ।
 বিহারো বৃষ্ণিবীরাণাং মহে রৈবতকস্ত হ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

প্রমত্তেতি । প্রমত্তাঃ অনবধানাঃ, সুরাপানাদিভিন্নতাঃ, উৎসবেন সংমত্তাশ্চ তেষাম্
 ক্লেড়িতৈঃ সিংহনাদৈঃ উৎকৃষ্টৈঃ আস্থানৈশ্চ সঙ্কুলো ব্যাপ্তঃ । ভূধরো রৈবতকপর্বতঃ ॥১০॥
 বিপণেতি । বিপণাঃ ক্রয়বিক্রয়গৃহশ্রেণয়ঃ, আপণাশ্চ বিল্লিষ্টাঃ ক্রয়বিক্রয়গৃহাঃ তদ্বান্,
 ভক্ষ্যং পেয়ং ভোজ্যং খাদ্যমাজম্, বিহারো রতিগৃহং তদ্বান্ অভূদিত্যভ্যুত্তিঃ ॥১১॥
 সুরেতি । মৈরয়মপি মত্তবিশেষঃ । মহ উৎসবঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥
 পুণ্যেতি । পুণ্যাবসথবান্ জগহোমাদিগৃহযুক্তঃ । মহে উৎসবে ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ইতি ষাষৎ ॥৭—২॥ প্রমত্তাঃ ক্রীড়াভাসক্ত্যানবহিতাঃ, মত্তাঃ মত্তাদিনা, সন্মত্তা, হুতাঃ,
 ক্লেড়িতং কুর্দ্দনমুক্তষ্টমস্তোত্রমাকর্ষণং তৈঃ সঙ্কুলঃ তচ্ছবৈরাবুলো নিঃস্বনঃ অভূদিতি
 শেষঃ ॥১০—২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আখ্যমোখক-

পর্বণি অখ্যমেধে সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৭॥

ভরতনন্দন ! মত্ত ও আনন্দিত স্ত্রী ও পুরুষগণ গান করিতেছিল বলিয়া
 রৈবতকপর্বতের সেই কোলাহল যেন আকাশশ্পর্শী হইয়াছিল ॥৯॥

অসাবধান, মত্ত ও আনন্দিত লোকদিগের সিংহনাদ, কোলাহল ও কিল-
 কিলা শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া সেই রৈবতক মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল ॥১০॥

বিভিন্ন স্থানে দোকানের জ্রেণী, বিল্লিষ্ট বিল্লিষ্ট দোকান, খাদ্য ও পেয় বস্তু,
 বিহারভবন, বস্ত্র, মাল্য, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গধ্বনিসমম্বিত হইয়া তৎকালে
 রৈবতক পর্বত রমণীয় হইয়াছিল ॥১১॥

দরিদ্র, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ লোকদিগকে সুরা ও মৈরয়যুক্ত খাদ্য ও পেয়বস্তু
 সর্বদা দান করিতে থাকায় মহাপর্বত রৈবতকের সেই মহোৎসব অত্যন্ত
 মজলময় হইয়া শোভা পাইতেছিল ॥১২॥

স নগো বেষ্মসঙ্কীর্ণো দেবলোক ইবাবভৌ ।
 তদা চ কৃষ্ণসান্নিধ্যমাসাণ্ড ভরতর্ষভ ! ॥১৪॥
 শক্রসদ্যপ্রতীকাশো বভূব স হি শৈলরাট্ ।
 ততঃ সংপূজ্যমানঃ স বিবেশ ভবনং শুভম্ ॥১৫॥
 গোবিন্দঃ সাত্যকির্নৈব জগাম ভবনং স্বকম্ ।
 বিবেশ চ প্রহৃষ্টাত্মা চিরকালপ্রবাসতঃ ।
 কুত্বা নম্রকরং কর্ম্ম দানবেশ্বিব বাসবঃ ॥১৬॥
 উপায়ান্তং তু বাশ্বেয়ং ভোজয়ম্যন্ধকাস্তথা ।
 অভ্যগচ্ছন্নহাস্থানং দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥১৭॥
 স তানভ্যর্চ্য মেধাবী পৃষ্ঠে চ কুশলং তদা ।
 অভ্যবাদয়ত প্রীতঃ পিতরং মাতরং তথা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । নগো রৈবতকপর্ষতঃ, বেষ্মসঙ্কীর্ণো গৃহপূর্ণঃ ॥১৪॥
 শক্রেতি । শক্রসদ্যপ্রতীকাশ ইন্দ্রভবনতুলাঃ । স কৃষ্ণঃ ॥১৫॥
 গোবিন্দ ইতি । চিরকালপ্রবাসতো দীর্ঘকালবিদেশবাসাৎ পরম্ । নম্রকরং দুষ্করং
 কৃষ্ণক্ষেত্রযুক্তজয়রূপম্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
 উপেতি । বাশ্বেয়ঃ কৃষ্ণম্ । শতক্রতুম্ ইন্দ্রম্ ॥১৭॥

বীর । সেই রৈবতকমহোৎসবে বিভিন্ন স্থানে পুণ্যভবন ছিল । পুণ্যবান্
 লোকেরা নানাস্থানে বিচরণ করিতেছিলেন এবং বৃষ্ণিবীরগণের বিহারভবনও
 বহুস্থানে ছিল ॥১৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তৎকালে কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করিয়া নানাগৃহপরিপূর্ণ
 সেই পর্বত যেন দেবলোকের আয় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৪॥

পর্বতারাজ রৈবতক তৎকালে ইন্দ্রভবনের তুলা হইয়াছিল । তাহার পর
 সকলেই অভিনন্দন করিতে লাগিলে, কৃষ্ণ মঙ্গলময় গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥১৫॥

ইন্দ্র যেমন দানবগণের মধ্যে দুষ্কর কার্য্য করিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করেন,
 সেইরূপ কৃষ্ণ ও সত্যকি কৌরবগণের মধ্যে দুষ্কর কার্য্য করিয়া দীর্ঘকাল
 প্রবাসের পর, হৃষ্টচিত্তে আপন গৃহের নিকটে গমন ও তাহাতে প্রবেশ
 করিলেন ॥১৬॥

মহাত্মা কৃষ্ণ আসিতে লাগিলে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের প্রত্যাগমন করেন,
 তেমন ভোজগণ, বৃষ্ণিগণ ও অন্ধকগণ কৃষ্ণের প্রত্যাগমন করিলেন ॥১৭॥

তাভ্যাং স সংপরিষক্তঃ সাস্ত্রিতশ্চ মহাভূজঃ ।

উপোপবিষ্টৈঃ সর্বৈস্তৈর্নৃক্ষিভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৯॥

স বিজ্ঞাস্তো মহাতেজাঃ কৃতপাদাবনেজনঃ ।

কথয়াগাস তৎ সর্বং পৃষ্ঠঃ পিত্রা মহাহবম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে কৃষ্ণশ্চ দ্বারকাপ্রবেশে সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ *

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বহুদেব উবাচ ।

শ্রুতবানস্মি বাঞ্ছয় ! সংগ্রামং পরমাত্মতম্ ।

নরাণাং বদতাং তত্র কথোদঘাতেষু নিত্যশঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । পিতরং বহুদেবম্, মাতরং দেবকীম্ ॥১৮॥

তাভ্যামিতি । তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যাম্, সংপরিষক্ত আলিঙ্গিতঃ । উপোপবিষ্টৈঃ সমীপে
নিযত্নৈঃ ॥১৯॥

স ইতি । কৃতং পাদয়োঃ অবনেজনং প্রাকালনং যেন সঃ । মহাহবং কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধম্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিয়চিভায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

তখন বৃদ্ধিমান্ কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য নমস্কার ও মঙ্গলপ্রার্থনা করিয়া,
সমুত্তেজিত হইয়া পিতা ও মাতাকে অভিবাदन করিলেন ॥১৮॥

পরে পিতা ও মাতা আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিলে, মহাবাহু কৃষ্ণ
তাঁহাদের নিকটে উপবেশন করিলেন ; ক্রমে সেই বৃষ্ণিবংশীয়েরা সকলে
কৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিয়া আসনগ্রহণ করিলেন ॥১৯॥

ক্রমে মহাতেজা কৃষ্ণ পাদপ্রাকালন ও বিজ্ঞাম করিয়া বহুদেবের প্রাশ্নাত্ম-
সারে সেই কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥২০॥

* ‘...একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ’—বদ্ধ বর্ধ নি ।

(১) কথং বা তেষু নিত্যশঃ—বদ্ধ বর্ধ ।

ত্বস্তু প্রত্যক্ষদর্শী চ কার্যাজ্ঞঃ মহাভূজ ! ।

তস্মাৎ প্রকৃহি সংগ্রামং যথা তথেন মেহনঘ ! ॥২॥

যথা তদভবদ্বন্ধং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।

ভীষ্মকর্ণকুপদ্রোণশল্যাদিভিরনুভবগ ॥৩॥

অশ্বেষাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কৃতাস্ত্রাণামনেকশঃ ।

নানাবেষাকৃতিমতাং নানাদেশনিবাসিনাম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতু্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পিত্রা মাতুস্তদান্তিকে ।

শশংস কুরুবীরানাং সংগ্রামে নিধনং যথা ॥৫॥

ভারতকৌমদী

শ্রুতবানিতি । তত্র তদানীম্, কথোদঘাতেষু কথাপ্রসঙ্গেষু ॥১॥

ত্বমিতি । কার্য্যাণি তত্র যুগ্মানানাং কৰ্ম্মাণি জ্ঞানান্তি অচ্যমানেনাপি বুধ্যত ইতি সং ॥২॥

যথেনিতি । ভীষ্মাদিভিঃ সহ, ন বিজ্ঞতে উভয়ং যস্মাৎ তৎ ॥৩॥

অশ্বেষামিতি । অশ্বেষাঞ্চ যথা যুদ্ধমভবদিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৪॥

ইতীতি । পুণ্ডরীকাক্ষঃ কৃষ্ণঃ । শশংস উবাচ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রুতবানশ্চি বাঞ্চেয়েতি ॥১—৪॥ পিত্রা মাতুস্তদন্তিকে ইতু্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সংগ্রামে তৎ কুরুবীরানাং নিধনং যথা যথাপচ্ছংসেত্যম্বয়ঃ ॥৫—৩৬॥

ইতি ক্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠিয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭৮॥

বাসুদেব বলিলেন—'বৃষ্ণিনন্দন ! সেই সময়ে প্রত্যহ কথাপ্রসঙ্গে বহু লোক বলিত, আমি তাহাদের নিকট পরমাত্মত্ব যুদ্ধের বিষয় সামান্যভাবে শ্রবণ করিয়াছি ॥১॥

কিন্তু নিষ্পাপ মহাবাহু কৃষ্ণ ! তুমি সেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও কার্য্য্যভিজ্ঞ, সুতরাং তুমি যথায় যথভাবে আমার নিকট সেই যুদ্ধের বৃত্তান্ত বল ॥২॥

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৰ্ণ, কুপ ও শল্যপ্রভৃতির সহিত মহাত্মা পাণ্ডবগণের যেক্রপ সেই যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বল ॥৩॥

এবং নানাবেষধারী, নানাবিধ আকৃতিযুক্ত, নানাদেশনিবাসী ও শিক্ষিতান্ত্র অশ্ব অনেক ক্ষত্রিয়দিগের যেক্রপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও বল' ॥৪॥

(২) কৃষ্ণভক্ত মহাত্মজঃ—বৎ বর্ধ নি ।

বান্ধদেব উবাচ ।

অত্যন্তুতানি কৰ্ম্মাণি ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্ ।

বহুলস্বাম সংখ্যাতুং শক্যান্মদশতৈরপি ॥৬॥

প্রাধান্যতস্ত্ব গদতঃ সমাগেনৈব মে শৃণু ।

কৰ্ম্মাণি পৃথিবীশানাং যথাবদমরুদ্যতে ! ॥৭॥

ভীষ্মঃ সেনাপতিরভূদেকাদশচমুপতিঃ ।

কৌরব্যঃ কৌরবেজ্রাণাং দেবানামিব বাসবঃ ॥৮॥

শিখণ্ডী পাণ্ডুপুত্রাণাং নেতা সপ্তচমুপতিঃ ।

বভূব রক্ষিতো ধীমান্ ক্রীমতা সব্যসাচিনা ॥৯॥

তেষাং তদভবদযুদ্ধং দশাহানি মহাত্মনাম্ ।

কুরুণাং পাণ্ডবানাঞ্চ স্মমহল্লোগহর্ষণম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি । সংখ্যাতুং বক্তুম্ ॥৬॥

প্রাধান্যত ইতি । সমাগেন সংক্ষেপেণৈব, গদতঃ কথয়তো মে ॥৭॥

ভীষ্ম ইতি । একাদশানাং চমুনাংক্ষৌহিনীনাং পতিঃ ॥৮॥

শিখণ্ডীতি । নেতা নায়কঃ । সব্যসাচিনা অর্জুনেন ॥৯॥

তেষামিতি । লোমহর্ষণং ভীষ্মতয়া সোমাকজনকম্ ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মাতা দেবকীর নিকটে পিতা বান্ধদেব তখন এইরূপ বলিলে, যুদ্ধে কুরুবীরগণের যেভাবে নিধন হইয়াছিল, কৃষ্ণ তাহা বলিতে লাগিলেন ॥৫॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের কৰ্ম্ম সকল অত্যন্ত অন্তুত হইয়াছিল ; সুতরাং অতিবিস্তৃত বলিয়া বহু শত বৎসরেও তাহা বলিতে পারা যায় না ॥৬॥

তবে অমিততেজা ! আমি প্রধান প্রধান বৃত্তান্তগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি, আপনি রাজাদের সেই সকল কৰ্ম্ম যথাযথভাবে শ্রবণ করুন ॥৭॥

ইন্দ্র যেমন দেবগণের সেনাপতি হইয়া থাকেন, সেইরূপ কুরুবংশসমুত্ত একাদশ অক্ষৌহিনীর নেতা ভীষ্ম কৌরবশ্রেষ্ঠগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন ॥৮॥

আর সপ্ত অক্ষৌহিনীর নেতা বুদ্ধিমান্ শিখণ্ডী পাণ্ডবগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন । তৎকালে ক্রীমান্ অর্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥৯॥

সেই মহাত্মা কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণের লোমহর্ষণ ও অতিমহৎ সেই যুদ্ধ দশ দিন হইয়াছিল ॥১০॥

ততঃ শিখণ্ডী গান্ধেয়ং যুধ্যমানং মহাহবে ।
 জঘান বহুভিৰ্বাণৈঃ সহ গাণ্ডীবধ্বনা ॥১১॥
 অকরোৎ স ততঃ কালং শরতল্লগতো মুনিঃ ।
 অয়নং দক্ষিণং হিষ্ণা সংপ্রাপ্তে চোত্তরায়ণে ॥১২॥
 ততঃ সেনাপতিরভূদ্ভ্রোণোহস্ত্রবিদ্বাংবরঃ ।
 প্রবীরঃ কোরবেদ্রস্ত্র কাব্যে দৈত্যপতেরিব ॥১৩॥
 অক্ষৌহিণীভিঃ শিষ্টাভিৰবশিষ্টাভিঃ সন্তপঃ ।
 সংবৃতঃ সমরল্লাঘী গুপ্তঃ কৃপনুতাদিভিঃ ॥১৪॥
 ধৃষ্টদ্যুম্নস্তুভূমেতা পাণ্ডবানাং মহাস্ত্রবিৎ ।
 গুপ্তো ভীমেন মেধাবী মিত্রেণ বরুণো যথা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । গান্ধেয়ং গন্ধাপুত্রঃ ভীষ্ম, মহাহবে মহাযুদ্ধে ॥১১॥
 অকরোদিতি । স ভীষ্মঃ, কালং যুত্বাসময়ম্, অকরোৎ নির্দ্ধারতমিতি শেষঃ ॥১২॥
 তত ইতি । অস্ত্রবিদ্বাম্ অস্ত্রজ্ঞানাম্ । কোরবেদ্রস্ত্র দুর্যোধনস্ত্র, কাব্যঃ শুক্রাচার্য্যঃ ॥১৩॥
 অক্ষৌহিণীভিরিতি । শিষ্টাভিৰবশিষ্টাভিঃ । গুপ্তো রক্ষিতঃ, কৃপনু হতোহস্ত্রখামা চ
 তদাদিভিঃ ॥১৪॥
 ধৃষ্টেতি । গুপ্তো রক্ষিতঃ, মিত্রেণ তদাখ্যেন দেবেন ॥১৫॥

তাহার পর শিখণ্ডী অর্জুনের সহিত মিলিত হইয়া বহুতর বাণদ্বারা মহা-
 যুদ্ধে যুধ্যমান ভীষ্মকে বধ করিয়াছিলেন ॥১১॥

তাহার পর ভীষ্ম মুনি হইয়া শরশয্যায় থাকিয়া দক্ষিণায়ন ত্যাগ করিয়া,
 উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে যুত্বাস সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন ॥১২॥

তদনন্তর শুক্রাচার্য্য যেমন দৈত্যরাজের সেনাপতি হইয়া থাকেন, তেমন
 অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহাবীর দ্রোণ দুর্যোধনের সেনাপতি হইয়াছিলেন ॥১৩॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও সমরল্লাঘী দ্রোণ অবশিষ্ট নয় অক্ষৌহিণী সৈন্তে পরিবেষ্টিত
 ছিলেন এবং তৎকালে কৃপাচার্য্য ও অশ্বখামাপ্রভৃতি তাঁহাকে রক্ষা করিতে-
 ছিলেন ॥১৪॥

যুদ্ধের সময়ে মিত্রনামক দেবতা যেমন বরুণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ
 ভীষ্মসেন ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষা করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় মহাস্ত্রবিৎ ও বুদ্ধিমান
 ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন ॥১৫॥

স চ সেনাপরিরূতো দ্রোণপ্রোক্ষুর্গহাগনাঃ ।
 পিতুনিকারান্ সংস্মৃত্য রণে কৰ্ম্মাকরোম্মহৎ ॥১৬॥
 তস্মিন্শ্বে পৃথিবীপালা দ্রোণপার্ষতসঙ্গরে ।
 নানাদিগাগতা বীরাঃ প্রায়শো নিধনং গতাঃ ॥১৭॥
 দিনানি পঞ্চ তদ্যুদ্ধমভূৎ পরমদারুণম্ ।
 ততো দ্রোণঃ পরিশ্রান্তো ধ্বষ্টদ্যুম্নবশং গতঃ ॥১৮॥
 ততঃ সেনাপতিরভূৎ কর্ণো দৌর্যোধনে বলে ।
 অক্ষৌহিণীভিঃ শিষ্টাভির্বৃতঃ পঞ্চভিরাহবে ॥১৯॥
 তিস্রস্ত পাণ্ডুপুত্রাণাং চম্বো বীভৎসুপালিতাঃ ।
 হতপ্রবীরভূয়িষ্ঠা বভূবুঃ সমবাস্থিতাঃ ॥২০॥
 ততঃ পার্থঃ সমাসাণ্ড পতঙ্গ ইব পাবকম্ ।
 পঞ্চভ্রমগগৎ গৌতির্দ্বিতীয়েহহনি দারুণঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, দ্রোণঃ প্রোক্ষুর্হননায় লিপ্সুঃ । পিতৃক্ষপদস্ত্র, নিকারান্ অভি-
 ভবান্ ॥১৬॥

তস্মিন্শ্বেতি । দ্রোণশ্চ পার্ষতো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ তয়োঃ সঙ্গয়ে যুদ্ধে ॥১৭॥

দিনানীতি । ধৃষ্টদ্যুম্নবশং গতো ধৃষ্টদ্যুম্নেন নিহত ইত্যর্থঃ ॥১৮॥

তত ইতি । দৌর্যোধাপনে বলে দুর্যোধান সৈন্তে ॥১৯॥

তিস্র ইতি । চম্বঃ অক্ষৌহিণাঃ, বীভৎসুপালিতাঃ অর্জুনরক্ষিতাঃ ॥২০॥

মগামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকর্তৃক পিতা ক্ষপদেব অপমান স্বগ্রহ করিয়া সৈন্তে
 পরিত্যক্ত হইয়া, দ্রোণকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে গুরুতর কার্য্য
 করিয়াছিলেন ॥১৬॥

দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই যুদ্ধে নানাদিক্ হইতে আগত মহাবীর সেই রাজ-
 গণ প্রায়ই নিহত হইয়াছেন ॥১৭॥

অতিভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধ পাঁচ দিন হইয়াছিল । তাহার পর দ্রোণ পরিশ্রান্ত
 হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন ॥১৮॥

তদনন্তর কর্ণ অবশিষ্ট পঞ্চ অক্ষৌহিণী সৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া দুর্যোধানের
 পক্ষে যুদ্ধে সেনাপতি হইয়াছিলেন ॥১৯॥

তৎকালে পাণ্ডবপক্ষে তিন অক্ষৌহিণী সৈন্তমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া অর্জুন-
 কর্তৃক রক্ষিত হইয়া যুদ্ধে অবস্থান করিতেছিল ; তাঁহাদের মধ্যেও প্রধান
 প্রধান বহুতর বীর নিহত হইয়াছিলেন ॥২০॥

হতে কর্ণে তু কৌরব্য। নিরুৎসাহা হতোজসঃ ।
 অক্ষৌহিণীভিত্তিস্থভির্গদ্রেণং পর্য্যবারয়ন্ ॥২২॥
 হতবাহনভূয়িষ্ঠাঃ পাণ্ডবাস্ত যুধিষ্ঠিরম্ ।
 অক্ষৌহিণ্যা নিরুৎসাহাঃ শিষ্টয়া পর্য্যবারয়ন্ ॥২৩॥
 অবদীপ্যদ্রাজানং কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 তস্মিন্‌স্তদার্কদিবসে কৃতা কৰ্ম্ম স্ফুটকরম্ ॥২৪॥
 হতে শল্যে তু শকুনিং সহদেবো মহামনাঃ ।
 আহত্ভারং কলেস্তস্ত জঘানামিতবিক্রমঃ ॥২৫॥
 নিহতে শকুনৌ রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ স্ফুটম্‌নাঃ ।
 অপাক্রাগদগদাপাণিহতভূয়িষ্ঠসৈনিকঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পার্শ্বমর্জ্জুনম্ । সৌতিঃ কর্ণঃ ॥২১॥
 হত ইতি । মদ্রেণং শল্যম্, পর্য্যবারয়ন্ সেনাপতিভ্যেণ পর্য্যবেষ্টন্ত ॥২২॥
 হতেতি । হতং বাহনাঃ ভূয়িষ্ঠং বাহল্যং যেষাং তে, শিষ্টয়া অবশিষ্টয়া একয়া ॥২৩॥
 অবদীপ্যতি । মদ্ররাজানং মদ্ররাজং শল্যম্ । তদা প্রথমদিনে এব, কৰ্ম্ম স্ফুটম্ ॥২৪॥
 হত ইতি । তস্ত কলেঃ কলহস্ত আহত্ভারং দূতকৌড়াদিনা ঘটয়িতারম্ ॥২৫॥
 নিহত ইতি । ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুৰ্য্যোধনঃ । হতা ভূয়িষ্ঠা বহলাঃ সৈনিকা যস্ত সঃ ॥২৬॥

তাহার পর পতঙ্গ যেমন অগ্নিকে পাইয়া পঞ্চদ্বপ্রাপ্ত হয়, তেমন ভয়ঙ্কর কর্ণ তাঁহার যুদ্ধেব দ্বিতীয় দিনে অর্জুনকে পাইয়া পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২১॥

কর্ণ নিহত হইলে, নিরুৎসাহ ও তোজোবিহীন কৌরবগণ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া সেনাপতিরূপে শল্যকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥২২॥

আর বহুতর বাহন নিহত হইয়াছিল সেই অবস্থায় পাণ্ডবেরা নিরুৎসাহ চিন্তে অবশিষ্ট এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া, সেনাপতিরূপে যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন ॥২৩॥

সেইদিন বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়া শল্যকে বধ করেন ॥২৪॥

শল্য নিহত হইলে মহামনা ও অমিতবিক্রম সহদেব সেই কলহের একমাত্র কারণ শকুনিকে বধ করিয়াছেন ॥২৫॥

শকুনি নিহত হইলে এবং বহুতর সৈন্য নাশ পাইলে রাজা দুৰ্য্যোধন অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইয়া গদা ধারণ করিয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হন ॥২৬॥

তমস্বধাবৎ সংক্রুদ্ধো ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ।
 হ্রদে দ্বৈপায়নে চাপি সলিলস্থং দদর্শ তম্ ॥২৭॥
 হতশিফেন সৈন্যেন সমস্তাং পরিবার্য্য তম্ ।
 অথোপবিস্তৃষ্টা হ্রদস্থং পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥২৮॥
 বিগাহ্য সলিলং স্বাস্ত্ৰ বাগ্‌বাণৈর্ভূশবিক্রতঃ ।
 উথায় স গদাপাণিযুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥২৯॥
 ততঃ স নিহতো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহারণে ।
 ভীমসেনেন বিক্রম্য পশ্চতাং পৃথিবীক্ৰিতাম্ ॥৩০॥
 ততস্তৎ পাণ্ডবং সৈন্যং প্রমুপ্তং শিবিরে নিশি ।
 নিহতং দ্রোণপুত্রেন পিতুরুধগমুদ্রিতা ॥৩১॥
 হতপুত্রা হতবলা হতমিত্রা ময়া সহ ।
 যুযুধানসহায়েন পঞ্চ শিষ্টাস্ত্র পাণ্ডবাঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । দ্বৈপায়নে তদাখ্যে, তং দুর্যোধনম্ ॥২৭॥
 হতেতি । হ্রদস্থং তং দুর্যোধনং পরিবার্য্য তীরে উপবিস্তুরিতি সম্বন্ধঃ ॥২৮॥
 বিগাহেতি । বিগাহ্য আলোড়্য, বাচঃ পাণ্ডবানাং কটুগাফ্যাদেব বাণাঈস্তে ॥২৯॥
 তত ইতি । ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্যোধনঃ । পৃথিবীক্ৰিতাম্ অশ্বেষাং রাজ্যম্ ॥৩০॥
 তত ইতি । প্রমুপ্তং নিদ্রিতম্ । অমুদ্রিতা অজ্ঞাভ্যাদাদসহমানেন ॥৩১॥
 হতেতি । যুযুধানঃ সাত্যকিঃ সহায়ো যন্ত তেন ময়া সহ, শিষ্টা অবশিষ্টাঃ ॥৩২॥

তখন প্রতাপশালী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধনের অহুসরণ করেন এবং দ্বৈপায়নহ্রদে জলপ্রবিষ্ট অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করেন ॥২৭॥

সেই সময় পঞ্চ পাণ্ডব হতাবশিষ্ট সৈন্যদ্বারা হ্রদস্থিত দুর্যোধনকে সকল দিকে পরিবেষ্টন করিয়া হস্তচিহ্নে হ্রদের তীরে উপবেশন করেন ॥২৮॥

ক্রমে দুর্যোধন পাণ্ডবগণের বাক্যবাণে অত্যন্ত বিকৃত হইয়া সম্বর হ্রদের জল আলোড়ন করিয়া উঠিয়া গদাহস্তে যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত হন ॥২৯॥

তদনন্তর ভীমসেন মহাযুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজগণের সমক্ষে রাজা দুর্যোধনকে বধ করেন ॥৩০॥

তাহার পর সেই বিজয়ী পাণ্ডবসৈন্য রাত্রিতে শিবিরে নিদ্রিত ছিল, সেই অবস্থায় অশ্বখামা, পিতা দ্রোণের অজ্ঞায়বধ সম্বন্ধ করিতে না পারিয়া সেই সৈন্যগণকে বধ করিয়াছেন ॥৩১॥

সহৈব কৃপভোজাভ্যাং দ্রৌণিযুঁকাদমুচ্যত ।
 যুয়ুৎসুশ্চাপি কৌরবো যুক্তঃ পাণ্ডবসংজ্ঞয়াৎ ॥৩৩॥
 নিহতে কৌরবেস্তে তু সানুবন্ধে অযোধনে ।
 বিহুরঃ সঞ্জয়শ্চৈব ধর্ম্মরাজমুপস্থিতৌ ॥৩৪॥
 এবং তদভবদ্যুন্ধগহান্ধ্যষ্টাদশ প্রভো ! ।
 যত্র তে পৃথিবীপালা নিহতাঃ স্বর্গগাবসন্ ॥৩৫॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।
 শৃণুতাং তু মহারাজ ! কথাং তাং লোগহর্ষণাম্ ।
 ছুঃখশোকপরিত্বেশা বৃষ্ণীনাগভবন্তদা ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
 পৰ্বণি অশ্বমেধে বাসুদেবাক্যে অষ্টমপুত্ৰিতমোহিধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

ভারতকৌমুদী

সহৈতি । কৃপশ্চ ভোজঃ কৃতবর্ষা চ তাভ্যাম্, দ্রৌণিরশ্বখাম্ ॥৩৩॥
 নিহত ইতি । সানুবন্ধে অমুচরসহিতে ॥৩৪॥
 এবমিতি । এবমীদৃশম্ । স্বর্গং প্রাপ্যেতি শেষঃ । তথা চোক্তং প্রাক্—“দাবিগৌ
 পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ । পরিব্রাড্‌ষোগযুক্তশ্চ বণে চাভিমুখৌ হতঃ” ॥৩৫॥
 শৃণুতামিতি । তাং কুরুক্ষেত্ৰযুদ্ধসংঘটনানাম্ । বৃষ্ণীনাং তদ্বংশীয়ানাম্ ॥৩৬॥
 ইতি মহাভাগোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসদিক্‌কৃতবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি
 অশ্বমেধে অষ্টমপুত্ৰিতমোহিধ্যায়ঃ ॥৩০॥

পাণ্ডবগণের পুত্র, মিত্র ও সমস্ত সৈন্য নিহত হওয়ায় আমি, সাত্যকি ও
 পাণ্ডবেরা পাঁচজন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি ॥৩২॥

আর কৌরবপক্ষে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ষা ও অশ্বখামা যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া-
 ছেন এবং কৌরবনন্দন যুয়ুৎসুও পাণ্ডবগণের আশ্রিত হওয়ায় যুদ্ধে মুক্তি
 পাইয়াছেন ॥৩৩॥

কুরুরাজ দুর্য্যোধন অমুচরগণের সহিত নিহত হইলে, বিহুর ও সঞ্জয়
 যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়াছেন ॥৩৪॥

প্রভু ! এইরূপ সেই যুদ্ধ আঠার দিন হইয়াছিল । যে যুদ্ধে সেই রাজারা
 নিহত হইয়া এখন স্বর্গে বাস করিতেছেন’ ॥৩৫॥

উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কথয়ন্মেব তু তদা বাহুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
মহাভারতযুদ্ধং তৎ কথাস্তে পিতুরগ্রতঃ ॥১॥
অভিগম্ভোৰ্বধং বীরঃ সোহত্যক্রাগম্যহাগতিঃ ।
অগ্নিয়ং বসুদেবস্ত্র মা ভূদিতি মহাগনাঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
মা দৌহিত্রবধং শ্রব্ণ্বা বহুদেবো মহাত্ম্যম্ ।
দুঃখশোকান্নিগন্তপ্তো ভবেদিতি মহাগতিঃ ॥৩॥
শুভদ্রা তু তমুৎক্রান্তমাত্মজস্য বধং রণে ।
আচক্ষু কৃষ্ণ ! গৌভদ্রবধমিত্যপতদ্ভূবি ॥৪॥
তামপশ্যন্নিপতিতাং বহুদেবঃ ক্ষিতৌ তদা ।
দুর্মৈত্ৰ্যে চ পপাতোৰ্ব্যাং সোহপি দুঃখেন মুচ্ছিতঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কথয়ন্নिति । কথাস্তে উপাখ্যানাবসানে, পিতুৰ্বহুদেবস্ত্র । অতাক্রামং অলজয়ং ॥১—২॥
মেতি । মহাত্ম্যম্ অত্যন্তকষ্টকরম্ । ইতি বিভাব্য অতাক্রামদিত্যনুসৃত্তিঃ ॥৩॥
শুভদ্রেতি । উৎক্রান্তং লজ্জিতং দৃষ্টেতি শেষঃ । আচক্ষু, ক্রহি, গৌভদ্রস্ত্র অভিগম্ভোৰ্বধম্
ইত্যুক্তেতি শেষঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! সেই লোমহর্ষণ যুদ্ধের বৃত্তান্ত শুনিয়া
তত্রত্য বৃষ্ণিবংশীয়েরা দুঃখ, শোক ও কষ্টে অভিভূত হইলেন ॥৩৬॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘প্রতাপশালী, বীর, মহাবৃদ্ধি ও মহাগনা কৃষ্ণ তখন
পিতার নিকটে সেই মহাভারতযুদ্ধ বলিতে থাকিয়া বসুদেবের অগ্নিয় না হয়
ইহা ভাবিয়া অভিমম্বার বধ অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥১—২॥

বসুদেব অত্যন্ত কষ্টজনক দৌহিত্রবধ শ্রবণ করিয়া দুঃখে ও শোকে সন্তপ্ত
না হন, ইহা ভাবিয়াই মহাবৃদ্ধি কৃষ্ণ সেই ঘটনা অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥৩॥

কিন্তু শুভদ্রা যুদ্ধে নিজের পুত্রের বধ কৃষ্ণ অতিক্রম করিয়াছেন ইহা
দেখিয়া ‘কৃষ্ণ ! অভিমম্বার বধ বল’ এই কথা বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৪॥

ততঃ স দৌহিত্রবধাদুঃখশোকসমাহতঃ ।
 বসুদেবো মহারাজ ! কৃষ্ণঃ বাক্যগথাত্রবীৎ ॥৬॥
 ননু স্বং পুণ্ডরীকাক্ষ ! সত্যবাগ্ভুবি বিশ্রুতঃ ।
 যদ্দৌহিত্রবধং মেহত্ব ন খ্যাপয়সি শত্রুহন ! ।
 তদুভাগিনেয়নিধনং তদ্বেনাচক্ষু মে প্রভো ! ॥৭॥
 সদৃশাক্ষস্তব কথং শত্রুতিনিহতো রণে ।
 দুর্গরং বত বাষ্ণেয় ! কালেহপ্রাপ্তে নৃভিঃ সদা ॥৮॥
 যত্র মে হৃদয়ং দুঃখাচ্ছতধা ন বিদীর্ঘ্যতে ।
 কিমব্রবীদ্ধাং সংগ্রামে স্তভদ্রাং মাতরং প্রতি ॥৯॥
 মাং চাপি পুণ্ডরীকাক্ষ ! চপলাক্ষঃ প্রিয়ো মম ।
 আহবং পৃষ্ঠতঃ কৃষ্ণা কচ্চিন্ন নিহতঃ পরৈঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তাগিতি । উর্জ্যাং ভূমৌ, স বসুদেবোহপি ॥৫॥
 তত ইতি । দৌহিত্রবধাৎ দৌহিত্রবধপ্রবণাৎ ॥৬॥
 নন্বিতি । ভাগিনেয়স্ত নিজভগিনীপুত্রস্ত নিধনম্ । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৭॥
 সদৃশেতি । তব সদৃশে অক্ষিতুল্যে অক্ষিণী যস্ত সঃ অভিমুখ্যঃ ॥৮॥
 যত্রৈতি । যত্র মরণে সতি । অত্রবীদভিমুখ্যরিত্তি শেষঃ ॥৯॥

তখন বসুদেব সুভদ্রাকে ভূতলে পতিত দেখিলেন—দেখিয়াই তিনিও
 দুঃখে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৫॥

মহারাজ ! তাহার পর বসুদেব দৌহিত্রবধের দুঃখে ও শোকে আহত হইয়া
 কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—॥৬॥

‘কৃষ্ণ ! তুমি জগতে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত ; অতএব প্রভাবশালী
 শত্রুহন্তা ! তুমি আজ আমার নিকটে যে দৌহিত্রবধ বলিতেছ না, তাহা উচিত
 নহে । সুতরাং তুমি যথাযথভাবে আমার নিকটে তোমার ভাগিনেয়বধ বল ॥৭॥

বৃক্ষিনন্দন ! তোমার তুল্য সুন্দরনয়ন অভিমুখ্য কিপ্রকারে যুদ্ধে নিহত
 হইল ? হায় ! কাল উপস্থিত না হইলে মাহুষের মৃত্যু সর্বদাই অসম্ভব ॥৮॥

যাহাতে আমার হৃদয় দুঃখে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না । কৃষ্ণ ! যুদ্ধের
 সময়ে অভিমুখ্য মাতা সুভদ্রার বিষয়ে তোমার নিকট কি বলিয়াছিল ? ॥৯॥

(৭) স্বভাগিনেয়নিধনম্—বন্ধ বর্ধ ।

(৮) কালেহপ্রাপ্তে নৃভিঃ সহ—বন্ধ বর্ধ নি ।

কচ্চিন্মুখং ন গোবিন্দ ! তেনাজৌ বিকৃতং কৃতম্ ।
 স হি কৃষ্ণ ! মহাতেজাঃ শ্লাঘন্বিব মগাগ্রতঃ ॥১১॥
 বালভাবেন বিনয়গান্ননোহকথয়ৎ প্রভুঃ ।
 কচ্চিন্ন নিকৃতো বালো দ্রোণকর্ণকুপাদিভিঃ ।
 ধরণ্যাং নিহতঃ শেতে তন্মগাচক্ষু কেশব ! ॥১২॥
 স হি দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ কর্ণঞ্চ বলিনাং বরম্ ।
 স্পর্ধিতে স্মরণে নিত্যং দ্ৰুহিতুঃ পুত্রকো মম ॥১৩॥
 এবংবিধং বহু তদা বিলপন্ত্য স্ফুটঃখিতম্ ।
 পিতরং দ্ৰুঃখিততরো গোবিন্দো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৪॥
 ন তেন বিকৃতং বজ্রং কৃতং সংগ্রামমুর্দ্ধনি ।
 ন পৃষ্ঠতঃ কৃতশ্চাপি সংগ্রামন্তেন দ্বস্তরঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

মামিতি । চপলাক্ষচঞ্চলনয়নঃ অভিমন্যুঃ । আহবং রণস্থলম্ ॥১০॥
 কচ্চিদিতি । তেনাভিমন্যুনা । শ্লাঘন্বিব আশ্রয়প্রার্থনাং কুর্ষন্বিব আসীৎ ॥১১॥
 বালেতি । প্রভুর্জয়লাভদক্ষোহপি বালভাবেন আশ্রনো বিনয়ম্ অবনতিম্, কচ্চিন্ন
 অকথয়ৎ । নিকৃতঃ প্রতারিতঃ । ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥
 স ইতি । দ্ৰুহিতুঃ পুত্রকো দৌহিত্রঃ অভিমন্যুঃ ॥১৩॥
 এবমিতি । দ্ৰুঃখিততরঃ পিত্রপেক্ষয়াপাদিকদ্ৰুঃখিতঃ ॥১৪॥

এবং পুণ্ডরীকাক্ষ ! আমার প্রিয় চঞ্চলনয়ন অভিমন্যু আমাকেই বা কি
 বলিয়া গিয়াছে ? এবং সে, রণস্থলকে পিছনে রাখিয়া শত্রুকর্তৃক নিহত হয়
 নাই ত ? ॥১০॥

গোবিন্দ ! অভিমন্যু যুদ্ধের সময়ে নিজের মুখ বিকৃত করে নাই ত ? কৃষ্ণ !
 মহাতেজা অভিমন্যু আমার সম্মুখে সর্বদাই যেন আশ্রয়প্রার্থনা করিত ॥১১॥

প্রভাবশালী অভিমন্যু বালকত্ববশতঃ শত্রুদের নিকটে নিজের অবনত
 হওয়ার কথা বলে নাই ত ? দ্রোণ, কর্ণ ও কুপপ্রভৃতি যুদ্ধের সময়ে সেই
 বালককে প্রতারিত করেন নাই ত ? কেশব ! সেই বালক নিহত হইয়া ভূতলে
 শয়ন করিয়া রহিয়াছে কি ? তাহা আমার নিকট বল ॥১২॥

হায় ! আমার সেই দৌহিত্র সর্বদাই যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বলিশ্রেষ্ঠ কর্ণের
 সহিত স্পর্ধা করিত ॥১৩॥

তখন পিতা বসুদেব অত্যন্ত দ্ৰুঃখিত হইয়া এইরূপ বহু বিলাপ করিতে
 লাগিলে, তাঁহা অপেক্ষা অধিক দ্ৰুঃখিত কৃষ্ণ এই কথা বলিলেন—॥১৪॥

নিহত্য পৃথিবীপালান্ সহস্রশতসজ্জশঃ ।
 খেদিতো দ্রোণকর্ণাভ্যাং দৌঃশাসনিবশং গতঃ ॥১৬॥
 একো হে কেন সততং যুদ্ধমানো যদি প্রভো ! ।
 ন স শক্যেত সংগ্রামে নিহন্তুগপি বজ্রিণা ॥১৭॥
 সমাহতে চ সংগ্রামাং পার্শ্বে সংশপ্তকৈস্তদা ।
 পর্যবার্য্যত সংক্রুদ্ধৈঃ স দ্রোণাদিভিরাহবে ॥১৮॥
 ততঃ শক্রবধং কৃত্বা স্মহাস্তং রণে পিতঃ ! ! ।
 দৌহিত্রস্তব বাঘ্যেয় ! দৌঃশাসনিবশং গতঃ ॥১৯॥
 নুনঞ্চ স গতঃ স্বর্গং জহি শোকং মহামতে ! ।
 ন হি ব্যসনগামাশ্চ সীদন্তি কৃতবুদ্ধয়ঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

মেতি । তেন অভিমহ্যনা । সংগ্রামো ন পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ ভয়াপ্সসরণং কৃতমিত্যর্থঃ ॥১৫॥
 নিহত্যেতি । খেদিতঃ প্রহারেণ পীড়িতঃ, দৌঃশাসনিবশং দুঃশাসনপুত্রাদীনতাম্ ॥১৬॥
 এক ইতি । একঃ অভিমহ্যঃ । বজ্রিণা ইন্দ্রেণ ॥১৭॥
 অথ তদানীগজ্জুনঃ ক গত ইত্যাহ সমাহত ইতি । পার্শ্বে অর্জুনে । পর্যবার্য্যত পরি-
 বেষ্টিতঃ ॥১৮॥
 তত ইতি । স্মহাস্তং শক্রবধং বহুশক্রসংহারমিত্যর্থঃ । দৌঃশাসনিবশং গতৌ দুঃশাসন-
 পুত্রেণ নিহত ইতি তাংপর্য্যম্ ॥১৯॥
 নুনমিতি । নুনং নিশ্চিতম্, জহি ত্যজ । ব্যসনং বিপদম্ ॥২০॥

‘অভিমহ্য যুদ্ধে মুখ বিকৃত করে নাই, কিংবা সে ছস্তর যুদ্ধস্থল পৃষ্ঠের দিকে
 রাখে নাই ॥১৫॥

অভিমহ্য শত সহস্র ক্ষত্রিয়কে সংহার করিয়া, দ্রোণ ও কর্ণ কর্তৃক পীড়িত
 হইয়া দুঃশাসনের পুত্র লক্ষ্মণের অধীন হইয়াছিল ॥১৬॥

প্রভু ! এক অভিমহ্য যদি সর্বদা এক এক জনের সহিত যুদ্ধ করিত, তবে
 স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে তাহাকে বধ করিতে পারিতেন না ॥১৭॥

তখন সংশপ্তকেরা অর্জুনকে অভিমহ্যর রণস্থল হইতে অশ্রুদিকে লইয়া
 গেলে পর, ক্রুদ্ধ দ্রোণ ও কর্ণপ্রভৃতি অভিমহ্যকে পরিবেষ্টন করেন ॥১৮॥

বৃষ্কিনন্দন পিতা ! তাহার পর আপনার দৌহিত্র অভিমহ্য যুদ্ধে বহুসংখ্যক
 শত্রু সংহার করিয়া দুঃশাসনের পুত্র লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হয় ॥১৯॥

অতএব মহামতি ! নিশ্চয়ই সে স্বর্গে গিয়াছে ; স্মৃতাং আপনি শোক

দ্রোণকর্ণপ্রভৃতয়ো যেন প্রতিসমাসিতাঃ ।
 রণে মহেন্দ্রপ্রতিমাঃ স কথং নাপ্নুয়াদ্ধিবম্ ॥২১॥
 স শোকং জহি দুর্ধ্ব ! মা চ মন্যুবশং গমঃ ।
 শস্ত্রপূতাং হি স গতিং গতঃ পরপূরঞ্জয়ঃ ॥২২॥
 তস্মিন্শু নিহতে বীরে স্তভদ্রেয়ং স্বমা মম ।
 দুঃখার্থাথো স্ততং প্রাপ্য কুরুরীব ননাদ হ ॥২৩॥
 দ্রৌপদীঞ্চ সমাসাচ্চ পর্যাপৃচ্ছত দুঃখিতা ।
 আর্যো ! ক দারকাঃ সর্বৈ দ্রষ্টুমিচ্ছামি তানহম্ ॥২৪॥
 অস্মাস্তু বচনং শ্রুত্বা সর্বাস্তাঃ কুরুষোষিতঃ ।
 ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্নেনাং চুকুশুঃ পরমার্ভবৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

দ্রোণেতি । প্রতিসমাসিতাঃ প্রতিপক্ষভাবেন গৃহীতাঃ ॥২১॥
 স ইতি । মন্যুবশং শোকাধীনতাম্, মা চ গমঃ নাপ্নুহি ॥২২॥
 তস্মিন্শু । স্বমা ভগিনী । স্তভমভিমহ্যং প্রাপ্য বিষয়ীকৃত্য, কুরুরী নাম পক্ষিণী, ননাদ
 আর্জুনাদং চকার ॥২৩॥
 দ্রৌপদীমিতি । দুঃখিতা স্তভদ্রা । দারকা অপরে পুত্রাঃ ॥২৪॥
 অস্মা ইতি । অস্মাঃ স্তভদ্রায়াঃ, কুরুষোষিতঃ পাণ্ডবস্ত্রিয়ঃ ॥২৫॥
 পরিত্যাগ করুন । কারণ, শিক্ষিতবুদ্ধি লোকেরা বিপদে পতিত হইয়া অবসন্ন
 হন না ॥২০॥

যে অভিমন্যু যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য দ্রোণ ও কর্ণপ্রভৃতিকে প্রতিপক্ষভাবে
 গ্রহণ করিয়াছিল, সেই অভিমন্যু স্বর্গ লাভ করিবে না কেন ? ॥২১॥

দুর্ধ্ব পিতা ! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন ; শোকে দীনতা প্রাপ্ত
 হইবেন না । কারণ, শক্রনগরবিজয়ী অভিমন্যু অস্ত্রপূত গতিলাভ করিয়াছে ॥২২॥

সেই বীর নিহত হইলে আমার ভগিনী এই স্তভদ্রা দুঃখার্ভা হইয়া পুত্রের
 বিষয়ে কুরুরীপক্ষিণীর স্থায় আর্জুনাদ করিয়াছিলেন ॥২৩॥

তৎপরে এই দুঃখিতা স্তভদ্রা দ্রৌপদীর নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া-
 ছিলেন—‘আর্যো ! পুত্রেরা সকলে কোথায় রহিয়াছে ? আমি তাহাদিগকে
 দেখিতে ইচ্ছা করি’ ॥২৪॥

এই স্তভদ্রার সেই বাক্য শুনিয়া সেই পাণ্ডবমহিলারা সকলে বাহ্যুগল-
 দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া অত্যন্ত আর্দ্রের স্থায় উচ্চশব্দে রোদন করিয়া-
 ছিলেন ॥২৫॥

উত্তরাং চাক্রবীড়ভদ্রে ! ভৰ্তা স ক নু তে গতঃ ।
 ক্ষিপ্ৰমাগমনং মহং তস্মৈ ত্বং বেদয়স্ব হ ॥২৬॥
 ননু নামাণ্ড বৈরাটি ! শ্ৰদ্ধা মম গিরং সদা । ।
 ভবনান্ধিতত্যাশু কস্মিন্নাভ্যেতি তে পতিঃ ॥২৭॥
 অভিমন্তো ! কুশলিনো মাতুলান্তে মহারথাঃ ।
 কুশলং চাক্রবন্ সৰ্বে ত্বাং যুয়ুৎসুগিহাগতম্ ॥২৮॥
 আচক্ষু মেহত্ৰ সংগ্রামং যথাপূৰ্ব্বমবিস্ময় ! ।
 কস্মাদেবং বিলপতীং নাহেহ প্ৰতিভাষসে ॥২৯॥
 এবমাদি তু বাঞ্ছোঁষ্যাস্তস্তাস্তং পৰিদেবিতম্ ।
 শ্ৰদ্ধা পৃথা স্তূঃখাৰ্তা শনৈৰ্বাক্যমথাক্রবীৎ ॥৩০॥
 সুভদ্রে ! বাসুদেবেন তথা সাত্যকিনা রণে ।
 পিত্ৰা চ লালিতো বালঃ সহতঃ কালধৰ্ম্মণা ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

উত্তরামিতি । উত্তরাং নাম অভিমন্ত্যভাৰ্গ্যাম্, অত্রবীৎ সুভদ্রা । মহং মম ॥২৬॥
 নস্থিতি । হে বৈরাটি ! বিরটিতনয়ে ! নিম্পততি নির্গচ্ছতি ॥২৭॥
 অভীতি । মাতুলাঃ কৃষ্ণাদয়ঃ । যুয়ুৎসুং সৰ্বৈর্দৈব যোন্ধুমিচ্ছুম্ ॥২৮॥
 আচক্ষেতি । আচক্ষুঃ ক্রহি । বিলপতীং বিলপন্তীং মাম্ ॥২৯॥
 এবমিতি । বাঞ্ছোঁষ্যা বৃষ্ণিবংশীয়ায়াঃ সুভদ্রায়াঃ, পৰিদেবিতং বিলাপং পৃথা কুন্তী ॥৩০॥

সুভদ্রা উত্তরাকেও বলিয়াছিলেন যে, ‘ভদ্রে ! তোমার সেই পতি কোথায়
 গেল ?’ তুমি সত্ত্বর তাহার আগমন আমাকে জানাও ॥২৬॥

বিরটিতনন্দিনি ! অভিমন্ত্য সৰ্বদাই আমার বাক্য শুনিয়া গৃহ হইতে নির্গত
 হইত । আজ তোমার সেই পতি কেন আমার নিকট আসিতেছে না ? ॥২৭॥

অভিমন্ত্য ! তোমার মহারথ কুশলী মাতুলেরা সকলে আসিয়া প্ৰত্যহ
 বলিতেন—‘যুদ্ধার্থী তুমি কুশলে শিবিরে আসিয়াছ ?’ ॥২৮॥

হে শক্রদমন বৎস ! তুমি পূৰ্ব্বের স্থায় অত্ৰও আমার নিকটে যুদ্ধের বৃত্তাস্ত
 বল । আমি এইরূপ বিলাপ করিতেছি, তথাপি কেন তুমি আজ আমার
 কথার উত্তর দিতেছ না ? ॥২৯॥

সুভদ্রার এইরূপ সেই বিলাপ শুনিয়া কুন্তীদেবী অত্যন্ত দুঃখাৰ্ত্ত হইয়া
 ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন—॥৩০॥

ঐদৃশো মর্ত্যধর্মোহয়ং মা শুচো যত্ননন্দিনি ! ।
 পুত্রো হি তব দুর্ধ্বঃ সম্প্রাপ্তঃ পরমাং গতিম্ ॥৩২॥
 কুলে মহতি জাতাসি ক্ষত্রিয়াণাং মহাঅনাম্ ।
 মা শুচশ্চপলাক্ষং স্বং পদ্মপত্রনিভেক্ষণে ! ॥৩৩॥
 উত্তরাং ত্বমবেক্ষস্ব গুর্বিবীং মা শুচঃ শুভে ! ।
 পুত্রমেবা হি তস্মাশু জনয়িষ্যতি ভাবিনী ॥৩৪॥
 এবমাশ্বাসয়িত্বৈনাং কুন্তী যত্নকুলোদ্বহ ! ।
 বিহায় শোকং দুর্ধ্বঃ শ্রাদ্ধমশ্ব হকল্পয়ৎ ॥৩৫॥
 সমনুজ্ঞাপ্য ধর্ম্যজ্ঞঃ রাজানং ভীমসেব চ ।
 যমৌ যমোপমৌ চৈব দদৌ দানান্যনেকশঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

সুভদ্রা ইতি । পিত্রা অর্জুনেন, লালিতো রক্ষিতঃ ॥৩১॥
 ঐদৃশ ইতি । মা শুচঃ শোকং মা কৃথাঃ ॥৩২॥
 কুল ইতি । চপলে চঞ্চলে অক্ষিণী যন্ত তম্ অভিমম্ব্যম্ ॥৩৩॥
 উত্তরামিতি । গুর্বিবীং গর্ভবতীম্ । তস্মাভিমম্ব্যোঃ ॥৩৪॥
 এবমিতি । এনাং সুভদ্রাম্ । অস্মাভিমম্ব্যোঃ ॥৩৫॥
 সমিতি । যমৌ নকুলসহদেবৌ, যমোপমৌ শক্রপক্ষে চকারাদর্জুনক ॥৩৬॥

‘সুভদ্রা! কৃষ্ণ, সাত্যকি ও অর্জুন সেই বালককে যুদ্ধে রক্ষা করিতে-
 ছিলেন, তথাপি কালধর্ম্মবশতই সে নিহত হইয়াছে ॥৩১॥

যত্ননন্দিনি! মর্ত্যলোকে স্বভাবই এই প্রকার; অতএব তুমি শোক করিও
 না। তোমার সেই দুর্ধ্ব পুত্র পরমগতি লাভ করিয়াছে ॥৩২॥

পদ্মনন্দনে! তুমি মহাত্মা ক্ষত্রিয়দের মহাকূলে জন্মিয়াছ; সুতরাং সেই
 চঞ্চলনয়ন অভিমম্ব্যর জন্ত শোক করিও না ॥৩৩॥

কল্যাণি! উত্তরা গর্ভবতী; সুতরাং তুমি শোক করিও না। সেই উত্তরাকে
 পর্যবেক্ষণ কর। কারণ, এই উত্তরা সত্তরই অভিমম্ব্যর পুত্র প্রসব করিবে’ ॥৩৪॥

যত্নবংশশ্রেষ্ঠ! কুন্তীদেবী সুভদ্রাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া দুর্ধ্ব শোক
 পরিত্যাগ করিয়া অভিমম্ব্যর শ্রাদ্ধ করাইলেন ॥৩৫॥

পরে ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এবং শক্রর পক্ষে যমের তুল্য নকুল ও
 সহদেবের অনুমতি হইয়া অভিমম্ব্যর পারলৌকিক সুখের উদ্দেশে কুন্তী অনেক
 দান করিলেন ॥৩৬॥

ততঃ প্রদায় বহ্নীর্গা ব্রাহ্মণায় যদুদ্বহ ! ।
 সমাহৃত্য তু বাষ্ণেয়ী বৈরাটীগব্রবীদিদম্ ॥৩৭॥
 বৈরাটি ! নেহ সন্তাপস্তুয়া কার্যো হুনিন্দিতে ! ।
 ভর্তারং প্রতি স্ত্রোশোণি ! গৰ্ভস্থং রক্ষ বৈ শিশুশ্চ ॥৩৮॥
 এবমুক্ত্বা ততঃ কুন্তী বিররাম মহাদ্রুতে ! ।
 তামনুজ্ঞাপ্য চৈবেমাং স্তুভদ্রাং সমুপানয়ম্ ॥৩৯॥
 এবং স নিধনং প্রাপ্তো দৌহিত্রস্তব মানদ ! ।
 সন্তাপং ত্যজ দুর্দ্ধৰ্ষ ! মা চ শোকে মনঃ কৃথা ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আশ্বমেধিক-
 পৰ্বণি অশ্বমেধে বশ্মদেবসান্ত্বনে উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বহ্নীঃ প্রচুরাঃ । বাষ্ণেয়ী কুন্তী, বৈরাটীমৃতরাম্ ॥৩৭॥
 বৈরাটীতি । কার্য্যঃ কৰ্ত্তব্যঃ । হে স্ত্রোশোণি ! হুনিতস্বে ! ॥৩৮॥
 এবমিতি । তাং কুন্তীম্, সমুপানয়ম্ ইমাং দ্বারকামিতি শেষঃ ॥৩৯॥
 এবমিতি । তব দৌহিত্রোহভিমত্যাঃ । হে মানদ ! গুরুজনপূজক ! ॥৪০॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসগিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি
 অশ্বমেধে উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

যজ্বংশশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণগণকে বহুতর গো দান করিয়া
 উত্তরাকে আনিয়া এই কথা বলিলেন—॥৩৭॥

‘অনিন্দিতে বিরটানন্দিনি ! তুমি এখন আর ভর্তার উদ্দেশে শোক করিও
 না । স্ত্রুনিতস্বে ! এখন গৰ্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিতে থাক’ ॥৩৮॥

মহাতেজা ! এইরূপ বলিয়া তাহার পর কুন্তীদেবী বিরত হইলেন ।
 তদনন্তর আমি কুন্তীদেবীর অনুমতি লইয়া এই স্তুভদ্রাকে দ্বারকায় আনয়ন
 করিয়াছি ॥৩৯॥

মানদাতা পিতা ! আপনার সেই দৌহিত্র এইভাবে নিহত হইয়াছে ;
 অতএব দুর্দ্ধৰ্ষ ! আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন এবং শোকের দিকেও মন
 দিবেন না ॥৪০॥

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ❁ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্শ্রদ্ধা তু পুত্রস্য বচঃ শূরাশ্রজস্তুদা ।
বিহায় শোকং ধর্ম্মাত্মা দদৌ শ্রাদ্ধমমৃতম্ ॥১॥
তথৈব বাসুদেবশ্চ স্বশ্রীয়স্ত মহাত্মনঃ ।
দয়িতস্ত পিতুর্নিত্যমকরোদোদ্ধিদেহিকম্ ॥২॥
ষষ্টিং শতসহস্রাণি ব্রাহ্মণানাং মহোজসাম্ ।
বিধিবদ্ভোজয়ামাস ভোজ্যং সর্বগুণাশ্রিতম্ ॥৩॥
আচ্ছাচ্চ চ মহাবাহুধনতৃষ্ণাগপানুদৎ ।
ব্রাহ্মণানাং তদা কৃষ্ণস্তদভুল্লোমহর্ষণম্ ॥৪॥
সুবর্ণং চৈব গাঈশ্চব শয়নাচ্ছাদনানি চ ।
দীয়মানং তদা বিপ্রা বর্দ্ধতাগিতি চাক্রবন্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । পুত্রস্য কৃষ্ণস্ত, শূরাশ্রজো বহুদেবঃ । শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়া সংগৃহীতং অব্যম্, দদৌ
অভিগম্যোঃ পারলৌকিকস্বার্থম্ ॥১॥

তথেন্তি । স্বশ্রীয়স্ত ভগিনীপুত্রস্তাভিগম্যোঃ । পিতুর্বহুদেবস্ত, দয়িতস্ত প্রিয়স্ত ॥২॥

ষষ্টিমিতি । সংখ্যেয়ং বহুসমাত্রবোধনপরা ॥৩॥

আচ্ছাচ্চেন্তি । আচ্ছাচ্চ বস্ত্রৈরাবৃত্য চকারাৎ ধনং প্রদায় চ । অপানুদৎ অপনীতবান্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব তখন কৃষ্ণের মুখে এই সকল কথা
শুনিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া অভিমতুর উদ্দেশে শ্রাদ্ধাপূর্বক সর্বোত্তম দান
করিলেন ॥১॥

কৃষ্ণও সেইরূপই পিতার প্রিয়, মহাত্মা ভাগিনেয় অভিমতুর উদ্দেশে দানাদি
করিলেন ॥২॥

এবং তিনি বহুসংখ্যক মহাতেজা ব্রাহ্মণকে যথাবিধানে সর্বগুণাশ্রিত
ভোজ্য ভোজন করাইলেন ॥৩॥

আর মহাবাহু কৃষ্ণ তখন বস্ত্র ও ধন দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের ধনতৃষ্ণা দূর
করিলেন । কৃষ্ণের সেই দান লোমহর্ষণই হইয়াছিল ॥৪॥

বাহুদেবোহথ দাশার্হে। বলদেবঃ সমাত্যকিঃ ।
 অভিমন্ত্যোস্তদা শ্রীক্লমকূর্স্বন্ সত্যকস্তথা ।
 অতীব দুঃখসন্তপ্তা ন শমং চোপলেভিরে ॥৬॥
 তথৈব পাণ্ডবা বীরা নগরে নাগসাহস্রয়ে ।
 নোপাগচ্ছন্ত বৈ শান্তিগভিগন্যুবিবিনাকৃতাঃ ॥৭॥
 স্রবহুনি চ রাজেন্দ্র ! দিবসানি বিরাটজা ।
 নাভুঙ্ক্ত পতিদুঃখার্ভা তদভুৎ করুণং মহৎ ॥৮॥
 প্রিয়মাণে তু তস্মিন্ স্ত গর্ভে কুক্ষিস্থ এব চ ।
 আজগাম ততো ব্যাসো জ্ঞাত্বা দিব্যেন চক্ষুমা ॥৯॥
 সমাগম্যাত্রবীকীমান্ পৃথাং পৃথুললোচনাগ্ ।
 উত্তরাঞ্চ মহাতেজাঃ শোকঃ সত্যজ্যোতিময়গ্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স্রবর্ণমিতি । শয়নাচ্ছাদনানি শয্যাবসনানি । দীপ্যমানম্ এতৎ সর্গং প্রাপ্যোতি শেষঃ ॥৫॥
 বাসিতি । দাশার্হত্ত্বংঃ । শ্রীক্লম্ শ্রীক্লমপূর্বকং দানম্ । শমং শান্তিম্ । ঘটপাদঃ
 শ্লোকঃ ॥৬॥

তথেতি । নাগসাহস্রয়ে হস্তিনাথ্যে । অভিমন্ত্যনা বিনাকৃতা বিরহিতাঃ ॥৭॥
 স্রবহুনীতি । পতিদুঃখার্ভা পতিমৃত্যুজনিতশোকপীড়িতা, করুণং সর্পেযাং শোকাবহম্ ॥৮॥
 প্রিয়মাণ ইতি । দিব্যেন চক্ষুমা দ্ব্যানেন ॥৯॥
 সমিতি । পৃথাং কুন্তীম্ পৃথুললোচনাং বিশালনয়নাম্ । মহাতেজা ব্যাসঃ ॥১০॥

স্রবর্ণ, গো, শয্যা ও বস্ত্র লাভ করিয়া তখন ব্রাহ্মণেরা বলিতেছিলেন—
 ‘আপনার উল্লিতি হউক’ ॥৫॥

যদুবাংশীয় কৃষ্ণ, বলরাম, সত্যক ও সাত্যকি তখন অভিমন্ত্যর উদ্দেশে শ্রদ্ধা
 পূর্বক বহুদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখসন্তপ্ত থাকায় তাঁহারা শান্তি-
 লাভ করিতে পারেন নাই ॥৬॥

এবং হস্তিনানগরে অভিমন্ত্যবিহীন বীর পাণ্ডবেরাও শান্তি পান নাই ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! পতিশোকার্ভা উত্তরা বহুদিন পর্য্যন্ত অগ্ন্যভোজন করেন নাই ;
 তাহা সকলেরই অত্যন্ত শোকজনক হইয়াছিল ॥৮॥

উত্তরা সেই গর্ভ উদরে ধারণ করিতেছিলেন, তাহা দ্ব্যানে জানিয়া বেদ-
 ব্যাস সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥৯॥

(৯) কুক্ষিস্থ এব তস্তাথ গর্ভে বৈ সম্প্রলীয়তে—পি বঙ্গ বর্ধ ।

ভবিষ্যতি মহাতেজাঃ পুত্রস্তব যশস্বিনি ! ।
 প্রভাবান্নাস্তদেবশ্চ মম ব্যাহরণাদপি ।
 পাণ্ডবানাগয়ং চান্তে পালয়িষ্যতি মেদিনীম্ ॥১১॥
 ধনঞ্জয়ঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য ধর্মরাজশ্চ শৃণ্বতঃ ।
 ব্যাসো বাক্যম্বাচেদং হর্ষয়ন্নিব ভারত ! ॥১২॥
 পৌত্রস্তব মহাভাগো জনিষ্যতি মহাগনাঃ ।
 পৃথ্বীং সাগরপর্যন্তাং পালয়িষ্যতি ধর্মতঃ ॥১৩॥
 তস্মাচ্ছোকং কুরুশ্রেষ্ঠ ! জহি স্বমরিকর্ষণ ! ।
 বিচার্যমত্র ন হি তে সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥১৪॥
 যচ্চাপি বৃষ্ণিবীরেণ কৃষ্ণেন কুরানন্দন ! ।
 পুরোক্তং তত্তথা ভাবি মা তেহত্রাস্ত বিচারণা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ভবিষ্যতীতি । ব্যাহরণাদভাষণং । অয়ং পুত্রঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

ধনঞ্জয়মিতি । ধনঞ্জয়ম্ অর্জুনম্, ধর্মরাজশ্চ যুধিষ্ঠিরশ্চ ॥১২॥

পৌত্র ইতি । জনিষ্যতি উৎপৎসতে । পৃথ্বীং পৃথিবীম্ ॥১৩॥

তস্মাদিতি । জহি ত্যজ, হে অরিকর্ষণ ! শত্রুদমন ! এতন্মম বাক্যম্ ॥১৪॥

যদিতি । উত্তরায়াঃ পুত্র এব ভাবীতি কৃষ্ণেণ প্রাপ্তকৃতং ব্রষ্টব্যম্ ॥১৫॥

জ্ঞানী ও মহাতেজা বেদব্যাস আসিয়া কুন্তী ও বিশালনয়না উত্তরাকে বলিলেন—‘তোমরা এই শোক পরিত্যাগ কর ॥১০॥

যশস্বিনি ! উত্তরে । কৃষ্ণের প্রভাবে এবং আমার বাক্যে তোমার মহাতেজা একটা পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং সেই পুত্র পাণ্ডবগণের অবসানে পৃথিবীপালন করিবে’ ॥১১॥

ভরতনন্দন ! তৎপরে বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকলকে আনন্দিত করিতে থাকিয়াই যেন এই কথা বলিলেন—॥১২॥

‘অর্জুন ! তোমার অত্যন্ত ভাগ্যবান ও মনস্বী একটা পৌত্র জন্মিবে এবং সেই পৌত্র ধর্ম্মানুসারে সমুদ্রপর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী পালন করিবে ॥১৩॥

অতএব শত্রুদমন কৌরবশ্রেষ্ঠ ! তুমি শোক পরিত্যাগ কর । কারণ, এই সম্বন্ধে কোন বিচার্যবিষয় নাই । আমার এই বাক্য সত্য হইবে ॥১৪॥

কৌরবনন্দন ! বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণ পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপই হইবে, সে বিষয়ে যেন তোমার কোন সন্দেহ হয় না ॥১৫॥

বিবুধানাং গতো লোকানক্ষয়ান্ননির্জিতান্ ।
 ন স শোচাস্থয়া বীরো ন চাত্মৈঃ কুরুভিস্থথা ॥১৬॥
 এবং পিতামহেনোক্তো ধৰ্ম্মাত্মা স ধনঞ্জয়ঃ ।
 ত্যক্ত্বা শোকং মহারাজ ! হৃষ্টরূপোহভবত্তদা ॥১৭॥
 পিতাপি তব ধৰ্ম্মজ্ঞ ! গৰ্ভে তস্মিন্মহামতে ! ।
 অবৰ্দ্ধত যথাকামং শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥১৮॥
 ততঃ সঞ্চোদয়ামাস ব্যাসো ধৰ্ম্মাত্মজং নৃপম্ ।
 অশ্বমেধং প্রতি তদা ততঃ সোহন্তুর্হিতোহভবৎ ॥১৯॥
 ধৰ্ম্মরাজোহপি মেধাবী শ্রুত্বা ব্যাসস্য তদ্বচঃ ।
 বিস্তৃশ্চানয়নে তাত ! চকার গমনে গতিম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
 পৰ্বণি অশ্বমেধে বেদব্যাসসাস্ত্রুনে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ *

ভারতকৌমুদী

বিবুধানামিতি । বিবুধানাং দেবানাম্, লোকান্ স্বর্গমিত্যর্থঃ । সঃ অভিমত্যা ॥১৬॥
 এবমিতি । পিতামহেন বেদব্যাসেন পিতুঃ পাণ্ডোৰ্জনকত্বাৎ তস্ত পিতামহত্বম্ ॥১৭॥
 পিতেতি । হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! জনমেজয় ! তব পিতা পরীক্ষিৎ ॥১৮॥
 তত ইতি । সঞ্চোদয়ামাস আদিশে, নৃপং যুধিষ্ঠিরম্ । স ব্যাসঃ ॥১৯॥
 ধৰ্ম্মেতি । বিস্তৃশ্চ মরুত্বরক্ষিতস্ত প্রাণ্ডুক্তস্ত ধনস্ত ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকাস্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি

অশ্বমেধে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

বীর অভিমত্যা আপন কৰ্ম্মনির্জিত অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিয়াছে, অতএব
 তোমার বা অশ্ব কোঁরবগণের তাহার জন্ত শোক করা উচিত নহে' ॥১৬॥

মহারাজ ! পিতামহ বেদব্যাস এইরূপ বলিলে তখন ধৰ্ম্মাত্মা অৰ্জুন শোক
 ত্যাগ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥১৭॥

মহামতি ধৰ্ম্মজ্ঞ ! আপনার পিতাও সেই গৰ্ভে থাকিয়া শুক্লপক্ষে চন্দ্রের
 আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥১৮॥

তদনন্তর বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধযজ্ঞ করিবার জন্ত আদেশ
 করিলেন এবং তাহার পর তখনই তিনি সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন ॥১৯॥

একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ ।

শ্রুত্বৈতদ্বচনং ব্রহ্মণ ! ব্যামেনোক্তং মহাত্মনা ।

অশ্বমেধং প্রতি তদা কিং ভূয়ঃ প্রচকার হ ॥১॥

রত্নঞ্চ যমরুন্তেন নিহিতং বসুধাতলে ।

তদবাণ কথঞ্চেতি তন্মো ব্রুহি দ্বিজোত্তম ! ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা দ্বৈপায়নবচো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

ভ্রাতৃনু মর্দনানু মমানায্য কালে বচনমব্রবীৎ ॥৩॥

অজুর্নং ভীমসেনঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ যমাবপি ।

শ্রুতং বো বচনং বীরাঃ ! মৌহুদাদ্যন্যমহাত্মনা ॥৪॥

কুরুণাং হিতকামেন প্রোক্তং কৃষ্ণেন দীমতা ।

তপোরন্ধেন মহতা স্নহদাং ভূতিগিচ্ছতা ॥৫॥

গুরুণা ধর্ম্মশীলেন ব্যামেনাভুতকর্ম্মণা ।

ভীষণে চ মহাপ্রাজ্ঞা গোবিন্দেন চ দীমতা ॥৬॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বৈতি । ভূয়ঃ পুনঃ প্রচকার ধর্ম্মরাজ ইতি শেষঃ ॥১॥

রত্নমিতি । মরুন্তেন তদাখ্যেন রাজ্ঞা, নিহিতং স্থাপিতম্ ॥২॥

শ্রুত্বৈতি । দ্বৈপায়নশ্চ বেদব্যাসশ্চ বচঃ । যমৌ যমজৌ । বো যুগ্মাভিঃ । ভূতিং সম্পদম্ ।
গুরুণা পিতামহত্বাং ॥৩—৬॥

বুদ্ধিমানু যুধিষ্ঠিরও বেদব্যাসের সেই কথা শুনিয়া পূর্বোক্ত মরুত্তরাজার
রক্ষিত ধন আনয়ন করিবার জন্য সেইস্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥২০॥

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! মহাত্মা বেদব্যাসের উক্ত এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞের বিষয়ে পুনরায় কি করিলেন ? ॥১॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! মরুত্তরাজা ভূতলে যে রত্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা কিপ্রকারে
যুধিষ্ঠির পাইয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন’ ॥২॥

সংস্মৃত্য তদহং সম্যক্ কর্তৃমিচ্ছামি পাণ্ডবাঃ ! ।
 আয়ত্যাণং তদাহে চ মর্শেমাং তন্ধি নো হিতম্ ॥৭॥
 অনুবন্ধে চ কল্যাণং যদ্রচো ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 ইয়ং হি বসুধা সর্বা জ্ঞীণরত্না কুরুদ্বহাঃ ! ॥৮॥
 তচ্চাচম্ তদা ব্যাসো মরুভৃশু ধনং নৃপাঃ ! ।
 যথোতদ্রো বহুমতং মন্যধ্বং বা ক্ষমং যদি ।
 তদানয়ামহে ধনং কথং বা ভীম ! মন্যসে ॥৯॥
 ইতু্যুক্তবাক্যে নৃপতো তদা কুরুকুলোদ্রহ ! ।
 ভীমসেনো নৃপশ্রেষ্ঠং প্রাজ্ঞলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সংস্মৃত্যতি । আয়ত্যাং ভবিষ্যৎকালে, তদাহে বর্তমানকালে চ, নঃ অস্মাকম্ ॥৭॥
 অধিতি । অনুবন্ধে উপক্রমে, ব্রহ্মবাদিনো বেদবক্তৃর্বাঃসম্ ॥৮॥
 তদ্বিতি । মরুভৃশু তদাখ্যাস্ত রাজ্ঞঃ । বহুমতং বিশেষোপাভিপ্রেতম্, ক্ষমমুচিতম্ । যট্টপাদঃ
 শ্লোকঃ ॥৯॥

ইতীতি । নৃপতো যুধিষ্ঠিরে । প্রাজ্ঞলিঃ সন্ ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের বাক্য শুনিয়া সেই
 সময়েই ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই সকল ভ্রাতাকেই আনাইয়া এই
 কথা বলিলেন—‘মহাপ্রাজ্ঞ বীরগণ! কুরুবংশের হিতাভিলাষী, বুদ্ধিমান ও
 মহাত্মা কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন এবং মহাতপা, সুহৃদ্বর্গের উন্নতিকামী, ধর্ম্ম-
 শীল, মহাত্মা ও অদ্বুতকর্মা বেদব্যাস যাহা বলিলেন, আর বুদ্ধিমান ভীম যাহা
 বলিয়াছিলেন, সে সকল বাক্যই তোমরা শুনিয়াছ ॥৩—৬॥

পাণ্ডবগণ! আমি সেই সকল বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাই সমীচীনভাবে
 করিতে ইচ্ছা করি । কারণ, তাহাই আমাদের সকলের বর্তমানে ও ভবিষ্যতে
 হিতজনক ॥৭॥

এবং বেদবক্তা বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা কার্য্যারম্ভে ও মঙ্গলজনক ।
 কারণ, কৌরবশ্রেষ্ঠগণ! এই সমগ্র পৃথিবী বর্তমান সময়ে ধনশূন্য হইয়া
 গিয়াছে ॥৮॥

ক্ষত্রিয়গণ! বেদব্যাস তখন মরুভরাজার সেই ধনের কথা বলিয়াছিলেন ।
 ইহা যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয় কিংবা ইহা যদি তোমরা উচিত বলিয়
 মনে কর, তাহা হইলে আমরা এখনই সেই ধন আনয়ন করিব । ভীম! তুমিই
 বা কি মনে কর ? ॥৯॥

রোচতে মে মহাবাহো ! যদিদং ভাবিতং জ্ঞয়া ।
 ব্যাসাখ্যাতস্ত বিত্তস্ত সমুপানয়নং প্রতি ॥১১॥
 যদি তৎ প্রাপ্তুয়ামেহ ধনগাবিক্তিতং প্রভো ! ।
 কৃতমেব মহারাজ ! ভবেদিতি গতির্মগ ॥১২॥
 তে বয়ং প্রণিপাতেন গিরীশস্ত মহাত্মনঃ ।
 তদানয়াম ভদ্রং তে সমভ্যর্চ্য কপর্দিনম্ ॥১৩॥
 তদ্বিত্তং দেবদেবেশং তস্মৈবানুচরাংশ্চ তান্ ।
 প্রসাদার্থমবাপ্স্যামো নূনং বাগ্‌বুদ্ধিকর্ম্মভিঃ ॥১৪॥
 রক্ষন্তি যে চ তদ্দ্রব্যং কিমরা রৌদ্রদর্শনাঃ ।
 তে চ বশ্যা ভবিষ্যন্তি প্রসম্নে বৃষভধ্বজে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

রোচত ইতি । ব্যাসেন আখ্যাতস্ত কথিতস্ত, বিত্তস্ত ধনস্ত ॥১১॥
 বদীতি । আবিক্তিতং মরুত্তসম্বন্ধি । কৃতমেব অশ্বমেধযজ্ঞঃ সম্পাদিত এব ॥১২॥
 ত ইতি । গিরীশস্ত মহাদেবস্ত । তদ্বনম্, তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্ত ॥১৩॥
 তদিতি । দেবদেবেশং মহাদেবম্, তদ্বনস্ত তদধীনত্বাৎ ॥১৪॥
 রক্ষন্তীতি । দ্রব্যং ধনম্ । বৃষভধ্বজে মহাদেবে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাসঙ্গিকীঃ কথং সমাপ্য পরমপ্রকৃতমশ্বমেধমহুবর্তয়তি জনমেজয়প্রশ্নমুত্থেন—ঋত্ব-
 ত্বচনং ব্রহ্মস্মিত্যাদিনা ॥১—১১॥ আবিক্তিতমবিক্তিতঃ পুত্র আবিক্তিতো মরুত্তস্তত্তদমা-

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! তখন যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে, ভীমসেন কৃতাঞ্জলি হইয়া
 তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন—॥১০॥

‘মহাবাহু ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার মত আছে । ব্যাস-
 কথিত ধন আনয়ন করিতে আমি ইচ্ছা করি ॥১১॥

প্রভু ! মহারাজ ! আমরা যদি এখন মরুত্তরাজার সেই ধন পাই, তাহা
 হইলে আমাদের অশ্বমেধযজ্ঞ করা হইয়া গিয়াছে, ইহাই আমার ধারণা ॥১২॥

আমরা মহাদেবের পূজা করিয়া এবং মহাত্মা সেই মহাদেবের নিকটে
 প্রণিপাতদ্বারা সেই ধন আনয়ন করিব ॥১৩॥

আমরা মহাদেবকে এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে প্রসন্ন করিয়া বাক্য, বুদ্ধি ও
 কপের গুণে নিশ্চয়ই সেই ধন পাইব ॥১৪॥

(১৫) অত্র দাক্ষিণাত্যপুস্তকে মহান্ পাঠভেদো দৃশ্যতে

শ্রুতৈবং বদতস্তস্মৈ বাক্যং ভীমস্য ভারত ! ।
 শ্রীতো ধৰ্ম্মাত্মজো রাজা বভূবাতীব ভারত ! ।
 অৰ্জুনপ্রমুখাশ্চাপি তথৈত্যেবাক্রবন্ বচঃ ॥১৬॥
 কৃতা তু পাণ্ডবাঃ সৰ্বৈ রত্নাহরণনিশ্চয়ম্ ।
 সেনাগাজাপয়ামার্জুনক্ষত্রেহহনি চ ধ্রুবে ॥১৭॥
 ততো যযুঃ পাণ্ডুস্ততা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য চ ।
 অৰ্চয়িত্বা সুরশ্রেষ্ঠং পূৰ্বমেব মহেশ্বরম্ ॥১৮॥
 মোদকৈঃ পায়সেনাথ মাংসাপূপৈস্তথৈব চ ।
 আশাস্ত চ মহাত্মানং প্রযযুমু'দিতা ভৃশম্ ॥১৯॥
 তেষাং প্রযাস্ততাং তত্র মঙ্গলানি শুভানুখা ।
 প্রাভঃ প্রহৃষ্টমনসো দ্বিজাগ্র্যা নাগরাশ্চ তে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বৈতি । তথা তদ্বনমেব আনেষ্যামঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

কৃত্বৈতি । আজ্ঞাপয়ামাহুঃ সহগমনায় । ধ্রুবে মঙ্গলজনকে ॥১৭॥

তত ইতি । পূৰ্বমেব স্বস্তিবাচনাং ॥১৮॥

মোদকৈরিতি । মাংসঞ্চ অপূপাঃ পিষ্টকানি চ তৈঃ । তথৈব মহাদেবং পূজয়িত্বা মহাত্মানং
 যুধিষ্ঠিরম্, আশাস্ত তদ্বনলাভে আশাবিতং কৃতা ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বিক্ৰিতম্ ॥১২—১৭॥ ধ্রুবে নক্ষত্রে রোহিণ্যামৃতরাত্রে চ অহনি বায়ে ধ্রুবে সবিবায়ৈ
 ভীষণদর্শন যে সকল কিন্নর সেই ধন রক্ষা করিতেছে, মহাদেব প্রসন্ন
 হইলে তাহারাও বশীভূত হইবে' ॥১৫॥

ভরতনন্দন! ভীমসেনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির
 অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভরতনন্দন! অৰ্জুনপ্রভৃতিও এই কথা বলিলেন যে,
 'তাহাই হউক' ॥১৬॥

পাণ্ডবেরা সকলে মরুত্তরাজার ধন আনয়নের নিশ্চয় করিয়া শুভমুচক
 নক্ষত্রে ও দিনে অমুগমন করিবার জন্ত সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা প্রথমেই দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের পূজা করিয়া এবং
 ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া প্রস্থান করিলেন ॥১৮॥

মোদক, পায়স, মাংস ও পিষ্টকদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া এবং মহাত্মা
 যুধিষ্ঠিরের সেই ধনলাভে আশা জন্মাইয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পাণ্ডবেরা
 প্রস্থান করিলেন ॥১৯॥

ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য শিরোভিঃ প্রণিপত্য চ ।

ব্রাহ্মণানগ্নিসহিতান্ প্রযযুঃ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥২১॥

সমনুজ্ঞাপ্য রাজানং পুত্রশোকসমাহতম্ ।

ধৃতরাষ্ট্রং সভাৰ্য্যং বৈ পৃথাঞ্চ পৃথুলোচনাম্ ॥২২॥

মূলে নিক্ষিপ্য কোঁরব্যং যযুৎসুং ধৃতরাষ্ট্রজম্ ।

সংপূজ্যমানাঃ পৌরৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ গনীষিভিঃ ।

প্রযযুঃ পাণ্ডবা বীরা নিয়মস্থাঃ শুচিব্রতাঃ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে দ্রব্যানয়নোপক্রমে একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । মঙ্গলানি দধিপ্রভৃতিনামানি, শুভানি দেবনামানি চ ॥২০॥

তত ইতি । শিরোভিরবনতৈর্মন্ত্রকৈঃ ॥২১॥

সমিতি । পৃথাং কুন্তীম্ । মূলে ধৃতরাষ্ট্রাদিসমীপে, যযুৎসুং নিক্ষিপ্য ধৃতরাষ্ট্রাদীনাম্
রক্ষার্থং সংস্থাপ্য । নিয়মস্থা মহাদেবার্চনায় হবিজাহারাদিনিয়মস্থিতাঃ । ঘটপাদোহয়ং
শ্লোকঃ ॥২২—২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি

অশ্বমেধে একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

উত্তরার্কেহ্মতসিদ্ধিযোগে ইত্যর্থঃ ॥১৮—২২॥ মূলে বংশস্তাঙ্গে কুন্তীধৃতরাষ্ট্রসমীপে
ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮১॥

তাহার পর ব্রাহ্মণগণ ও পুরবাসিগণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রস্থানকারী
পাণ্ডবগণের উদ্দেশে সাম্প্রলিক দ্রব্যের নাম ও শুভজনক দেবতার নাম
উচ্চারণ করিতে থাকিলেন ॥২০॥

তদনন্তর পাণ্ডবেরা মন্ত্রক অবনতপূর্বক অগ্নির সহিত ব্রাহ্মণগণকে
প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২১॥

ভাৰ্য্যার সহিত পুত্রশোকাক্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং বিশালনয়ন কুন্তীর
অনুমতি লইয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যযুৎসুকে তাঁহাদের নিকটে রাখিয়া, পুরবাসি-
গণ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকর্তৃক সম্মানিত হইতে থাকিয়া সংযত ও পবিত্র হইয়া

* 'ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি ।

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে প্রযযুর্হৃদাঃ প্রহৃষ্টনরবাহনাঃ ।
রথঘোষেণ মহতা পূরয়ন্তো বহুধ্বরাং ॥১॥
সংস্তুয়মানাঃ স্তুতিভিঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ।
স্বেন সৈন্যেন সংবীতা যথা দিত্যাঃ স্বরশ্মিভিঃ ॥২॥
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ প্রিয়মাগেন মূর্দ্ধনি ।
বভৌ যুধিষ্ঠিরস্তত্র পৌর্ণগাস্মাগিবোড়ুরাট্ ॥৩॥
জয়াশিমঃ প্রহৃষ্টানাং নরাণাং পথি পাণ্ডবঃ ।
প্রত্যগৃহ্নাদবথাস্মায়ং যথাবৎ পুরুষর্ষভঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তে পাণ্ডবাঃ, প্রহৃষ্টানিনরাঃ নৈনিকা গজাশ্বাদীনি বাহনানি চ যেষাং তে ॥১॥
সংস্তুয়েতি । সংবীতাঃ পরিবেষ্টিতাঃ, স্বরশ্মিভিনিজকিরণৈঃ ॥২॥
পাণ্ডুরেণেতি । পাণ্ডুরেণ শুভ্রবর্ণেন, আতপত্রেণ ক্ষত্রেণ । উড়ুরাট্ নক্ষত্রপতিচন্দ্রঃ ॥৩॥
বীর পাণ্ডবগণ সেই মরুস্তরাজ্যের ধন আনয়ন করিবার জন্ত যাত্রা
করিলেন ॥২২—২৩॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পাণ্ডবেরা বিশাল রথশব্দে পৃথিবী
পূর্ণ করিতে থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের সহচর
সৈন্য এবং বাহনগণও হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিল ॥১॥

তৎকালে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ নানাবিধ স্তুতিবাক্যদ্বারা তাঁহাদের স্তুত
করিতে থাকিল ; সেই অবস্থায় আপন কিরণদ্বারা পরিবেষ্টিত দ্বাদশ
আদিত্যের স্থায় আপন সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবগণ গমন করিতে
থাকিলেন ॥২॥

তখন মন্তকে শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করায় পূর্ণিমাতিথিতে চন্দ্রের স্থায় যুধিষ্ঠির
শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩॥

তথৈব সৈনিকা রাজন্ ! রাজানমমুযাস্তি যে ।
 তেষাং হলহলাশব্দো দিবং স্তব্ধা ব্যতিষ্ঠত ॥৫॥
 সরাংসি সরিতশ্চৈব বনামু্যপবনানি চ ।
 অত্যক্রামম্মহারাজো গিরিং চাপ্যম্বপত্তত ॥৬॥
 তস্মিন্ দেশে চ রাজেন্দ্র ! যত্র তদ্দ্রব্যমুত্তমং ।
 চক্রে নিবেশনং রাজা পাণ্ডবঃ সহসৈনিকৈঃ ॥৭॥
 শিবে দেশে সমে চৈব তদা ভরতশুভম ! ।
 অগ্রতো ব্রাহ্মণান্ কৃত্বা তপোবিজ্ঞাসমস্থিতান্ ॥৮॥
 পুরোহিতঞ্চ কৌরব্য ! বেদবেদাঙ্গপারগম্ ।
 অগ্নিবেশ্যঞ্চ রাজানো ব্রাহ্মণাঃ সপুরোধসঃ ।
 কৃত্বা শান্তিং যথান্যায়ং সৰ্ব্বশঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৯॥ (যুগ্মকং)

ভারতকৌমুদী

জয়েতি । পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ । ঞ্চাং করোত্তোলনাদিকম্ অনতিক্রম্যোতি যথান্যায়ম্ ॥৪॥

তথৈতি । হলহলাশব্দঃ কোলাহলঃ, দিব্যাকাশম্, স্তব্ধা ব্যাপ্য ॥৫॥

সরাংসীতি । অম্বপত্তত প্রাপ্তো ॥৬॥

তস্মিন্ নীতি । যত্র দেশে তদুত্তমরক্ষিতম্ উত্তমং দ্রব্যং ধনং বর্ততে স, তস্মিন্ দেশে, পাণ্ডবো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, সৈনিকৈঃ সহ নিবেশনং শিবিরম্, চক্রে ॥৭॥

শিব ইতি । শিবে মঙ্গলকরে, সমে সমতলে চ দেশে । পুরোহিতঃ ধোম্যম্ । অগ্নি-বেশ্যম্ অগ্নিবেশমুনিবংশজাতম্, অগ্নে ব্রাহ্মণাঃ, সপুরোধসঃ পুরোহিতসহিতাঃ, অগ্নে রাজানন্ত, যথান্যায়ং শান্তিং কৃত্বা, সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বাসু দিষ্টু, পর্য্যবারয়ন্ যুধিষ্ঠিরং পর্য্যবেষ্টম্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮—৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পথে উপস্থিত হুষ্টিচিত্ত মহুশ্যগণের জয়াশীর্বাদ যথানিয়মে ও যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে থাকিলেন ॥৪॥

রাজা ! তৎকালে যে সকল সৈন্য যুধিষ্ঠিরের অমুগমন করিতেছিল, তাহাদের কোলাহল আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া উঠিতে লাগিল ॥৫॥

ক্রমে যুধিষ্ঠির জলাশয়, নদী, বন ও উপবন অতিক্রম করিতে থাকিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পর্বতও পাইতে লাগিলেন ॥৬॥

রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া—যেখানে মরুভূমিকৃত সেই উত্তম ধন ছিল, সেই স্থানে শিবির নির্মাণ করিলেন ॥৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ কৌরবনন্দন ! তখন ব্রাহ্মণেরা এবং পুরোহিতের সহিত অন্যান্য রাজারা তপোবিজ্ঞাসমস্থিত ব্রাহ্মণগণকে এবং অগ্নিবেশ্যগোত্র, বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী পুরোহিত ধোম্যকে অগ্রবর্তী করিয়া যথানিয়মে শান্তি করাইয়া

কৃষ্ণা তু মধ্যে রাজানমমাত্যাংস্চ যথাবিধি ।
 ষট্ পথং নবসংখ্যানং নিবেশং চক্রিরে জনাঃ ॥১০॥
 মত্তানাং বারগেন্দ্রাণাং নিবেশঞ্চ যথাবিধি ।
 কারয়িত্বা স রাজেন্দ্রে ব্রাহ্মণানিদগত্রবীৎ ॥১১॥
 অগ্নিন্ কার্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ! নক্ষত্রে দিবসে শুভে ।
 যথা ভবন্তো মন্যন্তে কর্তুং গৃহীন্তি তত্তথা ॥১২॥
 ন নঃ কালাত্যয়ো বৈ স্মাদিতৈহব পরিলক্ষ্যতাম্ ।
 ইতি নিশ্চিত্য বিপ্রেন্দ্রাঃ ! ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥১৩॥
 শ্রুত্বৈতদ্বচনং রাজ্ঞো ব্রাহ্মণাঃ সপুত্রোধসঃ ।
 ইদমুচুর্বচো হৃষ্টা ধর্মরাজপ্রিয়েম্ভবঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

কুত্বেতি । ষট্ পথা মার্গা বস্তু তম্ । “অকারান্তোহপি পথশব্দোহন্তি” ইতি চণ্ডীটীকার্যঃ
 গোপালঃ । নবসংখ্যানং নবসংখ্যকম্, নিবেশং পটমণ্ডপ চক্রিরে ॥১০॥
 মত্তানামিতি । বারগেন্দ্রাণাং হস্তিশ্রেষ্ঠানাম্ । রাজেন্দ্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১১॥
 অগ্নিরিতি । অগ্নিন্ ধনাহরণরূপে, শুভে নক্ষত্রে পুস্ত্রাদৌ, দিবসে সোমাদিষায়ে ॥১২॥
 নেতি । নঃ অস্বাকম্, পরিলক্ষ্যতাম্ অবধার্যতাম্ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ততস্ত ইতি ॥১—৭॥ আগ্নিবেশং ধৌম্যম্ ॥৮—৯॥ ষট্ পদং ষট্ পদানি পদনীমানি
 রাজমার্গাঃ যত্র । একো দক্ষিণোত্তরসুতোভয়তো ঘৌ তাদৃশাবেব । এবং পূর্বপশ্চিমে একঃ
 মঙ্গলময় ও সমতল স্থানে থাকিয়া সকল দিকে যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়া
 রহিলেন ॥৮—৯॥

অগ্ন্যগ্ন্য লোকেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে ও তাঁহার অমাত্যবর্গকে মধ্যে রাখিয়া
 ছয়টি পথযুক্ত নবসংখ্যক পটমণ্ডপ নির্মাণ করিলেন ॥১০॥

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মত্ত হস্তিগণের জন্ত যথাবিধানে পটমণ্ডপ নির্মাণ করাইয়া
 ব্রাহ্মণগণকে এই কথা বলিলেন—॥১১॥

‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যেমন ভাল মনে করেন, তেমনভাবে শুভ
 নক্ষত্র ও শুভ দিবসে এই কার্য আরম্ভ করিতে পারেন ॥১২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা লক্ষ্য করিবেন যে, এই স্থানেই আমাদের
 কালবিলম্ব না হয় । ইহা নিশ্চয় করিয়া যাহা পরে কর্তব্য, তাহা করুন’ ॥১৩॥

(১০) ষট্ পদং নবসংখ্যানম্—বদ্ধ বর্দ্ধ নি । চক্রিরে দ্বিভাঃ—পি বদ্ধ বর্দ্ধ ।

(১৩) পরিলক্ষ্যতাম্—বদ্ধ বর্দ্ধ নি ।

অথৈব নক্ষত্রমহশ্চ পুণ্যং যতামহে শ্রেষ্ঠতমক্রিয়াসু ।
 অস্তোভিরদেহ বসাগ রাজন্ ! উপোষ্যতাং চাপি ভবস্তিরত ॥১৫॥
 শ্রুত্বা তু তেষাং দ্বিজদত্তমানাং কৃতোপবাসা রজনীং নরেন্দ্রাঃ ।
 উযুঃ প্রতীতাঃ কুশসংস্তরেযু যথাক্ষরে প্রজ্জলিতা হতাশাঃ ॥১৬॥
 ততো নিশা সা ব্যগম্যহাত্মনাং সংশৃগ্বতাং বিপ্রসমীরিতা গিরঃ ।
 ততঃ প্রভাতে বিগলে দ্বিজর্ষভা বচোহব্রবন্ ধর্ম্মসুতং নরাধিপম্ ॥১৭॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে স্তবর্ণকোষানয়নে দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি । ধর্ম্মরাজস্তু যুধিষ্ঠিরস্ত প্রিয়েশ্ববঃ প্রিয়কার্য্যকরণাভিলাষিণঃ ॥১৪॥
 অস্তোতি । অস্তোভির্জলমাত্রপানৈঃ ॥১৫॥
 শ্রুত্বেতি । উযুঃ স্থিতবস্তুঃ, প্রতীতাঃ সঙ্কষ্টাঃ, হতাশা বহুয়ঃ ॥১৬॥
 তত ইতি । ব্যগমং অতীতবতী, মহাত্মানাং রাজ্ঞাম্ ॥১৭॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্বণি
 অশ্বমেধে দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥
 ভারতভাবদীপঃ

তস্তোভয়তোহপি ষট্ রাজমার্গাঃ । সংখ্যানানি সংস্থানানি নবখণ্ডানীতি যাবৎ । ষট্পথং
 নবসংস্থানমিতি প্রাচীনপাঠঃ স্পষ্টার্থঃ ॥১০—১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮২॥

রাজার এই কথা শুনিয়া পুরোহিতের সহিত ব্রাহ্মণেরা হৃষ্টচিত্ত ও
 যুধিষ্ঠিরের প্রিয়াভিলাষী হইয়া এই কথা বলিলেন—॥১৪॥

‘রাজা! অত্নই নক্ষত্র ও বার শুভ ; সুতরাং আমরা অত্নই প্রধান কার্য্যের
 নিমিত্ত চেষ্টা করিব এবং জলমাত্র পান করিয়া অত্ন আমরা এস্থানে বাস
 করিব । আপনারাও অত্ন উপবাস করুন’ ॥১৫॥

রাজারা সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের বাক্য শুনিয়া উপবাসী থাকিয়া সঙ্কষ্টচিত্ত
 হইয়া যজ্ঞ প্রজ্জলিত অগ্নির স্থায় কুশাস্তরগণের উপরে সেই রাত্রি বাস
 করিলেন ॥১৬॥

মহাত্মা রাজারা ব্রাহ্মণগণের বাক্য শুনিতে থাকিলেন ; সেই অবস্থায়
 সেই রাত্রি অতীত হইল । তাহার পর নির্মল প্রভাত সময়ে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ
 ধর্ম্মপূজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥১৭॥

ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

ক্রিয়তামুপহারোহু ত্র্যম্বকশ্চ মহাত্মনঃ ।

দত্তোপহারং নৃপতে ! ততঃ স্বার্থং যতামহে ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

শ্রদ্ধা তু বচনং তেষাং ব্রাহ্মণানাং যুধিষ্ঠিরঃ ।

গিরীশশ্চ যথান্যায়মুপহারমুপাহরৎ ॥২॥

আজ্যেন তর্পয়িত্বাগ্নিং বিধিবৎ সংস্কৃতেন চ ।

মন্ত্রসিদ্ধং চরুং কৃত্বা পুরোধাঃ স যযৌ তদা ॥৩॥

স গৃহীত্বা স্তননসো মন্ত্রপূতা জনাধিপ ! ।

মোদকৈঃ পায়সেনাথ মাংসৈশ্চোপাহরত্বলি ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ক্রিয়তামিতি । উপহার উপহারদানপুঙ্কিকা পূজা, ত্র্যম্বকশ্চ শিবশ্চ । স্বার্থং ধনার্থম্ ॥১॥

শ্রদ্ধেতি । উপাহরৎ পূজায়াং দত্তবান্ ॥২॥

আজ্যেনেতি । আজ্যেন ঘৃতেন । পুরোধাঃ পুরোহিতো ধোম্যঃ, যযৌ শিবিরাবহিঃ ॥৩॥

স ইতি । স্তননসঃ পুষ্পাণি । বলিমুপহারম্ ॥৪॥

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—‘রাজা ! অত্ৰ মহাত্মা মহাদেবের উদ্দেশে পূজাপূর্বক উপহার দান করুন । উপহার দান করিয়া তাহার পর আমরা ধনের নিমিত্ত যত্ন করিব’ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির সেই ব্রাহ্মণগণের বাক্য শুনিয়া মহাদেবের উদ্দেশে যথানিয়মে উপহার দান করিলেন ॥২॥

তখন পুরোহিত ধোম্য যথাবিধানে সংস্কৃত ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে হোম করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ চরু নির্মাণপূর্বক শিরিরের বাহিরে গেলেন ॥৩॥

নরনাথ ! ক্রমে তিনি মন্ত্রপূত পুষ্প গ্রহণ করিয়া মোদক, পায়স ও মাংস-দ্বারা শিবকে উপহার দিলেন ॥৪॥

* অন্নং পাঠঃ—পি বহু বর্ধ নাতি ।

স্তম্ভনোভিষ্চ চিত্রাভির্লাজৈরুচ্চাবচৈরপি ।
 সর্বং স্থিষ্ঠতমং কৃত্বা বিধিবদ্বেদপারগঃ ।
 কিল্লরাণাং ততঃ পশ্চাচ্চকার বলিমুত্তমম্ ॥৫॥
 যক্ষেন্দ্রায় কুবেরায় মণিভদ্রায় চৈব হ ।
 তথাত্তোষাঞ্চ যক্ষাণাং ভূতানাং পতয়শ্চ যে ॥৬॥
 কুসরেণ চ মাংসেন নিবাপৈস্তিলসংযুতৈঃ ।
 ওদনং কুস্তম্বাঃ কৃত্বা পুরোধাঃ সমুপাহরৎ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
 ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রাণি গবাং দত্ত্বা তু ভূমিপঃ ।
 নক্তঞ্চরাণাং ভূতানাং ব্যাদিদেশ বলিং তদা ॥৮॥
 ধূপগন্ধনিরুদ্ধং তৎ স্তম্ভনোভিষ্চ সংবৃতম্ ।
 শুশুভে স্থানমত্যর্থং দেবদেবস্য পাথিব ! ॥৯॥
 কৃত্বা পূজাস্ত রুদ্রস্য গণানাক্ষৈব সর্বশঃ ।
 যযৌ ব্যাসং পুরস্কৃত্য নৃপো রত্ননিধিঃ প্রতি ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স্তম্ভনোভিরিতি । উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈঃ । স্থিষ্ঠতমং বিশেষণাভীষ্টমুপহারম্ । ষট্‌পাদঃ
 শ্লোকঃ ॥৫॥

যক্ষেন্দ্রায়ৈতি । মণিভদ্রায় যক্ষবিশেষায় । কুসরেণ তিলতণ্ডুলেন, নিবাপৈঃ পিতৃদৈরৈঃ ।
 কুস্তম্বো বহুপরিমাণমিত্যর্থঃ ॥৬—৭॥

ব্রাহ্মণেভ্য ইতি । নক্তঞ্চরাণাং রাক্ষসাদীনাম্, ব্যাদিদেশ দাতৃমিতি শেষঃ ॥৮॥

ধূপেতি । ধূপগন্ধেন নিরুদ্ধং ব্যাপ্তম্ স্তম্ভনোভিঃ পুষ্পৈঃ ॥৯॥

কৃত্বেতি । গণানাং প্রমথানাম্ । পুরস্কৃত্য অগ্রবর্তীকৃত্য ॥১০॥

বেদপারদর্শী ধোম্য বিচিত্র পুষ্প ও নানাবিধ লাজ- (খই) দ্বারা ইচ্ছানুরূপ
 সমস্ত পূজা করিয়া তাহার পর কিল্লরদিগকে উত্তম উপহার দান করিলেন ॥৫॥

ক্রমে পুরোহিত ধোম্য—যক্ষরাজ কুবের, মণিভদ্র ও অন্যান্য যক্ষকে এবং
 ষাঁহার ভূতপতি তাঁহাদিগকে তিলতণ্ডুল, মাংস, তিলসংযুক্ত অন্ন এবং রাশি
 রাশি অন্ন উপহার দান করিলেন ॥৬—৭॥

যুধিষ্ঠির তখন ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গো দান করিয়া রাত্রিচর প্রাণি-
 গণকে উপহার দান করিবার আদেশ করিলেন ॥৮॥

রাজা । মহাদেবের সেই স্থানটা ধূপগন্ধে ব্যাপ্ত এবং পুষ্পে সমাবৃত হইয়া
 অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল ॥৯॥

পূজয়িত্বা ধনাধ্যক্ষং প্রণিপত্যাভিবাচ্য চ ।
 স্নগনোভিবিচিত্রাভিরপূঁপৈঃ কৃসরেণ চ ॥১১॥
 শঙ্খাদীঃশ্চ নিধীন্ সৰ্বান্নিধিপালাংশ্চ সৰ্বশঃ ।
 অৰ্চয়িত্বা দ্বিজাগ্ৰ্যান্ স স্বস্তি বাচ্য চ বীৰ্য্যবান্ ॥১২॥
 তেষাং পুণ্যাহঘোষণেণ তেজসা সমবহ্নিতঃ ।

শ্রীতিমান্ স কুরুশ্রেষ্ঠঃ খানয়াগাস তং নিধিম্ ॥১৩॥ (বিশেষকম)
 ততঃ পাত্ৰীঃ সৰুৱকা বহুরূপা গনোৱমাঃ ।
 ভূজাৱাণি কটাৱানি কলশান্ বৰ্দ্ধমানকান্ ॥১৪॥
 বহুনি চ বিচিত্ৰাণি ভাজনানি সহস্ৰশঃ ।
 উদ্ধাৱয়াগাস তদা ধৰ্ম্মৱাজো যুধিষ্ঠিৰঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম)
 তেষাং ৱক্ষণমপ্যাসীম্যহান্ কৱপুটস্তথা ।
 নদ্ধঞ্চ ভাজনং ৱাজন্ ! তুলাৰ্দ্ধমভবন্পু ! ॥১৬॥

ভাবতকৌমুদী

পূজয়িত্বৈতি । ধনাধ্যক্ষং কুবেৰম্, প্রণিপত্যা ভূমৌ পতিত্বা । অপূঁপৈঃ পিষ্টকৈঃ, কৃসরেণ
 তিলতণ্ডুলেন । সৰ্বশঃ সৰ্বম্ । নিধিং নিধিভূমিম্ ॥১১—১৩॥

তত ইতি । কৰকৈৰ্ঘটৈঃ সহৈতি সৰুৱকাঃ, পাত্ৰীঃ কুজভাজনানি । কলশান্ কুজগলান্
 কুন্তান্, বৰ্দ্ধমানকান্ শৱাবাণি । উদ্ধাৱয়াগাস গৰ্ভমধ্যাং ॥১৪—১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্ৰিয়তামিতি ॥১—১৩॥ পাত্ৰীঃ মহাস্তি ওদনোদ্ধৱণপাত্ৰাণি, কৱকা অন্নঘটাঃ ॥১৪॥

ক্ৰমে যুধিষ্ঠিৰ মহাদেব ও সমস্ত প্রমথগণেৰ পূজা কৱিয়া বেদব্যাসকে
 সম্মুখে ৱাখিয়া সেই ৱত্নস্থানেৰ দিকে গমন কৱিলেন ॥১০॥

পৰে যুধিষ্ঠিৰ বিচিত্ৰ পুষ্প, পিষ্টক ও তিলতণ্ডুলদ্বাৰা কুবেৰেৰ পূজা কৱিয়া,
 ভূতলে পতিত হইয়া কুবেৰকে প্রণামপূৰ্বক শঙ্খপ্রভৃতি নিধি ও সমস্ত নিধি-
 পালেৰ অৰ্চনা কৱিয়া, ব্ৰাহ্মণগণদ্বাৰা স্বস্তিবাচন কৱাইয়া তাঁহাদেৰ
 পুণ্যাহশব্দে বলবান্, তেজস্বী ও শ্রীতিমান্ হইয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া সেই
 ধনস্থান খনন কৱাইলেন ॥১১—১৩॥

ভাৱাৰ পৰ ধৰ্ম্মৱাজ যুধিষ্ঠিৰ সুন্দৰ ও বহুতৰ ঘট ও কুজ পাত্ৰ, ভূজাৱ,
 কটাৱ, কলশ, শৱাব এং বিচিত্ৰ বহুসহস্ৰ ভাজন গৰ্ভমধ্য হট্টতে উত্তোলন
 কৱিলেন ॥১৪—১৫॥

বাহনং পাণ্ডপুত্রস্ত তত্রাসীতু বিশাংপতে !।
 যষ্টিরুদ্রসহস্রাণি শতানি দ্বিগুণা হয়ঃ ॥১৭॥
 বারণাশ্চ মহারাজ ! সহস্রশতসম্মিতাঃ ।
 শকটানি রথাস্চৈব তাবদেব করেণবঃ ।
 খরাণাং পুরুষাণাঞ্চ পরিসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥১৮॥
 এতদ্বিতং তদভবদযদুদধে যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ষোড়শাদৌ চতুর্বিংশৎসহস্রং ভারলক্ষণম্ ॥১৯॥
 এতেষাদায় তদ্রব্যং পুনরভ্যর্চ্য পাণ্ডবঃ ।
 মহাদেবং প্রতীয়মৌ পুরং নাগাস্রয়ং প্রতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । বক্ষণং স্থাপনপাত্রম্, করপুটন্তদাকারপাত্রবিশেষঃ । তুলার্কং পুরুষ-
 প্রমাণার্কম্, নরং তাত্ত্বনুজ্ঞেয় বন্ধম্, অগ্ন্যভাজনঞ্চ বক্ষণমাদৌ ॥১৬॥

বাহনমিতি । হয়ঃ অখাঃ ॥১৭॥

বারণা ইতি । বারণা হস্তিনঃ । তাবদেব হস্তিনমসংখ্যায়ুক্তা এব, করেণবো হস্তিগ্ভাঃ ।
 খরাণাং গর্দভানাম্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

এতদ্বিতি । এতদীদৃশম্ । ভারলক্ষণং ধনপাত্রসংখ্যা ॥১৯॥

এতেষিতি । ত্রব্যং ধনম্ । নাগাস্রয়ং হস্তিনাখ্যম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

ভূক্সাণি গড়ুকান্, বর্দ্ধমানকান্ শরাণি ॥১৫॥ করপুটঃ করসম্পূটাকারং দ্বিগলভাজনম্
 উষ্ট্রাদিবাহ্যং ‘সন্ধু’ ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥১৬॥ নরম্ উষ্ট্রাদীনামুপরি বন্ধং, তুলার্কং যত্র পুরুষশ্রাঙ্কং
 মাতি উভয়তো মলিষা তুল্যমাত্রং ভারঃ বাহনং ভারস্তেতি শেষঃ ॥১৭—১৮॥ ষোড়শাষ্টী-
 বিতি যথাযোগ্যম্ । উষ্ট্রস্ত ভারোহষ্টৌ সহস্রং স্বর্ণাঃ, শকটস্ত ষোড়শ, গজস্ত চতুর্বিংশতি-

রাজা । বিশাল একটা করপুট (বৃহৎ নৌকার ছায় একটা পাত্র) সেই
 পূর্বোক্ত পাত্রগুলির রাখিবার পাত্র ছিল এবং নরনাথ । চতুর্দিকে পুরুষপ্রমাণ
 আর একটা পাত্র পূর্বপাত্রের সহিত তাত্ত্বনুজ্ঞেয় বন্ধ ছিল ॥১৬॥

নরনাথ ! শত যষ্টিসহস্র উষ্ট্র ও তাহার দ্বিগুণ অশ্ব তখন যুধিষ্ঠিরের বাহন
 ছিল ॥১৭॥

মহারাজ ! সহস্র সহস্র হস্তী, হস্তিনী, শকট ও রথ ছিল এবং গর্দভ ও
 মাসুয়ের সংখ্যা ছিল না ॥১৮॥

যুধিষ্ঠির যে ধন উন্মোলন করিয়াছিলেন, তাহা এই পরিমাণ ছিল যে, দশ
 লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাত্র হইয়াছিল ॥১৯॥

দ্বৈপায়নাভ্যমুজ্জাতঃ পুরস্কৃত্য পুরোহিতম্ ।

গোযুতে গোযুতে চৈব শ্রবসং পুরুষৰ্ষভঃ ॥২১॥

সা পুরাভিমুখা রাজন্ ! উবাহ গহতী চমুঃ ।

কুচ্ছাদদ্রবিণভারার্ভা হর্ষয়ন্তী কুরুদ্বহান্ ॥২২॥

ইতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে দ্রব্যানয়নে ত্ৰ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

বৈপেতি । গোযুতে গোযুতে গব্যাতৌ গব্যাতৌ । শ্রবসং বিশ্রামায় ॥২১॥

সেতি । চমুঃ সেনা । দ্রবিণভারার্ভা ধনভারপীড়িতা ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি

অশ্বমেধে ত্ৰ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্রিত্যেবং ভারলক্ষণম্ এবং হ্রস্বথরমহুগ্ৰাণাং যথাসম্ভবং যোজ্যম্ ॥১৯—২০॥ গোযুতে গোযুতে

ভারাক্রান্তবাহনদ্বাং গব্যাতৌ গব্যাতৌ, প্রত্যাহং ক্রোশদ্বয়প্রমাণমিত্যর্থঃ ॥২১—২২॥

ইতি ত্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে ত্ৰ্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৩॥

যুধিষ্ঠির এই সকল বাহনের উপরে সেই ধন উঠাইয়া লইয়া পুনরায়
মহাদেবের পূজা করিয়া হস্তিনানগরের দিকে ফিরিয়া চলিলেন ॥২০॥

নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের অনুমতিক্রমে ধোম্য পুরোহিতকে অগ্রবর্তী
করিয়া ছুই ছুই ক্রোশ পথে যাইয়া বিশ্রামার্থ বাস করিতে লাগিলেন ॥২১॥

রাজা ! সেই বিশাল সেনা কৌরবশ্রেষ্ঠগণকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া
হস্তিনাভিমুখী ও ধনভারপীড়িত হইয়া অতিকষ্টে সেই ধন বহন করিতে-
ছিল ॥২২॥

(২১) গোযুতে গোযুতে চৈব—নি । * ‘...পুরুষৰ্ষভতমোহধ্যায়ঃ’—বদ বর্জ নি ।

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ❁ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু বাহুদেবোহপি বীৰ্য্যবান্ ।
উপায়াদ্বৃষ্টিভিঃ সার্কিং পুরং বারণসাহস্রয়ম্ ॥১॥
সময়ং বাজিমেদশ্চ বিদিত্বা পুরুষৰ্ষভ ! ।
যথোক্তো ধৰ্ম্মপুত্রেণ প্রত্নজন্ স্বপুরীং প্রতি ॥২॥
রৌক্ষিণেয়েন সহিতো যুযুধানেন চৈব হ ।
চারুদেক্ষেণ সাস্মেন গদেন কৃতবৰ্ম্মণা ॥৩॥
সারণেন চ বীরেণ নিশাঠেনোপ্লুকেন চ ।
বলদেবং পুরুষত্ব্য শুভদ্রামহিতস্তদা ॥৪॥ (কলাপকম্)
দ্রৌপদীমুত্তরাক্ষৈব পৃথাং চাপ্যবলোককঃ ।
সমাস্তাসময়িতুং চাপি কত্রিয়া নিহতেশ্বরঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মিন্নিতি । বারণসাহস্রয়ং হস্তিনাপাম্ । বাজিমেদশ্চ অশ্বমেদশ্চ । স্বপুরীং দ্বারকাম্ ।
রৌক্ষিণেয়েন প্রত্নজেন, যুযুধানেন সাত্যকিনা । চারুদেক্ষাদৌনি বৃষ্টিবংশানাং নামানি ।
পুরুষত্ব্য অগ্রবর্তীকৃত্য ॥১—৩॥

দ্রৌপদীমিতি । পৃথাং কুন্তীম্, অবলোককঃ অবলোকয়িতুম্ । বৃণ্তুমৌ ক্রিয়ায়াং
ক্রিয়ার্থায়াম্' ইতি বৃণ্ প্রত্যয়ঃ । কত্রিয়া অন্তাঃ কত্রিয়ভাৰ্য্যাঃ, নিহতেশ্বর্য নিহতবামিক্য
উপায়াদিত্যবৃষ্টিঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ ! পূৰ্বে কৃষ্ণ যখন হস্তিনা হইতে দ্বারকায়
যাইতেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—‘কৃষ্ণ ! আমার অশ্বমেদযজ্ঞের
সময়ে অবশুই তোমার আসিতে হইবে ।’ সুতরাং সেই অশ্বমেদযজ্ঞের সময়
হইয়াছে জানিয়া, এই সময়ই বীৰ্য্যবান্ কৃষ্ণও বৃষ্টিবংশীয়গণের সহিত হস্তিনায়
আসিয়াছিলেন । রুক্মিণীব পুত্র প্রত্নজ, সাত্যকি, চারুদেক্ষ, সাস্ম, গদ, কৃত-
বৰ্ম্মা, সারণ, বীর নিশাঠ ও উল্লুক ইত্যাদি কৃষ্ণের সহিত আসিয়াছিলেন এবং
শুভদ্রাও কৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন । তাঁহারা সকলেই বলরামকে অগ্রবর্তী করিয়া
হস্তিনায় আগমন করিয়াছিলেন ॥১—৪॥

(২) বিদিত্বা পুরুষৰ্ষভঃ—বল্ল বর্ধ নি ।

তানাগতান্ সমীক্ষ্যৈব ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ।

প্রত্যগ্ভ্রাদ্যথাত্মায়াং বিদুরশ্চ মহামনাঃ ॥৬॥

তত্রৈব ত্যবসৎ কৃষ্ণঃ স্বর্চিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।

বিদুরেণ মহাতেজাস্তথৈব চ যুযুৎসুনা ॥৭॥

বসৎস্ব বৃষ্ণিবীরেষু তত্রাত্ম জনমেজয় ! ।

জজ্ঞে তব পিতা রাজন্ ! পরীক্ষিৎ পরবীরহা ॥৮॥

স তু রাজা মহারাজ ! ব্রহ্মাস্ত্রেণাবপীড়িতঃ ।

শবো বভূব নিশ্চেষ্টো হর্ষশোকবিবর্ধনঃ ॥৯॥

হৃষ্টানাম্ সিংহনাদেন জনানাম্ তত্র নিঃস্বনঃ ।

প্রবিশ্য প্রাদিশঃ সর্বাঃ পুনরেব ব্যুপারমৎ ॥১০॥

ততঃ সোহতিত্বরঃ কৃষ্ণো বিবেশান্তঃপূরং তদা ।

যুযুদানদ্বিতীয়ো বৈ ব্যাখিভেদ্ভ্রিয়মানসঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি । সমীক্ষ্যতি ধৃতরাষ্ট্রপক্ষে জ্ঞাতা বিদুরপক্ষে চ দৃষ্টা ॥৬॥

তত্রৈতি । স্বর্চিতঃ সম্যকপূজিতঃ ॥৭॥

বসৎস্বিতি । জজ্ঞে জাতঃ, পরবীরহা বিপক্ষবীরহস্তা ॥৮॥

স ইতি । ব্রহ্মাস্ত্রেণাশ্রয়ঃ । পুত্রভেদে হর্ষঃ, মৃতভেদে চ শোকঃ, তয়োর্বিবর্ধনঃ ॥৯॥

হৃষ্টানামিতি । প্রবিশ্য গতা, ব্যুপারমৎ বিরতোহভবৎ ॥১০॥

জৌপদী, উত্তরা, কুম্ভী এবং বিধবা অত্যাচার ক্ষত্রিয়মহিলাদিগকে দেখা ও আশ্বাস দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার ছিল ॥৫॥

তাঁহারা আসিয়াছেন—ইহা জানিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং মহামনা বিদুর যথানিয়মে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥৬॥

বিদুর ও যুযুৎসু সম্মানিত করিলে, মহাতেজা ও পুরুষোত্তম কৃষ্ণ হস্তিনা নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন ॥৭॥

রাজা জনমেজয় ! বৃষ্ণিবীরগণ হস্তিনানগরে বাস করিতে লাগিলে, আপনার পিতা বিপক্ষবীরহস্তা পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন ॥৮॥

মহারাজ ! অশ্রুখামার ব্রহ্মাস্ত্রে আহত ছিলেন বলিয়া সেই রাজা পরীক্ষিৎ তৎকালে নিশ্চেষ্ট একটা শবস্বরূপ হওয়ায় বহুবর্গের আনন্দ ও শোকবর্ধক হইয়াছিলেন ॥৯॥

ক্রমে আনন্দিত লোকসমূহের সিংহনাদধ্বনি সকল দিকে যাইয়া পুনরায় বিরত হইল ॥১০॥

ততস্তুরিতগায়াস্তীং দদর্শ স্বাং পিতৃষসাম্ ।
 ক্রোশস্তীমভিধাবেতি বাহুদেবং পুনঃ পুনঃ ॥১২॥
 পৃষ্ঠতো দ্রোণদীক্ষৈব সুভদ্রাঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
 সবিক্রোশং সক্রুরং বান্ধবানাং স্ত্রিয়ো নৃপ ! ॥১৩॥ (যুগ্মকঃ)
 ততঃ কৃষ্ণং সমাসাঢ় কুন্তীভোজসুতা তদা ।
 প্রোবাচ রাজশার্দূল ! বাপ্পগদগদয়া গিরঃ ॥১৪॥
 বাহুদেব ! মহাবাহো ! সুপ্রজা দেবকী ত্বয়া ।
 ত্বং নো গতিঃ প্রতিষ্ঠা চ ত্বদায়ত্নমিদং কুলম্ ॥১৫॥
 যতুপ্রবীর ! যোহয়ং তে স্বশ্রীয়স্তাত্মজঃ প্রভো ! ।
 অশ্বখান্না হতো জাতস্তমুজ্জীবয় কেশব ! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । যুগ্মানঃ সাত্যকিষিতীয়ো যশ্চ সঃ ; যতশ্রবণাৎ ব্যথিতম্ ইন্দ্রিয়ভুতং
 মানসং মনো যশ্চ সঃ ॥১১॥

তত ইতি । পিতৃষসাং কুন্তীম্ । আদস্তম্বমার্ষম্ । ক্রোশস্তীমাহুয়স্তীম্ । সবিক্রোশং
 সার্ত্তনাদমায়াস্তীমিত্যহুবৃতিঃ ॥১২—১৩॥

তত ইতি । বাপ্পেণ গদগদয়া অস্পষ্টয়া ॥১৪॥

বাস্বিতি । সুপ্রজা সুসন্তান। । নঃ অশ্বাকম্ ॥১৫॥

বস্বিতি । স্বশ্রীয়স্ত ভাগিনেয়স্তাভিমন্তোঃ । এতেনৈতত্ত্বজ্জীবনং তবাবশ্যকমিতি ভাবঃ ॥১৬॥

তদনন্তর কৃষ্ণ অত্যন্ত হরাহিত ও দুঃখিতচিত্ত হইয়া সাত্যকির সহিত তখনই
 অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥১১॥

তাহার পর তিনি দেখিলেন—নিজের পিতৃষসা কুন্তী ‘কৃষ্ণ ! সত্বর আইস,
 সত্বর আইস’ এই কথা বার বার বলিতে থাকিয়া সত্বর আগমন করিতেছেন
 এবং যশস্বিনী দ্রোণদী ও সুভদ্রা, আর বন্ধুবর্গের স্ত্রীগণ সক্রুর আর্ন্তনাদ
 করিতে করিতে কুন্তীর পিছনে আসিতেছেন ॥১২—১৩॥

তৎপরে ভোজনন্দিনী কুন্তী কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বাপ্পগদগদ-
 বাক্যে কৃষ্ণকে বলিলেন—॥১৪॥

‘মহাবাহু কৃষ্ণ ! দেবকীদেবী তোমাদ্বারাই সুসন্তান হইয়াছেন এবং তুমি
 আমাদের গতি ও প্রতিষ্ঠা ; আর তোমার অধীনই এই বংশ ॥১৫॥

প্রভু যতুপ্রবীর কেশব ! এই যে তোমার ভাগিনেয় অভিমন্ত্যুর পুত্র, অশ্ব-
 খামার ব্রহ্মাঙ্গে মৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে, তুমি ইহাকে সঞ্জীবিত কর ॥১৬॥

ত্বয়া হেতৎ প্রতিজ্ঞাতগৈষীকে যদ্বনন্দন ! ।
 অহং সঞ্জীবয়িষ্যামি মৃতং জাতমিতি প্রভো ! ॥১৭॥
 সোহয়ং জাতো মৃতস্তাত ! পঠ্যনং পুরুষৰ্ষভ ! ।
 উত্তরাঞ্চ শ্ৰুভদ্রাঞ্চ দ্রৌপদীং মাঞ্চ মাধব ! ॥১৮॥
 ধৰ্ম্মপুত্রঞ্চ ভীমঞ্চ ফাল্গুনং নকুলং তথা ।
 সহদেবঞ্চ দুৰ্দ্ধৰ্ষ ! সৰ্বান্ নস্ত্রাতুমহমি ॥১৯॥ (যুগ্মকঃ)
 অস্মিন্ প্রাণাঃ সমায়ত্নাঃ পাণ্ডবানাং মমৈব চ ।
 পাণ্ডোশ্চ পিণ্ডো দাশাহ ! তথৈব শ্বশুরস্য মে ॥২০॥
 অভিমন্যোশ্চ ভদ্রং তে প্রিয়স্য সদৃশস্য চ ।
 প্রিয়মুৎপাদয়াত্ব স্বং প্রেতস্তাপি জনাৰ্দ্দন ! ॥২১॥
 উত্তরা হি পুরোক্তং বৈ কথয়ত্ব্যরিসূদন ! ।
 অভিমন্যোর্বিচঃ কৃষ্ণ ! প্রিয়ত্নাত্ত্বম সংশয়ঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

স্মরেতি । ঐষীকে অশ্বখাম্না ঐষীকাস্তে নিক্ষিপ্তে ॥১৭॥

স ইতি । মৃতাবস্থায়ামেব জাত ইত্যর্থঃ । নঃ অস্মান্ । এতজ্জীবনাভাবে বয়ং মরিষ্যাম ইত্যশয়ঃ ॥১৮—১৯॥

অস্মিন্নিতি । সমায়ত্নাঃ সমাক্ অধীনাঃ । হে দাশাহ ! তদ্বংশীয় ! শ্বশুরস্য বিচিত্র-বীৰ্য্যস্য ॥২০॥

অভীতি । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্ত । প্রেতস্তাপি পরলোকং গতস্তাপি ॥২১॥

উত্তরেতি । বচস্তৎপ্রযুক্তং বাক্যম্ ॥২২॥

প্রভু যদ্বনন্দন ! তুমি সেই ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপের সময়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, ‘এই গর্ভস্থ বালক মৃত অবস্থায় জন্মিলে আমি ইহাকে সঞ্জীবিত করিব’ ॥১৭॥

বৎস পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই সেই বালক মৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে, তুমি ইহাকে দেখ । দুৰ্দ্ধৰ্ষ মাধব ! উত্তরা, শ্ৰুভদ্রা, আমি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব আমাদের সকলকেই তুমি রক্ষা কর ॥১৮—১৯॥

কৃষ্ণ ! আমার ও পাণ্ডবগণের প্রাণ এই বালকের অধীন এবং আমার শ্বশুর ও পাণ্ডুর পিণ্ডও ইহার অধীন ॥২০॥

জনাৰ্দ্দন ! তোমার মঙ্গল হউক । তোমার প্রিয় ও সদৃশকৃতি মৃত অভি-মন্যুরও তুমি আজ প্রিয়কার্য্য কর ॥২১॥

অত্রবীং কিল দাশার্হ ! বৈরাটীমাজ্জু'নিস্তদা ।
 মাতুলশ্চ কুলং ভদ্রে ! তব পুত্রো গমিষ্যতি ॥২৩॥
 গম্বা বৃক্ষ্যদ্রককুলং ধনুর্বেদং গ্রহীষ্যতি ।
 অস্ত্রাণি চ বিচিত্রাণি নীতিশাস্ত্রঞ্চ কেবলম্ ॥২৪॥
 ইতোতৎ প্রণয়াত্তাত ! দৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
 কথয়ামাস দুর্ধর্ষস্তথা চৈতন্ন সংশয়ঃ ॥২৫॥
 তাস্থাং বয়ং প্রণম্যেহ যাচামো মধুসূদন ! ।
 কুলশ্চাস্ত হিতার্থঞ্চ কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

কিং পুরোক্তমিত্যাহ অত্রবীদিতি । বৈরাটীং বিরাটপুত্রীমুত্তরাম্, আজ্জু'নিবজ্জুনপুত্রো
 হভিমহ্যঃ । মাতুলশ্চ কৃষ্ণশ্চ, কুলং ভবনম্ ॥২৩॥
 গম্বেতি । গ্রহীষ্যতি শিক্ষিষ্যতে । কেবলং মুখ্যম্ ॥২৪॥
 ইতীতি । দৌভদ্রোহভিমহ্যঃ । এতৎ সত্যং ভবিষ্যতীতি শেষঃ ॥২৫॥
 তানিতি । তান্ অভিমন্যুজান্ বিষয়ান্ । কল্যাণম্ অস্ত্রশিশৌর্জীবনদানরূপং মঙ্গলম্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এতদ্ব্যবহিত্যি ॥১—৪॥ ক্ষত্রিয়াঃ স্থিয়ঃ ॥৫—২২॥ মাতুলশ্চ অভিমহ্যমাতুলশ্চ কৃষ্ণশ্চ,
 তত্ত্বল্যাপরাক্রমম্বদধীনশ্চেত্যর্থঃ ॥২৩—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক

পর্বণি অশ্বমেধে চতুর্দশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৪॥

শত্রুদমন কৃষ্ণ ! উত্তরা পূর্বোক্ত অভিমহ্যর বাক্য বলেন ; সুতরাং তোমার
 প্রিয়জনবন্ধন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২২॥

কৃষ্ণ ! তখন অভিমহ্য উত্তরাকে বলিয়াছিল—‘ভদ্রে ! তোমার পুত্র আমার
 মাতুলভবনে গমন করিবে ॥২৩॥

এবং সে বৃষ্ণিগৃহে ও অন্ধকগৃহে গমন করিয়া ধনুর্বেদ, বিচিত্র অস্ত্র এবং
 প্রধান নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করিবে’ ॥২৪॥

বৎস ! দুর্ধর্ষ ও বিপক্ষবীরহস্তা অভিমহ্য প্রণয়বশতঃ এই কথা বলিয়া-
 ছিল । তাহা অবশ্যই সত্য হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২৫॥

অতএব মধুসূদন ! আমরা এখন প্রণত হইয়া তোমার নিকট সেই সকল
 বিষয় প্রার্থনা করিতেছি । তুমি এই বংশের হিতের জন্ত, ইহার জীবনদান-
 রূপ উত্তম কল্যাণ সাধন কর ॥২৬॥

এবমুক্তা তু বাঞ্ছোঁয়ং পৃথা পৃথুললোচনা ।

উচ্ছ্রিত্য বাহু দুঃখার্ভা-তাশ্চাত্মাঃ প্রাপতন্ ভূবি ॥২৭॥

অক্রবংশচ মহারাজ ! সৰ্বাঃ সাস্রাবিলেক্ষণাঃ ।

স্বস্রীযো বাসুদেবস্ত মৃতো জাত ইতি প্রভো ! ॥২৮॥

এবমুক্তে ততঃ কুন্তীঃ পর্য্যগৃহ্নাজ্জনাদিনঃ ।

ভূগৌ নিপতিতাং চৈনাং সাস্ত্রয়ামাস ভারত ! ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে পরীক্ষিতজন্মকথনে চতুৰশীতিতমোহ্মধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পৃথা কুন্তী । উচ্ছ্রিত্য উত্তোলা, তা উপস্থিতাঃ স্রিয়ঃ ॥২৭॥

অক্রবশ্রিতি । সাস্রাণি অশ্রুযুক্তানি স্রাবিলানি কলুবাণি চ দৈক্ষণানি চক্ষুঃষি ষাণাং তাঃ
স্বস্রীযঃ স্বস্তঃ স্বভদ্রায়াঃ পৌত্রঃ ॥২৮॥

এবমিতি । উক্তে তাভিঃ স্রীভিঃ, পর্য্যগৃহ্নাদধারয়ৎ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি

অশ্বমেধে চতুৰশীতিতমোহ্মধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—:~:—

বিশালনয়না কুন্তী কৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়া বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া
দুঃখার্ভ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং অত্যাশ্র কৌরবমহিলারাও ভূতলে
পড়িয়া গেলেন ॥২৭॥

মহারাজ ! তত্রত্য সকল মহিলাই অশ্রুকলুষিতনয়নে কৃষ্ণকে বলিলেন—
'প্রভু ! আপনার ভগিনীর পৌত্র মৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে' ॥২৮॥

ভরতনন্দন ! তাহারা এইরূপ বলিলে তদনন্তর কৃষ্ণ ভূতলপতিতা কুন্তীকে
ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে সাস্ত্রনা দিতে লাগিলেন ॥২৯॥

—:~:—

* '...ষট্‌ষষ্টিতমোহ্মধ্যায়ঃ'—বহু বর্জ নি ।

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উথিতায়াং পৃথায়ান্ত্ব সুভদ্রা ভ্রাতরং তদা ।
দৃষ্ট্বা চুক্ৰোশ ছুঃখাৰ্ত্তা বচনঞ্চদমত্ৰবীৎ ॥১॥
পুণ্ডরীকাক্ষ ! পশ্য স্বং পৌত্রং পার্থস্ম ধীমতঃ
পরিক্ষীগেষু কুরুষু পরিক্ষীগং গতায়ুষম্ ॥২॥
ঈষীকা দ্রোণপুত্রেণ ভীমসেনার্থমুচ্যতা ।
সোত্তরায়াং নিপতিতা বিজয়ে গয়ি চৈব হ ॥৩॥
সেয়ং বিদীর্ণে হৃদয়ে গয়ি তিষ্ঠতি কেশব ! ।
যম পশ্যানি দুর্ধৰ্ষ ! সহপুত্রস্ত তং প্রাভো ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

উথিতায়ামিতি । ভ্রাতরং কৃষ্ণম্ । চুক্ৰোশ আর্ন্তবরণাজ্জহাব ॥১॥

পুণ্ডরীকেতি । পার্থস্ম অর্জুনস্ম । পরিক্ষীগেষু যুদ্ধেন কয়ং প্রাপ্তেষু, পরিক্ষীগং নষ্ট-
চৈতন্যম্ ॥২॥

ঈষীকেতি । সা ঈষীকা, বিজয়ে অর্জুনে । পৌত্রস্ত হননাং মাতৃঃ, পিতামহস্ম, পিতামহাশ্চ
হননমিতি ভাবঃ ॥৩॥

সেতি । সা ঈষীকা । পুত্রেণ অভিমত্যানা সহেতি সহপুত্রম্, তং পৌত্রম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী গাত্রোথান করিলে, তখন ছুঃখাৰ্ত্তা সুভদ্রা
কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন এবং এই সকল
কথা বলিলেন—॥১॥

‘পুণ্ডরীকাক্ষ ! দেখ, যুদ্ধে কুরুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ধীমান্ অর্জুনের পৌত্র
মৃত অবস্থায় প্রসূত হইয়াছে ॥২॥

অস্থখামা ভীমের উপরে নিক্ষেপ করিবার জন্ত যে ঈষীকাজ্ঞ উত্তোলন
করিয়াছিলেন তাহা উত্তরা, অর্জুন ও আমার উপরে নিপতিত হইয়াছে ॥৩॥

কেশব ! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে বলিয়া সেই ঈষীকাজ্ঞ আমার
উপরেই রহিয়াছে । প্রভু দুর্ধৰ্ষ ! যেহেতু আমি পুত্রের সঞ্চিত সেই পৌত্রকে
দেখিতেছি না ॥৪॥

কিং নু বক্ষ্যতি ধৰ্ম্মাভ্য। ধৰ্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ভীমসেনাজ্জুনৌ চাপি'মাদ্রবত্যাঃ স্ততো' চ তৌ ॥৫॥
 শ্রদ্ধাভিমন্তোস্তনয়ং জাতঞ্চ মৃতমেব চ ।
 মুষিতা ইব বাক্ষো'য় ! দ্রোণপুত্রো'ন পাণ্ডবাঃ ॥৬॥
 অভিমন্যুঃ প্রিয়ঃ কৃষ্ণ ! ভ্রাতৃগাং নাত্র সংশয়ঃ ।
 তে শ্রদ্ধা কিম্বু বক্ষ্যন্তি দ্রোণপুত্রো'স্তনির্জিতাঃ ॥৭॥
 ভবিতাতঃ পরং হুঃখং কিং তদন্যজ্জনর্দন ! ।
 অভিমন্তোঃ স্ততাং কৃষ্ণ ! মৃতাজ্জাতাদরিদ্রম ! ॥৮॥
 সাহং প্রসাদয়ে কৃষ্ণ ! হ্রাগু শিরসা নতা ।
 পৃথোয়ং দ্রৌপদী চৈব তাঃ পশ্য পুরুষোত্তম ! ॥৯॥
 যদা দ্রোণস্ততো গর্ভান্ পাণ্ডুনাং হস্তি সাধব ! ।
 তদা কিল ত্বয়া দ্রৌণিঃ ক্রুদ্ধেনোক্তো'হরিগর্দন ! ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । ইমে শোকাকুল। এব ভবিষ্যন্তীত্যাশয়ঃ ॥৫॥
 শ্রদ্ধেতি । মুষিতা অপহৃতধনাঃ, বংশধ্বংসনাদিত্যাশয়ঃ ॥৬॥
 অভীতি । শ্বেবাং জীবনেহপি বংশধ্বংসাং নির্জিতা এবত্যভিপ্রায়ঃ ॥৭॥
 ভবিতেতি । মৃতাজ্জাতাং তজ্জনিতহুঃখাং ॥৮॥
 সেতি । তা অন্মান ॥৯॥

এই অবস্থায় ধৰ্ম্মাভ্য। ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অজুন, নকুল ও সহদেব
 কি বলিবেন ? ॥৫॥

বৃষ্ণিনন্দন ! অভিমন্ত্যুর পুত্র জন্মিয়াছে, আবার মরিয়াও গিয়াছে, ইহা
 শুনিয়া পাণ্ডবেরা যেন দ্রোণপুত্রকর্তৃক হৃতসর্বস্ব হইয়া যাইবেন ॥৬॥

কৃষ্ণ ! অভিমন্ত্যু পাণ্ডবভ্রাতৃগণের প্রিয়ই ছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ
 নাই । স্ততরাং তাঁহারা এই বৃন্তাস্ত শুনিয়া কি বলিবেন; নিজেরা দ্রোণপুত্রকর্তৃক
 নির্জিত হইয়াছেন বলিয়াই মনে করিবেন ॥৭॥

শত্রুদমন কৃষ্ণ ! অভিমন্ত্যুর পুত্র মৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে—এই হুঃখ অপেক্ষা
 অধিক হুঃখ আর কি হইতে পারে ? ॥৮॥

কৃষ্ণ ! আমি আজ মস্তক অবনত করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি এবং
 এই কুন্তীদেবী ও দ্রৌপদীদেবীও তাহাই করিতেছেন । পুরুষোত্তম ! তুমি
 আমাদিগকে দর্শন কর ॥৯॥

অকামং ত্বাং করিষ্যামি ব্রহ্মবন্ধো ! নরাধম ! ।
 অহং সংজীবয়িষ্যামি কিরীটিনয়াজ্জম্ ॥১১॥
 ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা জানানাহং বলং তব ।
 প্রসাদয়ে ত্বাং দুর্ধ্ব ! জীবতামভিমন্যজঃ ॥১২॥
 যদ্যেতদ্বৎ প্রতিশ্রুত্য ন করোষি বচঃ শুভম্ ।
 সফলং বৃষ্টিশাদ্দূল ! সূতাং গামবধারয় ॥১৩॥
 অভিমন্যোঃ সূতো বীর ! ন সংজীবতি যদ্যয়ম্ ।
 জীবতি ত্বয়ি দুর্ধ্ব ! কিং করিষ্যাম্যহং ত্বয়া ॥১৪॥
 সঞ্জীবয়ৈনং দুর্ধ্ব ! সূতং ত্বমভিমন্যজম্ ।
 সদৃশাক্ষসূতং বীর ! শস্ত্রং বর্ষমিবাস্বদঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ষদেতি । গর্ভান্ সন্তাব্যমানান্ অন্তানপি । ত্রৌণিরশ্বখামা ॥১০॥
 অকামমিতি । অকামং নিষ্ফলমনোরথম্, হে ব্রহ্মবন্ধো ! হিংস্রত্মিকৃষ্টব্রাহ্মণ ! কিরীটী:
 অর্জুনঃ, তন্ত তনয়োহভিমন্যুঃ তন্ত আত্মজম্ ॥১১॥
 ইতীতি । জানানা বুধ্যমানা, বলং দৈবীং শক্তিম্ ॥১২॥
 যদীতি । অস্ত শিশোজীবনাভাবে মনয়ণং ঐবমেবেতি ভাবঃ ॥১৩॥
 অভীতি । ত্বয়া নাথভূতেন ॥১৪॥
 সঞ্জীবয়েতি । সদৃশে অদক্ষিতুল্যে অক্ষিণী যস্ত সঃ অভিমন্যুস্তস্ত সূতম্, বর্ষন্ অশ্বদো
 মেঘঃ শস্ত্রমিব ॥১৫॥

মাধব ! অশ্বখামা যখন পাণ্ডবস্ত্রীগণের গর্ভ নষ্ট করেন, শত্রুদমন ! তখন
 তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বখামাকে বলিয়াছিলে— ॥১০॥

‘নিকৃষ্টব্রাহ্মণ ! নরাধম ! আমি তোমার ইচ্ছা ব্যর্থ করিব । আমি অর্জুনের
 পৌত্রকে সঞ্জীবিত করিয়া দিব’ ॥১১॥

দুর্ধ্ব ! আমি তোমার শক্তি জানি ; সূতরাং তোমার সেই বাক্য শুনিয়া
 আমি তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি । অভিমন্যুর পুত্র জীবিত হউক ॥১২॥

বৃষ্টিবংশশ্রেষ্ঠ ! তুমি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই শুভবাক্য যদি সফল
 না কর তাহা হইলে আমাকে সূত বলিয়াই নিশ্চয় কর ॥১৩॥

বীর দুর্ধ্ব ! তুমি জীবিত থাকিতে অভিমন্যুর এই পুত্রটী যদি জীবিত
 না হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে দিয়া কি করিব । ॥১৪॥

দুর্ধ্ব বীর ! মেঘ যেমন বর্ষা করিতে থাকিয়া সূতপ্রায় শস্ত্রকে সঞ্জীবিত
 করে, তুমিও সেইরূপ তোমার তুল্যানয়ন অভিমন্যুর এই পুত্রটীকে সঞ্জীবিত
 কর ॥১৫॥

স্বং হি কেশব ! ধৰ্ম্মাভ্যাং সত্যবান্ সত্যবিক্রমঃ ।
 স তাং বাচস্মতাং কৰ্ত্তুং হিহি স্মরিস্মদম্ ॥১৬॥
 ইচ্ছমপি হি লোকাংস্ত্রীন্ জীবয়েথা সূতানিমান্ ।
 কিং পুনৰ্দয়িতং জাতং স্বস্ত্রীয়স্তাভ্যজং সূতম্ ॥১৭॥
 প্রভাবজ্ঞান্মি তে কৃষ্ণ ! তস্মাস্থাং যাচয়াম্যহম্ ।
 কুরুষ্ব পাণ্ডুপুত্রাণাগিমং পরমমুগ্রহম্ ॥১৮॥
 স্বসেতি বা মহাবাহো ! হতপুত্রেতি বা পুনঃ ।
 প্রপন্না গাগিয়ং চেতি দয়াং কৰ্ত্তুং মিহাইসি ॥১৯॥

ইতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
 পৰ্বণি অশ্বমেধে স্তভদ্রাবাক্যে পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

স্বমিতি । স ত্বম্, তাং পুৰুষোক্তাং বাচম্, স্বতাং সত্যং কৰ্ত্তুম্ ॥১৬॥
 ইচ্ছমিতি । দয়িতং প্রিয়ম্, স্বস্ত্রীয়স্ত ভাগিনেয়স্তাভিমন্তোঃ ॥১৭॥
 প্রভাবেতি । প্রভাবং মহিমানং জানাতীতি সা । পাণ্ডুপুত্রাণাং সম্বন্ধে ॥১৮॥
 স্বসেতি । স্বস ভগিনীতি শোণিতসম্বন্ধাৎ, হতপুত্রেতি দয়াবশাৎ । প্রপন্না শরণাধেন
 প্রাপ্তা ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-ত্ৰিহরিদাসদিক্কাশ্যবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি
 অশ্বমেধে পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

কেশব ! তুমি ধৰ্ম্মাভ্যা, সত্যবান্ ও সত্যবিক্রম ; সূতরাং শত্ৰুদমন ! সেই
 তুমি তোমারই সেই বাক্যকে সত্য কর ॥১৬॥

কৃষ্ণ ! তুমি ইচ্ছা করিয়াই মৃত এই ত্রিভুবনকেও সঞ্জীবিত করিতে পার,
 তাহাতে ভাগিনেয়ের এই প্রিয় মৃত পুত্রটীর কথা আর কি বলিব ॥১৭॥

কৃষ্ণ ! আমি তোমার প্রভাব জানি ; সেই জন্তই তোমার নিকট প্রার্থনা
 করিতেছি যে, তুমি পাণ্ডবগণের উপরে এই পরম অমুগ্রহ কর ॥১৮॥

মহাবাহু ! আমি তোমার ভগিনী কিংবা আমি হতপুত্রা, অথবা এ আমার
 শরণাপন্ন হইয়াছে—‘এই সকল ভাবিয়া তুমি আমার উপরে দয়া করিতে
 পার’ ॥১৯॥

(১৬) সত্যং বাচস্মতাং কৰ্ত্তুম্—পি বহু বৰ্দ্ধ ।

* ‘...সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ’—বহু বৰ্দ্ধ নি ।

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্ত রাজেন্দ্র ! কেশিহা দুঃখমুচ্ছিতঃ ।

তথেতি ব্যাজহারোচ্চৈহ্লাদয়ম্নিব তং জনম্ ॥১॥

বাক্যেনৈতেন হি তদা তং জনং পুরুষৰ্ষভঃ ।

হ্লাদয়ামাস স বিভূৰ্ঘ্যস্মার্তং সলিলৈরিব ॥২॥

ততঃ স প্রাবিশান্তূর্ণং জন্মবেশ্ম পিতৃস্তব ।

অচ্চিতং পুরুষব্যাস্র ! সিতৈর্মালৈর্যথাবিধি ॥৩॥

অপাং কুন্তেঃ স্পৃগৈশ্চ বিষ্ণুশ্চৈঃ সৰ্বতো দিশম্ ।

যুতেন তিন্দুকালাতৈঃ সর্গপৈশ্চ মহাভূজ ॥৪॥

অস্ত্রৈশ্চ বিমলৈর্ন্যস্তৈঃ পাবকৈশ্চ সমস্ততঃ ।

বুদ্ধাভিশ্চাপি রামাভিঃ পরিচারার্থমাবৃতম্ ।

দক্ষৈশ্চ পরিতো দীর ! ভিষগ্ভিঃ কুশলৈস্তথা ॥৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । কেশিহা কেশিদানবহস্তা কৃষ্ণঃ, দুঃখেন মুচ্ছিতো নিঃসংজ্ঞপ্রায়ঃ । তথা 'শিশুমিমং সস্ত্রীবয়িষ্ঠ্যামি' ইতি তং তত্রত্যং জনম্ হ্লাদয়ন্ আনন্দয়ম্নিব, উচ্চৈর্যাজহার উবাচ ॥১॥

বাক্যেনেতি । বিভূঃ কৃষ্ণঃ, সলিলৈর্জলবিন্দুভিঃ ॥২॥

তত ইতি । জন্মবেশ্ম স্মৃতিকাগ্ধম্ । সিতৈঃ শুভ্রৈঃ অপাং জলস্ত, স্পৃগৈঃ "করণে পুস্ত্ পৃথগ্ চ" ইতি করণে যজী । সৰ্বতো দিশং ব্যাপ্য, বিষ্ণুশ্চৈঃ স্থাপিতৈঃ । তিন্দুকালাতৈঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ ! সুভদ্রা এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ দুঃখে আকুল হইয়া তত্রত্য লোকদিগকে আনন্দিত করতই যেন উচ্চস্বরে বলিলেন—
'তাহাই হইবে' ॥১॥

শেষ জলবিন্দুদ্বারা গ্রীষ্মপীড়িত লোককে যেমন আনন্দিত করে, সেইরূপ তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী কৃষ্ণ সেই বাক্যদ্বারা তত্রত্য লোকদিগকে আনন্দিত করিলেন ॥২॥

(৩) অপিতং পুরুষব্যাস্র ।—পি বহ ।

দদর্শ চ স তেজস্বী রক্ষোন্নাত্মপি সর্বশঃ ।
 দ্রব্যাগি স্থাপিতানি স্ম বিধিবৎ কুশলৈর্জনৈঃ ॥৬॥
 তথায়ুক্তং তদদৃষ্ট্ৱা জন্মবেশ্য পিতৃস্তুত্ব ।
 হৃষ্টোহভবদ্ধৃষীকেশঃ সাধু সাধ্বিতি চাত্রবীৎ ॥৭॥
 তথা ক্রবতি বাষে'য়ে প্রহৃষ্টবদনে তদা ।
 দ্রৌপদী স্বরিতা গহ্বা বৈরাটীং বাক্যমব্রবীৎ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

দদর্শিত্বকাখ্যবুদ্ধিশাখাভিঃ, সর্বপৈঃ সর্বপশাখাভিঃ । পাবকৈরগ্নিভিঃ । রামাভিঃ স্ত্রীভিঃ,
 পরিচারার্থং প্রসূতে: শিশোশ্চ শুক্রবার্থম্ । দৈকৈঃ চিকিৎসানিপুণৈঃ, পরিতঃ সমস্তাদাবৃত-
 মিত্যাহুস্তিঃ, ভিষগুভিঃ চিকিৎসকৈঃ, কুশলৈঃ রোগনিরূপণনিপুণৈঃ । ঘটপাদোহয়ং
 শোকঃ ॥৬—৭॥

দদর্শেতি । রক্ষোন্নানি রাক্ষসনিবারকানি, দ্রব্যাগি দূর্জাদীনি ॥৬॥

তথেষতি । তথায়ুক্তং তাদৃশব্রব্যসম্বিতম্ ॥৭॥

তথেষতি । বাষে'য়ে কৃষে । বৈরাটীমুত্তরাম্ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমুক্ত ইতি ॥১—৩॥ স্মৃতেন সিত্তৈরিত্তি শেষঃ ॥৪—২৪॥

ইতি ত্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্ৱণি অশ্বমেধে ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৬॥

নরশ্রেষ্ঠ । তাহার পর কৃষ্ণ আপনার পিতার স্মৃতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন ।
 তৎকালে সেই স্মৃতিকাগৃহ শুভ্র পুষ্পমাল্যদ্বারা যথাবিধানে শোভিত ছিল ।
 সেই গৃহের সকল দিকে জলপূর্ণকুম্ভ, সূতপাত্র, তিন্দুক (গাব) বৃক্ষের দঙ্কশাখা ও
 সর্বপশাখা স্থাপিত ছিল এবং সকল দিকে নির্মল অস্ত্র ও অগ্নি বিস্তৃত ছিল ;
 আর বৃদ্ধ মহিলারা, শিশু ও প্রসূতির পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত সেই স্মৃতিকা-
 গৃহ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিলেন ; আর মহাবাহু বীর ! চিকিৎসাদক্ষ ও
 রোগনির্ণয়নিপুণ চিকিৎসকেরা সেই স্মৃতিকাগৃহ পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান
 করিতেছিলেন ॥৩—৫॥

ক্রমে তেজস্বী কৃষ্ণ দর্শন করিলেন—নিপুণ লোকেরা যথাবিধানে সেই
 স্মৃতিকাগৃহের সকল দিকে রাক্ষসনিবারক দ্রব্যসকল স্থাপন করিয়া
 রাখিয়াছে ॥৬॥

রাজা ! কৃষ্ণ আপনার পিতার স্মৃতিকাগৃহকে সেইরূপ দেখিয়া আনন্দিত
 হইলেন এবং 'সাধু সাধু' এইরূপ বলিলেন ॥৭॥

অয়মায়্যতি তে ভদ্রে ! শ্বশুরো মধুসূদনঃ ।
 পুরাণধিরচিস্ত্যাজ্ঞা সগীপমপরাজিতঃ ॥৯॥
 সাপি বাম্পকলাং বাচং নিগৃহ্যাক্ষণি চৈব হ ।
 স্ত্রসংবীতাভবদেবী দেববৎ কৃষ্ণমীযুধী ॥১০॥
 সা তথা দূয়মানেন হৃদয়েন তপস্বিনী ।
 দৃষ্ট্বা গোবিন্দমায়ান্তং কৃপণং পর্যাদেবয়ৎ ॥১১॥
 পুণ্ডরীকাক্ষ ! পশ্চাবাং বালেন হি বিনাকৃতো ।
 অভিমন্যুঞ্চ গাঠৈব হতো ভূল্যং জনার্দন ! ॥১২॥
 বাষ্কো'য় ! মধুহ্ন ! বীর ! শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে ।
 দ্রোণপুত্রোস্ত্রনিদ'ঙ্কং জীবয়েনং মগাজ্জগৃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

অয়মিতি । পুরাণধির্নায়গো নাস ঋষিঃ ॥৯॥

সেতি । বাম্পকলাম্ বাম্পগদগদাম্, বাচমার্ত্তনাদঞ্চ, নিগৃহ্য নিবাহ্য । স্ত্রসংবীতা বজ্রপা-
 বৃতশরীরা, দেবী উত্তরা, ঈযুধী প্রাপ্তবতী ॥১০॥

সেতি । দূয়মানেন সন্তপ্তেন, তপস্বিনী শোচনীয়া উত্তরা । কৃপণং করুণম্ ॥১১॥

পুণ্ডরীকেতি । বিনাকৃতো বিহীনো । হতো দৈবেন ॥১২॥

বাষ্কো'য়েতি । মধুং তদাখ্যমস্বয়ং হস্তীতি মধুহ্না তৎসম্বোধনম্ ॥১৩॥

কৃষ্ণ প্রফুল্লবদন হইয়া তখন সেইরূপ বলিলে, দ্রোণদী সত্তর যাইয়া
 উত্তরাকে এই কথা বলিলেন—॥৮॥

‘ভদ্রে ! তোমার মাতুল-শ্বশুর প্রাচীন নারায়ণঋষি, অচিস্তনীয়প্রভাব ও
 অপরাজিত মধুসূদন এই তোমার নিকট আসিতেছেন’ ॥৯॥

তখন উত্তরাদেবীও দেবতার শ্রায় কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া বাম্পরুদ্র
 আর্তনাদ ও অশ্রুজল নিবারণ করিয়া, শরীরটিকে বস্ত্রাবৃত করিলেন ॥১০॥

এবং শোচনীয়া উত্তরা কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া সন্তপ্তহৃদয়ে করুণ বিলাপ
 করিতে লাগিলেন ॥১১॥

‘পুণ্ডরীকাক্ষ ! দেখুন—অভিমন্যু ও আমি—আমরা দুইজনই পুত্রবিহীন
 হইয়াছি । জনার্দন ! বিধাতা আমাদের দুইজনকেই সমানভাবে নিহত করিয়া-
 ছেন ॥১২॥

মধুনাশন বীর বৃক্ষিনন্দন ! আমি মস্তক অবনত করিয়া আপনাকে প্রসন্ন

যদি স্ম ধৰ্ম্মরাজ্ঞা বা ভীমসেনেন বা পুনঃ ।
 ত্বয়া বা পুণ্ডরীকাক্ষ ! বাক্যমুক্তগিদং ভবেৎ ॥১৪॥
 অজ্ঞানতীগীষীকেয়ং জনিত্রীং হস্তিত্তি প্রভো ! ।
 অহমেব বিনষ্টা স্মাং নায়মেবংগতো ভবেৎ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
 গৰ্ভস্থশ্রাস্ত্র বালস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রেন নিপাতনম্ ।
 কৃদ্বা নৃশংসং ছবুঁদ্ধির্দ্রৌণিঃ কিং ফলমশ্নুতে ॥১৬॥
 সা ত্বাং প্রসাত্ত শিরসা যাচে শত্রুনিবর্হণ ! ।
 প্রাণাংস্ত্যক্ত্যামি গোবিন্দ ! নায়ং সঞ্জীবতে যদি ॥১৭॥
 অশ্বিন্ হি বহবঃ সাধো ! যে মমাসন্নোরথাঃ ।
 তে দ্রোণপুত্রেন হতাঃ কিং নু জীবামি কেশব ! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । ধৰ্ম্মরাজ্ঞা ধৰ্ম্মরাজেন । অজ্ঞানতীং ব্রহ্মাস্ত্রমব্যয়মানাম্, জনিত্রীং জনয়িত্রীম্ ।
 অয়ং বালঃ, এবংগতো যুতো ন ভবেৎ ॥১৪—১৫॥
 গৰ্ভেতি । দ্রৌণিরশ্বখামা, অশ্নুতে ভুঙ্জে ॥১৬॥
 সেতি । অয়ং বালঃ, সঞ্জীবতে সঞ্জীবতি ॥১৭॥
 অশ্বিন্ৱিতি । অশ্বিন্ বালে, মনোরথ্য অভিলাষাঃ ॥১৮॥

করিতেছি । আপনি অশ্বখামার অস্ত্রে দক্ষ আমার এই পুত্রটাকে সঞ্জীবিত
 করুন ॥১৩॥

পুণ্ডরীকাক্ষ ! ধৰ্ম্মরাজ, ভীমসেন বা আপনি যদি এইরূপ বাক্য বলিতেন
 যে, ‘এই ঈষীকা অজ্ঞাতভাবে জননীকে বধ করুক ।’ প্রভু ! তাহা হইলে
 আমিই বিনষ্ট হইতাম ; কিন্তু এই বালক বিনষ্ট হইত না ॥১৪—১৫॥

হায় ! ছবুঁদ্ধি অশ্বখামা ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা গৰ্ভস্থিত এই বালকের নৃশংস হত্যা
 করিয়া কি ফল পাইয়াছে ? ॥১৬॥

শত্রুনাশক ! গোবিন্দ ! আমি মন্তকদ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা
 করি যে, এই বালক যদি না বাঁচে, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব ॥১৭॥

কারণ, সাধু কেশব ! এই বালকের উপরে আমার যে বহুতর অভিলাষ
 ছিল, সে সমস্তই অশ্বখামা নষ্ট করিয়া দিয়াছে ; সুতরাং আমি আর বাঁচিয়া
 থাকিব কেন ॥১৮॥

(১৫) নৈতমেবং গতো ভবেৎ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ ।

(১৭) যাচে শত্রুনিবর্হণম্—পি বঙ্গ বর্দ্ধ ।

আসীন্মম মতিঃ কৃষ্ণ ! পুত্রোৎসঙ্গ। জনার্দন ! ।
 অভিবাদয়িষ্যে হৃষ্টেতি তদিদং বিতথীকৃতম্ ॥১৯॥
 চপলাক্ষ্য দায়াদে মূতেহস্মিন্ পুরুষর্ষভ ! ।
 বিফলা মে কৃতাঃ কৃষ্ণ ! হৃদি সর্বৈ গনোরথাঃ ॥২০॥
 চপলাক্ষঃ কিলাতীব প্রিয়ন্তে মধুসূদন ! ।
 হৃতং পশ্য জ্বগশ্চৈনং ব্রহ্মাক্ষেণ নিপাতিতম্ ॥২১॥
 কৃতম্নোহয়ং নৃশংসোহয়ং যথাস্ত জনকস্তথা ।
 যঃ পাণ্ডবীং শ্রিয়ং ত্যক্তু। গতোহ্য যমসাদনম্ ॥২২॥
 ময়া চৈতৎ প্রতিজ্ঞাতং রণমুর্দ্ধনি কেশব ! ।
 অভিমত্যো হতে বীর ! ত্বামেষ্মাগ্যচিরাদিতি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

আসীদিতি । মতিরভিলাষঃ, পুত্রঃ উৎসঙ্গে ক্রোড়ে যন্তাঃ সা । বিতথীকৃতং দৈবেন মিথ্যাকৃতম্ ॥১৯॥

চপলেতি । চপলাক্ষ্য চপলনয়নস্তাভিমত্যোঃ, দায়াদে পুত্রে ॥২০॥

চপলেতি । চপলাক্ষোহভিমত্যঃ । অস্ত চপলাক্ষ্য ॥২১॥

কৃতম্ ইতি । অস্ত অশ্বখামঃ, জনকো জ্ঞোণো যথা, তথা অয়মশ্বখামাপি কৃতম্ পাণ্ডব-কৃতোপকারাস্বরূপাৎ, অয়মশ্বখামা নৃশংসঃ ক্রুরশ্চ বহুভিরেকশ্চৈব নিরপরাধবালকস্ত হননাৎ । যো জনকো জ্ঞোণঃ, পাণ্ডবীং শ্রিয়ং ত্যক্তু, অথ যমসাদনং গতঃ । পাণ্ডবশ্রিয়েণ তস্ত মহালীভোগসম্ভব ইত্যশয়ঃ ॥২২॥

ময়েতি । ত্বামভিমত্যম্, এত্বামি গ্রাণান্ পরিহার্য প্রাপ্যামি ॥২৩॥

কৃষ্ণ জনার্দন ! আমার এই অভিলাষ ছিল যে, আমি পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া আনন্দিত হইয়া আপনাকে অভিবাদন করিব ; কিন্তু হৃদৈব আমার সেই অভিলাষকে নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে ॥১৯॥

কৃষ্ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ ! চপলনয়ন অভিমত্যর এই পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় হৃদৈব আমার মনের সেই সকল অভিলাষ নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে ॥২০॥

মধুসূদন ! চপলনয়ন অভিমত্য আপনার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন । আপনি এখন তাঁহারই এই পুত্রকে ব্রহ্মাক্ষনিহত অবস্থায় দর্শন করুন ॥২১॥

যিনি পাণ্ডবের আশ্রয়নিবন্ধন উত্তম সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া আজ যমালয়ে গিয়াছেন, সেই জ্ঞোণের স্থায় এই অশ্বখামাও কৃতম্ এবং নৃশংস ॥২২॥

বীর কেশব ! আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, অভিমত্য যুদ্ধে নিহত হইলে আমি অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার নিকট যাইব ॥২৩॥

তচ্চ নাকরবং কৃষ্ণ ! নৃশংসা জীবিতপ্রিয়া ।

ইদানীং মাং গতং তত্র কিংনু বক্ষ্যতি ফাক্তনিঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে উত্তরাবাক্যে ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সৈবং বিলপ্য করুণং সোম্মাদেব তপস্বিনী ।

উত্তরা নৃপতদ্ভূগৌ কৃপণা পুত্রগৃহ্মিনী ॥১॥

তাস্তু দৃষ্ট্ৱা নিপতিতাং হতপুত্রপরিচ্ছদাম্ ।

চুক্ৰোশ কুন্তী দুঃখার্থা সৰ্ব্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তদিত্তি । তং প্রাণপরিহানম্ । তত্র পরলোকে অভিমুখ্যাসম্বন্ধানে, ফাক্তনিঃ ফাক্তন-
আৰ্জুনস্ত পুত্রোহভিমুখ্যঃ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকাস্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি

অশ্বমেধে ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

সেতি । তপস্বিনী শোচ্যা । কৃপণা দীনা, পুত্রগৃহ্মিনী পুত্রাভিলাষিণী ॥১॥

তামিত্তি । হতাঃ পুত্রঃ পরিচ্ছদা অলঙ্কারাদয়শ্চ বস্ত্রাণ্ডাম্ । চুক্ৰোশ মুক্তকণ্ঠঃ বিললাপ ॥২॥

কৃষ্ণ ! আমি নৃশংসা ও জীবনপ্রিয়া কিনা, তাই তাহা করি নাই ; কিন্তু
এখন আমি অভিমুখ্যর নিকটে গেলে, তিনি আমাকে কি বলিবেন' ॥২৪॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘শোচনীয়, দীনা ও পুত্রাভিলাষিণী সেই উত্তরা
এইরূপ করুণ বিলাপ করিয়া উন্মত্তার আয় ভূতলে নিপতিতা হইলেন ॥১॥

* ‘...অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ’—বঙ্গ বর্দ্ধ নি ।

মুহূর্তমিব রাজেন্দ্র ! পাণ্ডবানাং নিবেশনম্ ।
 অপ্রেক্ষণীয়মভবদার্তশ্বনবিনাদিতম্ ॥৩॥
 সা মুহূর্তঞ্চ রাজেন্দ্র ! পুত্রশোকান্ভিপীড়িতা ।
 কশ্মলাভিহতা বীর ! বৈরাটী ভ্রুবতদা ॥৪॥
 প্রতিলভ্য তু সা সংজ্ঞামুত্তরা ভরতর্ষভ ! ।
 অঙ্কগারোপ্য তং পুত্রমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৫॥
 ধর্মজ্ঞস্ত স্মৃতঃ সংস্বং ন ধর্মমবুধ্যসে ।
 যন্তুং বৃষ্ণিপ্রবীরস্য কুরুষে নাভিবাদনম্ ॥৬॥
 পুত্র ! গত্বা গম বচো ক্রয়াস্তুং পিতরং হ্রিদম্ ।
 দুর্ম্মরং প্রাণিনাং বীর ! কালেহপ্রাপ্তে কথঞ্চন ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

মুহূর্তমিতি । নিবেশনং ভবনম্ । অপ্রেক্ষণীয়ং দর্শনাযোগ্যম্ ॥৩॥
 সেতি । কশ্মলাভিহতা মোহাক্রান্তা, বৈরাটী উত্তরা ॥৪॥
 প্রতীতি । সংজ্ঞাং চৈতন্যম্ । অঙ্কং ক্রোড়ম্ ॥৫॥
 ধর্মজ্ঞস্তেতি । ধর্মজ্ঞাত্যভিমন্তোঃ । বৃষ্ণিপ্রবীরস্য পিতৃর্মাতুলস্ত কৃষ্ণস্ত ॥৬॥
 পুত্রেতি । পিতরমভিমন্ত্যম্ । দুর্ম্মরং দুষ্করমরণম্ ॥৭॥

হতপুত্রা ও পরিচ্ছদশূন্যা উত্তরাকে ভূতলে নিপতিতা দেখিয়া কুন্তী ও সমস্ত ভরতস্বীগণ হৃৎখার্ত হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তখন আর্তনাদে নিনাদিত সেই পাণ্ডবভবন মুহূর্তকাল যেন দৃষ্টির অযোগ্য হইয়া পড়িল ॥৩॥

বীর রাজশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে পুত্রশোকান্ভিপীড়িতা উত্তরা মুহূর্তকাল মূচ্ছিত হইয়া রহিলেন ॥৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পরে উত্তরা চৈতন্যলাভ করিয়া সেই পুত্রটিকে কোলে লইয়া এই কথা বলিলেন—॥৫॥

‘বৎস ! তুমি ধর্মজ্ঞের পুত্র হইয়া ধর্ম বৃদ্ধিতেছ না ? যে তুমি বৃষ্ণিবংশ-প্রবীর কৃষ্ণের অভিবাদন করিতেছ না ? ॥৬॥

পুত্র ! তুমি পরলোকে যাইয়া তোমার পিতা অভিমন্ত্যকে আমার এই বাক্য বলিবে—“বীর ! কাল উপস্থিত না হইলে প্রাণিগণের মৃত্যু সর্ব-প্রকারেই দুষ্কর” ॥৭॥

যাহং স্বয়া বিনাশেহ পত্যা পুত্রেণ চৈব হ ।
 মৰ্তব্যে সতি জীবামি হতস্বস্তিরকিঞ্চনা ॥৮॥
 অথবা ধৰ্ম্মরাজাহমমুজ্জাতা মহাভুজ ! ।
 ভক্ষয়িষ্যে বিষং ঘোরং প্রবেক্ষ্যে বা হুতাশনম্ ॥৯॥
 অথবা দুৰ্ম্মরং তাত ! যদিদং মে সহস্রধা ।
 পতিপুত্রবিহীনায়া হৃদয়ং ন বিদীৰ্য্যতে ॥১০॥
 উত্তিষ্ঠ পুত্র ! পশ্যেমাং দুঃখিতাং প্রপিতামহীম্ ।
 আৰ্ত্তামুপপ্লুতাং দীনাং নিমগ্নাং শোকসাগরে ॥১১॥
 আৰ্য্যাক্ষ পশ্য পাঞ্চালীং সাত্বতীঞ্চ তপস্বিনীম্ ।
 মাঞ্চ পশ্য হৃদুঃখার্ত্তাং ব্যাধবিক্কাং মৃগীমিষ ॥১২॥
 উত্তিষ্ঠ পশ্য বদনং লোকনাথস্য ধীমতঃ ।
 পুণ্ডরীকপলাশাক্ষং পুরেব চপলেক্ষণম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

বেতি । হতং স্বস্তি মঙ্গলং বশ্তাঃ সা, অকিঞ্চনা দীনা ॥৮॥
 অথবেতি । ধৰ্ম্মরাজা ধৰ্ম্মরাজেন যুধিষ্ঠিরেণ । “ভাবিনি ভূতবহুপচারঃ” ইতি দ্বায়াং
 মহাভুজ ইতি সম্বোধনম্ ॥৯॥
 অথবেতি । বদ্যমাং, ইদং হৃদয়মিতি সম্বন্ধঃ ॥১০॥
 উত্তিষ্ঠেতি । প্রপিতামহীং কুন্তীম্ । উপপ্লুতাং শোকেনাকুলাম্ ॥১১॥
 আৰ্য্যামিতি । আৰ্য্যং ব্রহ্মবান্নাননীয়াম্, সাত্বতীং সাত্বতবংশজাতাং হৃদ্রাজাং, তপস্বিনীং
 শোচ্যাম্ ॥১২॥
 উত্তিষ্ঠেতি । লোকনাথস্য কৃষ্ণস্য । পুণ্ডরীকপলাশবৎ পদ্মপত্রবৎ অক্ষিণী বস্ত্র তৎ ॥১৩॥

যে আমি, তুমি পুত্র এবং পতি অভিমত্যা—এই উভয়বিহীনা হওয়ায় মরা
 উচিত হইলেও মঙ্গলশূন্য ও অকিঞ্চনা হইয়া জীবনধারণ করিতেছি ॥৮॥

অথবা মহাবাহু ! আমি ধৰ্ম্মরাজের অনুমতি লইয়া ভয়ঙ্কর বিষভক্ষণ
 করিব কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব ॥৯॥

অথবা বৎস ! আমার মরণ ছকর । যেহেতু আমি পতিপুত্রবিহীনা হইয়াছি;
 তথাপি আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না ॥১০॥

পুত্র ! উঠ, তোমার এই প্রপিতামহী কুন্তীদেবী দুঃখিতা, শোকার্ত্তা,
 আকুলা, দীনা ও শোকসাগরে নিমগ্না হইয়াছেন, দেখ ॥১১॥

আৰ্য্য ! জ্যোপদী, শোচনীয়া স্নভ্রজা এবং ব্যাধবাণবিক্কা হ্রস্বগীর্ণ আয়
 অতিদুঃখার্ত্তা আমাকেও দর্শন কর ॥১২॥

এবং বিপ্রলপন্তীং তাং দৃষ্ট্বা নিপতিতাং পুনঃ ।
 উত্তরাং তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ পুনরুত্থাপয়ন্ততঃ ॥১৪॥
 উত্থায় চ পুনর্ধৈর্য্যাস্তদা মৎশ্রপতেঃ স্ততা ।
 প্রাঞ্জলিঃ পুণ্ডরীকাকং ভূমাবেবাভ্যবাদয়ৎ ॥১৫॥
 শ্রুত্বা স তস্তা বিপুলং বিলাপং পুরুষর্ষভঃ ।
 উপস্পৃশ্য ততঃ কৃষ্ণে ব্রহ্মাস্ত্রং প্রত্যসংহরৎ ॥১৬॥
 প্রতিজ্ঞে চ দাশার্হস্তস্য জীবিতমচ্যুতঃ ।
 অত্রবীচ্চ বিশুদ্ধাত্মা সর্বং বিশ্রাবয়ন্ জগৎ ॥১৭॥
 ন ত্রবীম্যুত্তরে ! সিধ্যা সত্যমেতদ্ভবিষ্যতি ।
 এষ সঞ্জীবয়াম্যেনং পশ্চতাং সর্বদেহিনাম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । নিপতিতাং ভূমৌ । উত্থাপয়ন্ত্যাড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥১৪॥
 উত্থায়েতি । মৎশ্রপতেবিরিটশ্চ, স্ততা উত্তরা ॥১৫॥
 শ্রুত্বেতি । উপস্পৃশ্য আচম্য । “উপস্পর্শস্বাচমনম্” ইত্যমরঃ । উপসর্গাৎ পূর্বমড়াগম
 আর্ষঃ ॥১৬॥
 প্রতীতি । দাশার্হঃ কৃষ্ণঃ, অচ্যুতঃ অধ্যবসায়াদভ্রষ্টঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

সৈবমিতি ॥১—১২॥ পুরা যথা চপলেক্ষণমভিমহ্যমহং পশ্যামি তথা পুণ্ডরীকপলাশাকং
 কৃষ্ণং পশ্যেতি সম্বন্ধঃ ॥১৩—২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পূর্বনি অশ্বমেধে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৭॥

বৎস । তুমি উঠ ; পদ্মপত্রের আয় নয়নযুক্ত এবং পূর্বের আয় চঞ্চলনয়ন
 এই ধীমান্ জগদীশ্বর কৃষ্ণের মুখমণ্ডল দর্শন কর' ॥১৩॥

উত্তরা এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিয়া পুনরায় ভূতলে নিপতিত হইলেন ।
 তখন তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা সকলে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে ভূতল হইতে
 উত্তোলন করিলেন ॥১৪॥

বিরাতনন্দিনী উত্তরা তখন পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া ভূতলে
 থাকিয়াই কৃতাজলি হইয়া কৃষ্ণকে অভিবাদন করিলেন ॥১৫॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ উত্তরার বিপুল বিলাপ শুনিয়া আচমন করিয়া তাহার পর
 সেই ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার করিলেন ॥১৬॥

দাশার্হবংশীয় কৃষ্ণ তখন সেই মৃত বালকের জীবনদানের প্রতিজ্ঞা করিলেন
 এবং নির্মলচিত্ত কৃষ্ণ সমস্ত জগৎকে শুনাইতে থাকিয়া এই কথা বলিলেন— ॥১৭॥

নোক্তপূৰ্ব্বং ময়া মিথ্যা ঐশ্বৰ্য্যপি কদাচন ।
 ন চ যুদ্ধাৎ পরাবৃত্তস্তথা সঞ্জীবতাময়ম্ ॥১৯॥
 যথা মে দয়িতো ধৰ্ম্মো ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষতঃ ।
 অভিমন্তোঃ স্মৃতো জাতো স্মৃতো জীবন্তয়ং তথা ॥২০॥
 যথাহং নাভিজানামি বিজয়েন কদাচন ।
 বিরোধং তেন সত্যেন স্মৃতো জীবন্তয়ং শিশুঃ ॥২১॥
 যথা সত্যঞ্চ ধৰ্ম্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ ।
 তথা স্মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্ত্যজঃ ॥২২॥
 যথা কংসশ্চ কেশী চ ধৰ্ম্মেণ নিহতৌ ময়া ।
 তেন সত্যেন বালোহ্ময়ং পুনঃ সঞ্জীবতামিহ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । এনং স্মৃতবালকম্ ॥১৮॥
 নেতি । ঐশ্বৰ্য্যপি যথেষ্টালাপাষেপি । পরাবৃত্তঃ পলায়িতঃ ॥১৯॥
 যথেন্দি । দয়িতঃ প্রিয়ঃ । স্মৃতো জাত ইত্যময়ঃ ॥২০॥
 যথেন্দি । বিজয়েন অৰ্জুনেন সহ ॥২১॥
 যথেন্দি । যথা তথেন্দি স্বয়মপি হেতুর্থে ॥২২॥
 যথেন্দি । কেশী তদাখ্যঃ কশ্চিদম্বরঃ ॥২৩॥

‘উত্তরা । আমি মিথ্যা বলিতেছি না, আমার এই বাক্য সত্য হইবে । এই আমি সকল প্রাণীর সমক্ষে এই মৃত বালককে সঞ্জীবিত করিতেছি ॥১৮॥

আমি পূৰ্বে কখনও যথেষ্টালাপের সময়েও মিথ্যা বলি নাই এবং যুদ্ধ হইতে পলায়ন করি নাই । সেই ধৰ্ম্মের বলে এই বালক জীবিত হউক ॥১৯॥

যেহেতু ধৰ্ম্ম আমার প্রিয় এবং ব্রাহ্মণ বিশেষ প্রিয় ; সেই হেতু অভিমন্ত্যর মৃতজাত পুত্র জীবিত হউক ॥২০॥

আমি যখন কখনও অৰ্জুনের সহিত বিরোধের বিষয় জানি না, সেই সত্যের বলে এই মৃতশিশু জীবিত হউক ॥২১॥

যেহেতু সত্য ও ধৰ্ম্ম সৰ্ব্বদা আমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই হেতু এই অভি মন্ত্যর মৃতপুত্র জীবিত হউক ॥২২॥

আমি যেহেতু ধৰ্ম্মানুসারে কংস ও কেশীকে বধ করিয়াছি, সেই সত্যধৰ্ম্মের বলে এই বালক পুনরায় জীবিত হউক’ ॥২৩॥

ইতু্যন্তো বাস্তুদেবেন স বালো ভরতর্ষভ ! ।

শনৈঃ শনৈর্গহ্য রাজ ! প্রাপ্পন্নত সচেতনঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে পরীক্ষিৎসঞ্জীবনে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—ঃঃ—

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃঃঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ব্রহ্মাস্ত্রস্ত যদা রাজন্ ! কৃষ্ণেন প্রতिसংহতম্ ।

তদা তদ্বেশ্ম তে পিত্রা তেজসাভিবিদীপিতম্ ॥১॥

ততো রক্ষাংসি সর্বাণি নেশুন্ত্যক্তা গৃহস্ত তৎ ।

অন্তরীক্ষে চ বাগাসীৎ সাধু কেশব ! সাধ্বিতি ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । সচেতনচৈতন্যযুক্তঃ সন্ প্রাপ্পন্নত কিঞ্চিদঙ্গসঞ্চালনমকরোৎ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—ঃঃ—

ব্রহ্মেতি । তদ্বেশ্ম স্মৃতিকাগৃহম্, তে পিত্রা পরীক্ষিতা ॥১॥

তত ইতি । নেশুঃ পলায়াক্রিয়ৈ । বাগ্ দৈববাগী ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, সেই বালক চৈতন্যসম্পন্ন হইয়া
ধীরে ধীরে অল্প অল্প অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিল ॥২৪॥

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘রাজা ! কৃষ্ণ যখন সেই ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার
করিলেন, তখন আপনার পিতা নিজের তেজে সেই স্মৃতিকাগৃহ সম্পূর্ণ
আলোকময় করিলেন ॥১॥

তাহার পর সমস্ত প্রকার রাক্ষসেরা সেই স্মৃতিকাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া
পলায়ন করিল এবং আকাশে এইরূপ দৈববাগী হইল যে, ‘কৃষ্ণ ! সাধু সাধু’ ॥২॥

* ‘...একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ’—বহু বর্জ নি ।

তদন্তঃ জ্বলিতং চাপি পিতামহমগাতদা ।
 ততঃ প্রাণান্ পুনর্লেভে পিতা তব জনেশ্বর ! ॥৩॥
 ব্যচেষ্ঠেত চ বালোহসৌ যথোৎসাহং যথাবলম্ ।
 বভূবুর্দিতা রাজন্ ! ততস্তা ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥৪॥
 ব্রাহ্মণা বাচয়ামাসুর্গোবিন্দস্শ্রব শাসনাৎ ।
 ততস্তা মুদিতাঃ সর্বাঃ প্রশশংসুর্জনর্দনম্ ॥৫॥
 স্ত্রিয়ো ভরতসিংহানাং নাবং লক্কেব পারগাঃ ।
 কুন্তী দ্রুপদপুত্রী চ স্নভদ্রা চোত্তরা তথা ।
 স্ত্রিয়শ্চাত্মা নৃসিংহানাং বভূবুর্হৃষ্টমানসাঃ ॥৬॥
 তত্র মল্লা নটাস্চৈব গ্রন্থিকাঃ সৌখ্যশায়িকাঃ ।
 সূতমাগধসজ্জাশ্চাপ্যস্তবংস্ত জনর্দনম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি । তদন্তঃ ব্রহ্মান্তম্, পিতামহং ব্রহ্মাণম্ ॥৩॥
 ব্যচেষ্ঠেতি । ব্যচেষ্ঠেত অঙ্গসঞ্চালনমকরোৎ ॥৪॥
 ব্রাহ্মণা ইতি । বাচয়ামাসুঃ স্বস্তিমঙ্গলাদিকম্, শাসনাদাদেশাৎ ॥৫॥
 স্ত্রিয় ইতি । ভরতসিংহানাং ভরতবংশশ্রেষ্ঠানাম্ । ঘটপাদোহয়ং স্রোতঃ ॥৬॥
 তত্রোতি । গ্রন্থিকাদয়ঃ স্মৃতিপাঠকবিশেষাঃ ॥৭॥

নরনাথ ! প্রজ্বলিত সেই ব্রহ্মান্তও তখন ব্রহ্মার নিকট চলিয়া গেল ।
 তাহার পর আপনার পিতা পুনরায় প্রাণলাভ করিলেন ॥৩॥

রাজা ! ক্রমে সেই বালকটী উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে অঙ্গসঞ্চালন
 করিতে লাগিল । তখন সেই ভরতবংশীয় স্ত্রীলোকেরা সকলেই আনন্দিত
 হইলেন ॥৪॥

ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণের আদেশক্রমে স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন । তদনন্তর
 সেই স্ত্রীলোকেরা সকলে কৃষ্ণের প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥৫॥

কুন্তী, দ্রৌপদী, স্নভদ্রা ও উত্তরাপ্রভৃতি ভরতশ্রেষ্ঠগণের স্ত্রীগণ ও অন্তান্ত
 প্রধান প্রধান লোকের স্ত্রীগণ নৌকা পাইয়া পারগামী লোকদিগের স্ত্রায়
 হইউচিত হইলেন ॥৬॥

তখন মল্ল, নট, গ্রন্থিক, সৌখ্যশায়িক, স্মৃত ও মাগধসমূহ কৃষ্ণের স্তব
 করিতে লাগিল ॥৭॥

কুরুবংশস্তব্যাখ্যাভিরানীভির্ভরতর্ষভ ! ।

সভাজয়ত সংহ্রষ্টো মহারাজ ! মহাজনঃ ॥৮॥

উথায় তু যথাকালমুত্তরা যদ্বনন্দনম্ ।

অভ্যবাদয়ত শ্রীতা সহ পুত্রাণ ভারত ! ॥৯॥

ততস্তশ্চৈ দদৌ শ্রীতো বহুরঙ্গং বিশেষতঃ ।

তথৈব বৃষ্ণিশার্দূলো নাম চান্সাকরোৎ প্রভুঃ

পিতৃস্তুব মহারাজ ! সত্যসঙ্কো জনার্দনঃ ॥১০॥

পরীক্ষীণে কূলে যস্মাজ্জাতোহয়মভিমন্যুজঃ ।

পরীক্ষিতি নামাস্ম ভবত্বিত্যত্রবীতদা ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কুক্ষিতি । কুরুবংশস্তব্যাখ্যাভিঃ স্তিরূপাভিঃ । সভাজয়ত অভ্যনন্দং ॥৮॥

উথায়তি । কালমনতিক্রম্যতি যথাকালম্, পুত্রজীবনক্ষণ এবোত্যর্থঃ ॥৯॥

তত ইতি । বৃষ্ণিশার্দূলঃ কৃষ্ণঃ । সত্যসঙ্কঃ সত্যপ্রতিজঃ । যদুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥

পরীতি । কূলে কুরুবংশে । পরীক্ষিতি যোগরূঢ়ঃ শব্দঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্রয়োদশমিতি ॥১—৪॥ বাচয়ামাস্বঃ স্বতীতি শেষঃ ॥৫—৬॥ গ্রহিকাঃ দৈবজ্ঞাঃ, “গ্রহিকন্ত
করীরে স্রাদ্ধবজ্রে গুণ্ণলুক্রমে” ইতি বিশ্বলোচনঃ । স্বথাবহং সৌখ্যং শয়নমিতি পৃচ্ছন্তি
তে সৌখ্যশায়নিকাঃ । পৃচ্ছতৌ হস্রাতাদিভ্য ইতি ঠক্ অল্পশতিকাদিঃ ॥৭॥ কুরুবংশস্ত
স্তবমাচকতে তাভিঃ কুরুবংশস্তব্যাখ্যাভিঃ ॥৮—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্যনি অশ্বমেধে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! ক্রমে প্রধান প্রধান লোকসকল কুরুবংশের স্তব ও
অশীর্বাদদ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥৮॥

উত্তরা তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান করিয়া পুত্রটিকে কোলে লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে
কৃষ্ণকে অভিবাদন করিলেন ॥৯॥

মহারাজ ! তদনন্তর বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ সন্তুষ্টচিত্ত
সেই বালকটিকে বিশেষ বিশেষ বহু রত্ন দান করিলেন এবং আপনার পিতার
নামকরণ করিলেন ॥১০॥

যেহেতু কুরুবংশ পরীক্ষীণ হইয়া গেলে পর অভিমহ্যুর এই পুত্রটী
জন্মিয়াছে, সেট হেতু ইহার নাম হউক—‘পরীক্ষিৎ’ ॥১১॥

(৮) দ্বিতীয়ার্ধপাঠঃ—পি বহু বর্দ্ধ নাস্তি ।

(১০) তত কৃষ্ণো দদৌ হ্রষ্টো ।—তথৈব বৃষ্ণিশার্দূলো—পি বহু বর্দ্ধ ।

সোহবৰ্দ্ধত যথাকালং পিতা তব জনাধিপ ! ।
 মনঃপ্রহ্লাদনশ্চাসীৎ সৰ্বলোকশ্চ ভারত ! ॥১২॥
 মাসজাতস্ত্ব তে বীর ! পিতা ভবতি ভারত ! ।
 অথাজগ্মুঃ স্বেচ্ছলং রত্নগাদায় পাণ্ডবাঃ ॥১৩॥
 তান্ মগীপগতান্ শ্রুত্বা নিৰ্ব্যুৰ্দ্ধিঃপুঙ্গবাঃ ।
 অলক্ষক্ৰুশ্চ মাল্যোঘৈঃ পুরুষা নাগসাহস্রয়ম্ ॥১৪॥
 পতাকাভিবিচিত্রাভিধ্বজৈশ্চ বিবিধৈরপি ।
 বেশ্মানি মগলক্ষকুঃ পৌরাশ্চাপি জনেশ্বর ! ॥১৫॥
 দেবতায়তনানাঞ্চ পূজাঃ স্বেবিবিধান্তথা ।
 সন্নিদেশাথ বিহুরঃ পাণ্ডুপুত্রপ্রিয়েন্সয়া ॥১৬॥
 রাজমার্গাশ্চ তত্রাসন্ স্নমনোভিরলঙ্কতাঃ ।
 শুশুভে তৎপূরুকাপি সমুদ্রৌঘনিভশ্বনম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । মনাংসি প্রহ্লাদয়তি আনন্দয়তীতি সঃ ॥১২॥
 মাসেতি । ভবতি অভবৎ, মাসং জাত ইতি মাসজাত একমাসবয়স্ক ইত্যর্থঃ ॥১৩॥
 তানিতি । নাগসাহস্রয়ং হস্তিনাখ্যনগরম্ ॥১৪॥
 পতাকাভিরিতি । বেশ্মানি গৃহাণি ॥১৫॥
 দেবতেতি । সন্নিদেশ অজ্ঞাপয়ামাস ॥১৬॥
 রাজেতি । স্নমনোভিঃ পুংসৈঃ । সমুজ্জত ওঘনিভঃ প্রবাহশব্দত্বাঃ স্বনঃ শব্দো যন্ত
 ৩৭ ॥১৭॥

ভরতনন্দন নরনাথ ! আপনার পিতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং
 সমস্ত লোকেরই মনের আনন্দজনক হইতে থাকিলেন ॥১২॥

ভরতনন্দন বীর ! আপনার পিতা একমাসবয়স্ক হইলেন । তাহার পর
 পাণ্ডবেরা বহুতর রত্ন লইয়া আগমন করিলেন ॥১৩॥

তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধিবংশজেষ্টগণ নির্গত হইয়া
 গেলেন । ওদিকে পুরুষগণ মাল্যসমূহ দ্বারা হস্তিনানগর অলঙ্কৃত করিল ॥১৪॥

নরনাথ ! এবং পুরবাসিগণ বিচিত্র পতাকা ও নানাবিধ ধ্বজ দ্বারা আপন
 আপন গৃহ সুশোভিত করিল ॥১৫॥

তার পর, বিহুর পাণ্ডবগণের প্রিয়কর্ষ্য করিবার ইচ্ছায় দেবালয়ে নানা
 বিধ পূজা করিবার আদেশ করিলেন ॥১৬॥

নর্তকৈশ্চাপি নৃত্যস্তির্গায়কানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ।
 আসীদৈশ্রবণশ্চেব নিবাসস্তৎপুরং তদা ॥১৮॥
 বন্দিভিঃ নরৈ রাজন্ ! স্ত্রীসহায়ৈশ্চ সর্বশঃ ।
 তত্র তত্র বিবিক্তেষু সমস্তাদুপশোভিতম্ ॥১৯॥
 পতাকা ধূয়মানাশ্চ সমস্তান্মাতরিশ্বনা ।
 অদর্শয়ন্নিব তদা কুরুন্ বৈ দক্ষিণোত্তরান্ ॥২০॥
 অঘোষয়ন্তদা চাপি পুরুষা রাজমার্গতঃ ।
 সর্সরাত্রবিহারোহু রত্নাভরণলক্ষণঃ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে পাণ্ডবাগমনে অন্তীশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

ভারতকৌমুদী

নর্তকৈরिति । বৈশ্রবণশ্চ কুবেরশ্চ, নিবাসো নগরমিব ॥১৮॥
 বন্দিভিরिति । বন্দিভিঃ স্তুতিপাঠকৈঃ । বিবিক্তেষু পবিত্রস্থানেষু ॥১৯॥
 পতাকা ইতি । ধূয়মানাঃ কন্ধ্যমানাঃ, মাতরিশ্বনা বায়ুনা । কুরুন্ দেশান্ ॥২০॥
 অঘোষয়ন্নিতি । রত্নাভরণং তদানমেব লক্ষণং স্বরূপং যন্ত সঃ, সর্সরাত্রবিহারঃ সর্সরাহ
 রাত্রিষু আমোদঃ ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিন্দাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে অন্তীশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥

হস্তিনানগরের রাজপথগুলি পুষ্পদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল এবং সমুদ্রতরঙ্গ-
 শব্দের শ্রায় কোলাহলে পরিপূর্ণ সেই নগর শোভা পাইতেছিল ॥১৭॥

তখন নৃত্যগ্ৰন্থ নর্তকগণ এবং গায়কগণের কণ্ঠশব্দে সেই হস্তিনানগরটি
 কুবেরের অলকাপুরীর শ্রায় হইয়াছিল ॥১৮॥

রাজা ! স্ত্রীসমন্বিত স্তুতিপাঠক মাহুযগণদ্বারা সকল দিকে এবং সেই সেই
 পবিত্র স্থানে নগরটি উপশোভিত হইয়াছিল ॥১৯॥

সকল দিকে বায়ুকর্তৃক আন্দোলিত পতাকা সকল তখন যেন দক্ষিণকুরু ও
 উত্তরকুরু দেশ দেখাইতেছিল ॥২০॥

এবং তখন পুরুষেরা রাজপথ হইতে ঘোষণা করিতেছিল যে, ‘অস্ত সমস্ত
 রাত্রি রত্ন ও আভরণদানে আমোদ চলিতে থাকিবে’ ॥২১॥

(২১) পুরুষা রাজধূর্তাঃ—পি বহু বর্দ্ধ । ...সর্সরাত্রবিহারোহু—বহু বর্দ্ধ ।

* ‘সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ’—বহু বর্দ্ধ নি ।

উননবতিতমোহধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তান্ সগীপগতান্ শ্রদ্ধা পাণ্ডবান্ শত্রুকর্ষণঃ ।
বাসুদেবঃ সহামাত্যঃ প্রায়সৌ সস্তুদগণাঃ ।
তে সমেত্য যথান্যায়ং প্রভূদ্যাতা দিদৃক্ষয়া ॥১॥
তে সমেত্য যথাক্ষয়ং পাণ্ডবা বৃষ্ণিভিঃ সহ ।
বিবিশুঃ সহিতা রাজন্ ! পুরং বারগদাহবয়ন্ ॥২॥
বিশতন্তস্মৈ সৈন্তস্মৈ খুরনেমিস্বনেন হ ।
দ্রাবাপৃথিব্যৌ খণ্ডৈব সর্বমাসীৎ সমাবৃত্য ॥৩॥
তে কোশানগ্রতঃ কৃষ্ণা বিবিশুঃ স্বপুরং তদা ।
পাণ্ডবাঃ প্রীতমনসঃ সাতাত্যাঃ সস্তুদগণাঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি । দিদৃক্ষয়া দ্রষ্টুমিচ্ছয়া । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

ত ইতি । বারগদাহবয়ং হস্তিনাখ্যম্ ॥২॥

বিশত ইতি । অশ্বানাং খুরা নেময়ো রথচক্রপ্রাস্তান্ত তপসাং স্বনেন শব্দেন । সমাবৃতং ব্যাপ্তম্ ॥৩॥

ত ইতি । কোশান্ ধনাদারান্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবেরা নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া শত্রুদমন-কারী কৃষ্ণ অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের দিকে গমন করিলেন এবং তাঁহারা উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের দর্শনাভিলাষে যথানিয়মে প্রভূদগমন করিলেন ॥১॥

রাজা । সেই পাণ্ডবেরা ধর্ম্মানুসারে বৃষ্ণিগণের সহিত মিলিত হইয়া হস্তিনা-নগরে প্রবেশ করিলেন ॥২॥

সেই সৈন্তগণ প্রবেশ করিতে থাকিলে, অশ্বের খুর ও রথচক্রপ্রাস্তের শব্দে স্বর্গ, মর্ত্য ও আকাশ—এই সমস্তই ব্যাপ্ত হইল ॥৩॥

সন্তুষ্টচিত্ত পাণ্ডবগণ অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ধনভাণ্ড-

(৩) মহতন্তস্মৈ সৈন্তস্মৈ—পি বহু বর্ধ ।

তে সমেত্য যথান্যায়ং ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্ ।

কীর্তয়ন্তঃ স্বনামানি তস্মৈ পাদৌ ববন্দিরে ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্রাভ্যমুজ্জাতা গান্ধারীঃ সুবলান্নজাম্ ।

কুন্তীঞ্চ রাজশার্দূল ! তদা ভরতসত্তম ! ॥৬॥

বিহুরং পূজয়িত্বা চ বৈশ্ণাপুত্রং সমেত্য চ ।

পূজ্যমানাঃ স্ম তে বীরা ব্যরোচন্তু বিশাংপতে ! ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ততস্তৎ পরমাশ্চর্য্যং বিচিত্রং মহদদ্ভুতম্ ।

শুশ্রবস্তে তদা বীরাঃ পিতৃস্তে জন্ম ভারত ! ॥৮॥

তদুপশ্রুত্য তৎকৰ্ম বাসুদেবস্ত ধীমতঃ ।

পূজার্হং পূজয়ামাস্তঃ কৃষ্ণং দেবকীনন্দনম্ ॥৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে বাসুদেবপূজনে উননবতিতমোহধ্যায়ঃ * ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । স্বনামকীর্তনং ধৃতরাষ্ট্রশাস্ত্রদ্বয়েন দর্শনাসম্ভবাৎ ॥৫॥

ধৃত্যেতি । ধৃতরাষ্ট্রেণ অভ্যহুজ্জাতা পূজ্যানামভিবাদনে । বৈশ্ণাপুত্রং যুয়ুৎসুম্ ॥৬—৭॥

তত ইতি । পরমাশ্চর্য্যং যুতাবস্থায়ং জন্ম, মহদদ্ভুতং কৃষ্ণেন জীবনদানম্ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তান্ সমীপগতানিতি ॥১—৩॥ জ্ঞাপুণিষ্যোঃ সম্বন্ধি খযাকাশমবকাশমিতি যা৭৭ ॥৪—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে উননবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮২॥

গুলি অগ্রে রাখিয়া তখন হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ॥৪॥

তাহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন আপন নামকীর্তন করিতে থাকিয়া যথানিয়মে তাহার চরণযুগল বন্দন করিলেন ॥৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ভরতবংশপ্রধান নরনাথ ! তখন পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি-
ক্রমে সুবলনন্দিনী গান্ধারী, কুন্তী ও বিহুরের সম্মান করিয়া এবং যুয়ুৎসুর
নিকটে যাইয়া তাঁহাকর্তৃক পূজিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬—৭॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর তাহারা আপনার পিতার সেই পরমাশ্চর্য্য,
বিচিত্র ও মহাদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত শুনিলেন ॥৮॥

(৬) ধৃতরাষ্ট্রাদিহ চ তে—পি বহ ।

• 'ইতঃ পরম্ অখ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি—বহ বর্জ্জ নি ।

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

ততঃ কতিপয়াহস্ত ব্যাসঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।
আজগাম মহাতেজা নগরং নাগসাহস্রয়ম্ ॥১॥
তস্মৈ সৰ্বে যথান্যায়ং পূজাং চক্ৰুঃ কুরুদ্বহাঃ ।
সহ বৃক্ষ্যাক্ষকব্যাত্ৰৈরুপাসাঞ্চক্ৰিরে তদা ॥২॥
তত্র নানাবিধাকারাঃ কথাঃ সমভিকীর্ত্য বৈ ।
যুধিষ্ঠিরো ধৰ্ম্মশ্রুতো ব্যাসং বচনমব্রবীৎ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

উদিতি । তৎ যুতাবস্থায়ঃ জন্ম ॥১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্বামীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি
অশ্বমেধে উননবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । কতিপয়াহস্ত অভিক্রমে সতীতি শেষঃ । নাগসাহস্রয়ং হস্তিনাখ্যম্ ॥১॥
তস্মৈতি । বৃক্ষ্যাক্ষকব্যাত্ৰৈরুক্ষিবংশাক্ষকবংশশ্ৰেষ্ঠৈঃ ॥২॥
তত্রৈতি । নানাবিধাকারাঃ বহুপ্রকারা ॥৩॥

পরে ধীমান্ বাসুদেবের সেই কার্য্য গ্রহণ করিয়া পূজার যোগ্য দেবকী-
নন্দন কৃষ্ণের পূজা করিলেন ॥৯॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কয়েকদিন অতীত হইলে সত্যবতীর
পুত্র মহাতেজা বেদব্যাস হস্তিনানগরে আগমন করিলেন ॥১॥

তখন কৌরবশ্রেষ্ঠগণ বৃষ্ণি ও অক্ককবংশশ্রেষ্ঠগণের সহিত মিলিত হইয়া
যথানিয়মে বেদব্যাসের পূজা ও উপাসনা করিলেন ॥২॥

তখন নানাপ্রকার কথা বলিয়া ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে এই কথা
বলিলেন—॥৩॥

ভবৎপ্রসাদাদ্ভগবন্ ! যদিদং রত্নমাহতম্ ।

উপযোক্তুং তদিচ্ছামি বাজিমেধে মহাক্রতো ॥৪॥

তমমুজ্ঞাতগিচ্ছামি ভবতা মুনিসত্তম ! ।

ত্বদধীন। বয়ং সৰ্বে কৃষ্ণশ্চ চ মহাত্মনঃ ॥৫॥

ব্যাস উবাচ ।

অমুজ্ঞানামি রাজন্ ! ত্বাং ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ।

যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবদক্ষিণাবতা ॥৬॥

অশ্বমেধো হি রাজেন্দ্র ! পাবনঃ সৰ্বপাপুনাং ।

তেনেক্ষ্ণ। ত্বং বিপাপু। বৈ ভবিত। নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । * ।

ইতুক্তঃ স তু ধৰ্ম্মাত্মা কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

অশ্বমেধশ্চ কৌরব্য ! চকারাহরণে মতিম্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ভবদ্বিতি । উপযোক্তুং নিষোক্তুম্, বাজিমেধে অশ্বমেধে ॥৪॥

তমিতি । তং বাজিমেধম্, ভবতা অমুজ্ঞাতগিচ্ছামি ॥৫॥

অধ্বিতি । দক্ষিণাবতা প্রচুরদক্ষিণাশালিনা ॥৬॥

অশ্বমেতি । সৰ্বপাপুনাং পাবনো নাশক ইত্যর্থঃ । ইষ্ট। দেবান্ পূজয়িত্বা ॥৭॥

ইতীতি । আহরণে অহুষ্ঠানে, মতিমিচ্ছাম্ ॥৮॥

‘ভগবন্ ! আপনার অমুগ্রাহ আমরা এই যে রত্ন আনয়ন করিয়াছি, তাহা মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করি ॥৪॥

মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি ইচ্ছা করি, আপনি সেই যজ্ঞ করিবার অমুমতি দেন । কারণ, আমরা সকলেই আপনার ও মহাত্মা কৃষ্ণের অধীন’ ॥৫॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘রাজা ! আমি তোমাকে অমুমতি করিতেছি, ইহার পরে যাহা কর্তব্য, তাহা তুমি কর । তুমি যথাবিধানে প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত অশ্বমেধযজ্ঞ কর ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! অশ্বমেধযজ্ঞ সমস্ত পাপনাশক ; সুতরাং তুমি সেই যজ্ঞ করিয়া পাপবিহীন হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৌরবনন্দন ! বেদব্যাস এই কথা বলিলে, ধৰ্ম্মাত্মা কুরুরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞের অহুষ্ঠানে ইচ্ছা করিলেন ॥৮॥

সমনুজ্জাপ্য তৎ সর্বং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৃপঃ ।
 বাসুদেবমথাভ্যেত্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ ॥৯॥
 দেবকী স্প্রজা দেবী ত্বয়া পুরুষসত্তম ! ।
 যদ্বৈষ্ণাং ত্বাং মহাবাহো ! তৎকৃথাংস্তুমিহাচ্যুত ! ॥১০॥
 ত্বৎপ্রভাবাজ্জিতান্ ভোগানশ্রীম যদুনন্দন ! ।
 পরাক্রমেণ বুদ্ধ্যা চ ত্বয়েয়ং নির্জিতা মহী ॥১১॥
 দীক্ষয়স্ব ত্বগাজানং ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ ।
 ত্বয়ীকৃতবতি দাশার্হ ! বিপাপু! ভবিতা হুহম্ ॥১২॥
 ত্বং হি যজ্ঞো গুরুশ্চ ত্বং ধর্ম্যজ্ঞস্ত্বং প্রজাপতিঃ ।
 ত্বং গতিঃ সর্বভূতানামিতি মে নিশ্চিতা গতিঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি । সমনুজ্জাপ্য সমাগনুজ্জাং কারয়িত্বা ॥৯॥
 দেবকীতি । স্প্রজা স্তসন্তানা ॥১০॥
 ত্বদ্বিতি । ভোগান্ রাজ্যাদীনাম্, অশ্রীম কুর্ষঃ ॥১১॥
 দীক্ষয়স্বতি । দীক্ষয়স্ব অশ্বমেধযজ্ঞে প্রবর্তয়স্ব । ইষ্টবতি যজ্ঞং কৃতবতি সতি ॥১২॥
 ত্বমিতি । প্রজাপতিলোকাদীশ্বরঃ । গতিরাত্রয়ঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

বৈষ্ণাপুত্রং যুয়ংহম্ ॥১—২॥ পাবনঃ নাশকঃ ॥১০—১১॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২০॥

বাগ্মী যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের নিকটে সমস্ত বিষয়ের অনুমতি লইয়া কৃষ্ণের
 নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন—॥৯॥

‘পুরুষশ্রেষ্ঠ ! দেবকীদেবী তোমাদ্বারাই স্তসন্তানা হইয়াছেন ; অতএব
 মহাবাহু অচ্যুত ! আমি তোমাকে যাগ বলিব, তুমি তাহা করিবে ॥১০॥

যদুনন্দন ! তোমার প্রভাবে রাজ্য জয় করিয়া তাহা ভোগ করিতেছি ।
 তুমি নিজেই পরাক্রম ও বুদ্ধিদ্বারা এই পৃথিবী জয় করিয়াছ ॥১১॥

অতএব দাশার্হ ! তুমি আপনাকে এই যজ্ঞে দীক্ষিত কর । কারণ, তুমিই
 আমাদের পরমগুরু, তুমি যজ্ঞ করিলে তাহাতে আমি পাপবিহীন হইব ॥১২॥

কৃক ! তুমি যজ্ঞ, তুমি গুরু, তুমি ধর্ম্যজ্ঞ, তুমি প্রজাপতি এবং তুমিই সমস্ত
 প্রাণীর গতি ; আমি এইরূপ বুদ্ধিই স্থির করিয়াছি’ ॥১৩॥

(১৩) ত্বং হি যজ্ঞোহক্ষরঃ সর্বঃ—পি বজ বর্জ ।

বাসুদেব উবাচ ।

ত্বমেবৈতন্মহাবাহো ! কর্তৃমুহ্মশ্রিনন্দম ! ।

ত্বং গতিঃ সৰ্ব্বভূতানামিতি মে নিশ্চিতা গতিঃ ॥১৪॥

ত্বং চাচ্চ কুরুবীরগাং ধৰ্ম্মেণ হি বিরাজসে ।

শুণীভূতাঃ স্ম তে রাজন্ ! ত্বং নো রাজন্ গুরুগ'তঃ ।

যজস্ব গদনুজ্ঞাতঃ প্রাপ্য এষ ক্রতুশ্রুয়া ॥১৫॥

যুনক্তু নো ভবান্ কার্য্যে যত্র বাঙ্কতি ভারত ! ।

সত্যং তে প্রতিজানামি সৰ্বং কৰ্ত্তাস্মি তেহনঘ ! ॥১৬॥

ভীমসেনাজ্জুনৌ চৈব তথা মাদ্রবতীহৃতৌ ।

ইষ্টবস্তো ভবিষ্যন্তি স্বয়ীষ্টবতি পার্থিবে ॥১৭॥

ইতি মহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিকপৰ্বণি
অশ্বমেধে কৃষ্ণব্যাসানুজ্ঞায়াং নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

ত্বমিতি । এতদশ্বমেধাখ্যং কৰ্ম্ম । গতিরশ্রয়ো রাজস্বাৎ ॥১৪॥

ত্বমিতি । কুরুবীরগাং মধ্যে । তে অস্ত্রে কুরুবীরাঃ, শুণীভূতান্তবোপসর্জনীভূতাঃ,
গুরুপদেষ্টা । প্রাপ্য: অচ্যুতঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

যুনক্তুতি । যুনক্তু প্রেরয়তু, নঃ অস্মান্ ॥১৬॥

ভীমেতি । মাদ্রবতীহৃতৌ নকুলসহদেবৌ । ইষ্টবস্তো যজ্ঞং কৃতবন্তঃ । একপাকবাসিতরা
একেন বৈধকৰ্ম্মকরণে সৰ্বেষামেব ফলভাগিদাদিত্যাশয়ঃ ॥১৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিনাসিদ্ধান্তবাগীভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়-

মাশ্বমেধিকপৰ্বণি নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'শত্রুদমন মহাবাহু! আপনি এই যজ্ঞ করিবার যোগ্য ।
কারণ, আপনি সমস্ত প্রাণীর গতি, আমিও এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়াছি ॥১৪॥

রাজা! আপনি এখন ধর্ম্মের গুণে কুরুবীরগণের মধ্যে বিরাজিত হইতে-
ছেন, অস্ত্র কোরবেরা আপনার উপসর্জনস্বরূপ, আপনি আমাদের রাজা এবং
গুরু । আমার অনুমতিক্রমে আপনি যজ্ঞ করুন, এই যজ্ঞ আপনারই
কর্তব্য ॥১৫॥

নিষ্পাপ ভরতনন্দন । আপনি যে কার্য্যে ইচ্ছা করেন, আমিাদিগকে সেই
কার্য্যে নিযুক্ত করুন । আমি আপনার নিবট সভ্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,
আমি আপনার সমস্ত কার্য্য করিব ॥১৬॥

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্ত কৃষ্ণেন ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

ব্যাসমামস্ত্র্য মেধাবী ততো বচনমব্রবীৎ ॥১॥

যদা কালং ভবান্ বেত্তি হয়সেধস্ত তদ্বতঃ ।

দীক্ষয়স্ব তদা মাং স্বং ত্র্যয়াভো হি মে ক্রতুঃ ॥২॥

ব্যাস উবাচ ।

অহং পৈলোহিথ কৌন্তেয় ! যাজ্ঞবল্ক্যস্তথৈব চ ।

বিধানং যদ্বথাকালং তৎ কর্তারো ন সংশয়ঃ ॥৩॥

চৈত্র্যাং হি পর্ণগাস্ত্র্যাস্ত তব দীক্ষা ভবিষ্যতি ।

সস্তারাঃ সংপ্রিয়স্তাঞ্চ যজ্ঞার্থং পুরুষর্ষভ ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । মেধাবী বুদ্ধিমান্ । বুদ্ধিমন্ত্যৈব ব্যাসমামস্ত্র্যমিতি ভাবঃ ॥১॥

ষদেতি । কালং শুভসময়ম্ । দীক্ষয়স্ব প্রবর্তয়স্ব ॥২॥

অহমিতি । যথাকালং যদবিধানং কর্তব্যং, তৎ কর্তারঃ করিষ্যামঃ ॥৩॥

চৈত্র্যামিতি । সস্তারাঃ প্রয়োজনীয়ভ্রব্যানি, সংপ্রিয়স্তাং সংগৃহ্যস্তাম্ ॥৪॥

রাজা । আপনি যজ্ঞ করিলে, ভীম, অজ্জুন, নকুল ও সহদেব—ইহাদের সকলেরই সেই যজ্ঞ করা হইবে’ ॥১৭॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, বুদ্ধিমান্ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বেদব্যাসকে সম্বোধন করিয়া, তাহার পর এই কথা বলিলেন—॥১॥

‘আপনি যখন অশ্বমেধযজ্ঞারম্ভের যথার্থ শুভ সময় মনে করেন, তখন আপনি আমাকে সেই যজ্ঞে দীক্ষিত করুন । কারণ, আমার যজ্ঞ আপনার অধীন’ ॥২॥

বেদব্যাস বলিলেন—‘কুন্তীনন্দন ! আমি, পৈল এবং যাজ্ঞবল্ক্য—আমরা যে সময়ে ষাহা কর্তব্য, সেই সময়ে তাহা করিব, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩॥

অশ্ববিদ্যাবিদশ্চব সূতা বিপ্রাশ্চ তদ্বিদঃ ।

মেধ্যংস্বং পরীক্ষস্তাং তব যজ্ঞার্থসিদ্ধয়ে ॥৫॥

তমুৎসৃজ যথাশাস্ত্রং পৃথিবীং সাগরাস্বরাম্ ।

স পর্যেতু যশো দীপ্তং তব পার্থিব ! বর্দ্ধয়ন্ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

ইতু্যক্তঃ স তথেষুত্বা পাণ্ডবঃ পৃথিবীপতিঃ ।

চকার সৰ্বং রাজেন্দ্র ! যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥৭॥

সস্তারাইশ্চব রাজেন্দ্র ! সৰ্ব্বৈ সঙ্কল্পিতান্তথা ।

স সস্তারান্ সমাহত্য নৃপো ধৰ্ম্মসুতন্তদা ।

অবেদয়দমেয়াত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় বৈ ॥৮॥

ততোহব্রবীশ্মহাতেজা ব্যাসো ধৰ্ম্মাভিজ্ঞং নৃপম্ ।

যথাকালং যথাযোগং সজ্জাঃ স্ম তব দীক্ষণে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অশ্বৈতি । সূতাঃ সারথয়ঃ, তদ্বিদঃ অশ্ববিদ্যাবিদঃ । মেধ্যং হিংসনীয়ম্ ॥৫॥

তমিতি । তমশ্বম্ । সঃ অশ্বঃ, পর্যেতু পরিভ্রমতু ॥৬॥

ইতীতি । ব্রহ্মবাদিনা বেদবক্তা ব্যাসেন, যথোক্তং, তৎসৰ্বং চকার ॥৭॥

সস্তারা ইতি । সঙ্কল্পিতা স্বয়মপাভীষ্টাঃ । সমাহত্য সংগৃহ্য । ঘটপাদঃ স্তোকঃ ॥৮॥

তত ইতি । যথাযোগং শাস্ত্রোক্তসম্বন্ধমনতিক্রম্য, সজ্জা বয়ং প্রস্তুতাঃ ॥৯॥

নরশ্রেষ্ঠ ! চৈত্ৰন্যাসের পূর্ণিমাতিথিতে তোমার দীক্ষা হইবে ; সেই যজ্ঞের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল সংগ্রহ কর ॥৪॥

অশ্ববিদ্যায় নিপুণ সারথিগণ এবং অশ্ববিদ্যায় বিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণ তোমার যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত হিংসনীয় অশ্বের পরীক্ষা করুন ॥৫॥

রাজা ! শাস্ত্র অনুসারে সেই অশ্ব ছাড়িয়া দাও এবং সেই অশ্ব তোমার উজ্জল যশ বৃদ্ধি করিতে থাকিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করুক' ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ ! বেদব্যাস এই কথা বলিলে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের উক্ত সমস্ত কার্য্যই করিতে লাগিলেন ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! বেদব্যাসোক্ত সমস্ত সস্তারাই যুধিষ্ঠিরেরও অভিপ্রেত হইল । তখন অমিতবুদ্ধি রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল সংগ্রহ করিয়া তাহা বেদব্যাসকে জানাইলেন ॥৮॥

(৬) তব পার্থিব ! দর্শয়ন্—বঙ্গ বর্দ্ধ । * এষ পাঠঃ নি নাস্তি ।

ক্ষ্যশ্চ কূৰ্চ্চ সৌবর্ণো যচ্চান্দ্ৰদপি কৌরব ! ।

তত্র যোগ্যং ভবেৎ কিঞ্চিদ্রৌক্ষং তৎক্রিয়তামিতি ॥১০॥

অশ্বেচ্চাৎসৃজ্যতামগ্ন পৃথ্যাগথ যথাক্রমম্ ।

সুগুপ্তং চরতাং চাপি যথাশাস্ত্রং যথাবিধি ॥১১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অয়মশ্বো যথা ব্রহ্মণ ! উৎসৃষ্টঃ পৃথিবীমিগাম্ ।

চরিস্রতি যথাকাগং তত্র বৈ সংবিধীয়তাং ॥১২॥

পৃথিবীং পর্য্যটন্তং হি তুরগং কামচারিণম্ ।

কঃ পালয়েদिति মুনে ! তদ্ভবান্ বক্তুমহিতি ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষ্য ইতি । খড়্গাকারং কাঠং রেখার্থম্, কূৰ্চ্চঃ কুশমুষ্টিরাস্তরগাৰ্হঃ, তদ্ব্যয়মপি সৌবর্ণং কর্তব্যম্ । রৌক্ষং স্ববর্ণময়ম্ ॥১০॥

অশ্ব ইতি । সুগুপ্তং সৈন্তৈঃ সুরক্ষিতং যথা শাস্ত্রাণাং চরতাং সোহশ্বঃ ॥১১॥

অয়মিতি । সংবিধীয়তাং কর্তব্যমাদিশ্রুতাম্ ॥১২॥

পৃথিবীমিতি । তুরগমশ্বম্ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমুক্ৰমিতি ॥১—৩॥ ক্ষ্যঃ কাঠখড়্গাঃ, স চাত্র সৌবর্ণঃ, কূৰ্চ্চ আসনার্হঃ কুশমুষ্টিঃ, সোহপ্যত্র সৌবর্ণঃ ॥১০॥ সুগুপ্তং সুরক্ষিতং যথা শাস্ত্রাণাং ॥১১—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২১॥

তাহার পর মহাতেজা বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—‘রাজা ! আমরা যথাসময়ে শাস্ত্রোক্তক্রমে তোমাকে যজ্ঞের দীক্ষিত করিবার জন্ত প্রস্তুত রহিলাম ॥২॥

কৌরবনন্দন । এই যজ্ঞে স্ববর্ণময় খড়্গাকার একটি বস্ত্র এবং স্ববর্ণময় কুশ-
, আর অশ্বও যাহা কিছু প্রয়োজনীয় হইবে, সে সমস্তই স্ববর্ণময় করিবে ॥১০॥

তার পর অশ্বই একটা অশ্বকে যথাক্রমে পৃথিবীতে বিচরণ করিবার জন্ত ছাড়িয়া দাও । সেই অশ্বটি শাস্ত্রবিধি অনুসারে সুরক্ষিত অবস্থায় বিচরণ করুক’ ॥১১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! এই অশ্ব ছাড়িয়া দিলাম, এ ইচ্ছানুসারে এই পৃথিবী বিচরণ করিবে, সে বিষয়ে কর্তব্য আদেশ করুন ॥১২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

ইতুস্তঃ স তু রাজেন্দ্র ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নোহিব্রবীৎ ।
 ভীমসেনাদবরজঃ, শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুস্ততাম্ ।
 জিষ্ণুঃ সহিষ্ণুর্ধৃষ্ণুশ্চ স এনং পালয়িষ্যতি ॥১৪॥
 শত্রুঃ স হি মহীং জেতুং নিবাতকবচাস্তকঃ ।
 তস্মিন্ হস্তাণি দিব্যানি দিব্যং সংহননং তথা ।
 দিব্যং ধনুশ্চেষুধী চ স এনমনুযাশ্রতি ॥১৫॥
 স হি ধর্মার্থকুশলঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ ।
 যথাশাস্ত্রং নৃপশ্রেষ্ঠ ! চারয়িষ্যতি তে হয়ম্ ॥১৬॥
 রাজপুত্রো মহাবাহুঃ শ্যামো রাজীবলোচনঃ ।
 অভিমন্যোঃ পিতা বীরঃ স এনং পালয়িষ্যতি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । অবরজঃ কনিষ্ঠঃ । জিষ্ণুর্জুনঃ । সহিষ্ণুর্বিপক্ষান্ ধৃষ্ণুশ্চতুরঃ । ঘটপাদঃ
 শ্লোকঃ ॥১৪॥

শত্রু ইতি । নিবাতকবচানাং তদাখ্যানামহরণাম্ অস্তকঃ সংহর্তা । দিব্যানি স্বর্গীয়ানি,
 সংহননং শরীরম্ । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

স ইতি । ধর্মার্থয়োঃ কুশলো নিপুণঃ । হয়মশ্বম্ ॥১৬॥

রাজেতি । রাজীবলোচনঃ পদ্মনয়নঃ ॥১৭॥

মুনি ! কামচারী এই অশ্ব পৃথিবী পর্যটন করিতে থাকিলে কে উহাকে
 রক্ষা করিবে, তাহা আপনি বলুন' ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন—বলিলেন—‘রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, বেদব্যাস
 বলিলেন—‘ভীমসেনের কনিষ্ঠ, সর্বধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ, শত্রুসহিষ্ণু ও সমরদক্ষ অর্জুন
 এই অশ্বকে রক্ষা করিবেন ॥১৪॥

নিবাতকবচহস্তা অর্জুন সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হন । কারণ,
 তাঁহাতে স্বর্গীয় অস্ত্র, অলৌকিক দেহ এবং অলৌকিক ধনু ও তীর রহিয়াছে ;
 সুতরাং তিনি এই অশ্বের অনুসরণ করিবেন ॥১৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ধর্মার্থনিপুণ ও সর্ববিদ্যাবিশারদ অর্জুন শাস্ত্রানুসারে তোমার
 অশ্বকে পৃথিবী পর্যটন করাইবেন ॥১৬॥

মহাবাহু, শ্যামবর্ণ, পদ্মনয়ন এবং অভিমন্যুর পিতা রাজপুত্র বীর অর্জুন
 এই অশ্বটিকে রক্ষা করিবেন ॥১৭॥

ভীমসেনোহপি তেজস্বী কৌন্তেয়োহগিতবিক্রমঃ ।
 সমর্থো রক্ষিতুং রাষ্ট্রং নকুলশ্চ বিশাংপতে ! ॥১৮॥
 সহদেবস্ত কৌরব ! সমাধাস্থতি বুদ্ধিমান্ ।
 কুটুম্বতন্ত্রং বিধিবৎ সৰ্বমেব মহাযশাঃ ॥১৯॥
 তত্ত্ব সৰ্বং যথাত্মায়মুক্তঃ কুরুকুলোদহঃ ।
 চকার ফাল্গুনং চাপি সন্দিদেশ হয়ং প্রতি ॥২০॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এহজ্জুন ! ত্বয়া বীর ! হয়োহয়ং পরিপাল্যতাম্ ।
 ত্বমহৌ রক্ষিতুং ছেনং নান্যঃ কশ্চন মানবঃ ॥২১॥
 যে চাপি স্বাং গগাবাহো ! প্রত্যাঘাত্তি নরাধিপাঃ । ।
 তৈর্বিগ্রহো যথা ন স্মাত্তথা কার্য্যং ত্বয়ানঘ ! ॥২২॥
 আখ্যাতব্যশ্চ ভবতা যজ্ঞোহয়ং মম সর্দশঃ । ।
 পার্থিবেভ্যো মহাবাহো ! সময়ে গম্যতামিতি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ভীমেতি । রাষ্ট্রং ত্বেদং রাজ্যম্, রক্ষিতুং সমর্থঃ, অজ্জুনাতপস্থিতাপি ॥১৮॥
 সহেতি । সমাধাস্থতি নিক্ষাহয়িষ্যতি । কুটুম্বতন্ত্রম্ আত্মীয়স্বজনাত্ম্যর্থনাম্ ॥১৯॥
 তদिति । কুরুকুলোদহো যুধিষ্ঠিরঃ । ফাল্গুনমজ্জুনম্, হয়ং প্রতি অশ্বরক্ষাবিষয়ে ॥২০॥
 এহীতি । হয়োহশ্বঃ । অহৌ যোগ্যঃ ॥২১॥
 য ইতি । প্রত্যাঘাত্তি প্রতিপক্ষভাবেনাগমিষ্যতি । বিগ্রহো যুদ্ধম্ ॥২২॥

নরনাথ ! তেজস্বী ও অগিতপরাক্রম কুন্তীনন্দন ভীমসেন এবং নকুল
 তোমার রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ॥১৮॥

কৌরবনন্দন । বুদ্ধিমান্ ও মহাযশা সহদেব যথাবিधानে সমস্ত আত্মীয়-
 স্বজনের অভ্যর্থনা করিতে সমর্থ হইবেন ॥১৯॥

কুরুবংশশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বেদব্যাসোক্ত সেই সমস্ত বিষয়ই যথানিয়মে
 করিলেন এবং অজ্জুনকেও অশ্বরক্ষার বিষয়ে আদেশ করিলেন ॥২০॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘অজ্জুন ! আইস, বীর ! তুমি এই অশ্বটিকে রক্ষা
 করিতে থাক । কারণ, তুমিই ইহাকে রক্ষা করিবার যোগ্য ; অশ্ব কোন মানব
 নহে ॥২১॥

নিষ্পাপ মহাবাহু । যে সকল রাজা তোমার প্রতিপক্ষভাবে আসিবেন,
 তাঁহাদের সহিত যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তাহা তুমি করিবে ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা স ধৰ্ম্মাত্মা ভ্রাতরং সব্যসাচিনম্ ।

ভীমঞ্চ নকুলঞ্চৈব পুরগুপ্তৌ সমাদধৎ ॥২৪॥

কুটুস্থতস্ত্রে চ তদা সহদেবং যুধাংপতিম্ ।

অনুগান্য় গহীপালং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে অশ্বরক্ষার্থজঙ্ঘননিয়োগে একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দীক্ষাকালে তু সম্প্রাপ্তে ততস্তে গুমহর্ষিজঃ ।

বিধিবদীক্ষয়াগ্ন্যশ্বমেধায় পার্থিবম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

আখ্যোতি । আখ্যাতব্যো বক্তব্যঃ । গম্যতাং ভবন্তিঃ ॥২৩॥

এবমিতি । সব্যসাচিনমর্জুনম্ । পুরগুপ্তৌ হস্তিনারক্ষায়াম্, সমাদধৎ সংস্থাপিতবান্ ॥২৪॥

কুটুস্থেতি । কুটুস্থতস্ত্রে আত্মীয়স্বজনাভ্যর্থনায়াম্, যুধাংপতিং রণদক্ষম্ । সহদেবং সমান্বাদি-
তান্নবুত্তিঃ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি

অশ্বমেধে একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—ঃ*ঃ—

দীক্ষেতি । দীক্ষাকালে অশ্বমেধারম্ভসময়ে । পার্থিবং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১॥

মহাবাহু ! এই যজ্ঞ সর্বপ্রকারেই আমার বটে ; তবে তুমি রাজগণকে
বলিবে যে, আপনারা যথাসময়ে এই যজ্ঞে যাইবেন' ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভ্রাতা অর্জুনকে এই কথা বলিয়া
ভীম ও নকুলকে হস্তিনারক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন ॥২৪॥

এবং যুধিষ্ঠির রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া রণদক্ষ সহদেবকে আত্মীয়-
স্বজনের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত করিলেন ॥২৫॥

কৃষ্ণা স পশুবন্ধাংশ্চ দীক্ষিতঃ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
 ধৰ্ম্মরাজো মহাতেজাঃ সহস্রিগ্ভির্ব্যরোচত ॥২॥
 হয়শ্চ হয়মেধার্থং স্বয়ং ব্রহ্মবাদিনা ।
 উৎসৃষ্টঃ শাস্ত্রবিধিনা ব্যাসেনাগিততেজসা ॥৩॥
 স রাজা রাজধৰ্ম্মেণ দীক্ষিতো বিবভৌ তদা ।
 হেমমালী রুদ্রকণ্ঠঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ ॥৪॥
 কৃষ্ণাজিনী দণ্ডপাণিঃ ক্ষৌমবাসাঃ স ধৰ্ম্মজঃ ।
 বিবভৌ জ্যতিমান্ ভূয়ঃ প্রজাপতিরিবান্বরে ॥৫॥
 তথৈবাত্ত্বির্জঃ সৰ্বে তুল্যবেশা বিশাংপতে ! ।
 বভূবুরজ্জুনশ্চাপি প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

কৃষ্ণেতি । পশুবন্ধান্ আরম্ভকালে কৰ্ত্তব্যান্ ॥২॥
 হয় ইতি । হয়ঃ কচ্চিদধঃ, ব্রহ্মবাদিনা বেদবক্ত্রা ॥৩॥
 স ইতি । হেমমালী স্বর্ণমালাধারী, রুদ্রকণ্ঠঃ স্বর্ণশোভিতগলদেশঃ ॥৪॥
 কৃষ্ণেতি । কৃষ্ণাজিনী কৃষ্ণমৃগচৰ্ম্মধারী । অধ্বরে যজে ॥৫॥
 তথেন্তি । অজ্জুনঃ অশ্বরক্ষার্থং যিযাতুঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলে তাহার পর সেই প্রধান পুরোহিতেরা অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্ত যুধিষ্ঠিরকে যথাবিধানে দীক্ষিত করিলেন ॥১॥

পাণ্ডুনন্দন মহাতেজা ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আরম্ভকালকৰ্ত্তব্য পশুবন্ধন করিয়া দীক্ষিত হইয়া পুরোহিতগণের সহিত বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২॥

বেদবাদী ও অমিততেজা স্বয়ং বেদব্যাস অশ্বমেধযজ্ঞের জন্ত একটা অশ্বকে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে ছাড়িয়া দিলেন ॥৩॥

স্বর্ণমালাধারী ও স্বর্ণশোভিতকণ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির তখন রাজধৰ্ম্মানুসারে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ত্রায় বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪॥

তৎকালে যুধিষ্ঠিরের হস্তে রাজদণ্ড, পরিধানে ক্ষৌমবস্ত্র এবং উত্তরীয়স্থানে কৃষ্ণমৃগের চৰ্ম্ম থাকায় তিনি বিশেষ তেজস্বী হইয়া প্রজাপতির ত্রায় যজ্ঞে শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৫॥

নরনাথ ! যুধিষ্ঠিরের পুরোহিতেরা সকলেও তাঁহারই সমান বেশধারী

শ্বেতাশ্বঃ কপিকেতুশ্চ সসারাম্ ধনঞ্জয়ঃ ।
 বিধিবৎ পৃথিবীপাল ! ধর্ম্মরাজশ্চ শাসনাৎ ॥৭॥
 বিক্ষিপন্ গাণ্ডীবং রাজন্ ! বদ্ধগোধাজুলিত্রবান্ ।
 তমশ্বং পৃথিবীপাল ! মুদা যুক্তঃ সসার চ ॥৮॥
 অনুসারগং তদা রাজন্ ! আগমন্তংপুরং বিভো ! ।
 দ্রষ্টু কাগং কুরুশ্চেষ্টং প্রযাস্ত্রস্তং ধনঞ্জয়ম্ ॥৯॥
 তেষামন্তোন্তসংমর্দাদুশ্লেষ সমজায়ত ।
 দিদৃক্ষুণাং হয়ং তঞ্চ তথৈব হয়সারিণম্ ॥১০॥
 ততঃ শব্দো মহারাজ ! দিশঃ খং প্রতিপূরয়ন্ ।
 বভূব প্রেক্ষতাং নৃণাং কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

খেতেতি । খেতা অশ্বা রথঘোটক। যশ্চ সঃ, কপিকেতুর্বানরধ্বজঃ, সসার অহুস্রতবান্ ॥৭॥
 বিক্ষিপন্নিতি । বন্ধো ধৃতো, গোদো হস্তমণিবদ্ধদেশরক্ষকং লৌহাবরণং যেন স চাসৌ
 অজুলিত্রবান্ অজুলিরক্ষকলৌহাবরণযুক্তশ্চেতি সঃ । সসার অহুজগাম ॥৮॥
 অস্থিতি । পুরং পুরবাসী জনঃ ॥৯॥
 তেষামিতি । উয়া সস্তাপঃ । দিদৃক্ষুণাং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্ হয়সারিণম্ অশ্বাহুসারিণমর্জুনম্ ॥১০॥
 তত ইতি । শব্দাকাশম্ । প্রেক্ষতাং প্রেক্ষমাণানাম্ ॥১১॥

ছিলেন এবং অর্জুনও যোদ্ধাবেশে প্রজ্জলিত অগ্নির গায় দীপ্তি পাইতে-
 ছিলেন ॥৬॥

রাজা ! শ্বেতাশ্ব ও কপিধ্বজ অর্জুন ধর্ম্মবাজের আদেশ অনুসারে যথা-
 বিধানে সেই অশ্বের অহুসরণ করিলেন ॥৭॥

পৃথিবীপাল রাজা ! অর্জুন তখন মণিবদ্ধরক্ষক ও অজুলিত্রযুক্ত হইয়া
 গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করিতে থাকিয়া আনন্দিত অবস্থায় সেই অশ্বের অহুসরণ
 করিতে থাকিলেন ॥৮॥

রাজা ! সেই নগরবাসী লোকেরা অশ্বাহুগামী কৌরবশ্চেষ্ট অর্জুনকে
 দেখিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী পথে আগমন করিল ॥৯॥

সেই অশ্ব ও অশ্বাহুগামী অর্জুনকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় উপস্থিত সেই
 সকল লোকের সংমর্দ (ঠেসাঠেসি) নিবন্ধন যেন সস্তাপ আবির্ভূত হইল ॥১০॥

মহারাজ ! তাহার পর অর্জুনদর্শনার্থী লোকদিগের কোলাহল, দিক্ ও
 আকাশ পরিপূর্ণ করিল ॥১১॥

এষ গচ্ছতি কোন্তেয়স্করগশ্চৈব দীপ্তিগান্ ।
 যগ্নেতি মহাবাহুঃ সংশ্লিশন্থ ধনুরুত্তমম্ ॥১২॥
 এবং শুশ্রাব বদতাং গিরো জিষ্কুরদারধীঃ ।
 স্বস্তি তেহস্ত ত্রজারিষ্ঠং পুনশ্চহীতি ভারত ! ॥১৩॥
 অথাপরে গনুযোদ্দ ! পুরুষা বাক্যগত্রবন্ ।
 নৈনং পশ্যাম সন্মর্দে ধনুরেতৎ প্রদৃশ্যতে ॥১৪॥
 এতদ্ধি ভীমনিহ্রাদং বিশ্রুতং গাণ্ডিবং ধনুঃ ।
 স্বস্তি গচ্ছত্বরিষ্ঠো বৈ পস্থানমকুতোভয়ম্ ।
 নিবৃত্তমেনং দ্রক্ষ্যামঃ পুনরেষ্যতি চ ধ্রুবম্ ॥১৫॥
 এবমাগ্না মনুষ্যাণাং স্ত্রীণাঞ্চ ভরতর্ষভ ! ।
 শুশ্রাব গধুরা বাচঃ পুনঃ পুনরুদারধীঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি । কোন্তেয়োহজ্জুনঃ । অষেতি অহুগচ্ছতি ॥১২॥
 এবমিতি । জিষ্কুরজ্জুনঃ, উদারধীর্মহাবুদ্ধিঃ । অরিষ্টং নিবিস্মম্ ॥১৩॥
 অথেতি । সন্মর্দে যুদ্ধকালে, এনমজ্জুনম্, ন পশ্যাম, এতৎ ধনুশ্চ ন প্রদৃশ্যতে ॥১৪॥
 এতদ্বিতি । ভীমনিহ্রাদং ভয়ঙ্করশব্দম্ । অরিষ্টো নিবিস্মঃ । বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥
 এবমিতি । মনুষ্যাণাং পুরুষাণাম্ । উদারধীমজ্জুনঃ ॥১৬॥

‘এই উজ্জল অশ্বটী গমন করিতেছে, মহাবাহু অজ্জুন উত্তম ধনু ধারণ করিয়া যে অশ্বের অহুসরণ করিতেছেন’ ॥১২॥

মহাবুদ্ধি অজ্জুন তত্রত্য লোকদিগের এইরূপ উক্তি সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন যে, ভারতনন্দন ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি গমন করুন এবং নির্বিঘ্নে পুনরায় আগমন করুন’ ॥১৩॥

নরশ্রেষ্ঠ ! পরে অশ্ব লোকেরা এই কথা বলিতে লাগিল যে, ‘আমরা যুদ্ধের সময়ে অজ্জুনকে দেখি নাই এবং এই ধনুও দেখিতে পাই নাই’ ॥১৪॥

এই গাণ্ডীবধনু ভয়ঙ্কর শব্দকারী বলিয়া বিখ্যাত । অজ্জুন কুশলে, নির্বিঘ্নে এবং অকুতোভয়ে পথে গমন করুন । ইনি ফিরিয়া আসিলে আবার আমরা দেখিব, নিশ্চয়ই ইনি ফিরিয়া আসিবেন’ ॥১৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাবুদ্ধি অজ্জুন তৎকালে স্ত্রী ও পুরুষগণের এই প্রকার মধুর বাক্য সকল বার বার শুনিয়াছিলেন ॥১৬॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্ত শিষ্যশ্চ কুশলো যজ্ঞকর্শ্মণি ।
 প্রায়াৎ পার্থেন সহিতঃ শাস্ত্যর্থং বেদপারগঃ ॥১৭॥
 ব্রাহ্মণাশ্চ মহীপাল ! বহবো বেদপারগাঃ ।
 অনুজগ্মুর্গাহান্নানং ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশাংপতে ! ।
 বিধিবৎ পৃথিবীপাল ! ধর্মরাজস্ত শাসনাৎ ॥১৮॥
 পাণ্ডবৈঃ পৃথিবীমশ্বো নির্জিতাগস্ত্রতেজসা ।
 চচার স মহারাজ ! যথাদেশঞ্চ মত্তম ! ॥১৯॥
 তত্র যুদ্ধানি বৃত্তানি যাত্ৰাসন্ পাণ্ডবস্ত হ ।
 তানি বক্ষ্যামি তে বীর ! বিচিত্রাণি মহাস্তি চ ॥২০॥
 স হয়ঃ পৃথিবীং রাজন্ ! প্রদক্ষিণমবর্তত ।
 সমারোহন্তরতঃ পূর্বং তন্নিবোধ মহীপতে ! ॥২১॥
 অবসুদুন্ স রাষ্ট্রাণি পাণ্ডবানাং হয়েন্তমঃ ।
 শনৈস্তদা পরিষযৌ শ্বেতাশ্বশ্চ মহারথঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞেতি । কুশলো নিপুণঃ । পার্থেনাজ্জুর্নৈন ॥১৭॥

ব্রাহ্মণা ইতি । মহাত্মানমজ্জুর্নম্ । শাসনাদাদেশাৎ । যটপাদঃ স্তোত্রকঃ ॥১৮॥

পাণ্ডবৈরিতি । দেশং সমিহিতজনপদমনতিক্রম্যতি যথাদেশম্ ॥১৯॥

তত্র ইতি । বৃত্তানি জাতানি, পাণ্ডবস্তাজ্জুনস্ত ॥২০॥

স ইতি । হয়ঃ অশ্বঃ । সসার জগাম ॥২১॥

বেদপারদর্শী ও যজ্ঞকার্যে নিপুণ যাজ্ঞবল্ক্যের একজন শিষ্য শাস্ত্রের নিমিত্ত অজ্জুর্নৈন সহিত প্রস্থান করিলেন ॥১৭॥

নরনাথ রাজা ! যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে বেদপারদর্শী অশ্ব বহুতর ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যথাবিধানে মহাত্মা অজ্জুর্নৈন অহুগমন করিলেন ॥১৮॥

সামুদ্রোষ্ঠ মহারাজ ! পূর্বের পাণ্ডবেরা অস্ত্রের তেজে যে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, তৎকালে সেই অশ্ব সমিহিত দেশক্রমে সেই পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল ॥১৯॥

বীর ! তখন অজ্জুর্নৈন সহিত যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, বিচিত্র ও বিশাল সেই সকল যুদ্ধের বিষয় আমি আপনার নিকট বলিতেছি ॥২০॥

রাজা ! সেই অশ্বটী প্রদক্ষিণক্রমে পৃথিবীতে বিচরণ আরম্ভ করিল । প্রথমে উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে চলিল, মহীপতি । তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥২১॥

তত্র সংগণনা নাস্তি রাজাগযুতশস্তদা ।
 যেহযুধ্যন্ত মহারাজ ! ক্ষত্রিয়া হতবান্ধবাঃ ॥২৩॥
 কিরাতা যবনা রাজন্ ! বহবোহসিধশুর্দ্ধরাঃ ।
 শ্লেচ্ছাশ্চাত্রে বহুবিধাঃ পূৰ্বং যে নিকৃতা রণে ॥২৪॥
 আৰ্য্যাশ্চ পৃথিবীপালাঃ প্রহস্টনরবাহনাঃ ।
 সমীযুঃ পাণ্ডুপুত্রেণ বহবো যুদ্ধদুর্গদাঃ ॥২৫॥
 এবং বৃত্তানি যুদ্ধানি তত্র তত্র গহীপতে ! ।
 অজ্জুনশ্চ গহীপালৈর্নানাদেশসমাগতৈঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

অবযুদ্রুগ্নিতি । অবযুদ্রুং বিদলন । খেতাশোহজ্জুনঃ ॥২২॥
 তত্রৈতি । সংগণনা সংখ্যা । হতা বান্ধবা যেষাং তে ॥২৩॥
 কিরাতা ইতি । পূৰ্বং কুরুক্ষেত্রেযুদ্ধকালে, নিকৃতা অভিজুতাঃ ॥২৪॥
 আৰ্য্যা ইতি । সমীযুঃ সম্মিলিতা বভূবুঃ, পাণ্ডুপুত্রেণাজ্জুনেন সহ ॥২৫॥
 এবমিতি । বৃত্তানি জাতানি ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

দীক্ষেতি ॥১॥ পশুবন্ধানশ্বমেধান্তারম্ভণীয়রূপান্ ॥২—১৬॥ শিশুঃ সোমশ্রবাঃ ॥১৭—২৬॥
 যানি তুভ্যত ইতি ক্ষত্র্যাণি তু উপেক্ষিতানীত্যর্থঃ ॥২৭॥

ইতি ত্রীমহাভারতে মৈলকঙ্গীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক
 পৰ্বণি অশ্বমেধে দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২২॥

সেই উত্তম অশ্বটী এবং মহারথ অজ্জুন রাজগণের রাজ্যমর্দন করিতে
 থাকিয়া তখন ধীরে ধীরে গমন করিতে থাকিলেন ॥২২॥

মহারাজ ! পূৰ্বে কুরুক্ষেত্রেযুদ্ধে যাহাদের বন্ধুদর্গ নিহত হইয়াছিল, তাদৃশ
 অযুত অযুত যে সকল ক্ষত্রিয় অজ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদের
 সংখ্যা করা সম্ভব ছিল না ॥২৩॥

রাজা ! অসি ও ধনুর্দারী বহুতর কিরাত ও যবন এবং পূৰ্বযুদ্ধে যাহারা
 পরাজিত হইয়াছিল, সেই সকল বহুবিধ শ্লেচ্ছ, অজ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া-
 ছিল ॥২৪॥

তারপর হৃষ্ট-সৈন্য ও বাহনসমস্বিত এবং যুদ্ধদুর্ধ্ব বহুতর আৰ্য্যজাতীয়
 রাজা অজ্জুনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিলেন ॥২৫॥

মহারাজ ! নানাদেশসমাগত রাজগণের সহিত সেই সেই স্থানে অজ্জুনের
 এইরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥২৬॥

যাশ্চত্র হয়তো। রাজন্ ! প্রবৃত্তানি মহাস্তি চ ।

তানি যুদ্ধানি বক্ষ্যাগি কৌন্তেয়শ্চ তদাহনঘ ! ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে অশ্বানুসরণে দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ত্রিগর্ভৈরভবদ্যুদ্ধং কৃতবৈরৈঃ কিরীটিনঃ ।

মহারথসমাজ্ঞাতৈর্হতানাম্ পুত্রনপ্তৃভিঃ ॥১॥

তে সমাজ্ঞায় সংপ্রাপ্তং যজ্ঞিয়ং তুরগোত্তমম্ ।

বিষয়ান্তং ততো বীরা দংশিতাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

যানোতি । হয়তঃ অশ্বাং তমশং নিমিত্তীকৃত্যেত্যর্থঃ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিক্কাশ্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

ত্রিগর্ভৈরিতি । কৃতং দক্ষিণগোগ্রহাদৌ বিহিতং বৈয়ং ঘেষাং তৈঃ, কিরীটিনঃ অৰ্জুনশ্চ ।

মহারথেষু সমাজ্ঞাতৈরবগতৈঃ, হতানাম্ স্বশৰ্মাদীনাম্, পুত্রাশ্চ নপ্তারঃ পৌত্রাশ্চ তৈঃ ॥১॥

নিম্পাপ রাজা ! সেই অশ্বকে নিমিত্ত করিয়া অৰ্জুনের যে সকল মহাযুদ্ধ
হইয়াছিল, আমি তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি ॥২৭॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ত্রিগর্ভদেশের রাজারা মহারথ বলিয়া বিখ্যাত
ছিলেন এবং পাণ্ডবেরা দক্ষিণগোগ্রহপ্রভৃতি যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত শত্রুতাও
করিয়াছিলেন ; সুতরাং সেই সকল যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের পুত্র ও পৌত্র-
প্রভৃতির সহিত অৰ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল ॥১॥

রথিনো বদ্ধতুগীরাঃ সদশৈঃ সমলঙ্কৃতৈঃ ।
 পরিবার্য্য হয়ং রাজন্ ! গ্রহীতুং সম্প্রচক্রমুঃ ॥৩॥
 ততঃ কিরীটী সঞ্চিস্ত্য তেষাং তত্র চিকীৰ্ষিতম্ ।
 বারয়ামাস তান্ বীরান্ সাস্তুপূৰ্ব্বগরিম্ভমঃ ॥৪॥
 তদনাদৃত্য তে সৰ্বে শনৈরভ্যহনংস্তদা ।
 তমোরজোভ্যাং সংচ্ছিন্নাংস্তান্ কিরীটী শ্চবারয়ৎ ॥৫॥
 তানব্রবীত্ততো জিষ্ণুঃ প্রহসন্নিব ভারত ! ।
 নিবর্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞাঃ ! শ্ৰেয়ো জীবিতমেব চ ॥৬॥
 স হি বীরঃ প্রযাস্তন্ বৈ ধর্ম্মরাজেন বারিতঃ ।
 হতবান্ধবা ন তে পার্থ ! হস্তব্য্যাঃ পার্থিবা ইতি ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । বিবরাস্তং স্বকীয়রাজ্যপ্রাপ্তম্, দংশিতাঃ সন্নদাঃ ॥২॥
 রথিনঃ ইতি । পরিবার্য্য পরিবেষ্টা, হয়ং তমস্বমেধীয়াশ্বম্ ॥৩॥
 তত ইতি । চিকীৰ্ষিতং কৰ্ত্তৃমিষ্টং কাৰ্য্যম্ । সাস্তুপূৰ্ণং মধুরোজিপূৰ্ণকম্ ॥৪॥
 তদিতি । তমোরজোভ্যাং তদুভয়গুণজনিভ্যাং মোহরোষাভ্যাম্ ॥৫॥
 তানিতি । জিষ্ণুরজ্জুনঃ, শ্ৰেয়ো জীবিতমেব চ রক্ষিতুমিতি শেষঃ ॥৬॥
 স ইতি । বীরোহজ্জুনঃ, প্রযাস্তন্ হস্তিনাতঃ প্রযাস্তমানঃ তৃতীয়পাদে অক্ষরাধিক্য
 মাৰ্ঘ্যম্ ॥৭॥

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব নিজেদের রাজ্যপ্রাপ্তিতে উপস্থিত হইয়াছে ইহা জানিয়া
 সেই ত্রিগৰ্ভরাজবংশীয় বীরেরা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই অশ্বটিকে পরি-
 বেষ্টন করিলেন ॥২॥

রাজা ! তাঁহারা তুগীরধারণ ও রথারোহণ করিয়া অলঙ্কৃত উত্তম উত্তম
 অশ্বদ্বারা পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অৰ্জ্জুনের অশ্বটী ধরিবার উপক্রম করিলেন ॥৩॥

তাহার পর শত্রুদমন অৰ্জ্জুন তৎকালে তাঁহাদের অভিপ্রেত বিষয় চিন্তা
 করিয়া প্রথমে মধুরবাক্যদ্বারা সেই বীরগণকে বারণ করিলেন ॥৪॥

কিন্তু তাঁহারা সকলে অৰ্জ্জুনের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ধীরে ধীরে অৰ্জ্জুনকে
 আঘাত করিতে লাগিলেন । অৰ্জ্জুনও যুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ সেই ত্রিগৰ্ভগণকে বারণ
 করিতে থাকিলেন ॥৫॥

ভরতনন্দন ! তদনন্তর অৰ্জ্জুন হস্ত্য করিয়াই যেন তাঁহাদিগকে বলিলেন—
 ‘অধর্ম্মজ্ঞগণ । তোমরা নিজেদের মঙ্গল ও জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিবৃত্ত
 হও’ ॥৬॥

স তদা তদ্বচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজস্ত্রা ধীমতঃ ।
 তান্ নিবর্ত্তধ্বমিত্যাহ ন যাবর্ত্তন্ত চাপি-তে ॥৮॥
 ততস্ত্রিগর্ত্তরাজানং সূর্য্যবর্ম্মাণমাহবে ।
 বিচিত্র্য শরজালেন প্রজহাম ধনঞ্জয়ঃ ॥৯॥
 ততস্তে রথঘোষণে রথনৈগিস্বনেন চ ।
 পূরয়ন্তো দিশঃ সর্বা ধনঞ্জয়মুপাদ্ৰবন্ ॥১০॥
 সূর্য্যবর্ম্মা ততঃ পার্থং শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ।
 শতান্মুখং রাজেন্দ্র ! লঘুস্ত্রগভিদর্শয়ন্ ॥১১॥
 তথৈবান্মে মহেশ্বাসা যে চ তস্মান্মুযায়িনঃ ।
 মুমূচুঃ শরবর্ষণি ধনঞ্জয়বধৈর্মণিঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । সোহর্জুনঃ । শ্রুত্বা তদানীং শ্রবণার্থঃ । তান্ ত্রিগর্ত্তান্, নিবর্ত্তধ্বং যুদ্ধাৎ ॥৮॥
 তত ইতি । ত্রিগর্ত্তরাজানমিত্যদন্তত্বাভাব আর্থঃ । বিচিত্র্য ব্যাপ্য ॥৯॥
 তত ইতি । রথনৈগীনাং রথচক্রপ্রাঙ্গনানাম্ স্বনেন শব্দেন ॥১০॥
 সূর্য্যোতি । পার্থমর্জুনং প্রতি । লঘুস্ত্রং ক্রতাস্ত্রক্ষেপশক্তিम् ॥১১॥
 তথেতি । মহাস্ত ইষাসা ধনুঃষি ষেযাং তে ॥১২॥

কারণ, অর্জুন যখন হস্তিনা হইতে প্রস্থান করেন, তখন যুধিষ্ঠির বলিয়া-
 ছিলেন যে, ‘পৃথানন্দন ! যাঁহাদের বন্ধুগণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তুমি
 সেই সকল রাজাকে বধ করিও না’ ॥৭॥

তখন অর্জুন বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া, ত্রিগর্ত্তবীরগণকে
 বলিয়াছিলেন যে, ‘তোমরা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও ; কিন্তু তাঁহারা নিবৃত্ত হন
 নাই ॥৮॥

তাহার পর অর্জুন বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধে ত্রিগর্ত্তরাজ সূর্য্যবর্ম্মার সমস্ত অঙ্গ
 ব্যাপ্ত করিয়া হস্ত্য করিলেন ॥৯॥

তদনন্তর ত্রিগর্ত্তদেবীয়েরা রথের শব্দ ও রথচক্রের শব্দদ্বারা সমস্ত দিক্
 পূর্ণ করিয়া অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১০॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তৎপরে সূর্য্যবর্ম্মা সত্তর অস্ত্র নিক্ষেপের শক্তি দেখাইতে
 থাকিয়া, অর্জুনের উপরে নতপর্ব্ব শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥১১॥

এবং যাঁহারা সূর্য্যবর্ম্মার অমুগামী ছিলেন, সেই অশ্রু মহাধর্ম্মজ্ঞেরা
 অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার উপরে বাণবর্ষণ করিতে
 লাগিলেন ॥১২॥

স তান্ জ্যামুখনিষ্মু'তৈর্বহভিঃ স্ৰবহূন্ শরান্ ।
 চিচ্ছেদ পাণ্ডবো রাজন্ । তে ভূমৌ অ্যপতংস্তদা ॥১৩॥
 কেতুবৰ্ম্মা তু তেজস্বী তশ্চৈবাবরজো যুবা ।
 যুযুধে ভ্রাতুরর্থায় পাণ্ডবেন যশস্বিনা ॥১৪॥
 তমাপতন্তুঞ্চ সংশ্ৰেক্য কেতুবৰ্ম্মাণমাহবে ।
 অভ্যহ্মিশিতৈৰ্বাগৈর্বীভৎসুঃ পরবীরহা ॥১৫॥
 কেতুবৰ্ম্মণ্যভিহতে ধৃতবৰ্ম্মা মহারথঃ ।
 রথেনাস্তু সমুৎপত্য শরৈর্জিষ্ণুমবাকিরৎ ॥১৬॥
 তস্ম তাং শীঘ্রতামীক্ষ্য তুতোমাতীব বীৰ্য্যবান্ ।
 গুড়াকেশো মহাতেজা বালস্তু ধৃতবৰ্ম্মণঃ ॥১৭॥
 ন সন্দধানং দদৃশে নাদদানঞ্চ তং তদা ।
 কিরন্তুমেব স শরান্ দদৃশে পাকশাস্ত্রিনিঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । জ্যামুখেন গুণশ্ৰেষ্ঠেন নিম্ন'তৈর্নিক্ষিপৈঃ শরৈঃ ॥১৩॥
 কেচিতি । তশ্চৈব সূর্য্যবৰ্ম্মণ এব, অবরজঃ কনিষ্ঠো ভ্রাতা ॥১৪॥
 তমিতি । আহবে যুদ্ধে । নিশিতৈঃ স্পারৈঃ, বীভৎসুরঙ্কনঃ ॥১৫॥
 কেচিতি । জিষ্ণুরঙ্কনম্ ॥১৬॥
 তস্মেতি । শীঘ্রতাম্ অগ্নক্ষেপে, ঈক্ষ্য দৃষ্ট্য়া । অর্ধোহয়ং যণ্ । গুড়াকেশো'রঙ্কনঃ ॥১৭॥
 নেতি । পাকশাস্ত্রস্ত ইদ্রস্তাপত্যমিতি পাকশাস্ত্রনিরঙ্কনঃ ॥১৮॥

রাজা । অর্জুনও ধনুর্গুণনিষ্কিপ্ত বহুতর বাণদ্বারা তাঁহাদের বহুতর বাণ
 ছেদন করিলেন এবং অর্জুনের আঘাতে তাঁহারা তখন ভূতলে নিপতিত
 হইলেন ॥১৩॥

সূর্য্যবর্ম্মারই কনিষ্ঠ সহোদর তেজস্বী ও যুবা কেতুবর্ম্মা ভ্রাতার জন্ত যশস্বী
 অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

নিপক্ষণীরহস্তা অর্জুন কেতুবর্ম্মাকে যুদ্ধে আসিতে দেখিয়া সূর্য্যবর্ম্মার বাণ-
 সমূহদ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন ॥১৫॥

কেতুবর্ম্মা নিহত হইলে মহারথ ধৃতবর্ম্মা সম্বর রথারোহণে অগ্রবর্ত্তী হইয়া
 অর্জুনের উপরে বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

বলবান্ ও মহাতেজা অর্জুন বালক সেই ধৃতবর্ম্মার সেই সম্বর অস্ত্রক্ষেপের
 যোগ্যতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৭॥

স তু তং পূজয়ামাস ধৃতবর্ষাণমাহবে ।
 মনসা তু মুহূর্তং বৈ রণে সমভির্হর্যন্ ॥১৯॥
 তং পন্নগমিব ক্রুদ্ধং কুরুবীরঃ স্ময়ন্নিব ।
 শ্রীতিপূর্বং মহাবাহুঃ প্রাণৈর্ন ব্যপরোপয়ৎ ॥২০॥
 স তথা রক্ষ্যাগাণো বৈ পার্থেনামিততেজসা ।
 ধৃতবর্ষা শরং দীপ্তং মুমোচ বিজয়ে তদা ॥২১॥
 স তেন বিজয়ন্তূর্ণমাসীদ্বিক্রঃ করে ভূশম্ ।
 মুমোচ গাণ্ডীবং মোহান্তংপপাতাতথ ভূতলে ॥২২॥
 ধনুষঃ পততন্তশ্চ সব্যসাচিকরাধ্বিভো ! ।
 বভূব সদৃশং রূপং শক্রচাপশ্চ ভারত ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । পূজয়ামাস সময়সামর্থ্যাদর্শনাৎ প্রশংসঃ ॥১৯॥

তমিতি । পন্নগং সর্পম্, স্ময়ন্ বিস্ময়মানঃ । ব্যপরোপয়ৎ ব্যাঘোজয়ৎ ॥২০॥

স ইতি । দীপ্তমুজ্জলম্, বিজয়ে অর্জুনে ॥২১॥

স ইতি । তেন শরেন, বিজয়োহর্জুনঃ । মোহাদ্বিহ্বলতাং ॥২২॥

ধনুষ ইতি । সব্যসাচিকরাদর্জুনহস্তাং ॥২৩॥

তখন অর্জুন ধৃতবর্ষার বাণগ্রহণ ও বাণসন্ধান দেখিতে পারিলেন না ;
 কিন্তু তিনি বাণক্ষেপই করিতেছেন, তাহাই দেখিলেন ॥১৮॥

তখন অর্জুন মনে মনে যুদ্ধে ধৃতবর্ষার প্রশংসা করিলেন এবং মুহূর্ত কাল
 যুদ্ধে তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন ॥১৯॥

কুরুবীর মহাবাহু অর্জুন বিস্ময়াপন্ন হইয়াই যেন শ্রীতিনিবন্ধন সর্পের
 স্থায় ক্রুদ্ধ ধৃতবর্ষার প্রাণ বিমুক্ত করিলেন না ॥২০॥

অমিততেজা অর্জুন সেইভাবে রক্ষা করিতে লাগিলে, ধৃতবর্ষা তখন
 অর্জুনের প্রতি একটী উজ্জল বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২১॥

সেই বাণটী সহর যাইয়া অর্জুনের বাম হস্ত অত্যন্ত বিদ্ধ করিল । তখন
 অর্জুন বেদনায় আকুল হইয়া গাণ্ডীব ত্যাগ করিলেন, পরে সেই গাণ্ডীব
 ভূতলে পতিত হইল ॥২২॥

ভরতনন্দন রাজা । অর্জুনের হস্ত হইতে সেই ধনু পতিত হইতে লাগিলে
 ইন্দ্রধনু তুল্যই তাহার রূপ হইয়াছিল ॥২৩॥

তস্মিন্মিত্তিতে দিব্যে মহাধনুৰ্মি পাৰ্ধিব ! ।
 চক্ৰং সন্ধানং হাসং ধৃতবৰ্ম্মা মহাহবে ॥২৪॥
 ততো রোহাদিতো জিষ্ণুঃ প্রমুজ্য রুধিরং কৰাৎ ।
 ধনুৰাদত্ত তদ্বিব্যং শরবর্ষৈর্ববর্ষ চ ॥২৫॥
 ততো হলহলশব্দো দিবস্পৃগভবত্তদা ।
 নানাবিধানাং ভূতানাং তৎকৰ্ম্মাণি প্রশংসতাং ॥২৬॥
 ততঃ সংপ্ৰেক্ষ্য সংক্ৰুদ্ধং কালান্তকযমোপমম্ ।
 জিষ্ণুং ত্ৰৈগুৰ্ত্তকা যোধাঃ পরীতাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥২৭॥
 অভিস্রুত্য পরীপ্সার্থং ততন্তে ধৃতবৰ্ম্মণঃ ।
 পরিবক্রগুড়াকেশং তত্রাক্রুধ্যাক্ষনঞ্জয়ঃ ॥২৮॥
 ততো যোধান্ জঘানাশু তেমাং স দশ চাক্ষু চ ।
 মহেন্দ্রবজ্জপ্রতিগৈরায়সৈর্বহুভিঃ শরৈঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্মিত্তি । দিব্যে অলৌকিকে । সন্ধানং সশব্দম্ ॥২৪॥
 তত ইতি । জিষ্ণুগর্জ্জনঃ ॥২৫॥
 তত ইতি । দিবস্পৃগ্গগনস্পর্শা । তস্মৈ ধৃতবৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্মাণি ॥২৬॥
 তত ইতি । ত্ৰৈগুৰ্ত্তকাত্ৰিগুৰ্ত্তদেশীয়াঃ, পরীতাঃ সমস্তাদাগতাঃ ॥২৭॥
 অভীতি । অভিস্রুত্য সমস্তাদাগত্য, পরীপ্সার্থং রক্ষার্থম্ । গুড়াকেশগর্জ্জনম্ ॥২৮॥
 তত ইতি । অষ্ট অষ্টৌ । আয়সৈলৌহময়ৈঃ ॥২৯॥

রাজা ! সেই অলৌকিক মহাধনু পতিত হইলে, ধৃতবৰ্ম্মা মহাযুদ্ধে অটুহাস্ত করিলেন ॥২৪॥

তখন অজ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তের রুগির মার্জনা করিয়া সেই অলৌকিক ধনু পুনরায় গ্রহণ করিলেন এবং ধৃতবৰ্ম্মার উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

তৎকালে আকাশবর্তী নানাবিধ প্রাণী ধৃতবৰ্ম্মার সেই কার্যের প্রশংসা করিতে লাগিলে, আকাশে হলহলাশব্দ হইতে লাগিল ॥২৬॥

তাহার পর ত্ৰিগুৰ্ত্তদেশীয় যোদ্ধারা অজ্জুনকে কালান্তক যমের স্থায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া সকল দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল ॥২৭॥

তদনন্তর তাহারা ধৃতবৰ্ম্মার রক্ষার নিমিত্ত সকল দিক্ হইতে আসিয়া অজ্জুনকে পরিবেষ্টন করিল ; তখন অজ্জুন ক্রুদ্ধ হইলেন ॥২৮॥

তান্ সংপ্রভগ্নান্ সংশ্রেক্ষ্য হরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ।

শরৈরাশীবিষাকারৈর্জঘান স্বনবদ্রসন্ ॥৩০॥

তে ভগ্নমনসঃ সর্বৈঃ ত্রৈগুৰ্ত্তকমহারথাঃ ।

দিশোহভিভূজ্যবু রাজন্ ! ধনঞ্জয়শরাদ্ধিতাঃ ॥৩১॥

তমূচুঃ পুরুষব্যাত্রং সংশপ্তকনিষূদনগ ।

তবাস্ম কিল্লরাঃ সর্বৈঃ সর্বৈঃ বৈ বশগাস্তব ॥৩২॥

আজ্ঞাপয়স্ব নঃ পার্থ ! প্রহ্মান্ প্রেষ্যান্ বনস্থিতান্ ।

করিষ্যামঃ প্রিয়ং সর্বং তব কৌরবনন্দন ! ॥৩৩॥

এতদাজ্ঞায় বচনং সর্বাংস্তানব্রবীতদা ।

জীবিতং রক্ষত নৃপাঃ ! শাসনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে ত্রিগুৰ্ত্তপরাজয়ে ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তানিতি । সংপ্রভগ্নান্ পরাজিতান্ । অশীবিষাকারৈঃ সর্পতুল্যৈঃ, স্বনবং সশব্দম্ ॥৩০॥

ত ইতি । ভগ্নমনসো ভয়েন নিরুৎসাহচিত্তাঃ ॥৩১॥

ভমিতি । সংশপ্তকানাং তদাখ্যানাং সৈন্যানাং নিষূদনং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে নিহন্তারম্ ॥৩২॥

আজ্ঞেতি । প্রহ্মান্ অবনতান্, প্রেষ্যান্ দাসভূতান্ ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্রিগুৰ্ত্তৈরिति । মহারথেন সমাগাজ্ঞাতৈঃ পাণ্ডবীয়েহঁতানাং পুত্রনপ্তৃভিত্তিগুৰ্ত্তৈঃ ॥১—৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্বণি অশ্বমেধে ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

তাহার পর অর্জুন ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য লৌহময় বহুতর বাণদ্বারা ত্রিগুৰ্ত্ত-
রাজগণের আঠার জন যোদ্ধাকে সত্তর বধ করিলেন ॥২৯॥

ত্রিগুৰ্ত্তযোদ্ধারা যুদ্ধে ভগ্ন হইয়াছে দেখিয়া অর্জুন হরাস্থিত হইয়া অট্টহাস্ত
করিতে থাকিয়া সর্পতুল্য বাণসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

রাজা ! ক্রমে ত্রিগুৰ্ত্তদৈবীয় মহারথেরা সকলে অর্জুনের বাণে পীড়িত
হইয়া ভীতচিত্তে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

অনেকে সংশপ্তকসৈন্যহস্তা পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে বলিলেন—‘বীর ! আমরা
সকলেই আপনার দাস হইলাম এবং সকলেই আপনার বশীভূত হইলাম ॥৩২॥

পৃথানন্দন ! আমরা সকলেই অবনত ও বশীভূত হইয়া রহিয়াছি, আপনি
আমাদিগকে আদেশ করুন; কৌরবনন্দন ! আমরা আপনার সমস্ত প্রিয়কার্য্য
করিব’ ॥৩৩॥

* ‘...চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ’—বঙ্গ বর্দ্ধ নি ।

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রাগ্জ্যোতিষমথাভ্যেত্য ব্যচরৎ স হয়োত্তমঃ

ভগদন্তোজস্তুত্র নির্যযৌ রণকর্কশঃ ॥১॥

স হযং পাণ্ডুপুত্রস্ত বিষয়ান্তমুপাগতম্ ।

যুযুধে ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! বজ্রদন্তো মহীপতিঃ ॥২॥

সোহভিনির্যায় নগরাদ্ভগদন্তস্ততো নৃপঃ ।

অশ্বমায়ান্তমুশ্মত্যা নগরাভিমুখো যযৌ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । আজ্ঞায় শ্রুত্বা । শাসনমশ্বদাদেশঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ অশ্বমেধিকপর্কণি

অশ্বমেধে ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃ*ঃ—

প্রাগিতি । প্রাগ্জ্যোতিষং তদাখ্যং দেশম্ । ভগদন্তস্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অৰ্জুনেন নিহতস্ত
আশ্বজঃ পুত্রঃ ॥১॥

স ইতি । বিষয়ান্তং নিজরাজ্যপ্রাপ্তমুপাগতং হযং লক্ষ্যীকৃত্যেতি শেষঃ । বজ্রদন্তো
নাম ॥২॥

স ইতি । উশ্মত্যা ধ্বংসো নিপীড়্য ॥৩॥

অৰ্জুন তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন সকলকেই বলিলেন—
'রাজগণ ! আপনারা জীবন রক্ষা করুন এবং আমার আদেশ গ্রহণ করুন' ॥৩৪॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর সেই উত্তম অশ্বটী প্রাগ্জ্যোতিষদেশে
যাইয়া বিচরণ করিতে লাগিল । তখন যুদ্ধদুর্কষ ভগদন্তের পুত্র যুদ্ধার্থ নির্গত
হইলেন ॥১॥

ভরতশ্ৰেষ্ঠ ! ভগদন্তের পুত্র রাজা বজ্রদন্ত আপন রাজ্যের প্রান্তভাগে
উপস্থিত অৰ্জুনের সেই অশ্বটী লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২॥

(২) বজ্রদন্তো মহীপতিঃ—নি ।

তমালক্য মহাবাহুঃ কুরুণামুঘভস্তুদা ।
 গাণ্ডীবং বিক্ষিপংস্তূর্ণং সহসা সমুপাদ্ৰবৎ ॥৪॥
 ততো গাণ্ডীবনিম্মু'জৈরিষুভিমৌ'হিতো নৃপঃ ।
 হয়মুৎস্রজ্য তং বীরস্তুতঃ পার্থমুপাদ্ৰবৎ ॥৫॥
 পুনঃ প্রবিষ্টা নগরং দংশিতঃ স নৃপোত্তমঃ ।
 আরুহ্য নাগপ্রবরং নির্ঘয়ো যুদ্ধকাজ্জয়া ॥৬॥
 পাণ্ডুরেণাতপাত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি ।
 দৌধ্যতা চামরেণ শ্বেতেন চ মহারথঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)
 ততঃ পার্থং সমাসাশ্রু পাণ্ডবানাং মহারথম্ ।
 আহ্বয়ামাস বীভৎসুং বাল্যাম্মোহাচ্চ সংযুগে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । ঋষভঃ শ্রেষ্ঠোহর্জুনঃ । বিক্ষিপন্ আকর্ষন্ ॥৪॥

তত ইতি । ইষুভির্বানৈঃ, নৃপো বজ্রদন্তঃ ॥৫॥

পুনরिति । দংশিতো যুদ্ধায় সমকঃ । নাগপ্রবরং করীজম্ পাণ্ডুরেণ শুভেণ । দৌধ্যতা
 সঞ্চাল্যমানেন লঘিত ইতি শেষঃ ॥৬—৭॥

তত ইতি । আহ্বয়ামাস আজুহাব, বীভৎসমর্জুনম্, সংযুগে যুদ্ধে ॥৮॥

ভগদন্তের পুত্র রাজা বজ্রদন্ত রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া সেই আগত
 অশ্বটিকে ধরিয়া গীড়ন করিতে করিতে রাজধানীর দিকে গমন করিতে
 লাগিলেন ॥৩॥

তখন মহাবাহু অর্জুন তাহা দেখিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ
 তাহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৪॥

তাহার পর বীর বজ্রদন্ত অর্জুনের গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত বাণে গীড়িত হইয়া সেই
 অশ্বটিকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫॥

মহারথ রাজশ্রেষ্ঠ বজ্রদন্ত পুনরায় রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধসজ্জায়
 সজ্জিত হইয়া একটা বিশাল হস্তীতে আরোহণপূর্বক যুদ্ধাভিলাষে রাজধানী
 হইতে নির্গত হইলেন । তখন কোন ভৃত্য তাঁহার মস্তকে শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ
 করিয়াছিল এবং অন্য কোন ভৃত্য শুভ্রবর্ণ চামর আন্দোলন করিতেছিল ॥৬—৭॥

তদনন্তর বজ্রদন্ত পাণ্ডবগণের মহারথ অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া
 ধালকতা ও মুগ্ধতা নিবন্ধন তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥৮॥

স বারণং নগপ্রখ্যং প্রভিন্নকরটামুখম্ ।
 প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শ্বেতাশ্বং প্রতি পার্থিবঃ ॥৯॥
 বিষ্ণুরন্তং মহামেঘং পরবারণবারণম্ ।
 শাস্ত্রবৎকল্লিতং সংখ্যে বিবশং যুদ্ধদুর্শদম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
 প্রচোত্তমানঃ স গজসেন রাক্ষাস মহাবলঃ ।
 তদাক্রুশেন বিবভাবুৎপতিষ্ণুমিবান্বরম্ ॥১১॥
 তমাপতন্তুং সংপ্রেক্ষ্য ক্রুদ্ধো রাজন্ ! ধনঞ্জয়ঃ ।
 ভূগিষ্ঠো বারণগতং যোধয়ামাস ভারত ! ॥১২॥
 বজ্রদন্তস্ততঃ ক্রুদ্ধো যুগোচাশু ধনঞ্জয়ে ।
 তোমরানগ্নিগন্ধাশান্ শলভানিব বেগিতান্ ॥১৩॥
 অর্জুনস্তানসম্প্রাপ্তান্ গাণ্ডীবপ্রভবৈঃ শরৈঃ ।
 দ্বিধা ত্রিধা চ চিচ্ছেদ খগমান্ খগমৈস্তদা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স বজ্রদন্তঃ, বারণং হস্তিনম্, নগপ্রখ্যং পৰ্বততুল্যম্, প্রভিন্বে বিদীর্ণে বিদীর্ণ-
 তয়া মদস্রাবিণী করটামুখে গণ্ডবদনে যন্ত তম্ । শ্বেতাশ্বমর্জুনম্ বিষ্ণুরন্তং বর্ষন্তম্,
 মহামেঘং তন্তুল্যম্, পরবারণবারণং বিপক্ষহস্তিনিবারকম্ । শাস্ত্রবৎকল্লিতং শক্রঘাতিভয়া
 নিরূপিতম্ ॥৯—১০॥

প্রচোত্তেতি । প্রচোত্তমানঃ প্রেক্ষ্যমাণঃ, অস্বরমাক্রাশমুৎপতিষ্ণুমিব বিবভৌ ॥১১॥

ভমিতি । বারণগতং গজারূঢ়ং বজ্রদন্তম্ ॥১২॥

বজ্রেতি । অগ্নিগন্ধাশান্ অগ্নিতুল্যাসমুজ্জ্বল্যাম্, শলভান্ পতন্তান্ ॥১৩॥

ক্রমে বজ্রদন্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের দিকে মদস্রাবী ও পৰ্বতপ্রমাণ
 সেই হস্তীকে প্রেরণ করিলেন । বিপক্ষহস্তিনিবারক সেই হস্তী তখন জলবর্ষী
 মহামেঘের আয় মদবর্ষণ করিতেছিল এবং যুদ্ধদুর্ধ্ব সেই উন্নত হস্তীকে যুদ্ধে
 অস্ত্রের আয়ই কল্লনা করা হইয়াছিল ॥৯—১০॥

রাজা বজ্রদন্ত অক্লুশদ্বারা সেই মহাবল হস্তীকে আঘাত করিয়া প্রেরণ
 করিলে, সেই হস্তী তখন আকাশে উড্ডীন হইয়াই যেন প্রকাশ পাইতে-
 ছিল ॥১১॥

ভরতনন্দন রাজা ! সেই বজ্রদন্তকে আসিতে দেখিয়া অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া
 ভূতলে থাকিয়া গজারোহী বজ্রদন্তের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১২॥

তদনন্তর বজ্রদন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের প্রতি অগ্নির আয় উজ্জ্বল এবং
 পতঙ্গের আয় বেগবান্ বহুতর তোমর সঙ্ঘর নিক্ষেপ করিলেন ॥১৩॥

(১৪) ৭ এবং খগমৈস্তদা—পি বহু বর্ধ ।

স তান্ দৃষ্ট্বা তথা ছিন্নাংস্তোমরান্ ভগদন্তজঃ ।
 ইষুনসক্তাংস্বরিতঃ প্রাহিণোং পাণ্ডবং প্রতি ॥১৫॥
 ততোহর্জুনস্তূর্ণতরং রত্নপুঙ্খানজিহ্বগান্ ।
 প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো ভগদন্তাত্মজং প্রতি ॥১৬॥
 স তৈর্বিক্রো মহাতেজা বজ্রদন্তো মহামুধে ।
 ভূশাহতঃ পপাতোর্ব্যাং ন ত্বেনগজহাং স্মৃতিঃ ॥১৭॥
 ততঃ স পুনরারুহ্য বারণপ্রবরং রণে ।
 অব্যাগ্রঃ প্রেষয়ামাস জয়ার্থী বিজয়ং প্রতি ॥১৮॥
 তস্মৈ বাণাংস্ততো জিহ্বুর্নিশ্মুক্তাশীবিষোপমান্ ।
 প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো জ্বলিতজ্বলনোপমান্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অর্জুন ইতি । অসম্প্রাপ্তান্ অন্তরা স্থিতান্ । খগমান্ আকাশগতান্, খগমৈবাকাশ-
 গামিভিঃ ॥১৪॥

স ইতি । ইষুন বাণান্, অসক্তান্ পরস্পরমসংলগ্নান্ ॥১৫॥

তত ইতি । তূর্ণতরমতীব সত্বরম্, রত্নপুঙ্খান্ রত্নখচিতপুচ্ছদেশান্, অজিহ্বগান্
 বাণান্ ॥১৬॥

স ইতি । অজহাদতাজ্রং মূচ্ছিতো ন বভূবেত্যর্থঃ ॥১৭॥

তত ইতি । বারণপ্রবরং হস্তিশ্রেষ্ঠম্ । প্রেষয়ামাস তং বারণপ্রবরমেব, বিজয়-
 মর্জুনম্ ॥১৮॥

তস্মা ইতি । নিমুক্তা নিমুক্তচক্ষুণাংশীবিষাঃ সর্পা উপমা যেষাং তান্ ॥১৯॥

তখন অর্জুন সেই তোমরগুলি আকাশপথে থাকিতেই গাণ্ডীবনিষ্কিপ্ত
 বাণসমূহদ্বারা সেগুলিকে দুইভাগে ও তিনভাগে ছেদন করিলেন ॥১৪॥

বজ্রদন্ত সেই তোমরগুলিকে সেইভাবে ছিন্ন দেখিয়া অস্বাভিত হইয়া
 অর্জুনের দিকে পরস্পর অসংলগ্ন বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৫॥

তদনন্তর অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অতিসত্বর বজ্রদন্তের প্রতি রত্নপুঙ্খ
 বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৬॥

মহাতেজা বজ্রদন্ত সেই সকল বাণে বিদ্ধ ও অত্যন্ত আহত হইয়া মহামুখে
 ভূতলে পতিত হইলেন ; কিন্তু মূচ্ছিত হন নাই ॥১৭॥

তাহার পর বজ্রদন্ত পুনরায় সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া অনাকুল
 থাকিয়া জয়ার্থী হইয়া যুদ্ধে অর্জুনের দিকে সেই হস্তীকে প্রেরণ করিলেন ॥১৮॥

স তৈর্বিদ্ধো মহানাগো বিশ্ববন্ রুধিরং বভৌ ।

হিমবানিব শৈলেন্দ্রো বহুপ্রশ্রবণস্তদা ॥২০॥

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে বজ্রদন্তযুদ্ধে চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ :

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং ত্রিরাত্রগভবত্তদযুদ্ধং ভরতর্ষভ ! ।

অৰ্জুনস্য নরেন্দ্রেণ বৃত্ত্রেণেব শতক্রতোঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বিশ্ববন্ দেহাং নিঃসারয়ন্ । বহুনি প্রশ্রবণানি জলপ্রপাতা যন্ত সঃ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসদিকান্তবাগীষট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-

শ্বমেধিকপর্বণি চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

এবমিতি । নরেন্দ্রেণ প্রাগ্জ্যোতিষরাজেন বজ্রদন্তেন সহ, শতক্রতোঃ যিজ্ঞাত ॥১॥

তৎপরে অৰ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের তুল্য ও প্রজ্বলিত অগ্নির সমান
বাণসমূহ সেই হস্তীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১৯॥

তখন সেই মহা হস্তী সেই বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া দেহ হইতে রক্ত নিঃসারণ
করিতে থাকিয়া বহুজলপ্রপাতযুক্ত পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের আশা শোভা পাইতে
লাগিল ॥২০॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! পূর্বকালে ব্রহ্মাসুরের সহিত ইন্দ্রের
যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ বজ্রদন্তের সহিত অৰ্জুনের এই প্রকার তিন দিন
যুদ্ধ হইয়াছিল ॥১॥

(২০) গৈরিকাক্তমিবাভোত্রির্দ্বিপশ্রবণঃ তদা—বজ্র বর্ধ । * ‘...চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ’
বজ্র বর্ধ নি ।

ততশ্চতুর্থে দিবসে বজ্রদন্তো মহাবলঃ ।
 জহাস সস্বনং হাসং বাক্যং চেদমথাত্রবীৎ ॥২॥
 অর্জুন! তিষ্ঠস্ব ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ।
 হ্রাং নিহত্য করিষ্যামি পিতৃস্তোয়ং যথাবিধি ॥৩॥
 ত্বয়া বৃদ্ধো গম পিতা ভগদন্তঃ পিতুঃ সখা ।
 হতো বৃদ্ধোহপি বাধিত্বা শিশুং মাগত্ব যোধয় ॥৪॥
 ইত্যেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধো বজ্রদন্তো নরাধিপঃ ।
 প্রেময়ামাস কৌরব্য ! বারণং পাণ্ডবং প্রতি ॥৫॥
 সংপ্রেম্যমাণো নাগেন্দ্রো বজ্রদন্তেন ধীমতা ।
 উৎপতিষ্মিবাকাশমভিহুদ্রাব পাণ্ডবগ্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । জহাসহাসং চকার, সস্বনং সশব্দম্ ॥২॥
 অর্জুনেতি । পিতৃভগদন্তস্ত ভোয়ং ভোয়বিহিতং তর্পণম্ ॥৩॥
 ত্বয়েতি । পিতৃনিজজনকস্তেজস্ব সখা । বাধিত্বা অস্ত্রনিপীড়্য হতঃ । অত বৃদ্ধং শিশুং
 মাং যোধয় ॥৪॥
 ইতীতি । বারণং হস্তিনম্, পাণ্ডবমর্জুনম্ ॥৫॥
 সংপ্রেম্যেতি । নাগেন্দ্রো হস্তিশ্চেষ্ঠঃ । পাণ্ডবমর্জুনম্ ॥৬॥

তাহার পর চতুর্থ দিনে মহাবল বজ্রদন্ত অট্টহাস্য করিলেন এবং অর্জুনকে
 এই কথা বলিলেন—॥২॥

‘অর্জুন ! অর্জুন ! এই রণস্থলে অবস্থান কর, তুমি জীবিত অবস্থায় আমার
 নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না । আমি তোমাকে বধ করিয়া যথাবিধানে
 পিতার তর্পণ করিব ॥৩॥

তুমি তোমার পিতা ইন্দ্রের সখা আমার বৃদ্ধ পিতা ভগদন্তকে পীড়ন করিয়া
 বধ করিয়াছিলে । এখন তুমি বৃদ্ধ, আমি শিশু ; এই অবস্থায় তুমি আমার
 সহিত যুদ্ধ কর’ ॥৪॥

কৌরবনন্দন ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাজা বজ্রদন্ত এইরূপ বলিয়া অর্জুনের প্রতি
 আপন হস্তীকে প্রেরণ করিলেন ॥৫॥

ধীমান্ বজ্রদন্ত প্রেরণ করিলে সেই হস্তীশ্চেষ্ঠ আকাশে উঠিবে বলিয়াই
 যেন অর্জুনের দিকে ধাবিত হইল ॥৬॥

অগ্রহস্তস্মৃন্তেন শীকরেণ স নাগরাট্ ।
 সর্গোকত গুড়াকেশং শৈলং নীলমিবাশ্বদঃ ॥৭॥
 স তেন প্রেষিতো রাজ্ঞা মেঘবহ্নিনদস্মুহঃ ।
 মুখাভ্রস্বরসংহ্রাদৈরভ্যদ্রবত ফাল্গুনম্ ॥৮॥
 স নৃত্যমিব নাগেস্ত্রো বজ্রদন্তপ্রচোদিতঃ ।
 আসাদ দ্রুতং রাজন্ ! কৌরবাণাং মহারথম্ ॥৯॥
 তমায়াস্তমথালক্য বজ্রদন্তস্য বারণম্ ।
 গাণ্ডীবগাশ্রিত্য বলী ন ব্যকম্পত শক্রহা ॥১০॥
 চূক্রোধ বলবচ্চাপি পাণ্ডবস্তস্য ভূপতেঃ ।
 কার্য্যবিঘ্নগনুস্মৃত্য পূর্ববৈরঞ্চ ভারত ! ॥১১॥
 ততস্তং বারণং ক্রুদ্ধঃ শরজালে ন পাণ্ডবঃ ।
 নিবারয়ামাস তদা বেলেব মকরালয়ম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অগ্রেতি । স নাগরাট্ হস্তিশ্রেষ্ঠঃ, অশ্বদো মেঘঃ নীলং শৈলং পর্কতমিব, অগ্রহস্তাং
 গুড়াগ্রদেশাং স্মৃন্তেন নিক্ষিপ্তেন শীকরেণ মদজলবিন্দুসমূহেন, গুড়াকেশমর্জুনম্, সর্গোকত
 সমসিঞ্চৎ ॥৭॥

স ইতি । মুখাভ্রস্বরসংহ্রাদৈর্বিশালগর্জ্জনৈঃ ফাল্গুনমর্জুনম্ ॥৮॥

স ইতি । বজ্রদন্তেন প্রচোদিতঃ প্রেরিতঃ । মহারথমর্জুনম্ ॥৯॥

তমিতি । বারণং হস্তিনম্ । শক্রহা শক্রহস্তা অর্জুনঃ ॥১০॥

চূক্রোধেতি । কার্য্যাত্ম অশ্বমেধস্য বিঘ্নং পূর্ববৈরং ভগদন্তবধনিবন্ধনাং শক্রতাম্, ॥১১॥

ক্রমে মেঘ যেমন নীলপর্বতের উপরে জলবিন্দু বর্ষণ করে, সেইরূপ সেই
 হস্তিশ্রেষ্ঠ নিজ শুণ্ডের অগ্রদেশনির্গত মদজলবিন্দু অর্জুনের উপরে বর্ষণ করিতে
 লাগিল ॥৭॥

রাজা বজ্রদন্ত প্রেরণ করিলে সেই হস্তী মেঘের স্থায় অনবরত গর্জ্জন
 করিতে থাকিয়া মুখের সেই শব্দের সহিত অর্জুনের দিকে ধাবিত হইল ॥৮॥

রাজা ! বজ্রদন্তপ্রেরিত সেই হস্তিশ্রেষ্ঠ নৃত্য করিতে থাকিয়াই যেন সশ্বর
 অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইল ॥৯॥

গাণ্ডীবধারী ও বলবান শক্রহস্তা অর্জুন বজ্রদন্তের সেই হস্তীকে আসিতে
 দেখিয়াও বিচলিত হইলেন না ॥১০॥

ভরতনন্দন ! বরং তিনি কার্য্যের বিঘ্ন ও পূর্বশক্রতা স্মরণ করিয়া বজ্র-
 দন্তের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥১১॥

স নাগপ্রবরঃ শ্রীগানজ্জু'নেন নিবারিতঃ ।
 তস্মৈ শরৈর্বিমুগ্ধাঙ্গঃ স্বাবিচ্ছললিতো যথা ॥১৩॥
 নিবারিতং গজং দৃষ্ট্বা ভগদন্তহুতো নৃপঃ ।
 উৎসসজ্জ শিতান্ বাণানজ্জুনং ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥১৪॥
 অজ্জুনস্ত মহাবাহুঃ শরৈররিনিঘাতিভিঃ ।
 বারযাগাস তান্ বাণাংস্তদদ্ভুতগিবাভবৎ ॥১৫॥
 ততঃ পুনরভিক্রুদ্ধো রাজা প্রাগ্জ্যোতিষাধিপঃ ।
 প্রেষয়াগাস নাগেন্দ্রং বলবৎ পর্বতোপমম্ ॥১৬॥
 তগাপতন্তুং সংশ্রেক্ষ্য বলবৎ পাকশাসনিঃ ।
 নারাচমগ্নিসঙ্কাশং গ্রাহিণোদ্বারণং প্রতি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বেলা তীরভূমিঃ, মকরালয়ং সমুদ্রম্ ॥১২॥

স ইতি । শ্রিয়ান্ বলসম্পন্নঃ । বিমুগ্ধাঙ্গো বিহুগাতঃ, স্বাবিৎপণ্ডবিশেষঃ, শললিতঃ
 কটকিতঃ ॥১৩॥

নিবারিতমিতি । শিতান্ সুধারান্, অজ্জুনং প্রতি ॥১৪॥

অজ্জুন ইতি । তদ্বাণৈর্বাণনিবারণম্, অদ্ভুতগিবাভবৎ অতিদৃষ্করত্বাৎ ॥১৫॥

তত ইতি । বলবৎ অতীব দ্রুতং প্রেষয়াগাস ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । ॥১—১২॥ শললিতঃ শলাকাগ্রোতঃ ॥১৩—১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্বণি অশ্বমেধে পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২৫॥

তাহার পর ক্রুদ্ধ অজ্জুন তীরভূমি যেমন সমুদ্রকে বারণ করে, তেমন
 বাণসমূহদ্বারা সেই হস্তীকে বারণ করিলেন ॥১২॥

তখন বলসম্পন্ন সেই হস্তীশ্রেষ্ঠ অজ্জুনের বাণে বিদৌর্গদেহ ও নিবারিত
 হইয়া উদৌর্গকটক শেজাকর হুয়া অবস্থান করিল ॥১৩॥

বজ্রদন্ত হস্তী নিবারিত হইয়াছে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া অজ্জুনের
 প্রতি সুধার বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

মহাবাহু অজ্জুন তখন শক্রনাশক বাণসমূহদ্বারা বজ্রদন্তের সেই বাণসমূহকে
 বারণ করিলেন । তাহা যেন আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল ॥১৫॥

তদনন্তর রাজা বজ্রদর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পর্বতপ্রমাণ সেই হস্তীশ্রেষ্ঠকে
 অজ্জুনের প্রতি পুনরায় মহাবেগে প্রেরণ করিলেন ॥১৬॥

স তেন বারগো রাজন্ ! মৰ্ম্মস্বভিহতো ভৃশম্ ।

পপাত সহসা ভূমৌ বজ্ররূপং ইবাচলঃ ॥১৮॥

স পতন্ শুশুভে নাগো ধনঞ্জয়শরাহতঃ ।

বিশম্ভিব মহাশৈলো মহীং বজ্রপ্রপীড়িতঃ ॥১৯॥

তস্মিন্মিপতিতে নাগে বজ্রদত্তস্ত্র পাণ্ডবঃ ।

তং ন ভেতব্যগিত্যাহ ততো ভূমিগতং নৃপম্ ॥২০॥

অত্রবীন্ধি মহাতেজাঃ প্রস্থিতং মাং যুধিষ্ঠিরঃ ।

রাজানন্তে ন হস্তব্যা ধনঞ্জয় ! কথঞ্চন ॥২১॥

সৰ্ম্মমেতন্নরব্যাঘ্র ! ভবতো্যতাবতা কৃতম্ ।

যোদাশ্চাপি ন হস্তব্যা ধনঞ্জয় ! রণে জয়ী ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিতি । পাকশাসনিরজ্জুনঃ । অগ্নিসন্ধাশম্ অগ্নিবহুজ্জলম্ ॥১৭॥

স ইতি । বজ্রেণ রূপং ভগ্নঃ । অচলঃ পৰ্ব্বত ইব ॥১৮॥

স ইতি । নাগো হস্তী । বজ্রেণ ইজ্ঞাশনিনা প্রপীড়িতঃ ॥১৯॥

তস্মিন্মিতি । ততো নাগাং ভূমিগতং ভূতলস্থিতম্, নৃপং বজ্রদত্তম্ ॥২০॥

অত্রবীন্ধিতি । হি বস্মাং । কথঞ্চন হননসম্ভবেহপি ॥২১॥

সৰ্ম্মমিতি । হে নরব্যাঘ্র ! এতাবতা কেবলজয়েনৈব এতৎ সৰ্ম্মম্ অশ্বমেধবিধিপালনং জয়া কৃতং ভবতি ॥২২॥

সেই হস্তী মহাবেগে আসিতেছে সেখিয়া অৰ্জুন অগ্নির ছায়া উজ্জল একটা নারাচ সেই হস্তীর উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥১৭॥

রাজা ! সেই হস্তী সেই নারাচদ্বারা হৃদয়ে অত্যন্ত আহত হইয়া বজ্রভগ্ন পৰ্ব্বতের ছায়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল ॥১৮॥

সেই হস্তী অৰ্জুনের বাণে আহত হইয়া ইন্দ্রের বজ্রে প্রপীড়িত ভূতল-প্রবেশোদ্ধত মহাপৰ্ব্বতের ছায়া শোভা পাইতে লাগিল ॥১৯॥

সেই হস্তী নিপতিত হইলে এবং বজ্রদত্ত সেই হস্তী হইতে ভূতলে নামিয়া দাড়াইলে, অৰ্জুন তাঁহাকে বলিলেন—‘রাজা ! ভয় করিবেন না ॥২০॥

কারণ, আমি হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে মহাতেজা যুধিষ্ঠির আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ‘অৰ্জুন ! তুমি কোনপ্রকারেই রাজগণকে বধ করিও না ॥২১॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি এইটুকুমাত্র করিলেই অশ্বমেধের সমস্ত বিধিরক্ষা করা

(২০) ততো ভূমিগতং নৃপঃ—বজ্র বর্জ ।

বক্তব্যশ্চাপি রাজানঃ সৰ্বে সহ স্নহজ্জনৈঃ ।
 যুধিষ্ঠিরস্তাশ্বমেধো ভবন্তিরনুভূয়তাম্ ॥২৩॥
 ইতি ভ্রাতৃবচঃ শ্রুত্বা ন হস্মি স্থাং নরাদিপ ! ।
 উত্তীৰ্ণ ন ভয়ং তেহস্তু স্বস্তিমান্ গচ্ছ পার্থিব ! ॥২৪॥
 আগচ্ছেথা মহারাজ ! পরাং চৈত্রীমুপস্থিতাম্ ।
 তদাশ্বমেধো ভবিতা ধর্মরাজস্ত ধীমতঃ ॥২৫॥
 এবমুক্তঃ স রাজা তু ভগদত্তাজ্ঞস্তুদা ।
 তথৈতেষ্যাব্রবীদ্বাক্যং পাণ্ডবেনাভিনিজ্জিতঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাগাশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে বজ্রদত্তপরাজয়ে পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

বক্তব্য ইতি । অনুভূয়তাং তত্র গতা দর্শনাদিনা সম্পাদিতাম্ ॥২৩॥
 ইতীতি । স্বস্তিমান্ কুশলী । “স্বস্ত্যশীঃক্ষেমপূর্ণাদৌ” ইত্যমরঃ ॥২৪॥
 আগচ্ছেথা ইতি । চৈত্রীং চৈত্রমাসীয়পূর্ণিমাং লক্ষ্যীকৃত্যেতি শেষঃ ॥২৫॥
 এবমিতি । তথা তদানীং গমিষ্ঠাম্যেব, পাণ্ডবেনার্জ্জুনেন ॥২৬॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদাসগিদ্ধাস্তবাগী ভট্টাচার্য্য-
 বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
 মাস্বমেধিকপর্বণি পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

হইবে । অর্জুন ! আর এক কথা, তুমি যুদ্ধে বিপক্ষযোদ্ধাদিগকেও বধ করিও
 না ॥২২॥

এবং তুমি সকল রাজাকে বলিবে—‘আপনারা বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত
 হইয়া হস্তিনায় যাইয়া যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ দর্শন করিবেন’ ॥২৩॥

নরনাথ ! ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি আপনাকে বধ
 করিব না । রাজা ! উঠুন, আপনার ভয় নাই, আপনি কুশলী থাকিয়া গমন
 করুন ॥২৪॥

মহারাজ ! আগামী চৈত্রী-পূর্ণিমায় আপনি হস্তিনায় আগমন করিবেন ।
 তখন জ্ঞানী ধর্মরাজের অশ্বমেধযজ্ঞ হইবে’ ॥২৫॥

অর্জুন এইরূপ বলিলে, অর্জুনকর্তৃক নিজ্জিত রাজা বজ্রদত্ত তখন এই কথা
 বলিলেন—‘তাহাই হইবে’ ॥২৬॥

(২৫) বদাশ্বমেধো ভবিতা—পি বধ বর্জ ।

* ‘...বটসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ’—বধ বর্জ নি ।

যশবতীতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সৈন্ধবৈরভবদ্যুধঃ ততস্তস্ম্য কিরীটিনঃ ।
হতশোষৈর্গহাঁরাজ ! হতানাঞ্চ হুতৈরপি ॥১॥
তেহবতীর্ণমুপশ্রুত্য বিষয়ং শ্বেতবাহনম্ ।
প্রত্যদ্যয়ুরম্মুশ্বে। রাজানঃ পাণ্ডবর্ষভম্ ॥২॥
অশ্বঞ্চ তং পরামুশ্চ বিষয়াস্তে বিষোপমাঃ ।
ন ভয়ং চক্রিরে পার্থাদ্ভীমসেনাদনন্তরাৎ ॥৩॥
তেহবিদূরাক্নুস্পাণিং যজ্জিয়স্ম্য হয়স্ম্য চ ।
বীভৎসুং প্রত্যপচুস্ত পদাভিনগবস্থিতম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সৈন্ধবৈরিতি । সৈন্ধবৈঃ সিন্ধুদেশীভিঃ । কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে হতানাং শোযে, তত্রৈব যুদ্ধে
হতানাঞ্চ হুতৈরপি সহ তস্ম্য কিরীটিনোহর্জুনস্ম্য যুদ্ধমভবৎ ॥১॥

ত ইতি । বিষয়ং স্বদেশম্ । অমুশ্রুতঃ অসহমানাঃ ॥২॥

অশ্বমিতি । পরামুশ্চ পরিগৃহ্য, বিষয়াস্তে নিজরাজ্যপ্রাপ্তে, বিষোপমা উগ্রাঃ । ভীমসেনা
দনন্তরাৎ পরজাতাৎ ॥৩॥

ত ইতি । অবিদূরাৎ অনধিকদূরদেশাৎ । বীভৎসুমর্জুনম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! তাহার পর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত
সৈন্যগণের অবশিষ্ট সৈন্য এবং সেই যুদ্ধে নিহত বীরগণের পুত্রগণের সহিত
অর্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল ॥১॥

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন আপন দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া অসহিষ্ণু হইয়া
সেই দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥২॥

বিষের আয় উগ্রস্বভাব সেই ক্ষত্রিয়গণ আপন রাজ্যপ্রাপ্তে উপস্থিত হইয়া
সেই অশ্বটিকে ধারণ করিয়াও ভীমসেনের কনিষ্ঠভ্রাতা অর্জুন হইতে ভয়
করেন নাই ॥৩॥

তখন যজ্ঞীয় অশ্বের অনতিদূরে পাদচারী অবস্থায় অবস্থিত ধনুর্দ্ধারী
অর্জুনের নিকটে তাঁহারা আগমন করিলেন ॥৪॥

ততস্তে তং মহাবীৰ্য্য রাজানঃ পর্য্যবারয়ন্ ।
 জিগীষন্তো নরব্যাভ্রং পূৰ্ব্বং বিনিকৃতা যুধি ॥৫॥
 তে নামান্যপি গোত্রাণি কৰ্ম্মাণি বিবিধানি চ ।
 কীৰ্ত্তয়ন্তুস্তদা পার্থং শরবর্ষেরবাকিরন্ ॥৬॥
 তে কিরন্তুঃ শরভ্রাতান্ বারণপ্রতিবারণান্ ।
 রণে জয়মভীপ্সন্তুঃ কোন্তেয়ং পর্য্যবারয়ন্ ॥৭॥
 তে সমীক্ষ্য চ তং কৃষ্ণমুগ্রকৰ্ম্মাণমাহবে ।
 মৰ্বে যুযুধিরে বীরা রথস্থান্তং পদাতিনম্ ॥৮॥
 তে তমাজগ্নিরে বীরং নিবাতকবচান্তকম্ ।
 সংশপ্তকনিহন্তারং হন্তারং সৈন্ধবশ্চ ॥৯॥
 ততো রথসহশ্রেণ হয়ানামযুতেন চ ।
 কোষ্ঠকীকৃত্য বীভৎসুং প্রহৃষ্টমনসোহভবন্ ॥১০॥
 তং স্মরন্তো বধং বীরাঃ সিন্ধুরাজশ্চ চাহবে ।
 জয়দ্রথশ্চ কৌরব্য ! সমরে সব্যাসচিনা ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । জিগীষন্তো জেতুমিচ্ছন্তঃ, যুধি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে, বিনিকৃতাঃ পরাভূতাঃ ॥৫॥
 ত ইতি । পার্থমজ্জুনম, অবাকিরন্ নিক্ষেপেণাচ্ছাদয়ন্ ॥৬॥
 তত ইতি । শরাণাং ভ্রাতান্ সমূহান্, বারণানাং হস্তিনামপি প্রতিবারণান্ নিবারকান্ ॥৭॥
 ত ইতি । কৃষ্ণমজ্জুনম, আহবে যুদ্ধে, উগ্রকৰ্ম্মাণং বিপক্ষসংহারাদ্ভয়ঙ্করকার্য্যকারিণম্ ॥৮॥
 ত ইতি । স্বর্ণে অগ্নিশিফাকালে নিবাতকবচানাং তদাখ্যানামস্মরণাম্ অস্তকং নাশকম্ ।
 কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সংশপ্তকানাং নিহন্তারম্, সৈন্ধবশ্চ সিন্ধুরাজশ্চ জয়দ্রথশ্চ ॥৯॥

তাহার পর পূৰ্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পরাভূত মহাবীর সেই ক্ষত্রিয়গণ জয়
 করিবার ইচ্ছা করিয়া নরশ্রেষ্ঠ অৰ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৫॥

পরে তাঁহারা আপনাদের নাম, গোত্র ও নানাবিধ কার্য্যের উল্লেখ করিতে
 থাকিয়া অৰ্জুনের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৬॥

তাঁহারা যুদ্ধে জয় ইচ্ছা করিয়া হস্তিনিবারক বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে
 থাকিয়া অৰ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৭॥

যুদ্ধে ভীষণ কার্য্যকারী অৰ্জুন তখন পাদচারী অবস্থায় রহিয়াছেন দেখিয়া
 রথারোহী সেই সকল বীর অৰ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥৮॥

তাঁহারা ক্রমে নিবাতকবচহস্তা, সংশপ্তকসৈন্যগণনাশী ও জয়দ্রথবধকারী
 বীর অৰ্জুনকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৯॥

ততঃ পৰ্জ্জন্মবৎ সৰ্বে শরবৃষ্টীরবাস্থজন্ ।
 তৈঃ কীর্ণঃ শুশ্রুভে পার্থো রবির্মেঘান্তরে যথা ॥১২॥
 স শরৈঃ সমবচ্ছন্নচকাকশে পাণ্ডবর্ষভঃ ।
 পঞ্জরাস্তরমঞ্চারী শকুন্ত ইব ভারত ! ॥১৩॥
 ততো হাহাকৃতং সর্বং কোন্তেয়ে শরপীড়িতে ।
 ত্রৈলোক্যমভদ্ররাজন্ ! রবিরাগীচ্চ নিশ্চ্রাভঃ ॥১৪॥
 ততো ববৌ মহারাজ ! মারুতো লোমহর্ষণঃ ।
 রাহুরগ্রদাদিত্যং যুগপৎ সোমমেব চ ॥১৫॥
 উল্কাচ জঘ্নিরে সূর্য্যং বিকীর্যন্ত্যঃ সমন্ততঃ ।
 বেপথুশ্চাভবদ্রাজন্ ! কৈলাসস্থ মহাগিরেঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হয়ানামস্থানাম্ । কোষ্ঠকীর্ত্য মধ্যবর্তীকৃত্য সব্যাসাচিনা অজ্জুনেন ॥১০-১১॥
 তত ইতি । কীর্ণো ব্যাপ্তঃ, পার্থোহজ্জুনঃ ॥১২॥
 স ইতি । সমবচ্ছন্ন আবৃতঃ । শকুন্তঃ পক্ষী ॥১৩॥
 তত ইতি । হাহা ইত্যশ্ব কৃতং করণং যত্র তৎ, কোন্তেয়ে অজ্জুনে ॥১৪॥
 তত ইতি । লোমহর্ষণো মহাপ্রবলত্বাৎ । যুগপদেকদৈব ॥১৫॥
 উল্কা ইতি । উল্কাঃ প্রজলিতাগ্নিপিণ্ডানি, বিকীর্যন্ত্যো দৈবেন বিকীর্যমাণাঃ । বেপথুঃ
 কম্পঃ ইদানীন্তন আসামদেশ এব প্রাচীনঃ প্রাগ্জ্যোতিষদেশ ইতি লোকবাদঃ । ততচ্চার্জুনশ্চ

কৌরবনন্দন ! পূৰ্বে কুরুক্ষেত্ৰযুদ্ধে অজ্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে যে বধ
 করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, সেই সিন্ধুদেশীয় বীরেরা সহস্র রথ ও দশ-
 সহস্র অশ্বদ্বারা অজ্জুনকে পরিবেষ্টন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥১০-১১॥

তদনন্তর মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে, তেমন তাঁহার সকলে অজ্জুনের
 উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন অজ্জুন সেই সকল বাণে ব্যাপ্ত হইয়া
 মেঘমধ্যবর্তী সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিলেন ॥১২॥

কিংবা ভারতনন্দন । পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অজ্জুন সেই সকল বাণে আবৃত হইয়া
 পঞ্জরমধ্যচারী পক্ষীর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥১৩॥

রাজা ! তখন অজ্জুন বিপক্ষবাণে পীড়িত হইলে সমগ্র ত্রিভুবন হাহাকার
 করিয়া উঠিল এবং সূর্য্যও প্রভাশূন্য হইয়া পড়িলেন ॥১৪॥

মহারাজ ! তাহার পর লোমহর্ষণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং রাহু, চন্দ্র ও
 সূর্য্যকে যুগপৎ গ্রাস করিল ॥১৫॥

মুমূচুঃ শ্বাসমত্যুষ্ণং দুঃখশোকসমম্বিতাঃ ।
 সপ্তর্ষয়ো জাতভয়াস্তথা দেবর্ষয়োহপি চ ॥১৭॥
 শশং চাস্তু বিনিভিচ্ছ মণ্ডলং শশিনোহপতন্ ।
 বিপরীতা দিশশ্চাপি সৰ্বা ধূমাকুলান্তথা ॥১৮॥
 রাসভারুণসঙ্কাশা ধমুদ্রান্তঃ সবিস্মৃত্যতঃ ।
 আবৃত্য-গগনং মেঘা মুমূচুর্গাংসশোণিতম্ ॥১৯॥
 এবমাসীত্তদা বীরে শরবর্ষণে সংব্রুতে ।
 ফাল্গুনে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদন্তু তগিবাভবৎ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সিদ্ধদেশগমনদর্শনাং তত্রত্যোদ্ধারিতাভিঘাতেন কেবলকৈলাসগিরেঃ কম্পপ্রবণাং পরঞ্চ-
 মণিপুত্রাক্রমণদর্শনাদয়ং সিদ্ধদেশো ভারতীয়াপরসিদ্ধদেশদ্বয়ান্তিরঃ কৈলাসসম্মিহিতঃ কশ্চিদেব
 ইতি প্রতীয়তে ॥১৬॥

মুমূচুরিতি । দুঃখশোকসমম্বিতা অর্জুনমৃত্যুসম্ভাবনাং ॥১৭॥

শশমিতি । শশিনশ্চন্দ্রস্ত শশং শশাখাহরিণচিকুম্, মণ্ডলঞ্চ বিনিভিচ্ছ, আস্ত অপতন্ ।
 তা উক্কা ইত্যহুবৃত্তিঃ । বিপরীতা ভ্রমেণ বিপরীতবৎ প্রতীয়মানা অভবন্ ॥১৮॥

রাসভেতি । রাসভা গর্দভা ইব অরুণসঙ্কাশা অরুণবর্ণতুলাঃ, ধমুদ্রান্তঃ ইন্দ্রচাপযুক্তাঃ ॥১৯॥

এবমিতি । এবমিথং তুল্যকণম্ । ফাল্গুনে অর্জুনে ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সৈন্ধবৈরিতি ॥১—১৫॥ বিকীর্ণাস্থ্য উক্কাঃ সূর্য্যং জ্বলিত্রে তাভিচ্ছ বিকীর্ণায়াণ্ডিঃ
 কৈলাসাদীনাম্ বেপথুঃ সপ্তর্ষ্যাদীনাম্ শ্বাসশ্চাভবৎ । তা এব শশং চন্দ্রহং বিনিভিচ্ছ শশিনো
 মণ্ডলং প্রতি পরিতঃ অপতম্বিতি ত্রয়াণাং সম্বন্ধঃ ॥১৬—১৭॥ ততঃ খাস্তু ইতি পাঠে চন্দ্র-

রাজা! সকল দিক্ হইতে নিষ্কিপ্ত উক্কাসকল সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত
 করিতে লাগিল এবং মহাপর্কিত কৈলাসেরও কম্পন হইতে থাকিল ॥১৬॥

সপ্তর্ষিগণ এবং দেবর্ষিগণও দুঃখশোকযুক্ত ও ভীত হইয়া অত্যুষ্ণ শ্বাস ত্যাগ
 করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

সেই উক্কাগুলি হঠাৎ চন্দ্রমণ্ডল ও চন্দ্রের শশচিহ্ন বিদীর্ণ করিয়া পতিত
 হইতে থাকিল এবং ধূমাকুল সমস্ত দিক্ বিপরীত বলিয়া বোধ হইতে
 লাগিল ॥১৮॥

গর্দভের আয় অরুণবর্ণ ইন্দ্রচাপযুক্ত ও বিদ্রোহসমম্বিত মেঘসকল আকাশ
 আচ্ছন্ন করিয়া রক্ত ও মাংস বর্ষণ করিতে লাগিল ॥১৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! সিদ্ধদেশীয় বীরগণের বাণবৃষ্টিতে মহাবীর অর্জুন আবৃত হইলে

তস্ম তেনাবকীর্ণস্য শরজ্বালেন সৰ্ব্বতঃ ।
 মোহাৎ পপাত গাণ্ডীবমাবাপশ্চ করাদপি ॥২১॥
 তস্মিন্মোহমমুপ্রাপ্তে শরজ্বালং মহত্তদা ।
 সৈন্ধবা মুমুচুস্তূর্ণং গতসন্ধে মহারথে ॥২২॥
 ততো মোহং সমাপন্নং জ্ঞাত্বা পার্থং দিবৌকসঃ ।
 সৰ্বে বিত্রস্তমনসস্তস্য শাস্তিকৃতোহভবন্ ॥২৩॥
 ততো দেবর্ষয়ঃ সৰ্বে তথা সপ্তর্ষয়োহপি চ ।
 ব্রহ্মর্ষয়শ্চ বিজয়ং জেপুঃ পার্থস্য ধীমতঃ ॥২৪॥
 ততঃ প্রদীপিতে দেবৈঃ পার্থতেজসি পার্ধিব ! ।
 তস্মাবচলবন্ধীমান্ সংগ্রামে পরমাস্ত্রবিৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ভস্মেতি । তস্ম ফাস্তনস্ত । আবাপো লৌহময়ং হস্তাবরণম্ ॥২১॥
 তস্মিন্মিতি । গতসন্ধে মোহেন তিরোহিতাধাবসায়ে, মহারথে অৰ্জুনে ॥২২॥
 তত ইতি । দিবৌকসো দেবাস্তাঃ । দেবরাজপুত্রস্বাৎ দেবানামৰ্জুনে পক্ষপাতিস্বঃ
 বোধ্যম্ ॥২৩॥

তত ইতি । বিজীয়তে অনেনেতি বিজয়ো মনস্তম্, পার্থস্ত অৰ্জুনস্ত ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মণ্ডলাদুর্দ্ধমেশাৎ পতিতা উদ্ধাতং ভিষ্মাহোহপতদিত্যর্থঃ ॥১৮॥ রাসভবর্ণশ্চারণশ্চ তয়োশ্চিশ্রী-
 ভাবো রাসভাকণো বর্ণবিশেষঃ ॥১৯—২০॥ আবাপো হস্তাবাপঃ ॥২১—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্বনি অশ্বমেধে ধগ্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥২৬॥

এইরূপ তুল্লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইল তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে
 লাগিল ॥২০॥

অৰ্জুন সকল দিক্ হইতে সেই বাণজ্বালে ব্যাপ্ত হইলে, মোহবশতঃ তাঁহার
 হস্ত হইতে গাণ্ডীবধনু এবং লৌহময় আবরণ পতিত হইল ॥২১॥

মহারথ অৰ্জুন মুচ্ছিত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইলে, তখন সিন্ধুদেশীয় যোদ্ধারা
 তাঁহার উপরে সম্বর বিশাল বাণজ্বাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

তদনন্তর দেবতাঁরা অৰ্জুনকে মোহপ্রাপ্ত জানিয়া সকলেই ত্রস্তচিত্ত হইয়া
 তাঁহার শাস্তিকারী হইলেন ॥২৩॥

তদনন্তর সকল দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ ধীমান্ অৰ্জুনের জয়জনক মন্ত্র জপ
 করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

বিচকর্ষ ধম্মুদিব্যং ততঃ কৌরবনন্দনঃ ।

যস্ত্রস্তেবেহ শব্দোহভূন্নহাংস্তস্য পুনঃ পুনঃ ॥২৬॥

ততঃ স শরবর্ষাণি প্রত্যমিত্রান্ প্রতি প্রভুঃ ।

ববর্ষ ধম্মুমা পার্থো বর্ষাণীব পুরন্দরঃ ॥২৭॥

ততস্তে সৈন্ধবা যোধাঃ সর্ব এব স রাজকাঃ ।

নাদৃশ্যন্ত শরৈঃ কীর্ণাঃ শলভৈরিব পাদপাঃ ॥২৮॥

তস্য শব্দেন বিত্রেস্তর্ভযার্তাশ্চ বিহুক্রবুঃ ।

মুমূচুশ্চাশ্র শোকার্তাঃ শুশুচুশ্চাপি সৈন্ধবাঃ ॥২৯॥

তাংস্ত সর্বান্ নরব্যাত্রঃ সৈন্ধবান্ ব্যচরদ্ধলী ।

অলাতচক্রবদ্রাজন্ ! শরজালৈঃ সমাপ্যৎ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অচলবৎ পর্কত ইব, পরমাস্ত্রবিদর্জুনঃ ॥২৫॥

বিচকর্ষেতি । কৌরবনন্দনোহর্জুনঃ । যস্ত্রস্ত তরণীচালকস্ত ॥২৬॥

তত ইতি । প্রত্যমিত্রান্ শত্রু, প্রভুরস্বপ্রভাববান্ ॥২৭॥

তত ইতি । সৈন্ধবাঃ সিদ্ধদেবীয়াঃ, রাজা সহেতি স রাজকাঃ ॥২৮॥

তস্তেতি । বিহুক্রবুঃ পলায়াক্রুরে ॥২৯॥

তানিতি । ব্যচরৎ গ্রহরম্বিত শেবঃ । অলাতচক্রবৎ জলিতভ্রমিতকাষ্ঠখণ্ডবৎ, সমাপ্যৎ অগ্নীড়য়ৎ ॥৩০॥

রাজা ! তৎপরে দেবতার। অর্জুনের তেজ উদ্দীপিত করিলে, পরমাস্ত্রবিৎ বুদ্ধিমান্ অর্জুন রণস্থলে পর্ব্বতের আয় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

তদনন্তর অর্জুন অলৌকিক গাণ্ডীবধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন বার বার নোকাচালক যস্ত্রের আয় সেই ধনুর বিশাল শব্দ হইতে থাকিল ॥২৬॥

তৎপরে ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ করেন, সেইরূপ প্রভাবশালী অর্জুন ধনু-দ্বারা শত্রুগণের উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

তখন রাজার সহিত সিদ্ধদেবীয়া সকল যোদ্ধাই অর্জুনের বাণে আবৃত হইয়া পতঙ্গাবৃত বৃক্ষের আয় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন না ॥২৮॥

সিদ্ধদেবীয়া সৈন্তেরা সেই গাণ্ডীবের শব্দে অনেকে ভীত হইল, অনেকে ভয়ার্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, অনেকে শোকার্ত হইয়া অশ্রুমোচন করিতে থাকিল এবং অনেকে রণস্থলে থাকিয়াই শোক করিতে লাগিল ॥২৯॥

রাজা ! নরশ্রেষ্ঠ বলবান্ অর্জুন সিদ্ধদেবীয়া সেই সমস্ত সৈন্তকেই প্রহার করিতে থাকিয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং জলিত কাষ্ঠখণ্ডের আয় বিচরণ করিতে থাকিয়া বাণজালদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকিলেন ॥৩০॥

তদ্বিস্ত্রজালপ্রতিমং বাণজালগমিত্রহা ।

বিস্ত্রজ্য দিক্ণু সৰ্বাস্থ গণেন্দ্র ইব বজ্রভৃৎ ॥৩১॥

মেঘজালনিভং সৈশ্চাং বিদার্য্য শরবৃষ্টিভিঃ ।

বিবভৌ কৌরবশ্রেষ্ঠঃ শরদীব দিবাকরঃ ॥৩২॥ (যুগ্মকঃ)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যামাশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে সৈন্ধবযুদ্ধে সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥ *

—

সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো গাণ্ডীবভৃচ্ছুরো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ।

বিবভৌ যুদ্ধি দুর্দ্ধৰ্ষো হিমবানচলো যথা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিত্তি । ইজ্রজালপ্রতিমম্ আকস্মিকবিস্তারং, অমিত্রহা শত্রুহস্তা । সৈশ্চাং সিদ্ধু-
দেশীয়ম্ ॥৩১—৩২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসগিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-

মাশ্বমেধিকপৰ্বণি সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥

—:~:—

তত ইতি । যথা হিমবান্ তথা অচলঃ সন্ বিবভৌ ॥১॥

ক্ৰমে শত্রুহস্তা অৰ্জুন বজ্রধারী ইন্দ্রের আয় সকল দিকে ইজ্রজালের তুল্য
বাণজাল নিক্ষেপপূৰ্ব্বক সেই শরবৃষ্টিদ্বারা মেঘজালসদৃশ সিদ্ধুদেশীয় সৈশ্চাগণকে
বিদীৰ্ণ করিয়া শরৎকালীন সূর্য্যের আয় দীপ্ত পাইতে লাগিলেন ॥৩১—৩২॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুদ্ধার্থ উপস্থিত গাণ্ডীবধারী দুর্দ্ধৰ্ষ
বীর অৰ্জুন হিমালয়পৰ্ব্বতের আয় অচল হইয়া রণস্থলে প্রকাশ পাইতে
লাগিলেন ॥১॥

* ‘...সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ’—বঙ্গ বর্ধ নি ।

ততস্তে শৈক্ধবা যোধাঃ পুনরেব ব্যবস্থিতাঃ ।
 বাসুদন্ত স্নসংরদ্ধাঃ শরবর্ষাণি ভারত ! ॥২॥
 তান্ প্রহস্ত মহাবাহুঃ পুনরেব ব্যবস্থিতান্ ।
 ততঃ প্রোবাচ কৌন্তেয়ো মুমূর্ষুন্ লঙ্কয়া গিরা ॥৩॥
 যুধ্যধ্বং পরয়া শস্ত্যা যতধ্বং বিজয়ে মম ।
 কুরুধ্বং সর্বকর্য্যাণি মহদ্ধো ভয়মাগতম্ ॥৪॥
 এষ যোৎস্নাগি সর্বাংস্ত নিবার্য শরবাণ্ডরাম্ ।
 তিষ্ঠধ্বং যুদ্ধমনসো দর্পং শময়িতাস্মি বঃ ॥৫॥
 এতাবদুত্থ। কোরব্যো রোষাদ্গাণ্ডীবভূতদা ।
 ততোহথ বচনং শ্রুত্বা ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্ত ভারত ! ॥৬॥
 ন হস্তব্য। রণে তাত ! কত্রিয়া বিজিগীষবঃ ।
 জেতব্যাস্চেতি যৎ প্রোক্তং ধর্ম্মরাজ্ঞা মহাত্মনা ।
 চিন্তয়ামাস স তদা ফাল্গুনঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । স্নসংরদ্ধা অতীবাধ্যবসায়াদ্বিতাঃ ॥২॥
 তানিতি । লঙ্কয়া কোমলয়া ॥৩॥
 যুধ্যধ্বমিতি । পরয়া চরময়া । বো যুগ্মকম্ ॥৪॥
 এষ ইতি । শরবাণ্ডরাং বাণজালম্ । যুদ্ধে মনাংসি ঘেষাং তে ॥৫॥
 এতাবদিতি । ভ্রাতৃযুধিষ্ঠিরস্ত । তদ্বচনমহুদতি নেতি । বিজিগীষবো বিজেতৃ-
 মিচ্ছবঃ । চিন্তয়ামাস তদ্বচনম্ ; ফাল্গুনোহর্জুনঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬—৭॥

ভরতনন্দন ! তদনন্তর সেই সিদ্ধুদেশীয় যোদ্ধারা পুনরায় স্বস্থানে
 অবস্থিত ও দৃঢ়োত্তম হইয়া অর্জুনের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২॥
 তাহার পর মহাবাহু অর্জুন হস্ত করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ অবস্থিত মুমূর্ষু
 সেই সিদ্ধুদেশীয় বীরগণকে কোমলবাক্যে বলিলেন— ॥৩॥

‘তোমরা চরম শক্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ কর, আমাকে জয় কবিস্বর জন্ত
 চেষ্টা করিতে থাক এবং জীবনের সমস্ত কার্য্য করিয়া যাও ; কিন্তু তোমাদের
 গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥৪॥

এই আমি তোমাদের শরজাল নিবারণ করিয়া সকলকেই গ্রাহ্য করিব,
 তোমরা যুদ্ধার্থ হইয়া দাঁড়াও আমি তোমাদের দর্প নিবারণ করিতেছি’ ॥৫॥

ভরতনন্দন । গাণ্ডীবধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ক্রোধে এই পর্য্যন্ত বলিয়া
 জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের ‘বৎস ! তুমি যুদ্ধে জয়াভিলাষী কত্রিরঙ্গিকে বধ

ইত্থ্যন্তোহং নরেন্দ্রেণ ন হস্তব্য্য নৃপা ইতি ।
 কথিতং ন মুষেদং শ্রাদ্ধ্যরাজবচঃ শুভং ॥৮॥
 ন হস্তেরংচ রাজানো রাজ্ঞশ্চাজ্জা কৃতা ভবেৎ ।
 ইতি সন্ধিস্ত্য স তদা ফাল্লনঃ পুরুষব্রতঃ ।
 প্রোবাচ বাক্যং ধৰ্ম্মজ্ঞঃ সৈন্ধবান্ যুদ্ধদুৰ্ম্মদান্ ॥৯॥
 শ্রোয়ো বদামি যুগ্মাকং ন হিংসেদগবস্থিতান্ ।
 যশ্চ বক্ষ্যতি সংগ্রামে তবাস্মীতি পরাজিতঃ ॥১০॥
 এতচ্ শ্রদ্ধা বচো মমং কুরুধ্বং হিতগাজ্ঞনঃ ।
 ততোহনুথা কৃচ্ছ্রগতা ভবিষ্যথ ময়াদ্বিতাঃ ॥১১॥
 এবমুক্ত্বা হু তান্ বীরান্ যুযুধে কুরুপুঙ্গবঃ ।
 অশ্বরাবানসংভ্রান্তঃ সংক্ৰুদ্ধৈর্বিজিগীষুভিঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

দাঢ্যার্থঃ পুনরপ্যাহবদতি ইতীতি । নরেন্দ্রেণ রাজা যুধিষ্ঠিরেণ ॥৮॥
 নেতি । কৃতা ময়া পালিতা । ফাল্লনোহর্জুনঃ । যটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৯॥
 শ্রোয় ইতি । হিংসেরং বিনাশয়েয়ম্ । তব অধীন ইতি শেষঃ ॥১০॥
 এতদ্বিতি । মমং মম । অন্তথা কুরূপা ইতি শেষঃ ॥১১॥

করিবে না' কেবল জয় করিবে এই বাক্য স্মরণ করিয়া এবং মহাজ্ঞা ধর্ম্মরাজ
 সেই বাহা বলিয়াছিলেন, তখন তাহাই চিন্তা করিলেন ॥৬—৭॥

হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে এই কথা
 বলিয়াছিলেন যে, 'তুমি রাজগণকে বধ করিবে না ।' ধর্ম্মরাজের এই শুভবাক্য
 মিথ্যা না হয় ॥৮॥

সুতরাং আমি রাজগণকে বধ করিব না ; তাহা হইলে রাজার আদেশ
 পালন করা হইবে ।' এইরূপ চিন্তা করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মজ্ঞ অর্জুন যুদ্ধ-
 দুর্ধ্ব সিদ্ধুদেশীয় বীরগণকে এই কথা বলিলেন—॥৯॥

‘আমি আপনাদিগকে মঙ্গলের কথা বলিতেছি যে, এই সগম্ভলে অবস্থিত
 যোদ্ধাদিগকে আমি বধ করিব না এবং যিনি পরাজিত হইয়া এই কথা
 বলিবেন যে, ‘আমি আপনার,’ তাঁহাকেও যুদ্ধে বধ করিব না’ ॥১০॥

বীরগণ ! আপনারা আমার এই কথা শুনিয়া নিজেদের হিতসাধন করুন,
 ইহার অনুশ্রবণ করিলে আপনারা আমার প্রহারে পীড়িত হইয়া কষ্ট প্রাপ্ত
 হইবেন’ ॥১১॥

শতং শতসহস্রাণি শরাণাং নতপৰ্বণাম্ ।
 যুযুচুঃ সৈন্ধবা রাজন্ ! তদা গাণ্ডীবধ্বনি ॥১৩॥
 শরানাপততঃ ক্রুরানানীবিষবিষোপগান্ ।
 চিচ্ছেদ নিশিতৈৰ্বাণৈরন্তরা স ধনঞ্জয়ঃ ॥১৪॥
 ছিদ্ধা তু তানাস্তু চৈব কঙ্কপত্রান্ শিলাশিতান্ ।
 একৈকগেষাং সমরে বিভেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৫॥
 ততঃ প্রাসাংশ্চ শক্তীশ্চ পুনরেব ধনঞ্জয়ে ।
 জয়দ্রথং হতং সূহ্মা চিঙ্গিপুঃ সৈন্ধবা নৃপাঃ ॥১৬॥
 তেষাং কিরীটী সঙ্কল্পং গোঘং চক্রে মহাবলঃ ।
 সর্বাংস্তানন্তরা চিহ্না তদা চুক্ৰোশ পাণ্ডবঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অসংভ্রান্তঃ অব্যস্তচিত্তঃ, বিজিগীষুভিঃ সৈন্ধবৈঃ সহ ॥১২॥
 শতমিতি । শতমিত্যাদিকং বহুত্বমাত্রপরম্ । গাণ্ডীবধ্বনি অর্জুনে ॥১৩॥
 শরানিতি । আনীবিষবিষোপগান্ সর্পবিষতুল্যান্ দাহকত্বাৎ । অন্তরা মধ্যপথে ॥১৪॥
 ছিচ্ছেতি । কঙ্কপত্রান্ বাণান্, শিলায়াং পাষণে শিতান্ ঘর্ষণেন স্ফারীকৃতান্ ॥১৫॥
 তত ইতি । প্রাসান্ অস্ত্রবিশেষান্, শক্তীশ্চাত্ত্রবিশেষান্ ॥১৬॥
 তেষামিতি । মোঘং বার্থম্ । অন্তরা মধ্যপথে ॥১৭॥

এইরূপ সেই বীরগণকে বলিয়া কৌরবশ্রেষ্ঠ অর্জুন হরাশূন্য ও অব্যস্ত থাকিয়া ক্রুদ্ধ ও জিগীষু সিন্ধুদেশীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১২॥
 রাজা ! তখন সিন্ধুদেশীয় বীরগণ অর্জুনের উপরে নতপর্ব বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৩॥

কঠিন ও সর্পবিষের তুল্য সেই সকল বাণ আসিতে লাগিলে অর্জুন সুধার বাণসমূহদ্বারা মধ্যপথেই সেগুলিকে ছেদন করিলেন ॥১৪॥

অর্জুন যুদ্ধে পায়াদঘাত সেই সকল বাণ ছেদন করিয়া নিজের সুধার বাণসমূহদ্বারা তাঁহাদের এক একজনকে বিদীর্ণ করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর সিন্ধুদেশীয় ক্ষত্রিয়েরা জয়দ্রথের বধ স্মরণ করিয়া পুনরায় অর্জুনের প্রতি প্রাস ও শক্তিসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

তখন পাণ্ডুনন্দন মহাবল অর্জুন তাঁহাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিলেন । কারণ, তাঁহাদের সেই সকল অস্ত্র মধ্যপথে ছেদন করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তথৈবাপততাং তেষাং যোধানাং জয়গৃহ্মিনাম্ ।
 শিরাংসি পাতয়ামাস ভল্লৈঃ সমতপর্বভিঃ ॥১৮॥
 তেষাং প্রদ্রবতাং চাপি পুনরেবাভিধাবতাম্ ।
 নিবর্ততাঞ্চ শব্দোহভূৎ পূর্ণশ্বেব মহোদধেঃ ॥১৯॥
 তে বধ্যমানাস্তু তদা পার্থেনাগিততেজসা ।
 যথাপ্রাণং যথোৎসাহং যোধয়াগাস্তুরজ্জুনম্ ॥২০॥
 ততস্তে ফাল্গুনেনাজৌ শরৈঃ সমতপর্বভিঃ ।
 কৃত্য বিসংজ্ঞা ভূয়িষ্ঠাঃ ক্লান্তবাহনসৈনিকাঃ ॥২১॥

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
 পৰ্বণি অশ্বমেধে সৈন্ধবপরাজয়ে সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ * ॥০॥

ভারতকৌমুদী

তথেনি । জয়গৃহ্মিনাং জয়াভিলাষিণাম্ ॥১৮॥
 তেষামিতি । প্রদ্রবতামপসরতাম্ । নিবর্ততাং নিবর্তমানানাং পৃষ্ঠপ্রদশিনামিত্যর্থঃ ॥১৯॥
 ত ইতি । যথাপ্রাণং যথাবলম্ ॥২০॥
 তত ইতি । ফাল্গুনেনার্জুনেন, আজৌ যুদ্ধে । ক্লান্তা বাহনসৈনিকা যেষাং তে ॥২১॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি
 অশ্বমেধে সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

এবং সেই যোদ্ধারা জয়াভিলাষী হইয়া অর্জুনের দিকে ধাবিত হইতে
 লাগিলে, অর্জুন নতপর্ব ভল্লদ্বারা তাঁহাদের মস্তক চ্ছেদন করিতে
 থাকিলেন ॥১৮॥

তখন সিদ্ধুদেশীয় বীরেরা অনেকে অপসৃত হইয়া আবার অর্জুনের দিকে
 ধাবিত হইতে লাগিলেন এবং অনেকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে থাকিলেন । তখন
 পূরপূর্ণ মহাসমুদ্রের আয় তাঁহাদের কোলাহল হইতে লাগিল ॥১৯॥

অমিততেজা অর্জুন তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিলে তখন তাঁহারাও
 শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২০॥

তাহার পর অর্জুন নতপর্ব বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধে বহুসংখ্যক সিদ্ধুদেশীয়
 বীরকে চৈতন্যশূন্য করিয়া ফেলিলেন এবং অর্জুনের প্রহারে তাঁহাদের বাহন
 এবং সৈন্তগণও ক্লান্ত হইয়া পড়িল ॥২১॥

অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

তাংস্ত সর্বান্ পরিগ্ৰাহান্ বিদিত্বা ধৃতরাষ্ট্রজা ।
দুঃশলা বালমাদায় নপ্তারং প্রযযৌ তদা ॥১॥
সুরথস্ত স্তুতং বীরং রথেনাথাগমতদা ।
শাস্ত্যর্থং সৰ্ব্বযোধানামভ্যগচ্ছত পাণ্ডবম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
সা ধনঞ্জয়মাসাঢ় রুরোদার্তস্বরং তদা ।
ধনঞ্জয়োহপি তাং দৃষ্ট্বা ধনুর্বিসম্বজে প্রভুঃ ॥৩॥
সমুৎসজ্য ধনুঃ পার্থো বিধিবদ্ভগিনীং তদা ।
প্রাহ কিং করবাণীতি সা চ তং প্রত্যাচাচ হ ॥৪॥
এষ তে ভরতশ্রেষ্ঠ ! স্বস্রীয়স্তাশ্রজঃ শিশুঃ ।
অভিবাদয়তে পার্থ ! তং পশ্য পুরুষৰ্ষভ ! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি । পরিগ্ৰাহান্ অবসন্নান্ । দুঃশলা নাম জয়দ্রথভাৰ্য্যা, নপ্তারং পৌত্রং সুরথস্ত
তদাখ্যস্ত নিজপুত্রস্ত । বীরং পাণ্ডবমিতি পরেণাধরঃ । শাস্ত্যর্থং বৃদ্ধনিবৃত্ত্যর্থম্ ॥১—২॥
সেতি । প্রভুঃ প্রভাবশালী ॥৩॥
সমুৎসজ্যোতি । ভগিনীঃ দুঃশলাম্ । সা দুঃশলা, তং পার্শ্বম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন ধৃতরাষ্ট্রের তনয়া দুঃশলা সেই সিদ্ধদেবী
সকল বীরকেই অবসন্ন জানিয়া, সুরথের পুত্র বালক পৌত্রটিকে লইয়া বহির্গত
হইলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া সমস্ত যোদ্ধার যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্ত রণস্থলে
আগমন করিলেন এবং ক্রমে অৰ্জুনের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥১—২॥

তিনি অৰ্জুনের নিকটে উপস্থিত হইয়া আৰ্ত্তস্বরে রোদন করিতে
লাগিলেন । তখন প্রভাবশালী অৰ্জুনও তাঁহাকে দেখিয়াই ধনু পরিভ্যাগ
করিলেন ॥৩॥

তখন অৰ্জুন ধনু পরিভ্যাগ করিয়া যথাবিধানে ভগিনীকে বলিলেন—
“আমি তোমার কি করিব ?” পরে দুঃশলা তাঁহাকে বলিলেন—॥৪॥

* এষ পাঠঃ বহু বর্ক নি নাতি ।

ইতু্যন্তস্তস্ম পিতরং স পপ্রচ্ছার্জুনস্তথা ।
 কাশাবিতি ততো রাজন্ ! ছঃশলা বাক্যমব্রবীৎ ॥৬॥
 পিতৃশোকভিসম্ভ্রুতো বিষাদার্তোহস্ম বৈ পিতা ।
 পঞ্চভ্রমগমদ্বীরো যথা তস্মৈ নিশাময় ॥৭॥
 স পূৰ্বং পিতরং শ্রুত্বা হতং যুদ্ধে ত্ৰয়ানঘ ! ।
 ত্বামাগতঞ্চ সংশ্রুত্বা যুদ্ধায় হয়সারিণম্ ।
 পিতৃশচ মৃত্যুদুঃখার্তোহজহাৎ প্রাণান্ ধনঞ্জয় ! ॥৮॥
 প্রাপ্তো বীভৎসুরিত্যেব নাম শ্রুত্বৈব তেহনঘ ! ।
 বিষাদার্তঃ পপাতোৰ্ব্যাসং মমার চ সমাজ্জজঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এষ ইতি । স্বর্ভগিন্যা অপত্যমিতি স্বস্রীয়ঃ সুরথস্তস্ম ॥৫॥
 ইতীতি । তস্ম শিশোঃ, পিতরং সুরথম্ । অসৌ সুরথঃ কঃ ? ॥৬॥
 পিত্রিতি । পিতৃর্জয়দ্রথস্ত শোকেন অভিসম্ভ্রুতঃ অর্জুনাক্রমণাক্ত বিষাদন্তেনার্তঃ, অস্ত
 শিশোঃ পিতা সুরথঃ ॥৭॥
 স ইতি । পিতরং জয়দ্রথম্ । হয়মশমেধীয়মশম্ সরতি অহুসরতীতি তম্ । ষট্‌পাদঃ
 শ্লোকঃ ॥৮॥

প্রাপ্ত ইতি । প্রাপ্তো যুদ্ধায় আগতঃ, বীভৎসুরজ্জ্বনঃ । আশ্রজঃ সুরথঃ ॥৯॥

“ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান-পুথানন্দন ! এই তোমার ভাগিনেয়ের শিশুপুত্র
 তোমাকে অভিবাদন করিতেছে, তুমি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত কর” ॥৫॥

রাজা ! ছঃশলা এই কথা বলিলে, অর্জুন সেই বালকটির পিতার বিষয়
 জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “উহার পিতা সুরথ কোথায় ?” তাহার পর ছঃশলা
 এই কথা বলিলেন—॥৬॥

‘পিতৃশোকে সম্ভ্রুত এই শিশুটির পিতা বীর সুরথ তোমার আক্রমণে
 বিষাদার্ত হইয়া যেভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা তুমি আমার নিকট
 জ্ঞাবণ কর ॥৭॥

নিষ্পাপ ধনঞ্জয় ! তুমি পূর্বে যুদ্ধে পিতাকে বধ করিয়াছ শুনিয়া এবং
 সম্প্রতি অশ্বের অহুসরণপূর্বক সেই তুমিই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছ জানিয়া,
 পিতৃশোকাক্ত সুরথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে ॥৮॥

নিষ্পাপ ! অর্জুন যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন—এইরূপে তোমার নাম
 শুনিয়াই আমার পুত্র সুরথ বিষাদার্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং প্রাণ-
 ত্যাগ করিয়াছে ॥৯॥

তং দৃষ্ট্বা পতিতং তত্র ততস্তত্শ্রাজ্জং প্রভো ! ।
 গৃহীত্বা সমনুপ্রাপ্তা স্বামদ্য শরণৈষিণী ॥১০॥
 ইতু্যস্তদার্তস্বরং সা তু মুমোচ ধৃতরাষ্ট্রজা ।
 দীনা দীনং স্থিতং পার্শ্বমত্রবীচাপ্যধোমুখম্ ॥১১॥
 স্বসারং সমবেক্ষস্ব স্বস্ত্রীয়াত্মজমেব চ ।
 কর্তৃমহঁসি ধর্ম্মজ্ঞ ! দয়াং কুরুকুলোদ্বহ ! ।
 বিস্মৃত্য কুরুরাজানং তঞ্চ মন্দং জয়দ্রথম্ ॥১২॥
 অভিমন্যোঽর্ষথা জাতঃ পরীক্ষিৎ পরবীরহা ।
 তথায়ং সুরথাজ্জাতো মম পৌত্রো মহাভুজ ! ॥১৩॥
 তমাদায় নরব্যাত্র ! সংপ্রাপ্তাস্মি তবাস্তিকম্ ।
 শমার্থং সর্ব্বযোধানাং শৃণু চেদং বচো মম ॥১৪॥
 আগতোহয়ং মহাবাহো ! তস্মৈ মন্দস্য পুত্রকঃ ।
 প্রসাদমস্মৈ বালস্য তস্মাদ্ভং কর্তৃমহঁসি ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । শরণৈষিণী বক্ষকত্বেনাভিলাষিণী ॥১০॥

ইতীতি । আর্ন্তস্বরং মুমোচ রোদনধ্বনিং চকার ॥১১॥

স্বসারমিতি । স্বসারং ভাগিনীঃ মাম্, স্বস্ত্রীয়াস্ত ভাগিনেয়াস্ত সুরথস্ত, আত্মজমিমাং পুত্রম্ ।
 কুরুরাজানং হৃষ্যোদনম্, মন্দং হুচম্, । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

অভীতি । স্বপৌত্রে পরীক্ষিতীব মম পৌত্রেহপি দয়াং কর্তৃমহঁসীতি ভাবঃ ॥১৩॥

তমিতি । শমার্থং শাস্তিনিমিত্তম্ ॥১৪॥

প্রভু ! তখন তাকে পতিত দেখিয়া তাতার পুত্রটিকে লইয়া শরণাধিনী হইয়া এখন তোমার নিকট আসিয়াছি' ॥১০॥

এই কথা বলিয়া শোকাক্তা হঃশলা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং হুঃখিত অবস্থায় অধোমুখে অবস্থিত অর্জুনকে বলিলেন— ॥১১॥

‘কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ ! ভগিনীর প্রতি এবং ভাগিনেয়ের পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর আর মৃত সেই হৃষ্যোদন ও জয়দ্রথকে বিস্মৃত হইয়া, আমাদের উপরে দয়া কর ॥১২॥

মহাবাহু ! বিপক্ষবীরহস্তা পরীক্ষিৎ যেমন অভিমন্যু হইতে জন্মিয়াছে, তেমন আমার এই পৌত্রটীও সুরথ হইতে জন্মিয়াছে ॥১৩॥

নরশ্রেষ্ঠ ! সেই বালকটিকে লইয়া সকল যোদ্ধার যুদ্ধনিবৃত্তির জন্ত আমি তোমার নিকট আসিয়াছি । তুমি আমার এই কথা শুন ॥১৪॥

এষ প্রসাদো শিরসা প্রশমার্থমরিন্দম ! ।
 যাচতে স্বাং মহাবাহো ! শমং গচ্ছ ধনঞ্জয় ! ॥১৬॥
 বালস্ত হতবন্ধো'চ পার্থ ! কিঞ্চিদজানতঃ ।
 প্রসাদং কুরু ধর্মজ্ঞ ! মা মন্যুবশমম্বগাঃ ॥১৭॥
 তমনার্য্যং নৃশংসঞ্চ বিস্মৃত্যাস্ত পিতামহম্ ।
 আগস্কারিণমত্যর্থং প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥১৮॥
 এবং ক্রুবত্যাং করুণং দুঃশলায়াং ধনঞ্জয়ঃ ।
 সংস্মৃত্য দেবীং গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণিবম্ ।
 উবাচ দুঃখশোকাকর্ষিতঃ ক্ষত্রধর্ম্যং বিগর্হয়ন্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

আগত ইতি । মন্দস্ত দুর্ভাগ্যস্ত তস্ত হ্রথস্ত । প্রসাদমহুগ্রহম্ ॥১৫॥
 এষ ইতি । প্রশমার্থং যুদ্ধনিবৃত্তিনিমিত্তম্ । শমং শাস্তিম্ ॥১৬॥
 বালস্তেতি । হতা বন্ধবো যস্ত তস্ত, কিঞ্চিদজানতো বালত্যাং । মন্যুবশং ক্রোধাধীন-
 তাম্ ॥১৭॥
 তমিতি । অনার্য্যম্ অসজ্জনম্, নৃশংসং ক্রুবঞ্চ একস্ত বালস্তাভিমন্তোর্বধাভিলাষিত্যাং,
 পিতামহং জয়দ্রথম্ । আগস্কারিণম্ অপরাধকারিণম্ ॥১৮॥
 এবমিতি । ক্ষত্রধর্ম্যং বিগর্হয়ন্ স্বজনস্তাপি বধপ্রবর্তকত্যাং । ঘট্গাদঃ শ্লোকঃ ॥১৯॥

মহাবাহু ! সেই দুর্ভাগ্য সুরথের এই পুত্রটী তোমার নিকট আসিয়াছে ;
 অতএব তুমি এই বালকটীর উপরে অনুগ্রহ করিতে পার ॥১৫॥

মহাবাহু শত্রুদমন ধনঞ্জয় ! এই বালকটী মন্তকদ্বারা তোমাকে প্রসন্ন
 করিয়া যুদ্ধ নিবৃত্তির নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছে, তুমি শাস্ত
 হও ॥১৬॥

ধর্মজ্ঞ পৃথানন্দন ! এই বালকটী কিছুই জানে না, ইহার বন্ধুবর্গও নিহত
 হইয়াছে : অতএব তুমি ইহার উপরে অনুগ্রহ কর, ক্রোধের অধীন হইও
 না ॥১৭॥

সেই অসজ্জন, নৃশংস এবং অত্যন্ত অপরাধকারী এই বালকের পিতামহ
 জয়দ্রথকে বিস্মৃত হইয়া ইহার উপরে অনুগ্রহ কর' ॥১৮॥

দুঃশলা এইরূপ করুণ বাক্য বলিতে লাগিলে, অর্জুন গান্ধারীদেবী ও
 রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়া দুঃখে ও শোকে পীড়িত হইয়া, মনে মনে ক্ষত্রিয়-
 ধর্মের নিন্দা করিতে থাকিয়া এই কথা বলিলেন— ॥১৯॥

ধিক্ তং দুৰ্য্যোধনং ক্ষুদ্রং রাজ্যলুপ্তঞ্চ মানিনম্ ।
 যৎকৃতে বান্ধবাঃ সৰ্বৈ ময়া নীতা যমক্ষয়ম্ ॥২০॥
 ইত্যুক্ত্বা বহু সাস্ত্রাদি প্রসাদমকরোজ্জয়ঃ ।
 পরিষজ্য চ তাং প্রীতো বিসমৰ্জ্জ গৃহান্ প্রতি ॥২১॥
 দুঃশলা চাপি তান্ যোধান্ নিবার্য মহতো রণাৎ ।
 সংপূজ্য পার্থং প্রযযৌ গৃহানুব শুভাননা ॥২২॥
 এবং নিৰ্জ্জিত্য তান্ বীরান্ সৈন্ধবান্ স ধনঞ্জয়ঃ ।
 অশ্বধাবত ধাবন্তুং হয়ং কামবিচারিণম্ ॥২৩॥
 ততো যুগ্মিবাশে যথা দেবঃ পিনাকধ্বক্ ।
 সসার তং তথা বীরো বিধিবদযজ্ঞিয়ং হয়ম্ ॥২৪॥
 স চ বাজী যথেক্টেন তাংস্তান্ দেশান্ যথাক্রমম্ ।
 বিচচার যথাকামং কৰ্ম্ম পার্থস্য বর্দ্ধয়ন্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ধিগিতি । ক্ষুদ্রমহুদায়ম্ । যৎকৃতে ধর্ম্মমিত্তম্ যমস্ত ক্ষয়মালয়ম্ ॥২০॥
 ইতীতি । সাস্ত্রাদি সাস্ত্রনাস্ত্রচকব্যাদিকম্, জয়ঃ অৰ্জুনঃ, পরিষজ্য তং বালকমালিঙ্গ্য ॥২১॥
 দুঃশলেতি । তান্ সিদ্ধুদেশীয়ান্ । পার্থমৰ্জ্জুনম্ ॥২২॥
 এবমিতি । সৈন্ধবান্ সিদ্ধুদেশীয়ান্ । এতেন অশ্বঃ কামচারী নেতা তু তদমুসারীতি
 স্মৃতিতম্ ॥২৩॥
 তত ইতি । আকাশে চরন্তমিতি শেষঃ, যুগং যুগরূপধারিণং দক্ষযজ্ঞম্ । সসার অশ্ব-
 স্রতবান্ ॥২৪॥

নীচাশয়, রাজ্যলোভী ও অভিমানী সেই দুৰ্য্যোধনকে ধিক্ ; যাহার জন্ত
 আমি সকল বন্ধুবর্গকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি' ॥২০॥

অৰ্জুন এইরূপ বহুতর সাস্ত্রনাবাক্য বলিয়া অমুগ্ৰহ করিলেন এবং মস্তষ্টি
 হইয়া বালকটিকে আলিঙ্গন করিয়া, দুঃশলাকে গৃহে পাঠাইলেন ॥২১॥

শুভাননা দুঃশলাও সিদ্ধুদেশীয় যোদ্ধাদিগকে মহাযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া
 অৰ্জুনের সম্মান দেখাইয়া গৃহেই চলিয়া গেলেন ॥২২॥

এদিকে অৰ্জুন এইভাবে সিদ্ধুদেশীয় বীরগণকে জয় করিয়া কামচারী
 ক্রতগামী অশ্বের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

তাহার পর, পূর্বকালে পিনাকধনুর্ধারী মহাদেব যেমন আকাশচারী
 যুগরূপধারী যজ্ঞের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অৰ্জুনও যথাবিধানে
 যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

ক্রমেণ স হয়স্বেবং বিচরন্ পুরুষৰ্ষভ ! ।

মণিপূরপতেদে'শমুপায়াং সহপাণ্ডবঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে সৈন্ধবপরাজয়ে অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রদ্ধা তু নৃপতিঃ প্রাপ্তং পিতরং বক্রবাহনঃ

নিৰ্য্যো বিনয়েনাথ ব্রাহ্মণার্থপুৰঃসরঃ ॥১॥

মণিপূরেশ্বরং স্বেবমুপায়াস্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

নাভ্যনন্দং স গেধাবী ক্ষত্রধর্মগনুস্মরন্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । যথেষ্টেন গমনেন । কৰ্ম্ম যুক্তকাৰ্য্যম্ ॥২৫॥

ক্রমেণেতি । মণিপূরপতের্বক্রবাহনশ্চ, পাণ্ডবেনার্জুনেন সহেতি সহপাণ্ডবঃ ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসশিষ্যাস্তবগীশভট্টাচাৰ্য্য-

বিষচিভায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-

মাশ্বমেধিকপৰ্বণি অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

শ্রদ্ধেতি । ব্রাহ্মণা অৰ্থাঃ প্রণামীয়ধনানি চ পুরঃসরা যশ্চ সঃ ॥১॥

সেই অশ্বটীও ইচ্ছানুরূপ গতিদ্বারা অৰ্জুনের কাৰ্য্য বৃদ্ধি করিতে থাকিয়া,
ইচ্ছানুসারে যথাক্রমে সেই সেই দেশে বিচরণ করিল ॥২৫॥

নরশ্রেষ্ঠ ! এইভাবে সেই অশ্ব ক্রমশঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া অৰ্জুনের
সহিত বক্রবাহনের দেশে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥২৬॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পিতা অৰ্জুন উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া মণিপূরের
রাজা বক্রবাহন, ব্রাহ্মণ ও প্রণামীয় ধন অগ্রবর্তী করিয়া বিনীতভাবে রাজ-
ধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥১॥

(২৬) মণিপূরপতেদে'শমু—নি । * '...অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্দ্ধ নি ।

(১) ব্রাহ্মণার্থপুৰঃসরঃ—নি ।

উবাব চ স ধৰ্ম্মাত্মা সমন্যঃ ফাস্তনস্তদা ।
 প্রক্রিয়েয়ং ন তে যুক্তা বহিস্তং ক্ষত্রধৰ্ম্মতঃ ॥৩॥
 সংরক্ষ্যমাণং তুরগং যৌধিষ্ঠিরমুপাগতম্ ।
 যজ্ঞিয়ং বিষয়াস্তে মাং নাযোৎসীঃ কিম্ম পুত্রক ! ॥৪॥
 ধিক্ ত্বামস্ত স্নহবুদ্ধিং ক্ষত্রধৰ্ম্মবহিষ্কৃতম্ ।
 যো মাং যুদ্ধায় সংপ্রাপ্তঃ সান্নৈব প্রত্যগৃহ্থাঃ ॥৫॥
 ন ত্বয়া পুরুষার্থো হি কশ্চিদন্তীহ জীবতা ।
 যস্ত্বং স্ত্রীবদযুধা প্রাপ্তং মাং সান্না প্রত্যগৃহ্থাঃ ॥৬॥
 যদ্বহং ন্যস্তশস্ত্রস্ত্রামাগচ্ছেয়ং স্নহৰ্ম্মতে ! ।
 প্রক্রিয়েয়ং ভবেদযুক্তা তাবন্তব নরাধম ! ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

মণীতি । মণিভিঃ পূৰ্ণ্যত ইতি মণিপুরো নাম দেশস্তত্ত্বশ্বরং রাজানম্ এবং বিনয়েন ।
 নাভ্যনন্দং ন প্রশংসং, ক্ষত্রধৰ্ম্মং যুযুৎসুং প্রতি যুযুৎসুগয়েবাগন্তব্যামিতি ক্ষত্রিয়নিয়মম্ ॥২॥
 উবাচেতি । সমন্যঃ সৰ্ব্বোৎকৃষ্টঃ, ফাস্তনঃ অৰ্জুনঃ । প্রক্রিয়া আগমনপ্রকারঃ ॥৩॥
 সংরক্ষ্যতি । বিষয়াস্তে রাজ্যপ্রাপ্তে ॥৪॥
 ধিগিতি । সংপ্রাপ্তমাগতম্, সান্না কোমলব্যবহারেণ ॥৫॥
 নেতি । পুরুষার্থঃ পুরুষপ্রয়োজনম্ । যদা যুদ্ধেচ্ছয়া ॥৬॥
 বদীতি । যুক্তা ক্ষত্রধৰ্ম্মনিয়মাৎ ॥৭॥

বুদ্ধিমান্ অৰ্জুন ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম স্মরণ করিয়া মণিপূরের রাজা এইভাবে আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন না ॥২॥

বরং ধৰ্ম্মাত্মা অৰ্জুন তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—“তোমার এই প্রক্রিয়া সঙ্গত হয় নাই, তুমি ক্ষত্রিয় ধৰ্ম্ম হইতে বাহিরে রহিয়াছ ॥৩॥

পুত্র ! যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব সমীচীনভাবে রক্ষিত থাকিয়া রাজ্যপ্রাপ্তে উপস্থিত হইয়াছে আমিও রক্ষকরূপে আসিয়াছি, এই অবস্থায় তুমি যুদ্ধ করিলে না কেন ? ॥৪॥

অতিহুবুদ্ধি তুমি ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্ম হইতে বহিষ্ঠুত ; সূতরাং তোমাকে ধিক্ । আমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছি, এই অবস্থায় যে তুমি কোমলভাবে আমাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছ ॥৫॥

এই জগতে জীবিত তোমাদ্বারা কোন পুরুষার্থই নাই । আমি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে যে তুমি স্ত্রীলোকের ত্রায় বিনীতভাবে আমাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছ ॥৬॥

(৬) যদ্বং স্ত্রীবদযুধাপ্রাপ্তম্—পি বহু বর্ধ ।

তমেবমুক্তং ভদ্রা তু বিদিত্বা পন্নগাত্মজা ।
 অমৃগমাগা ভিত্তোৰ্বীমূলপী সমুপাগমৎ ॥৮॥
 সা দদর্শ ততঃ পুত্রং বিম্বশস্তমধোমুখম্ ।
 সন্তর্জ্জ্যমানমসকৃৎ পিত্রা যুদ্ধার্থিনা বিভো ! ॥৯॥
 ততঃ সা চারুসৰ্ব্বাঙ্গী সমুপেতে্যারগাত্মজা ।
 উলূপী গ্রাহ বচনং ধর্ম্যং ধর্ম্যবিশারদম্ ॥১০॥
 উলূপীং মাং নিবোধ ত্বং মাতরং পন্নগাত্মজাম্ ।
 কুরুষ বচনং পুত্র ! ধর্ম্যস্তে ভবিতা পরঃ ॥১১॥
 যুধ্যস্বৈনং কুরুশ্রেষ্ঠং পিতরং যুদ্ধদুর্মদম্ ।
 এবমেস হি তে শ্রীতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
 পৰ্বণি অশ্বমেধে উলূপীবাক্যে নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

তমিতি । অমৃগমাগা অসহমানা, উৰ্বীঃ ভূমিঃ ভিত্তা ॥৮॥

সেতি । পুত্রং স্বপত্ন্যাশ্চিদ্ভাদায়াস্তনয়ম্ । বিম্বশস্তং কৰ্ত্তব্যং চিন্তয়ন্তম্ । পিত্রা
 অর্জুনেন ॥৯॥

তত ইতি । উরগাত্মজা নাগতনয় ! ধর্ম্যং ধর্মাদনপেতম্, ধর্ম্যবিশারদম্ বক্রবাহনং ॥১০॥

উলূপীমিতি । মাতরং বিমাতারম্ । বচনং পিতৃবাক্যপালনম্, পরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥১১॥

অতিদুশ্মতি নরাধম ! আমি যদি নিরস্ত্র অবস্থায় তোমার নিকট আসিতাম্,
 তাহা হইলেই তোমার এই প্রক্রিয়া সঙ্গত হইত' ॥৭॥

ভর্তা অর্জুন পুত্র বক্রবাহনকে এইরূপ বলিতেছেন জানিয়া তাহা সহ
 করিতে না পারিয়া নাগহৃতি উলূপী ভূমি ভেদ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত
 হইলেন ॥৮॥

রাজা ! তাহার পর তিনি দেখিলেন—যুদ্ধার্থী পিতা অর্জুন বার বার
 তিরস্কার করিতেছেন, আর স্বপত্নীর পুত্র বক্রবাহন বিবেচনা করিতে থাকিয়া
 অধোমুখ হইয়া রহিয়াছে ॥৯॥

তদনন্তর সর্বাঙ্গসুন্দরী নাগহৃতি উলূপী নিকটে যাইয়া ধর্ম্যবিশারদ পুত্র
 বক্রবাহনকে এই ধর্ম্যসঙ্গত বাক্য বলিলেন—॥১০॥

‘পুত্র ! আমি নাগহৃতি উলূপী, তুমি আমাকে তোমার বিমাতা বলিয়া
 অবগত হও । তুমি পিতার বাক্য পালন কর, তাহাতে তোমার শ্রেষ্ঠধর্ম
 হইবে ॥১১॥

শততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

এবং দুৰ্ম্মষিতো রাজা স মাত্ৰা বভ্রবাহনঃ ।
মনশ্চক্রে মহাতেজা যুদ্ধায় ভরতৰ্ষভ ! ॥১॥
সম্নহ কাঞ্চনং বস্ম শিরস্ত্রাণঞ্চ ভানুমৎ ।
তুগীরশতসংবাধমারুৰোরোহ রথোত্তমম্ ॥২॥
সর্কোপকরণোপেতং যুক্তমশ্বৈর্মনোজবৈঃ ।
সচক্রোপস্করং শ্রীমান্ হেমভাণ্ডপরিষ্কৃতম্ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যুধ্যতেতি । এবং হি যুদ্ধেনৈব, এষ তে পিতা ॥১২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ অশ্বমেধিকপৰ্কণি

অশ্বমেধে নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ*ঃ—

এবমিতি । দুৰ্ম্মষিতঃ সমরায় প্রবর্তিতব্যং দুৰ্বোদিত উৎসাহিত ইত্যর্থঃ ॥১॥

সম্নহেতি । সম্নহ পরিধায়, কাঞ্চনং স্বর্ণময়ম্, ভানুমৎ উজ্জলম্ । তুগীরশতেন সংবাধং
পূৰ্ণম্ মনোজবৈর্মনোবদবেগবন্তিঃ । চক্রে উপস্করৈঃ অপরাপ্রয়োজনীয়ভ্রব্যৈশ্চ সহেতি তম্,
হেমভাণ্ডৈঃ স্বর্ণালঙ্কারৈঃ পরিষ্কৃতং শোভিতম্ ॥২—৩॥

পুত্র ! তুমি এই কুরুশ্রেষ্ঠ যুদ্ধদুৰ্কর্ষপিতার সহিত যুদ্ধ কর, এইরূপ করিলেই
ইনি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইবেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥১২॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! মাতা উলূপী এইরূপ উৎসাহিত করিলে,
সেই মহাতেজা রাজা বভ্রবাহন যুদ্ধের জগ্গাই মনোনিবেশ করিলেন ॥১॥

তাহার পর শ্রীমান্ বভ্রবাহন স্বর্ণময় বস্ম ও উজ্জল শিরস্ত্রাণ পরিধান
করিয়া শত শত তুগীরপূর্ণ উত্তম রথে আরোহণ করিলেন । সেই রথে যুদ্ধের সমস্ত
উপকরণ ছিল, মনের স্থায় বেগগামী অশ্বসকল যোজিত হইয়াছিল, চক্রপ্রভৃতি
সমস্ত প্রয়োজনীয় ভ্রব্যই রহিয়াছিল এবং সেই রথ স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত
ছিল ॥২—৩॥

* এষ পাঠঃ বহু বর্জ্জ নি নাস্তি । (১) এবযুদ্ধষিতো রাজা—নি ।

পরমার্চিতমুচ্ছিত্য ধ্বজং সিংহং হিরণ্যম্ ।
 প্রযযৌ পার্থমুদ্दिष्टा स राज्ञा वज्रवाहनः ॥৪॥
 ততোহভ্যেত্য হযং বীরো যজ্জিয়ং পার্থরক্ষিতম্ ।
 গ্রাহয়ামাস পুরুষৈর্হয়শিক্ষাবিশারদৈঃ ॥৫॥
 গৃহীতং বাজিনং দৃষ্ট্বা শ্রীতাত্মা স ধনঞ্জয়ঃ ।
 পুত্রং রথস্থং ভূগিষ্ঠং সংন্যবারয়দাহবে ॥৬॥
 স তত্র রাজা তং বীরং শবসজ্জৈরনেকশঃ ।
 অর্দ্রয়াগাস নিশিতৈরাশীবিষবিষোপমৈঃ ॥৭॥
 তয়োঃ সমভবদযুদ্ধং পিতুঃ পুত্রস্তা চাতুল্যম্ ।
 দেবাসুররণপ্রথ্যমুভয়োঃ প্রীয়মাণয়োঃ ॥৮॥
 কিরীটিনং প্রবিব্যাধ শরেণানতপর্বণাঃ ।
 জক্রদেশে নরব্যাভ্রং প্রহসন্ বজ্রবাহনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

পরমৈতি । পরমার্চিতম্ অত্যাদৃতম্, উচ্ছিত্য উত্তোলা, সিংহং সিংহাঙ্কিতম্, হিরণ্যম্ স্বর্ণময়ম্ ॥৪॥

তত ইতি । পার্থেনার্জুনেন রক্ষিতম্, যজ্জীয়ং হয়মশ্বম্ ॥৫॥

গৃহীতমিতি । বাজিনমশ্বম্ । আহবে যুদ্ধে ॥৬॥

স ইতি । রাজা বজ্রবাহনঃ, বীরমজ্জুনম্ ॥৭॥

তয়োরিতি । অতুলং মর্ন্ত্যে তুলনারহিতম্ । দেবাসুররণপ্রথ্যং দেবাসুরযুদ্ধতুল্যম্ ॥৮॥

কিরীটিনমিতি । কিরীটিনমজ্জুনম্ । জক্রদেশে স্বকৈকদেশ ইত্যর্থঃ ॥৯॥

রাজা বজ্রবাহন সেই রথে সিংহচিহ্নিত ও স্বর্ণময় বিশেষ আদৃত ধ্বজ উত্তোলন করিয়া অর্জুনের উদ্দেশে গমন করিলেন ॥৪॥

তদনন্তর বীর বজ্রবাহন নিকটবর্তী হইয়া অশ্ববিজ্ঞাবিশারদ পুরুষগণদ্বারা অর্জুনরক্ষিত সেই যজ্জীয় অশ্ব ধারণ করাইলেন ॥৫॥

তখন ভূতলস্থিত অর্জুন অশ্বটী ধৃত হইয়াছে দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া রথস্থিত পুত্র বজ্রবাহনকে যুদ্ধে বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৬॥

তখন রাজা বজ্রবাহন সুধার ও সর্পবিষতুল্য অনেক বাণসমূহদ্বারা অর্জুনকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥৭॥

ক্রমে সন্তুষ্টচিত্ত পিতা ও পুত্রের গহুস্থলোকে অতুলনীয় দেবাসুরযুদ্ধের তুল্য যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৮॥

সোহভ্যাগাং সহপুচ্ছেন বন্ধ্যীকগিব পন্নগঃ ।
 বিনির্ভিষ্ঠ চ কোন্তেয়ং প্রবিবেশ মহীতলম্ ॥১০॥
 স গাঢ়বেদনো ধীমানালম্ব্য ধনুরুত্তমম্ ।
 দিব্যং তেজঃ সমাবিশ্য প্রমীত ইব সোহভবৎ ॥১১॥
 স সংজ্ঞামুপলভ্যাথ প্রশস্ত্য পুরুষর্ষভঃ ।
 পুত্রং শক্রাশ্রজে। বাক্যমিদমাহ মহাভ্রাতৃঃ ॥১২॥
 সাধু সাধু মহাবাহো ! বৎস ! চিত্রাঙ্গদাশ্রজ ! ।
 সদৃশং কৰ্ম্ম তে দৃষ্টে। শ্রীতিমানস্মি পুত্রক ! ॥১৩॥
 বিমুঞ্চামোষ তে বাণান্ পুত্র ! যুদ্ধে স্থিরো ভব ।
 ইত্যেবমুক্ত্বা। নারাতৈরভ্যবর্ষদমিত্রহা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স শরঃ, পুচ্ছেন পুচ্ছভাগেন, বন্ধ্যীকম্ উন্নীকায়ুক্তিকাত্পম্ ॥১০॥
 স ইতি । দিব্যং তেজশ্চৈতন্যমাত্রম্, সমালম্ব্য, প্রমীতো মৃতঃ ॥১১॥
 স ইতি । সংজ্ঞাং চৈতন্যম্ । শক্রাশ্রজ ইন্দ্রপুত্রঃ অর্জুনঃ ॥১২॥
 সাধিরিতি । সদৃশং ক্ষত্রিয়যোগ্যম্ ॥১৩॥
 বিমুঞ্চামীতি । অমিত্রহা শক্রহস্তা অর্জুনঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্রমেতি ॥১—১০॥ প্রমীত ইব মৃত ইব দিব্যং তেজো হার্দীকাশাখ্যমীশ্বরম্ ॥১১॥ পুত্রঃ

তখন বক্রবাহন হাশ্রু করিতে থাকিয়া নতপর্ব্ব একটী বাণদ্বারা নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের স্বন্ধদেশের এক পার্শ্বে বিদ্ধ করিলেন ॥২॥

সর্প যেমন উন্নীর মাটির স্তূপের ভিতরে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই বাণটী অর্জুনকে বিদীর্ণ করিয়া পুঙ্খদেশের সহিত বাহির হইয়া গেল এবং ভূতলে প্রবেশ করিল ॥১০॥

তখন বুদ্ধিমান অর্জুন অত্যন্ত বেদনাপন্ন হইয়া উত্তম ধনু ধারণ করিয়া কেবল চৈতন্যমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক মৃতের স্থায় হইয়া পড়িলেন ॥১১॥

তাহার পর নরশ্রেষ্ঠ ও মহাতেজা অর্জুন চৈতন্যলাভ করিয়া প্রশংসাপূর্ব্বক পুত্র বক্রবাহনকে এই কথা বলিলেন— ॥১২॥

‘মহাবাহু বৎস চিত্রাঙ্গদানন্দন পুত্র ! সাধু সাধু । তোমার উপযুক্ত কার্য্য দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥১৩॥

পুত্র ! যুদ্ধে স্থির থাক । এই আমি তোমার উপরে বহুতর বাণক্ষেপ

তান্ স গাণ্ডীবনিম্মুক্তান্ বজ্রাশনিসমপ্রভান্ ।
 নারাতানচ্ছিনদ্রাজা ভল্লৈঃ সর্বাংস্ত্রিধা ত্রিধা ॥১৫॥
 তস্মৈ পার্থঃ শরৈর্দিব্যৈধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্ ।
 স্রবর্ণতালপ্রতিমং ক্ষুরেণাপাহরদ্রথাৎ ॥১৬॥
 হয়ান্শচাস্মৈ মহাকায়াশ্মহাবেগানরিন্দম ! ।
 চকার রাজান্ ! নিজীবান্ প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ ॥১৭॥
 স রথাদবতীৰ্য্যাথ রাজা পরমকোপনঃ ।
 পদাতিঃ পিতরং ক্রুদ্ধো যোধয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥১৮॥
 সংপ্রীয়মাণঃ পার্থানামুষভঃ পুত্রবিক্রমাৎ ।
 নাত্যর্থং পীড়য়ামাস পুত্রং বজ্রধরাশ্রজঃ ॥১৯॥
 স মন্যমানো বিমুখং পিতরং বক্রবাহনঃ ।
 শরৈরানীবিমাকারৈঃ পুনরেবাদ্যদ্বলী ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি । বজ্রাশনিসমপ্রভান্ বজ্রবিদ্যাতুল্যান্ । “অশনির্বজ্রবিদ্যাতোঃ” ইতি বিশ্বঃ ॥১৫॥

তস্মৈতি । হেমপরিষ্কৃতম্ স্বর্ণালঙ্কৃতম্ । স্রবর্ণতালপ্রতিমং স্বর্ণময়তালবৃক্ষতুল্যম্ ॥১৬॥

হয়ানিতি । হয়ান্ অশ্বান্ । নিজীবান্ জীবনশূন্যান্ ॥১৭॥

স ইতি । রাজা বক্রবাহনঃ । পদাতিঃ পাদচারী ॥১৮॥

সমিতি । পার্থানাং পৃথাপুত্রাণাং মধ্যে ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ । বজ্রধরাশ্রজ ইন্দ্রপুত্রোইর্জুনঃ ॥১৯॥

করিতেছি ।’ এই কথা বলিয়া শক্রহস্তা অর্জুন বক্রবাহনের উপরে অনেক নারাত নিষ্কেপ করিলেন ॥১৫॥

তখন রাজা বক্রবাহন ভল্লদ্বারা বজ্রের আয় দৃঢ় ও বিদ্যাতের আয় উজ্জল গাণ্ডীবনিক্শিপ্ত সেই সমস্ত নারাতকেই দুইভাগে ও তিনভাগে ছেদন করিলেন ॥১৫॥

পরে অর্জুন অলৌকিক বাণসমূহ ও ক্ষুরপ্র অস্ত্রদ্বারা বক্রবাহনের রথ হইতে স্বর্ণালঙ্কৃত ও স্বর্ণময় তালবৃক্ষের তুল্য ধ্বজটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥১৬॥

এবং অরিন্দম রাজা ! অর্জুন হাস্ত করিতে থাকিয়াই যেন বক্রবাহনের রথের বিশাল ও মহাবেগশালী অশ্বগুলিকে সংহার করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর রাজা বক্রবাহন রথ হইতে অবতীর্ণ ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাদচারী অবস্থায় পিতা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

তখন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন পুত্রের বিক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাকে অধিক পীড়ন করিলেন না ॥১৯॥

ততঃ স বাল্যাৎ পিতরং বিব্যাধ হৃদি পত্রিণা ।
 নিশিতেন সুপুচ্ছেন বলবদবক্রবাহনঃ ॥২১॥
 স বাণস্তেজসা দীপ্তো জ্বলমিব হৃতাশনঃ ।
 বিবেশ পাণ্ডবং রাজন্ ! মৰ্ম্ম ভিদ্ধাতিদুঃখকৃৎ ॥২২॥
 স তেনাতিভূশং বিদ্ধঃ পুত্রেণ কুরুনন্দনঃ ।
 মহীং জগাম গোহার্ত্তস্ততো রাজন্ ! ধনঞ্জয়ঃ ॥২৩॥
 তস্মিন্নিপতিতে বীরে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে ।
 সোহপি মোহং জগামাথ ততশ্চিদ্ভ্রাজদাহতঃ ॥২৪॥
 ব্যায়স্য সংযুগে রাজা দৃষ্ট্ৱা চ পিতরং হতম্ ।
 পূৰ্ব্বমেব স বাণৌঘৈর্গাঢ়বিদ্ধোহজ্জু'নেন হ ।
 পপাত সোহপি ধরণীমালিস্য রণমূৰ্দ্ধনি ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । আশীবিষাকারৈস্তীক্ৰবিষসপ্ততুল্যৈঃ ॥২০॥
 তত ইতি । বাল্যাৎ বালকত্বেন চাক্ষল্যাৎ, পত্রিণা বাণেন ॥২১॥
 স ইতি । পাণ্ডবমজ্জুনম্, মৰ্ম্ম হৃদয়ম্ ॥২২॥
 স ইতি । মহীং জগাম ভূতলে পপাত ॥২৩॥
 তস্মিন্নিতি । চিদ্ভ্রাজদাহতো বক্রবাহনঃ ॥২৪॥
 ব্যায়ম্যোতি । ব্যায়ম্য যুদ্ধেন পরিশ্রম্য । স বক্রবাহনঃ । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥২৫॥

তখন বলবান্ বক্রবাহন পিতাকে বিমুখ মনে করিয়া সপ্ততুল্য বাণসমূহ-
 দ্বারা পুনরায় তাঁহাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ॥২০॥

তদনন্তর বক্রবাহন বালচাক্ষল্যবশতঃ সুধার ও সুপুচ্ছ একটা বাণদ্বারা
 অজ্জু'নের হৃদয় গুরুতর বিদ্ধ করিলেন ॥২১॥

রাজা ! প্রজ্বলিত অগ্নির স্থায় তেজে উজ্জ্বল সেই বাণ অজ্জু'নের হৃদয় ভেদ
 করিয়া প্রবেশ করিল এবং তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ জন্মাইতে লাগিল ॥২২॥

রাজা ! তাহার পর কৌরবনন্দন অজ্জুন পুত্রকর্তৃক সেই বাণদ্বারা অত্যন্ত
 বিদ্ধ ও মূচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥২৩॥

কৌরবধুরন্ধর বীর অজ্জুন ভূতলে পতিত হইলে, বক্রবাহনও মূচ্ছিত হইয়া
 পড়িলেন ॥২৪॥

কারণ, পূৰ্বেই তিনি অজ্জুনকর্তৃক বাণসমূহদ্বারা অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াছিলেন,
 পরে আবার যুদ্ধে পরিশ্রম করিয়া এবং তাঁহাকে নিহত দেখিয়া, ভূতল
 আলিঙ্গনপূৰ্ব্বক রণস্থলে পতিত হইয়াছিলেন ॥২৫॥

ভৰ্তাং নিহতং দৃষ্ট্বা পুত্রঞ্চ পতিতং ভূবি ।

চিত্রাঙ্গদা পরিত্রস্তা প্রবিবেশ রণাঙ্গিরে ॥২৬॥

শোকসন্তপ্তহৃদয়া রুদতী বেপতী ভৃশম্ ।

মণিপূরপতেমরীতা দদর্শ নিহতং পতিম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আশ্বমেধিক
পৰ্বণি অশ্বমেধে অৰ্জুনবক্রবাহনযুদ্ধে শততমোহধ্যায়ঃ * ॥০॥

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো বহুতরং ভীরুবিলপ্য কমলেক্ষণা ।

মুমোহ দুঃখসন্তপ্তা পপাত চ মহীতলে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভৰ্তারমিতি । ভৰ্তারমৰ্জ্জুনম্, পুত্রং বক্রবাহনঞ্চ । রণাঙ্গিরে সমরাজনে ॥২৬॥

শোকেতি । বেপতী বেপমানা কম্পমানা । মণিপূরপতের্জ্জুবাহনশ্চ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তাগীশভট্টাচার্য্য

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-

মাশ্বমেধিকপৰ্বণি শততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—:—

তত ইতি । ভীরুশ্রুতমাজনা চিত্রাঙ্গদা ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রশস্তেতি সঘর্ষঃ ॥১২॥ চিত্রাঙ্গদা চিত্রবাহনদুহিতাৰ্জ্জুনশ্চ দ্বিতীয়া স্ত্রী ॥১৩—২৬॥

পতিমৰ্জ্জুনম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে শততমোহধ্যায়ঃ ॥১০০॥

তখন ভৰ্তাকে নিহত এবং পুত্রকে ভূতলে পতিত দেখিয়া, পরিত্রস্তা হইয়া
চিত্রাঙ্গদা রণাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন ॥২৬॥

ক্রমে বক্রবাহনের মাতা চিত্রাঙ্গদা শোকে সন্তপ্তহৃদয়া হইয়া রোদন করিতে
থাকিয়া অত্যন্ত কম্পিতকলেবরে নিহত পতিকে দর্শন করিলেন ॥২৭॥

* ‘...একোনাশিততমোহধ্যায়ঃ’—বঙ্গ বর্ষ নি ।

প্রতিলভ্য চ সা সংজ্ঞাং দেবী দিব্যবপুর্ধরা ।
 উলূপীং পন্নগমুতাং দৃষ্টেদং বাক্যমব্রবীৎ ॥২॥
 উলূপি ! পশ্য ভর্তারং শয়ানং নিহতং রণে ।
 স্বংকৃতে গম পুত্রেণ বাণেন সমিতিঞ্জয়ম্ ॥৩॥
 ননু স্বমার্থ্যধর্মজ্ঞা ননু চাসি পতিব্রতা ।
 যদ্বংকৃতেহয়ং পতিতঃ পতিস্তে নিহতো রণে ॥৪॥
 কিন্তু মন্দে ! অপরাধোহয়ং যদি তেহু ধনঞ্জয়ঃ ।
 ক্ষমস্ব যাচ্যমানা বৈ জীবয়স্ব ধনঞ্জয়ম্ ॥৫॥
 ননু স্বমার্থোহধর্মজ্ঞা ত্রৈলোক্যবিদিতা শুভে ! ।
 যদঘাতয়িস্বা পুত্রেণ ভর্তারং নানুশোচসি ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি । দিব্যবপুর্ধরা অলৌকিকসুন্দরী ॥২॥

উলূপীতি । স্বংকৃতে স্বমিতিম্, স্বয়ৈবাস্ত যুদ্ধাযোগংসাহজননাদিতি ভাবঃ । সমিতিঞ্জয়ঃ সর্বত্রযুদ্ধবিজয়িনম্ ॥৩॥

নষিতি । সযোধনে অবধারণে বা নহুশব্দয়ম্ । আর্ধ্যধর্মজ্ঞা সম্ভবনধর্মবিৎ । বদ্যম্বাদ । ততো জীবনোপায়ত্বয়ৈব কর্তব্য ইত্যাশয়ঃ ॥৪॥

কিঞ্চিতি । কিন্তু মন্দে মৃঢ়ে ! অপরাধঃ পরিণয়ঃ পরমেব তব বিরহোৎপাদনাদিত্যভি-
 প্রায়ঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পন্ননয়না চিত্রাঙ্গদা দুঃখে সন্তপ্তা হইয়া
 বহুতর বিলাপ করিয়া মুচ্ছত ও ভূতলে পতিত হইলেন ॥১॥

পরে অলৌকিকসুন্দরী চিত্রাঙ্গদা চৈতন্যলাভ করিয়া নাগছহিতা উলূপীকে
 দেখিয়া এই কথা বলিলেন—॥২॥

উলূপি ! দেখ, তোমার জন্মই আমার পুত্রকর্তৃক বাণদ্বারা নিহত যুদ্ধবিজয়ী
 ভর্তা রণস্থলে শয়িত রহিয়াছেন ॥৩॥

উলূপি ! তুমি আর্ধ্যধর্ম জ্ঞান এবং পতিব্রতাও বট । যেহেতু তোমার জন্মই
 তোমার পতি নিহত হইয়া রণস্থলে পতিত রহিয়াছেন, সেই হেতু ইহার
 জীবনোপায় করা তোমারই উচিত ॥৪॥

কিন্তু মৃঢ়ে ! যদিও তোমার এই পতি তোমার নিকট অপরাধী হইয়া
 থাকেন, তথাপি তুমি ক্ষমা কর, আমি প্রার্থনা কবিতেছি, তুমি ইহাকে জীবিত
 কর ॥৫॥

নাহং শোচামি তনয়ং হতং পন্নগনন্দিনি ! ।
 পতিগেব তু শোচামি যন্তাতিথ্যমিদং কৃতম্ ॥৭॥
 ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবীমূলপীং পন্নগান্নজাম্ ।
 ভর্তারমভিগম্যেদমিত্যুবাচ যশস্বিনী ॥৮॥
 উত্তিষ্ঠ কুরুমুখ্যস্ত প্রিয়মুখ্য ! গম প্রিয় ! ।
 অয়মশ্বো মহাবাহো ! গয়া তে পরিমোক্ষিতঃ ॥৯॥
 নমু হুয়া নাগ বিভো ! ধর্মরাজস্ত যজ্ঞিযঃ ।
 অয়মশ্বোহনুসর্তব্যঃ স শেষে কিং মহীতলে ॥১০॥
 স্বয়ি প্রাণা গমায়তাঃ কুরুণাং কুরুনন্দন ! ।
 স কস্মাৎ প্রাণদোহন্তেষাং প্রাণান্ সংত্যক্তবানসি ॥১১॥
 উলূপি ! সাধু পশ্চেমং পতিং নিপতিতং ভুবি ।
 পুত্রং চেমং সমুৎসাহ্য ঘাতয়িত্বা ন শোচসি ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নম্বিতি । অবশ্যজ্ঞা লোকাচারানভিজ্ঞা ॥৬॥
 নেতি । যন্ত পত্যাঃ ইদমীদৃশম্ আতিথ্যং হননরূপঃ অতিথিসংকারঃ কৃতম্ ॥৭॥
 ইতীতি । ইতি এতৎপ্রকারেণ উবাচ ॥৮॥
 উত্তিষ্ঠেতি । কুরুমুখ্যস্ত কৌরবপ্রধানস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত, প্রিয়েষু মুখ্য ! শ্রেষ্ঠ ! ॥৯॥
 নম্বিতি । স হুয়, কিং মহীতলে শেষে শয়নং করোষি ॥১০॥
 স্বয়ীতি । হে কুরুনন্দন ! যম কুরুণাঞ্চ প্রাণাঃ, স্বয়ি আয়তাঃ ॥১১॥

আর্য্যে শুভাননে ! তুমি ত্রিভুবনবিদিত হইয়াও ধর্ম জান না, যেহেতু
 পুত্রদ্বার ভর্তাকে নিহত করাইয়া তুমি শোক করিতেছ না । ॥৬॥

নাগনন্দিনি ! আমি নিহত পুত্রের জন্ত শোক করি না ; কিন্তু এইরূপ
 সাহস আর আতিথ্য করিলাম, সেই পতির জন্তই শোক করি ॥৭॥

নাগতনয়া উলূপীদেবীকে এই কথা বলিয়া যশস্বিনী চিত্রাঙ্গদা তখন ভর্তার
 নিকটে বাইয়া এইরূপ বলিলেন— ॥৮॥

‘কৌরবপ্রধান ধর্মরাজের প্রিয়জনশ্রেষ্ঠ ! এবং আমার প্রিয় মহাবাহু !
 উঠুন, আমি আপনার এই অশ্ব মুক্ত করিলাম ॥৯॥

প্রভু ! আপনি ধর্মরাজের যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করিবেন, সেই আপনি
 কি জন্ত ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ? ॥১০॥

কৌরবনন্দন ! আমার ও কৌরবগণের প্রাণ আপনার অধীন । অশ্বের
 প্রাণদাতা সেই আপনি কেন প্রাণত্যাগ করিলেন ? ॥১১॥

কামং স্বপিতু বালোহয়ং ভূমৌ মৃত্যুবশং গতঃ ।

লোহিতাক্ষো গুড়াকেশো বিজয়ঃ সাধু জীবতু ॥১৩॥

নাপরাধোহস্তি স্তভগ ! নরাণাং বহুভার্যতা ।

প্রমদানাম্ ভবতোষ সা তেহৃদ্ভুদ্ধিরীদৃশী ॥১৪॥

সখ্যং চৈতৎকৃতং ধাত্রা শশ্বদব্যয়মেব তু ।

সখ্যং সমভিজানীহি সত্যং সঙ্গতমস্তু তে ॥১৫॥

পুত্রেণ বা তয়িষ্মৈনং পতিং যদি ন মেহুত্ব বৈ ।

জীবন্তং দর্শয়ন্তু পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

উল্লীতি । সাক্ষিতি সৌল্লগ্ধনোক্তিঃ । সমুংসাহ সম্যক্ উৎসাহদানেন যুদ্ধে প্রবর্তা, তেন চোভাবেব পাতয়িত্বা ॥১২॥

কামমিতি । কামং যথেষ্টম্, অয়ং বালো বক্রবাহনঃ । বিজয়োহর্জুনঃ । অর্জুনজীবনে ধর্ম্মরাজস্ত ধর্ম্মরক্ষা শ্রাদ্ধিতি ভাবঃ ॥১৩॥

নহু বহুভার্যস্ত মরণমেব শ্রেয় ইত্যাহ নেতি । নরাণাম্, পুরুষাণাম্, প্রমদানাম্, স্ত্রীণাম্, এষ বহুপতিষ্বেপরাধঃ ॥১৪॥

সখ্যমিতি । ধাত্রা বিধাত্রা, এতৎ পুরুষস্ত বহুভার্য্যত্বাে ত্রিয়ার্শৈকপতিকত্বাে সখ্যং সৌহার্দ্যম্, আশ্রয়নঃ প্রিয়ত্বম্, শশ্বদ্রিকালীনম্, অব্যয়মনশ্বরঞ্চ কৃতম্ । অতএবর্জুনস্ত বহুভার্য্যত্বাে সখ্যং প্রিয়ত্বম্, সমভিজানীহি । ভবতু, তে তব, সঙ্গতম্, অর্জুনেন সহ সম্মেলনম্, সত্যমস্তু তজ্জীবনাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥

পুত্রেণেতি । জীবন্তং নিজচেষ্টয়া ॥১৬॥

উল্লুপি ! বেশ, তুমি দেখ—এই পতি ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছেন । তুমি এই পুত্রকে উৎসাহিত করিয়া ইহা দ্বারা পতিকে বধ করাইয়া শোক করিতেছ না ॥১২॥

এই বালক মৃত অবস্থায় ভূতলে শায়িত থাকুক, ইহা আমার বরং অভীষ্ট কিন্তু এই রক্তনয়ন অর্জুন সম্যক্ জীবনলাভ করুন ॥১৩॥

স্তভগে ! পুরুষগণের বহুভার্য্যতা দোষ নহে ; কিন্তু স্ত্রীগণের বহুপতিকতা দোষই বটে ; তোমার এইরূপ বুদ্ধি যেন না হয় ॥১৪॥

কারণ, স্বয়ং বিধাতাই চিরকালীনভাবে ও অনশ্বররূপে এই নিজেয় অভীষ্ট নিয়ম করিয়াছেন । এই জন্তই অর্জুনেরও বহুভার্য্যত্ব বিশাভার অভীষ্ট বলিয়াই অবগত হও । সে যাহা হউক, পতির সহিত তোমার সম্মেলন সত্য হউক ॥১৫॥

সাহং ছুঃখাশ্বিতা দেবি ! পতিপুত্ৰবিনাকৃতা ।

ইহৈব প্রায়মাসিয়ে প্রেক্ষন্ত্যাস্তে ন সংশয়ঃ ॥১৭॥

ইতু্যজ্ঞা পমগম্বতাং সপত্নী চৈত্ৰবাহনী ।

ততঃ প্রায়মুপাসীনী তুষীমাসীজ্জনাধিপ ! ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে চিত্ৰাঙ্গদাবাক্যে একাদিকশততমোহধ্যায়ঃ * ॥০॥

ব্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ । *

ততো বিলপ্য বিরতা ভৰ্ত্তৃঃ পাদৌ প্রগৃহ্য সা ।

উপবিষ্টাভবদ্বীনা সোচ্ছ্বাসং পুত্ৰমীক্ষতী ॥১॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । পতিপুত্ৰাভ্যাং বিনাকৃতা বিরহিতা । প্রায়মনশনেন জীবনশেষং বাবদাসিস্তে
উপবেক্ষ্যাম, প্রেক্ষন্ত্যঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ ॥১৭॥

ইতীতি । চৈত্ৰবাহনী চিত্ৰবাহনতনয়া চিত্ৰাঙ্গদা ॥১৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিনামসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়-

মাশ্বমেধিকপৰ্বণি একাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

উলুপি । তুমি পুত্ৰদ্বারা এই পতিকে বিনাশ করাইয়া আবার যদি আজ
আমাকে জীবিত অবস্থায় তাহাকে না দেখাও, তাহা হইলে অস্ত্রই আমি জীবন
পরিভ্রাণ করিব ॥১৬॥

দেবি ! সেই আমি পতিপুত্ৰবিহীনা হইয়া অত্যন্ত ছুঃখিতা হইয়াছি ;
অতএব তোমার সাক্ষাতে এই রণস্থলেই আমি প্রায়োপবেশন করিব, এবিষয়ে
কোন সন্দেহ নাই ॥১৭॥

নরনাথ ! চিত্ৰবাহনতনয়া সপত্নী চিত্ৰাঙ্গদা উলুপীকে এই কথা বলিয়া সেই-
স্থানেই প্রায়োপবেশন করিয়া নীরব হইলেন ॥১৮॥

* অত্রাধ্যায়সমাপ্তিনাস্তি—বল বন্ধ নি ।

* এম পাঠো নি নাস্তি ।

ততঃ সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধ্বা স রাজা বক্রবাহনঃ ।
 মাতরং তামথালোক্য রণভূমাবধাত্রবীৎ ॥২॥
 ইতো হুঃখতরং কিম্ব যন্মে মাতা হুথৈষিতা ।
 ভূমৌ নিপতিতং বীরমনুশেতে মৃতং পতিম্ ॥৩॥
 নিহস্তারং রণেহরীণাং সর্বশস্ত্রভূতাং বরম্ ।
 ময়া বিনিহতং সংখ্যে প্রেক্ষতে দুর্ম্মরং বত ॥৪॥
 অহোহস্তা হৃদয়ং দেব্যা দৃঢ়ং যম বিদীৰ্য্যতে ।
 ব্যাটোরক্ষং মহাবাহুং প্রেক্ষন্ত্যা নিহতং পতিম্ ॥৫॥
 দুর্ম্মরং পুরুষমেণেহ মন্মে কালে হুনাগতে ।
 যত্র নাহং ন মে মাতা বিপ্রযুক্তোত জীবিতাৎ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বিরতা বিলাপাম্বিতা, না চিত্তাক্রন্দা । ঈকতী ঈকমাণা ॥১॥
 তত ইতি । সংজ্ঞাং চৈতন্তম্ । মাতরং চিত্তাক্রন্দাম্ ॥২॥
 ইত ইতি । হুথেন এষিতা বুদ্ধিং প্রাপ্তা ॥৩॥
 নিহস্তারমিতি । সংখ্যে যুদ্ধে, দুর্ম্মরমসম্ভবমুতাম্ ॥৪॥
 অহো ইতি । প্রকৃত্যভাব আৰ্ঘ্যঃ । ব্যাটোরক্ষং বিশালবক্ষসম্, প্রেক্ষন্ত্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ ॥৫॥
 দুর্ম্মরমিতি । দুর্ম্মরং মর্তুমশক্যম্ । বিপ্রযুক্তোত বিচ্ছিত্তেত ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর চিত্তাক্রন্দা বিলাপ করতঃ তাহা হইতে
 নিরত হইয়া ভর্তার চরণযুগল পারণ করিয়া নিঃশ্বাসত্যাগের সহিত পুত্রকে দর্শন
 করিতে থাকিয়া শোকাক্ত অবস্থায় উপবিষ্ট হইলেন ॥১॥

তদনন্তর রাজা বক্রবাহন পুনরায় চৈতন্তলাভ করিয়া রণাঙ্গনে মাতাকে
 দেখিয়া রজিতে লাগিলেন—৥২॥

‘ইহা অপেক্ষা গুরুতর হুঃখ আর কি আছে ? যে হেতু হুখে বুদ্ধিপ্রাপ্ত
 আমার মাতা ক্ষুণ্ণলে নিপতিত মৃত বীর পতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥৩॥

ইনি, যুদ্ধে শত্রুহস্তা সর্বশস্ত্রধারিত্রৈষ্ঠ সমরে মংকর্তৃক মিহত অলঙ্কার্য-
 মৃত্যু স্বামীকে দর্শন করিতেছেন ॥৪॥

হান্না ! এই দেবীর হৃদয় অত্যন্ত দৃঢ় ; যেহেতু বিশালবক্ষা ও মহাবাহু
 নিহত স্বামীকে দর্শন করিতে থাকিয়াও ইহার হৃদয় বিকীর্ণ হইতেছে না ॥৫॥

আমি মনে করি, কাল উপস্থিত না হইলে মামুঝের মৃত্যুলাভ করা হুঙ্কর ।
 যেহেতু আমি ও আমার মাতা জীবন হইতে বিযুক্ত হইতেছি না ॥৬॥

(৬) মন্মে হুনাগতে—পি বঙ্গ বর্দ্ধ ।

হাহা ধিক্ কুরুবীরস্য কিরীটং কাঞ্চনং ভূবি ।
 অপবিক্রং হতশ্চেহ ময়া পুত্রেণ পশ্যতা ॥৭॥
 ভো ভো পশ্যত মে বীরং পিতরং ব্রাহ্মণাঃ ! ভূবি ।
 শয়নং বীরশয়নে ময়া পুত্রেণ পাতিতম্ ॥৮॥
 ব্রাহ্মণাঃ কুরুমুখ্যস্য যে মুক্তাঃ হয়সারিণঃ ।
 কুৰ্বন্তি শাস্তিঃ কামস্য রণে যোহয়ং ময়া হতঃ ॥৯॥
 ব্যাদিশস্ত চ কিং বিপ্রাঃ ! প্রায়শ্চিত্তগিহাণ্ড মে ।
 আনুশংসস্য পাপস্য পিতৃহন্তৃ রণাজিরে ॥১০॥
 দুশ্চরা দ্বাদশ সমা হস্তা পিতরমগ্ৰ বৈ ।
 সমেহ অনুশংসস্য সংবীতস্ত্যস্য চৰ্ম্মণা ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

হাহেতি । কুরুবীরস্য অৰ্জুনস্য, কাঞ্চনস্ত স্বর্ণশ্চেদমিতি কাঞ্চনম্ । অপবিক্রং শব্দপ্রহায়েণ পাতিতম্ ॥৭॥

ভো ইতি । বীরগণাং শয়নং শয্যা তস্মিন্ ॥৮॥

ব্রাহ্মণা ইতি । মুক্তাঃ প্রহারাৎ মুক্তিং প্রাপ্তাঃ, হয়সারিণঃ অশ্বারুসারিণঃ ॥৯॥

ব্যাদিশস্তিতি । আনুশংসস্য সৰ্ব্বথা নৃশংসস্য, রণাজিরে সমরাজনে ॥১০॥

দুশ্চরা ইতি । দ্বাদশ সমা দ্বাদশবারমিকং মহাব্রতমিত্যর্থঃ । সম কৰ্ত্তব্যমিতি শেবঃ ।
 সংবীতস্ত্য আবৃতদেহস্ত ॥১১॥

হায় হায় ! আমি পুত্র হইয়া দেখিতে থাকিয়াই পিতা অৰ্জুনকে বধ করিয়াছি এবং তাঁহার স্বর্ণময় কিরীট বিক্রয় করায় তাহা ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে ॥৭॥

ভো ভো ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা দর্শন করুন, আমি পুত্র হইয়া পিতাকে বধ করিয়াছি, সেই বীর পিতা ভূতলে বীরশয্যায় শয়িত রহিয়াছেন ॥৮॥

অশ্বারুণামী যে সকল ব্রাহ্মণ আমার প্রহার হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা এই বীরশ্রেষ্ঠের কি শাস্তি করিতেছেন, যে বীরশ্রেষ্ঠকে আমি বধ করিয়াছি ॥৯॥

ব্রাহ্মণগণ ! আমি আজ যুদ্ধে পিতৃহত্যা করিয়াছি বলিয়া অত্যন্ত নৃশংস ও পাপাত্মা ; সুতরাং আমার কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহা আপনারা বিশেষভাবে আদেশ করুন ॥১০॥

আমি আজ পিতৃহত্যা করায় অত্যন্ত নৃশংসই হইয়াছি ; সুতরাং এই

শিরঃকপালে চাট্টৈশ্ব যুঞ্জতঃ পিতুরন্থ মে ।
 প্রায়শ্চিত্তং হি নাস্ত্যন্যদ্ব্যন্থ পিতরং মম ॥১২॥
 পশু নাগোত্তমহতে ! ভর্তারং নিহতং ময়া ।
 কৃতং প্রিয়ং ময়া তেহন্থ নিহত্য মগরেহর্জুনম্ ॥১৩॥
 সোহহমন্থ গগিষ্যামি গতিং পিতৃনিষেবিতাম্ ।
 ন শক্লোম্যাত্মনাত্মানমহং ধারয়িতুং শুভে ! ॥১৪॥
 সা হুং গয়ি মূতে গাতস্তথা গাণ্ডীবধন্বনি ।
 ভব শ্রীতিমতী দেবি ! সত্যেনাত্মানমালভে ॥১৫॥
 ইতুত্ৰু। স ততো রাজা দুঃখশোকসমাহতঃ ।
 উপস্পৃশ্য মহারাজ ! দুঃখাঘচনমব্রবীৎ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

শির ইতি । যুঞ্জতো ধারয়তঃ । হি ষম্মাৎ, অন্ত পিতরং হত্বা স্থিতস্ত মম অন্তঃ প্রায়-
 শ্চিত্তং নাস্তি ॥১২॥

পশ্চেতি । হে নাগোত্তমহতে ! নাগরাজতনয়ে উলুপি ! ময়া নিহতং নিজং ভর্তারং
 পশু ॥১৩॥

স ইতি । পিত্রা অর্জুনেন নিষেবিতামবলম্বিতাম্ । আত্মনা দেহেন আত্মানং জীবম্ ॥১৪॥

সেতি । হে মাতঃ ! উলুপি ! । শ্রীতিমতী ভব আবয়োর্মরণেন তবোদ্দেশ্যসন্ধেঃ, আলভে
 স্পৃশ্যামি ॥১৫॥

ইতীতি । উপস্পৃশ্য আচম্য । “উপস্পর্শত্বাচমনম্” ইত্যমরঃ । ইদমাচমনং প্রতিজ্ঞা-
 বস্তার্থম্ ॥১৬॥

পিতারই চর্ম্মদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া আমার এখন দুষ্কর দ্বাদশবার্ষিক মহাব্রত
 করা উচিত ॥১১॥

এই পিতারই মস্তকের দুই দিকের দুই অংশ ধারণ করিয়া আমার আজ
 এই প্রায়শ্চিত্ত করাই উচিত । পিতৃহত্যা করায় আমার অন্য প্রায়শ্চিত্ত
 হইতে পারে না ॥১২॥

নাগতনয়ে ! দেখুন, আমি আপনার ভর্তাকে বধ করিয়াছি । আমি আজ
 মুখে অর্জুনকে বধ করিয়া আপনার প্রিয়কার্য্য করিয়াছি ॥১৩॥

কল্যাণি ! আজ আমি পিতার অবলম্বিত পথে গমন করিব । কারণ, আমি
 নিজে নিজেকে ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥১৪॥

মা ! দেবি ! আমি সত্য করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছি এবং বলিতেছি,
 আমি ও গাণ্ডীবধন্বা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আপনি সম্ভষ্ট হইবেন’ ॥১৫॥

শৃংখল সৰ্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ।
 ত্বং মাতৰ্থা সত্যং ত্রবীমি ভুজগোন্তমে ! ॥১৭॥
 যদি নোতিষ্ঠতি জয়ঃ পিতা মে নরসন্তমঃ ।
 অস্মিন্নেব রণোদ্দেশে শোষয়িষ্যে কলেবরম্ ॥১৮॥
 ন হি মে পিতরং হত্বা নিষ্কৃতিবিঘ্নতে কচিৎ ।
 নরকং প্রতিপৎস্যামি ক্রবং গুরুবদাদিতঃ ॥১৯॥
 বীরং হি ক্ষত্রিয়ং হত্বা গোশতেন প্রমুচ্যতে ।
 পিতরন্তু নিহতৈব্যং দুৰ্লভা নিষ্কৃতির্মম ॥২০॥
 এষ একো মহাতেজাঃ পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।
 পিতা চ মম ধৰ্ম্মাত্মা তস্মৈ মে নিষ্কৃতিঃ কৃতঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

শৃংখলিতি । চরাণি জলজানি । হে ভুজগোন্তমে ! নাগশ্রেষ্ঠে ! ॥১৭॥
 বদৌতি । জয়ঃ অৰ্জুনঃ । শোষয়িষ্যে অনাহায়েণ ॥১৮॥
 নহৌতি । প্রতিপৎস্যামি প্রাপ্যামি, গুরুবধেন পিতৃহত্যাপাপেন অদিতঃ ॥১৯॥
 বীরমিতি । হত্বা যুদ্ধাভাবে, গোশতেন গোশতদানেন ॥২০॥
 এষ ইতি । তস্মৈ তাদৃশপিতৃহন্তঃ ॥২১॥

মহারাজ । এই কথা বলিয়া তাহার পর রাজা বক্রবাহন দুঃখে ও শোকে
 আহত হইয়া আচমন করিয়া দুঃখবশতই এই কথা বলিলেন— ॥১৬॥

‘স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রাণী শ্রবণ করুক, মা নাগশ্রেষ্ঠে ! আপনিও শ্রবণ
 করুন যে, আমি সত্য বলিতেছি ॥১৭॥

যদি আমার পিতা নরশ্রেষ্ঠ অৰ্জুন গাত্রোথান না করেন, তাহা হইলে
 আমি এই রণস্থলেই অনাহারে দেহ শুষ্ক করিব ॥১৮॥

কারণ, পিতৃহত্যা করিয়া আমার কোথায়ও সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি
 হইবে না ; সুতরাং পিতৃহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া আমি নিশ্চয়ই নরকে
 যাইব ॥১৯॥

মানুষ বিনাযুদ্ধে বীর ক্ষত্রিয়কে বধ করিয়া শত গোদান করিলে সেই
 পাপ হইতে মুক্ত হয় ; কিন্তু এইরূপ পিতৃহত্যা করিয়া আমার নিষ্কৃতি লাভ
 করা দুষ্কর ॥২০॥

একক এই পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়ই মহাতেজা, ধৰ্ম্মাত্মা এবং আমার পিতা ।
 তাঁহাকে বধ করায় আমার কি প্রকারে নিষ্কৃতি হইতে পারে ? ॥২১॥

ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতে ! ধনঞ্জয়সুতো নৃপঃ ।

উপস্পৃশ্যভবতৃষ্ণীং প্রায়োপেতো মহামতিঃ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পার্বণি অশ্বমেধে বক্রবাহনবিলাপে দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রায়োপবিষ্টে নৃপতো গণিপূরেষ্বরে তদা ।

পিতৃশোকসমাবিষ্টে সহ মাত্রা পরস্তপ ! ॥১॥

উলূপী চিন্তয়ামাস তদা সঞ্জীবনং মণিম্ ।

স চোপাতিষ্ঠত তদা পন্নগানাং পরায়ণম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । উপস্পৃশ্য আচম্য । ইদঞ্চাচমনং প্রায়োপবেশনারম্ভার্থম্ । প্রায়োপেতঃ
প্রায়োপবেশনং প্রাপ্তঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ আশ্বমেধিকপৰ্বণি

অশ্বমেধে দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

প্রায়েতি । মাত্রা চিত্রাঙ্গদয়া । সঞ্জীবত্যনেনেতি সঞ্জীবনো নাম ভম্ । উপাতিষ্ঠত
উপস্থিতোহভবৎ, পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ॥১—২॥

রাজা ! এইরূপ বলিয়া অৰ্জুনের পুত্র মহামতি বক্রবাহন পুনরায় আচমন
করিয়া প্রায়োপবিষ্ট হইয়া নীরব হইলেন ॥২২॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শত্রুতাপক রাজা ! মণিপূরাধিপতি বক্রবাহন তখন
পিতৃশোকাক্ত হইয়া মাতা চিত্রাঙ্গদার সহিত প্রায়োপবেশন করিলে তখন

* অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি বঙ্গ বর্ষ । ‘...অশীতিতমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

(১) সহ মাত্রা পরস্তপে—পি বঙ্গ বর্ষ ।

তং গৃহীত্বা তু কোরব্য ! নাগরাজপতে: স্তুত।।
 মনঃ প্রহ্লাদিনীং বাচং মৈনিকানাগধাত্ৰবীৎ ॥৭॥
 উত্তিষ্ঠ মা শুচঃ পুত্র ! নৈব জিষ্ণুস্তয়া জিতঃ ।
 অজেয়ঃ পুরুষৈরেষ তথা। দেবৈঃ সবাসবৈঃ ॥৮॥
 ময়া তু মোহনী নাম মায়ৈমা সম্প্রদশিতা ।
 প্রিয়ার্থং পুরুষেন্দ্রশ্চ পিতুস্তেহা যশস্বিনঃ ॥৯॥
 জিজ্ঞাসুর্হেম পুত্রশ্চ বলশ্চ তব কোরব ! ।
 সংগ্রামে যুধ্যতো রাজন্ ! আগতঃ পরবীরহা ॥১০॥
 তস্মাদসি ময়া পুত্র ! যুদ্ধায় পরিচোদিতঃ ।
 মা পাপমাজনঃ পুত্র ! শঙ্কথা হৃথপি প্রভো ! ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । মনঃপ্রহ্লাদিনীং হৃদয়ানন্দকারিণীম্ ॥৩॥
 উত্তিষ্ঠেতি । মাশুচঃ শোকং মা কৃথাঃ, জিষ্ণুর্জ্বনঃ । সবাসবৈরিত্তমহিতৈঃ ॥৪॥
 ময়েতি । মোহনতীতি মোহনী । পুরুষেন্দ্রশ্চ অর্জুনশ্চ, প্রিয়ার্থং বিশ্রামজননায় ॥৫॥
 জিজ্ঞাসুরিতি । জিজ্ঞাসুর্জাতুমিচ্ছুঃ । যুধ্যতো যুধ্যমানশ্চ ॥৬॥
 তস্মাদিতি । পরিচোদিতঃ প্রেরিতঃ । পাপম্ অনিষ্টকরণেচ্ছাম্, অথপি অল্পমপি ॥৭॥

উলূপী সঞ্জীবনমণির স্মরণ করিলেন । নাগগণের পরমাশ্রয় সেই মণি ও তখনই সেইস্থানে উপস্থিত হইল ॥১—২॥

কোরবনন্দন ! তাহার পর উলূপী সেই মণি গ্রহণ করিয়া সৈন্যগণের মনের আনন্দজনক বাক্য বলিলেন — ॥৩॥

‘পুত্র ! উঠ, শোক করিও না, তুমি এই জিষ্ণুকে (অর্জুনকে) জয় কর নাট । কারণ, ইনি মনুজগণের এবং ইন্দ্রের সহিত দেবগণেরও অজেয় ॥৪॥

কিন্তু আমি আজ পুরুষশ্রেষ্ঠ ও যশস্বী তোমার পিতার শ্রীতির জন্ত এই ‘মোহনী’ নামী ময়া প্রয়োগ করিয়াছি ॥৫॥

কারণ, রাজা কোরবনন্দন ! তুমি রণস্থলে যুদ্ধ করিতে লাগিলে, তোমার বল পরীক্ষা করিবার জন্তই এই বিপক্ষবীরহস্তা আসিয়াছেন ॥৬॥

অতএব পুত্র ! আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্ত প্রেরণিত করিয়াছি ; স্মরণ পুত্র ! রাজা ! তোমার কোন অনিষ্ট করিবার ইচ্ছায় আমি এইরূপ করিয়াছি বলিয়া তুমি আশঙ্ক করিও না ॥৭॥

ঋষিরেয মহানাত্মা পুরাণঃ শাস্ত্রতোহঙ্করঃ ।
 নৈনং শস্ত্রো হি সংগ্রামে জেতুং শস্ত্রোহপি পুত্রক ! ॥৮॥
 অয়ন্তু মে মণিদিব্যঃ সমানীতো বিশাংপতে ! ।
 মৃতান্ মৃতান্ পন্নগেন্দ্রান্ যো জীবয়তি নিত্যদা ॥৯॥
 এনমশ্চোরসি স্বং স্থাপয়স্ব পিতুঃ প্রভো ! ।
 সঞ্জীবিতং তদা পার্থং স স্বং দ্রষ্টাসি পাণ্ডবম্ ॥১০॥
 ইতু্যুক্তঃ স্থাপয়ামাস তশ্চোরসি মণিং তদা ।
 পার্থস্থানিততেজাঃ স পিতুঃ স্নেহাদপাপকৃৎ ॥১১॥
 তস্মিন্ চাস্তে মণৌ বীরো জিষ্ণুর্সঞ্জীবিতঃ প্রভুঃ ।
 চিরসুপ্ত ইবোভশ্চৌ মৃষ্টলোহিতলোচনঃ ॥১২॥
 তমুত্থিতং মহাত্মানং লব্ধসংজ্ঞং মনস্বিনম্ ।
 সমীক্ষ্য পিতরং স্বস্থং ববন্দে বক্রবাহনঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ঋষিরিতি । মহান্ আত্মা পরব্রহ্ম । আৰ্যো বা সমাসে নলোপাভাবঃ । শাস্ত্রতো নিত্যঃ,
 অঙ্করঃ অচলঃ ॥৮॥

অয়মিতি । দিব্যঃ অলৌকিকঃ, সমানীতো মে ময়া স্বরণমাত্রেণ ॥৯॥

এনমিতি । এনং মণিম্, উরসি বক্ষসি ॥১০॥

ইতীতি । স বক্রবাহনঃ, অপাপকৃৎ পিতুরাদেশেন ক্ষত্রধর্মাহুসাধেণ চ যুদ্ধকরণাৎ ॥১১॥

তস্মিন্মিতি । চাস্তে বক্ষসি স্থাপিতে, জিষ্ণুর্জীবনঃ । মৃষ্টে করাভ্যাং মৃদ্ধিতে লোহিতে
 লোচনে যেন সঃ ॥১২॥

পুত্র ! ইনি প্রাচীন, নিত্য, অচল ও মহাত্মা নরঋষি । স্মৃতরাং স্বয়ং ইন্দ্র ও
 যুদ্ধে ইহাকে জয় করিতে সমর্থ হন না ॥৮॥

নরনাথ ! এই অলৌকিক মণি আমি আনয়ন করিয়াছি । যে মণি সর্বদা
 মৃত নাগগণকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে ॥৯॥

রাজা ! তুমিই এই মণিটাকে এই পিতার বক্ষে স্থাপন কর । তাহা হইলেই
 তুমি দেখিতে পাইবে—এই পৃথানন্দন সঞ্জীবিত হইয়াছেন’ ॥১০॥

উল্লুপী এই কথা বলিলে, অমিততেজা ও অপাপকারী বক্রবাহন স্নেহবশতঃ
 সেই পিতা অর্জুনের বক্ষস্থলে মণিটি স্থাপন করিলেন ॥১১॥

সেই মণিটি বক্ষে স্থাপন করিলে বীর ও প্রভাবশালী অর্জুন পুনরায়
 জীবিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল নিদ্রিতের ছায় গাভ্রোস্থান করিলেন । পরে
 হস্তযুগলদ্বারা রক্তবর্ণ নয়নযুগল মার্জন করিতে লাগিলেন ॥১২॥

উথিতে পুরুষব্যাঘ্রে পুনর্লক্ষ্মীবতি প্রভো ।।
 দিব্যাঃ স্তম্ভনসঃ পুণ্যা বহুমে পাকশাসনঃ ॥১৪॥
 অনাহতা ছন্দুভয়ো বিনেছুগেঘনিঃস্বনাঃ ।
 সাধু সাধ্বিতি চাকাশে বভূব স্তম্ভান্ স্বনঃ ॥১৫॥
 উথায় চ মহাবাহুঃ পর্যাশ্রস্তো ধনঞ্জয়ঃ ।
 বক্রবাহনগালিঙ্গ্য সমাজিভ্রত মূর্দ্ধনি ॥১৬॥
 দদর্শ চাপি দূরেহস্ত মাতরং শোককর্ষিতাম্ ।
 উলূপ্যা সহ তিষ্ঠন্তীং ততোহপৃচ্ছকনঞ্জয়ঃ ॥১৭॥
 কিমিদং লক্ষ্যতে সর্বং শোকবিস্ময়হর্ষবৎ ।
 রণাজিরগিতেন্ন যদি জানাসি শংস মে ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । সমীক্ষ্য বিলোক্য, স্বস্থং প্রকৃতিস্বম্ ॥১৩॥
 উথিত ইতি । পুরুষব্যাঘ্রে অর্জুনে, পুনর্লক্ষ্মীবতি পূর্বাভ্যুত্থিতাশালিনি সতি । যোগধন্বা-
 যন্তঃ । দিব্যাঃ স্বর্গীয়াঃ, স্তম্ভনসঃ পুষ্পাণি ॥১৪॥
 অনেতি । অনাহতা অত্যাড়িতা অপি, মেঘশ্রেণি নিঃস্বনো গন্তীরধ্বনির্ঘেমাং তে ॥১৫॥
 উথায়ৈতি । সমাজিভ্রত তমেব সমাজিভ্রত ॥১৬॥
 দদর্শৈতি । অস্ত বক্রবাহনস্ত, মাতরং চিত্রাঙ্গদাম্ ॥১৭॥
 কিমিতি । অর্জুনগতনেন শোকঃ, মণিস্পর্শমাত্রেন তন্তোজ্জীবনাং বিস্ময়ো হর্ষশ্চ অশ্রা-
 ন্তীতি তৎ ॥১৮॥

মহাত্মা ও মনস্বী পিতা অর্জুন চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়াছেন ও সুস্থ
 হইয়াছেন দেখিয়া বক্রবাহন তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন ॥১৩॥
 রাজা! নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন গাত্রোত্থান করিলে এবং পূর্বের শ্রায় কাঙ্ক্ষিতম্পন্ন
 হইলে ইন্দ্র স্বর্গীয় পবিত্র পুষ্প বর্ষণ করিলেন ॥১৪॥
 মেঘের শ্রায় গন্তীর ধ্বনিকারী ছন্দুভি সকল আহত না হইয়াও শব্দ করিতে
 লাগিল এবং আকাশে ‘সাধু সাধু’ এইরূপ গুরুতর ধ্বনি হইল ॥১৫॥
 মহাবাহু অর্জুন সর্বপ্রকারে আশ্রয় হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া বক্রবাহনকে
 আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহার মস্তক আশ্রয় করিলেন ॥১৬॥
 এবং অর্জুন দেখিলেন—বক্রবাহনের কিছুদূরে উলূপীর সহিত শোকাকুলা
 চিত্রাঙ্গদা রহিয়াছেন । তাহার পর অর্জুন বক্রবাহনের নিকট জিজ্ঞাসা
 করিলেন—॥১৭॥

জননী চ কিমর্থং তে রণভূমিমুপাগতা ।
 নাগেন্দ্রহিতা চেয়মূলুপী কিমিহাগতা ॥১৯॥
 জানাম্যহমিদং যুদ্ধং ত্বয়া গদ্বচনাৎ কৃতম্ ।
 স্ত্রীণামাগমনে হেতুমহমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥২০॥
 তমুবাচ তথা পৃষ্ঠো মণিপূরপতিস্তদা ।
 প্রমাণ্ড শিরসা বিদ্বামূলুপী পৃচ্ছ্যতামিযম্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে অর্জুনপ্রত্যুজ্জীবনে ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

জননীতি । অনয়োঃ আগমনস্ত সর্কথৈবাসম্ভবত্বমিতি ভাবঃ ॥১৯॥
 জানামীতি । ত্বয়া প্রথমমুপহারপাণিনৈবাগমনাদিত্যাশয়ঃ ॥২০॥
 তমিতি । বিদ্বান্ লোকাচারাভিজ্ঞঃ । পিতৃরস্তিক এবাশ্রয়স্তস্ত বধকথনানৌচিত্যা-
 দিত্যাভিপ্রায়ঃ ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

‘শত্রুহন্তা ! এই সমগ্র রণস্থলকে শোক, বিষয় ও আনন্দযুক্ত দেখিতেছি
 কেন ? তুমি যদি জান, তবে আমার নিকট বল ॥১৮॥

কি জন্মই বা তোমার জননী রণস্থলে আসিয়াছেন এবং নাগরাজতনয়া
 এই উলূপীই বা কেন এখানে আগমন করিয়াছেন ? ॥১৯॥

আমি ইহা জানি যে, তুমি আমার আদেশেই যুদ্ধ করিয়াছ ; তাহাতে
 জ্রীলোকদিগের এই স্থানে আগমনের হেতু আমি জানিতে ইচ্ছা করি’ ॥২০॥

অর্জুন সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, আচারাভিজ্ঞ বক্রবাহন তখন মন্তক
 অবনত করিয়া অর্জুনকে বলিলেন—‘এই উলূপীকে জিজ্ঞাসা করুন’ ॥২১॥

* ‘...অশীতিতমোহধ্যায়ঃ’—বঙ্গ বর্ধ । ‘...একশীতিতমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

চতুর্ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ❁ঃ—

অৰ্জুন উবাচ ।

কিমাগমনকৃত্যং তে কৌরব্যকুলনন্দিনি ! ।
গণিপূরপতেমীতুস্তথৈব চ রণাজিরে ॥১॥
কচ্চিৎ কুশলকামাসি রাষ্ট্রোহস্ত ভুজগাত্মজে ! ।
মম বা চপলাপাঙ্গি ! কচ্চিদ্রং শুভমিচ্ছসি ॥২॥
কচ্চিন্তে পৃথুলশ্রোণি ! নাপ্রিয়ং প্রিয়দর্শনে ! ।
অকার্ষমহগজ্ঞানাদয়ং বা বক্রবাহনঃ ॥৩॥
কচ্চিমু রাজপুত্রী তে সপত্নী চৈত্রবাহিনী ।
চিত্রাঙ্গদা বরারোহা নাপরাধ্যতি কিঞ্চন ॥৪॥
তমুবাচোরগপতেদুহিতা প্রহসন্ত্যথ ।
ন মে ভ্রমপরাক্রোহসি নহি মে বক্রবাহনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । আগমনেন কৃত্যং কার্ষম্, কৌরব্যকুলনন্দিনি ! নিজভাৰ্য্যায়াং কৌরব-
বংশানন্দকারিণি ॥১॥

কচ্চিদিতি । অস্ত রাষ্ট্রো বক্রবাহনস্ত । হে চপলাপাঙ্গি ! চঞ্চলনেত্রপ্রাস্তে ॥২॥

কচ্চিদিতি । হে পৃথুলশ্রোণি ! বিশালনিতম্বে ! তে তব অপ্ৰিয়ং নাকার্ষমিতি কাকুঃ ॥৩॥

কচ্চিদিতি । চিত্রবাহনস্তাপত্যং জ্ঞীতি চৈত্রবাহিনী । বরারোহা উত্তমাজনা ॥৪॥

তমিতি । উরগপতেদুহিতা উল্পী ॥৫॥

অৰ্জুন বলিলেন—‘কুরুকুলানন্দকারিণি নাগনন্দিনি ! তোমার এবং গণি-
পূরপতির মাতার এই রণাঙ্গনে আগমন করিবার প্রয়োজন কি ছিল ? ॥১॥

নাগতনয়ে ! তুমি এই রাজার মঙ্গলাভিলাষিণী আছ ত ? কিংবা চঞ্চল-
নয়নে ! তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর ত ? ॥২॥

বিশাল নিতম্বে ! প্রিয়দর্শনে ! আমি বা এই বক্রবাহন তোমার কোন
অপ্রিয়াচরণ করি নাই ত ? ॥৩॥

চিত্রবাহনতনয়া, উত্তমাজনা ও তোমার সপত্নী চিত্রাঙ্গদা তোমার নিকট
কোন অপরাধ করেন নাই ত ? ॥৪॥

ন জনিত্রী তথাশ্চয়ং মম বা প্রেষ্যবৎ স্থিতা ।
 শ্রয়তাং যদ্যথা চেদং ময়া সর্বং বিচেষ্টিতম্ ॥৬॥
 ন মে কোপস্তয়া কার্য্যঃ শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে ।
 স্বপ্রিয়ার্থং হি কৌরব্য ! কৃতমেতন্ময়া বিভো ! ।
 যতচ্শৃণু মহাবাহো ! নিখিলেন ধনঞ্জয় ! ॥৭॥
 মহাভারতযুদ্ধে যত্নয়া শান্তনবো নৃপঃ ।
 অধর্ম্মেণ হতঃ পার্থ ! তশ্চৈষা নিক্ষুতিঃ কৃত্য ॥৮॥
 ন হি ভীষ্মস্তয়া বীর ! যুধ্যমানো হি পাতিতঃ ।
 শিখণ্ডিনা তু সংযুক্তস্তমাপ্তিত্য হতস্তয়া ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ইয়ং চিত্রাঙ্গদা মম অস্ত্র অপরাধস্ত ন জনিত্রী ন জনয়িত্রী, অপি তু প্রেষ্যবৎ দাসীব স্থিতা ॥৬॥

নেতি । ত্বয়া মে কোপো ন কার্য্যঃ, অনিষ্টচরণাদপীতি ভাবঃ । ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৭॥

মহেতি । ভরতানামিদমিতি ভারতং তচ্চ তৎ যুদ্ধক্ষেতি ভারতযুদ্ধম্, মহচ্চ তৎ ভারত-
 যুদ্ধক্ষেতি তস্মিন্, শান্তনবো ভীষ্মঃ ॥৮॥

কথমধর্ম্মেণেত্যাহ নেতি । হি ষম্মাৎ । সংযুক্তস্তম্, তং শিখণ্ডিনম্ ॥৯॥

তখন উলুপী হস্ত করিতে থাকিয়াই যেন অজ্ঞানকে বলিলেন—‘আপনি
 বা বক্রবাহন আমার নিকট কোন অপরাধ করেন নাই ॥৫॥

কিংবা আমার সপত্নী এই চিত্রাঙ্গদাও আমার নিকট কোন অপরাধ করেন
 নাই ; প্রত্যুত আমার নিকট দাসীর স্থায়ই রহিয়াছেন ; যে ভাবে এই যে
 সকল কার্য্য আমি করিয়াছি, তাহা শুধুন ॥৬॥

আমি মস্তক অবনত করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমার
 উপরে ক্রোধ করিবেন না । প্রভু কৌরবনন্দন ! আমি আপনার ক্রীতির জ্ঞানই
 ইহা করিয়াছি । মহাবাহু ধনঞ্জয় ! আমি যাহা করিয়াছি, তাহা আপনি
 সর্বপ্রকারে শুধুন ॥৭॥

পৃথানন্দন । আপনি কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অধর্ম্মপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে
 যে বধ করিয়াছেন, সেই পাপেরই এই প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ॥৮॥

কারণ, বীর ! আপনি যুধ্যমান অবস্থায় ভীষ্মকে নিপাতিত করেন নাই ;
 কিন্তু আপনি শিখণ্ডীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই
 আপনি ভীষ্মকে বধ করিয়াছেন ॥৯॥

তস্ম শাস্তিমকৃৎস্বা স্বং ত্যজেথা যদি জীবিতম্ ।
 কৰ্ম্মণা তেন পাপেন পতেথা নিরয়ে ধ্ৰুবম্ ।
 এষা তু বিহিতা শাস্তিঃ পুত্রাদযাং প্রাপ্তবানসি ॥১০॥
 বহুভিৰ্বসুধাপাল ! গঙ্গয়া চ মহাসতে ! ।
 পুরা হি শ্রুতমেতত্তে বহুভিঃ কথিতং যয়া ॥১১॥
 গঙ্গয়াস্তীৰমাশ্রিত্য হতে শাস্তনবে নৃপ ! ।
 আপ্নুত্য দেবা বসবঃ সমেত্য চ মহানদীম্ ।
 ইদমুচুৰ্বচে ঘোরং ভাগীরথ্যা গতে তদা ॥১২॥
 এষ শাস্তনবো ভীষ্মো নিহতঃ সব্যসাচিনা ।
 অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে সংস্কোহন্তেন ভাবিনি ! ॥১৩॥
 তদনেনানুমঞ্জেণ বয়মগ্ধ ধনঞ্জয়ম্ ।
 শাপেন যোজয়ামেতি তথাস্তিতি চ সাত্ৰবীৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তশ্চেতি । নিরয়ে নরকে । পুত্রাদ্বক্রবাহনাং, যামবহ্নাম্ । ষট্‌পাদঃ স্লোকঃ ॥১০॥
 বহুভিরিতি । এতত্তে ভীষ্মবধরূপং কৰ্ম্ম । বহুভিৰ্ময়া চ গঙ্গয়া অস্তিকে কথিতম্ ॥১১॥
 গঙ্গয়া ইতি । সমেত্য মিলিত্বা । ষট্‌পাদোহয়ং স্লোকঃ ॥১২॥
 এষ ইতি । স চ সব্যসাচী তদানীমন্তেন শিখণ্ডিনা সহ, সংস্কো মিলিত আসীৎ ॥১৩॥
 তদिति । অমুষঞ্জেণ হেতুনা । সা গঙ্গা ॥১৪॥

আপনি সেই পাপের শাস্তি না করিয়া যদি জীবন ত্যাগ করিতেন, তাত্ হইলে সেই পাপ কৰ্ম্মের ফলে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইতেন । এখন পুত্র বক্রবাহনের হস্তে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই সেই পাপের শাস্তি ॥১০॥

মহামতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ! পূৰ্বেই গঙ্গা ও বসুগণ আপনার এই পাপ কার্য্য গুনিয়াছিলেন এবং বসুগণ ও আমি এই ব্যাপার গঙ্গার নিকট বলিয়া-ছিলাম ॥১১॥

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ! ভীষ্ম নিহত হইলে বসুদেবগণ গঙ্গাতীরে আসিয়া, স্নান করিয়া মিলিত হইয়া গঙ্গার মত অমুসারেই এই ভয়ঙ্কর বাক্য সেই মহানদীকে বলিয়াছিলেন—॥১২॥

‘উত্তমাজনে । শাস্তনুনন্দন এই ভীষ্ম রণস্থলে যুদ্ধ করিতেছিলেন না, সেই অবস্থায় অৰ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছে ॥১৩॥

(১৩) সংস্কোহন্তেন ভাবিনি !—বধ বর্জ্য নি ।

তদহং পিতুরাবেগ প্রবিষ্ট ব্যাধিতেন্দ্রিয়া ।
 অভবং স চ তচ্ছ্রদ্ধা বিষাদগগগৎ পরম্ ॥১৫॥
 পিতা তু মে বসূন্ গজ্ঞা স্বদর্থে সমযাচত ।
 পুনঃ পুনঃ প্রসাতৈষ্ঠেতাংস্ত এনমিদগজ্ঞবন্ ॥১৬॥
 পুত্রস্তস্য মহাভাগ ! মণিপুরেশ্বরো যুবা ।
 স এনং রণমধ্যস্থঃ শঠৈঃ পাতয়িতা ভুবি ॥১৭॥
 এবং কৃতে স নাগেন্দ্র ! মুক্তশাপো ভবিষ্যতি ।
 গচ্ছেতি বস্তুভিশ্চোক্তো মম চেষদং শশংস সঃ ।
 তচ্ছ্রদ্ধা ত্বং ময়া তস্মাচ্ছাপাদসি বিমোক্ষিতঃ ॥১৮॥
 ন হি ত্বাং দেবরাজোহপি সমরেষু পরাজয়েৎ ।
 আত্মা পুত্রঃ স্মৃতস্তস্মাত্তেনেহাসি পরাজিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । আবেগ তচ্ছাপদানোত্তমং জ্ঞাপয়িত্বা । প্রবিষ্ট পিতৃভবনম্, স পিতা চ ॥১৫॥
 পিতেতি । স্বদর্থে স্মি শাপনিবৃত্ত্যর্থম্ । তে বসবঃ, এনং পিতরম্ ॥১৬॥
 পুত্র ইতি । তস্ত অর্জুনস্ত । এনমর্জুনম্ ॥১৭॥
 এবমিতি । এবংকৃতে পুত্রেণ শঠৈঃ পাতনে বিহিতে, সঃ অর্জুনঃ । শশংস উবাচ । স
 পিতা । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

অতএব আমরা আজ এই কারণেই অর্জুনকে অভিসম্পাত করিব ।’ তখন
 গজ্ঞাও বলিলেন—‘তাহাই হউক’ ॥১৪॥

আমি পিতার গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতার নিকটে সেই বৃত্তান্ত জানাইয়া
 ছুঃখিত চিত্ত হইয়া রহিলাম । আমার পিতাও সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত
 বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন ॥১৫॥

তাহার পর আমার পিতা বসুগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে বার বার
 প্রসন্ন করিয়া আপনার মঙ্গলের জন্ত প্রার্থনা করিলেন । তখন বসুগণ আমার
 পিতাকে বলিলেন—॥১৬॥

‘মহাভাগ ! সেই অর্জুনের পুত্র মণিপুরাধিপতি যুবক বক্রবাহন রণস্থলে
 থাকিয়া বাণদ্বারা অর্জুনকে ভূতলে পাতিত করিবেন ॥১৭॥

নাগরাজ ! বক্রবাহন অর্জুনের এইরূপ করিলে, অর্জুন আমাদের শাপ
 হইতে মুক্ত হইবেন । এখন আপনি যাইতে পারেন’—বসুগণ এইরূপ বলিলে
 আমার পিতা আসিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন । তখন আমি তাহা শুনিয়া
 আপনাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছি ॥১৮॥

ন হি দোষো মম মতঃ কথং বা মম্মসে বিভো ! ।
 ইত্যেবমুক্তো বিজয়ঃ প্রসম্মাজ্জাবীদিদম্ ॥২০॥
 সৰ্বং মে হুপ্রিয়ং দেবি ! যদেতৎ কৃতবত্যসি ।
 ইতু্যুক্ত্৷ সোহব্রবীৎ পুত্রং মণিপূৰপতিং জয়ঃ ।
 চিত্রাঙ্গদায়াঃ শৃংখল্যাঃ কোরব্য ! দুহিতুস্তদা ॥২১॥
 যুধিষ্ঠিরস্তাশ্বমেধঃ পরাং চৈত্রীং ভবিষ্যতি ।
 তত্রাগচ্ছঃ সহামাত্যো মাতৃভ্যাং সহিতো নৃপ ! ॥২২॥
 ইত্যেবমুক্তঃ পার্থেন স রাজা বক্রবাহনঃ ।
 উবাচ পিতরং ধীমানিদমব্রাবিলেক্ষণঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । স্বতঃ স্বতিশাস্তোক্তঃ । “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” ইতি স্বতে: ॥১৯॥
 নেতি । দোষঃ পুত্রকৃতঃ পরাজয়ঃ । বিজয়োহর্জুনঃ ॥২০॥
 সৰ্বমিতি । হে দেবি ! উলূপি ! জয়োহর্জুনঃ । হে কোরব্য ! জনমেজয় ! দুহিতুশ্চিত্র
 বাহনহুতায়াঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥
 যুধীতি । চৈত্রীং চৈত্রমাসীমপূর্ণিমাং প্রাপ্য । মাতৃভ্যাম্ উলূপীচিত্রাঙ্গদাভ্যাম্ ॥২২॥
 ইতীতি । অশ্বেণ অশ্বজ্বলেন আবিলে কলুষে ঈক্ষণে চক্ষুৰী, যন্ত সঃ । সংযোগাৎ পরমেয
 বিয়োগাদিতি ভাবঃ ॥২৩॥

(না হইলে) স্বয়ং দেবরাজও যুদ্ধে আপনাকে পরাজিত করিতে পারেন না ।
 স্বতিশাস্ত্র পুত্রকে পিতৃস্বরূপ বলিয়াছে, সেই জন্তই আপনি পুত্রকর্তৃক
 পরাজিত হইয়াছেন ॥১৯॥

আমার মতে পুত্রকর্তৃক পরাজয় দোষের নহে । এতু । আপনিই বা কি
 মনে করেন ?’ উলূপী এইরূপ বলিলে অর্জুন প্রসন্ন চিত্ত হইয়া এই কথা
 কহিলেন—॥২০॥

‘দেবি ! তুমি এই যাহা করিয়াছ, সেই সমস্তই আমার অত্যন্ত প্রীতিজনক
 হইয়াছে ।’ কোরবনন্দন ! এই কথা বলিয়া অর্জুন চিত্রবাহনদুহিতা চিত্রাঙ্গদার
 সমক্ষে মণিপূরাধিপতি পুত্র বক্রবাহনকে বলিলেন—॥২১॥

‘রাজা ! পরবর্ত্তিনী চৈত্রপূর্ণিমাতে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ হইবে । তুমি দুই
 মাস্তা ও মস্ত্রিবর্গের সহিত সেই যজ্ঞে যাইবে’ ॥২২॥

অর্জুন এইরূপ বলিলে, বুদ্ধিমান রাজা বক্রবাহন পিতাকে এই কথা
 বলিলেন—॥২৩॥

উপযাশ্চামি ধর্মজ্ঞ ! ভবতঃ শাসনাদহম্ ।
 অশ্বমেধে মহাযাজ্ঞে দ্বিজাতিপরিবেষকঃ ॥২৪॥
 গম ত্বনুগ্রহার্থায় প্রবিশস্ব পুরং স্বকম্ ।
 ভাৰ্য্যাভ্যাং সহ ধর্মজ্ঞ ! মা ভূক্তেহত্র বিচারণা ॥২৫॥
 উষিষ্বেহ নিশামেকাং স্মথং স্বভবনে প্রভো ! ।
 পুনরস্থানুগমনং কর্তাসি জয়তাংবর ! ॥২৬॥
 ইতু্যুক্তঃ স তু পুত্রোণ তদা বানরকেতনঃ ।
 স্ময়ন্ প্রোবাচ কৌশ্লেয়স্তদা চিত্রাঙ্গদাস্ততম্ ॥২৭॥
 বিদিতং মে মহাবাহো ! যথা দীক্ষাং চরাগ্যহম্ ।
 ন স তাবৎ প্রবেক্ষ্যামি পুরং তে পৃথুলোচন ! ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । শাসনাদাদেশাৎ । দ্বিজাतीনাং পরিবেষক উপবেশনাদিব্যবস্থাপকে।
 ভবিষ্যামি ॥২৪॥

মমেতি । স্বকং স্বকীয়ম্, তত্বেবৈতৎ পুরমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

উষিষ্বেতি । উষিষ্য বাসং কৃত্বা । কর্তাসি করিষ্যসি ॥২৬॥

ইতীতি । বানরকেতনঃ কপিধ্বজঃ । স্ময়ন্ স্ময়মান ঈষৎসম্ ॥২৭॥

বিদিতমিতি । বিদিতং মৎপুরগ্রবেশে তে তব আগ্রহাধিক্যমিতি শেষঃ । যথা যতঃ,
 দীক্ষাম্ অখাহুসরণমাত্ররূপব্রতাবলম্ । তাবৎ ততঃ, হে পৃথুলোচন ! বিশালনয়ন ! ॥২৮॥

‘ধর্মজ্ঞ ! আমি আপনার আদেশে সেই মহাযাজ্ঞ অশ্বমেধে যাইব এবং
 দ্বিজাতিগণের পরিবেষক হইব ॥২৪॥

ধর্মজ্ঞ ! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য এই ছই ভাৰ্য্যার
 সহিত এই স্বকীয় পুরীতে প্রবেশ করুন । এই বিষয়ে যেন আপনার মনে কোন
 নিতর্ক না হয় ॥২৫॥

প্রভু বিজয়িষ্ঠ ! আপনি এই পুরীতে নিজগৃহে সুখে এক রাত্রি বাস
 করিয়া পুনরায় অশ্বের অনুগমন করিবেন’ ॥২৬॥

পুত্র তখন এই কথা বলিলে, কপিধ্বজ অর্জুন ঈষৎ হাস্য করিতে থাকিয়া
 তখন সেই পুত্র বক্রবাহনকে বলিলেন— ॥২৭॥

‘বিশালনয়ন মহাবাহু ! এই বিষয়ে তোমার যে গুরুতর আগ্রহ হইয়াছে,
 তাহা আমি বুঝিলাম ; কিন্তু যেহেতু আমি কেবল অখাহুসরণব্রত গ্রহণ
 করিয়াছি ; সেই জন্য তোমার পুরীতে প্রবেশ করিব না ॥২৮॥

যথাকামং ব্রজতোষ যজ্ঞিয়াশ্চো নরর্যভ ! ।

স্বস্তি তেহস্ত গমিষ্যামি ন স্থানং বিদ্যতে মম ॥২৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । †

স তত্র বিধিবন্তেন পূজিতঃ পাকশাসনিঃ ।

ভার্য্যাভ্যাগভ্যমুজ্জাতঃ প্রায়াদ্ভরতসন্তগঃ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে অশ্বানুসরণে চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ :

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তু বাজী সমুদ্রান্তাং পর্য্যেত্য বয়ধাগিমাম্ ।

নিরুত্তোহভিমুখো রাজন্ ! যেন বারণসাম্বয়ম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তর্হি তাবৎ অয়মশ্বোহপি প্রবেশ্যতামিত্যাহ যথেষ্টি । স্বস্তি মঙ্গলম্, স্থানং কুত্রাপি
স্থিতিঃ ॥২৯॥

স ইতি । তেন বক্রবাহনেন, পাকশাসনিরিন্দ্রপুত্রোহর্জুনঃ ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদামসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়-

মাশ্বমেধিকপৰ্বণি চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

নরশ্রেষ্ঠ ! এই যজ্ঞীয় অশ্ব ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া থাকে । সে যাহা
হউক, তোমার মঙ্গল হউক, আমি যাই, আমার এ প্রস্থানে অবস্থান সম্ভবপন্ন
নহে' ॥২৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন বক্রবাহন যথাবিধানে পূজা করিলে, ভারত-
শ্রেষ্ঠ অর্জুন ভার্য্যাদ্বয়ের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥৩০॥

—:—

† এষ পাঠঃ পি বঙ্গ বর্ধ নাতি । * '...একাদ্বিতিতমোহধ্যায়ঃ'—বঙ্গ বর্ধ, '...দ্বাদ্বিতিতমোহধ্যায়ঃ'—নি ।

অনুগচ্ছংশ্চ তুরগং নিবৃত্তোহথ কিরীটভূং ।
 যদৃচ্ছয়া সমাপেদে পুরং রাজগৃহং তদা ॥২॥
 তমভ্যাশগতং দৃষ্ট্বা সহদেবাত্মজঃ প্রভো ! ।
 ক্ষত্রধর্মো স্থিতো বীরঃ সগরায়াজুহাব হ ॥৩॥
 ততঃ পুরাৎ স নিজ্জগ্য রথী ধর্মী শরী তলী ।
 মেঘসন্ধিঃ পদাতিস্তং ধনঞ্জয়মুপাদ্রবৎ ॥৪॥
 আসাচ্চ চ মহাতেজা মেঘসন্ধিধনঞ্জয়ম্ ।
 বালভাবান্নহারাজ ! প্রোবাচেদং ন কৌশলাৎ ॥৫॥
 কিময়ং চার্য্যতে বাজী স্ত্রীমদ্য ইব ভারত ! ।
 হয়মেনং হরিষ্যামি প্রায়তস্ব বিমোক্ষণে ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বাজী অশ্বমেদীয়াশ্বঃ, পর্ষ্যেত্য পরিভ্রম্য । যেন দিগ্‌বিভাগেন বারণসাহস্রয়ং
 হস্তিনানগরং বর্ততে তদভিমুখঃ সন্ নিবৃত্তঃ ॥১॥

অস্বিতি । কিরীটভূং অর্জুনঃ । যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া, সমাপেদে সংপ্রাপ্তঃ, রাজগৃহং নাম
 পুরম্ ॥২॥

তমিতি । অভ্যাশগতং সমীপমাগতম্ । সহদেবো নাম জরাশন্ধপুত্রস্তাত্মাত্মজঃ ॥৩॥

তত ইতি । তলী হস্তাবাপযুক্তঃ । মেঘসন্ধিনাম প্রথমং পদাতিঃ পরঞ্চ রথীত্যর্থঃ ॥৪॥

আসাচ্ছেতি । ন কৌশলাৎ ন রণনৈপুণ্যাৎ ॥৫॥

কিমিতি । চার্য্যতে ত্বয়া চালাতে । হয়মশ্বম্ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! সেই অশ্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত এই পৃথিবী পরিভ্রমণ
 করিয়া যে দিকে হস্তিনানগর ছিল, তদভিমুখ হইয়া ফিরিল ॥১॥

তখন অর্জুনও সেই অশ্বের অনুগামী হইয়া ফিরিয়া ক্রমে ঈশ্বরেচ্ছা
 অনুসারে রাজগৃহনামক নগরে উপস্থিত হইল ॥২॥

রাজা! তখন জরাশন্ধপুত্র সহদেবের আত্মজ বীর ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে স্থিত মেঘ-
 সন্ধি সেই অশ্বটিকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া অশ্বরক্ষক অর্জুনকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান
 করিলেন ॥৩॥

তাহার পর সেই মেঘসন্ধি পাদচারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া
 রথারোহণপূর্ব্বক ধনু, বাণ ও হস্তাবাপ ধারণ করিয়া অর্জুনের দিকে ধাবিত
 হইলেন ॥৪॥

মহারাজ! মহাতেজা মেঘসন্ধি অর্জুনেব নিকটে উপস্থিত হইয়া বালচাঞ্চল্য-
 বশতঃ এই কথা বলিলেন; কিন্তু রণদক্ষতাবশতঃ নহে ॥৫॥

অদন্তানুনয়ো যুদ্ধে যদি ত্বং পিতৃভির্গম ।
 করিষ্যামি তবাতিত্যং গ্রহর গ্রহরামি চ ॥৭॥
 ইতুক্তঃ প্রত্যাবাচনং গ্রহসম্বিব পাণ্ডবঃ ।
 বিদ্বকর্তা ময়া বার্য্য ইতি মে ত্রতমাহিতম্ ॥৮॥
 ভ্রাত্ৰা জ্যেষ্ঠেন নৃপতে ! তবাপি বিদিতং ধ্রুবম্ ।
 গ্রহরস্ব যথাশক্তি ন মন্যুবিদ্যতে মম ॥৯॥
 ইতুক্তঃ গ্রাহরং পূৰ্ব্বং পাণ্ডবং মগধেশ্বরঃ ।
 কিরন্ শরসহস্রাণি বর্ষাণীব সহস্রদৃক্ ॥১০॥
 ততো গাণ্ডীবভৃচ্ছুরো গাণ্ডীবপ্রাহিতৈঃ শরৈঃ ।
 চকার মোঘাংস্তান্ বাণানযত্নাদ্ভরতর্ষভ ! ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অদন্তেতি । হে অর্জুন ! ত্বং যদ্যপি মম পিতৃভির্জয়স্বাদিভিঃ, যুদ্ধে, অদন্তানুনয়ঃ
 অদন্তশিক্ষঃ, তথাপ্যাহম্, তব আতিথ্যং বীরাতিপিসংকারং যুদ্ধমিত্যর্থঃ করিষ্যামি । অতএব
 ত্বং মাং গ্রহর, অহঙ্ক ত্বং গ্রহরামি ॥৭॥

ইতীতি । বার্য্যঃ গ্রাহরং নিবারণীয়ঃ, আহিতং ধ্রুতম্ ॥৮॥

ভ্রাত্রেতি । জ্যেষ্ঠেন ভ্রাত্ৰা যুদিষ্টিরেণ, যদুক্তং তদিতি শেষঃ । মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥৯॥

ইতীতি । মগধেশ্বরে মেঘসন্ধিঃ । কিরন্ নিক্ষিপন্, সহস্রদৃক্ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ ॥১০॥

‘ভরতনন্দন ! আপনি কি জ্বীলোকদের মধ্যে যেমন চালায়, সেইরূপ এই
 অশ্বটিকে চালাইতেছেন ? আমি এই অশ্ব হরণ করিতেছি, আপনি ইতাকে
 মুক্ত করিবার জন্ত চেষ্টা করুন ॥৬॥

ভরতনন্দন ! আমার পিতৃগণ যদিও আপনাকে যুদ্ধে শিক্ষা দেন নাই,
 তথাপি আমি আপনার বীরোচিত আতিথ্য করিব । আপনি আমাকে প্রথমে
 গ্রহর করুন, পরে আমি আপনাকে গ্রহর করিব’ ॥৭॥

মেঘসন্ধি এইরূপ বলিলে, অর্জুন হাস্ত করিয়াই যেন তাঁহাকে বলিলেন—
 ‘বিদ্বকর্তাকে আমার বারণ করিতে হইবে’ এই ত্রুতই আমি গ্রহণ করিয়াছি ॥৮॥

রাজা ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাহা বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনারও তাহা
 জ্ঞানা আছে । সে যাহা হউক, আপনি শক্তি অহুসারে গ্রহর করুন, তাহাতে
 আমার ক্রোধ হইবে না’ ॥৯॥

অর্জুন এই কথা বলিলে ইন্দ্র যেমন বারি বর্ষণ করেন, সেইরূপ মগধরাজ
 মেঘসন্ধি বহু সহস্র বাণ বর্ষণ করিয়া প্রথমে অর্জুনকে গ্রহর করিলেন ॥১০॥

(১১) চকার মোঘাংস্তান্ বাণান্ সৰ্ব্বান্ ভরতর্ষভ !—বহু বর্ধ নি ।

স মোঘং তস্ম বাণৌঘং কৃষ্ণা বানরকেতনঃ ।
 শরান্মুমোচ জ্বলিতান্ দীপ্তাস্থানিব পন্নগান্ ॥১২॥
 ধ্বজে পতাকাদণ্ডেষু রথে যজ্ঞে হয়েষু চ ।
 অন্তেষু চ রথাজ্ঞেষু ন শরীরে ন সারথৌ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
 স রক্ষ্যাগাং পার্থেন শরীরে সব্যসাচিনা ।
 মন্থমানঃ স্ববীৰ্য্যং তন্মাগধঃ প্রাহিণোচ্ছরান্ ॥১৪॥
 ততো গাণ্ডীবধন্বা তু মাগধেন ভূশাহতঃ ।
 বভৌ বসন্তসময়ে পলাশঃ পুষ্পিতো যথা ॥১৫॥
 অবধ্যমানঃ সোহভ্যল্লম্মাগধঃ পাণ্ডববর্ষভম্ ।
 তেন তস্মৌ স কৌরব্য ! লোকবীরস্ম দর্শনে ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । মোঘান্ ব্যর্থান্, অযত্নাৎ অবহেলাত এব ॥১১॥

স ইতি । বানরকেতনঃ কপিধ্বজঃ অৰ্জুনঃ । দীপ্তাস্থান্ উজ্জলমুখান্ । যজ্ঞে চক্রনাভ্যাণৌ ।
 রথাজ্ঞেষু চক্রেষু, কিন্তু মেঘসন্ধিঃ শরীরে ন, তস্ম সারথৌ চ ন শরান্ মুমোচ তজ্জীবনরক্ষণো-
 দ্দেশাৎ ॥১২—১৩॥

স ইতি । তৎ রক্ষণম্, স্ববীৰ্য্যং নিজশক্তিসাদিতম্, মন্থমানো মাগধো মেঘসন্ধিঃ ॥১৪॥

তত ইতি । গাণ্ডীবধন্বা অৰ্জুনঃ । পলাশো নাম বৃক্ষঃ রক্তাপুত্রেদেহবাৎ ॥১৫॥

অব্যোতি । অভ্যল্লমিতি ক্রিয়ায়াং বহুবচনমার্ষম্ । তেন তাদৃশেনৈব ভাবেন, লোকবীরস্ম
 তত্ৰত্যবীরজনস্ম ॥১৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর বীর অৰ্জুন অবহেলা করিয়াই যেন গাণ্ডীব
 নিকৃষ্ট বাণসমূহদ্বারা সেই বাণগুলিকে ব্যর্থ করিলেন ॥১১॥

অৰ্জুন মেঘসন্ধির বাণসমূহকে ব্যর্থ করিয়া মেঘসন্ধির ধ্বজে, পতাকাদণ্ডে,
 রথে, রথযজ্ঞে, অশ্বে ও অস্ত্রাশ্রয় রথাজ্ঞে উজ্জল মুখ সর্পসমূহের ছায় প্রজ্বলিত
 বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু মেঘসন্ধির দেহে ও সারথির উপরে
 নহে ॥১২—১৩॥

সব্যসাচী অৰ্জুন মেঘসন্ধির দেহে আঘাত না করায় অৰ্জুনই মেঘসন্ধিকে
 রক্ষা করিতেছিলেন ; কিন্তু মেঘসন্ধি সেই রক্ষা নিজের শক্তিতেই হইতেছে
 মনে করিয়া অৰ্জুনের প্রতি বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

তাহার পর অৰ্জুন মেঘসন্ধিকর্তৃক অত্যন্ত আহত ও রক্তাক্ত দেহ হইয়া
 বসন্তকালে পুষ্পসমর্ষিত পলাশবৃক্ষের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৫॥

কৌরবনন্দন ! অৰ্জুন আঘাত করিতেছিলেন না ; কিন্তু মেঘসন্ধি তাঁহাকে

সব্যসাচী তু সংক্রুদ্ধো বিকৃশ্য বলবন্ধনুঃ ।
 হয়ান্শচকার নিজীবান্ সারথেশ্চ শিরোহহরৎ ॥১৭॥
 ধনুশ্চাস্ত্র মহচ্চিত্রং ক্ষুরেণ প্রচকর্ত হ ।
 হস্তাবাপং পতাকাঞ্চ ধ্বজং চাস্ত্র যুপাতয়ৎ ॥১৮॥
 স রাজা ব্যথিতো ব্যাধো বিধনুর্হিতসারথিঃ ।
 গদামাদায় কৌন্তেয়গভিছুদ্রাব বেগবান্ ॥১৯॥
 তস্ত্রাপতত এবাশু গদাং হেমপরিষ্কৃতাম্ ।
 শরৈশ্চকর্ত বহুধা বহুভির্গৃধ্রবাজিতৈঃ ॥২০॥
 সা গদা শকলীভূতা বিশীর্ণগণিবন্ধনা ।
 ব্যালী বিমুচ্যমানেনব পপাত ধরণীতলে ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সব্যোতি । বলবদত্যস্তম্, বিকৃশ্য আকৃশ্য ॥১৭॥
 ধনুয়িতি । ক্ষুরেণ ক্ষুরপারোণ বাণেন । হস্তাবাপং চর্মময়হস্তাবরণম্ ॥১৮॥
 স ইতি । ব্যাধো হতাশঃ । কৌন্তেয়মর্জুনম্ ॥১৯॥
 তস্ত্রোতি । আপতত আগচ্ছতঃ, হেমপরিষ্কৃতং স্বর্ণভূষিতাম্ । গৃধ্রবাজিতৈঃ গৃধ্রপক্ষি-
 পক্ষযুক্তৈঃ ॥২০॥
 সেতি । শকলীভূতা ধণ্ডুঃ প্রাপ্তা, বিশীর্ণং ছিন্নং গণিবন্ধনং মণিময়ী শৃঙ্খলা বস্ত্রাঃ সা ।
 ব্যালী সর্পী, বিমুচ্যমানা চর্মণী ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

স স্থিতি ॥১—৬॥ অদস্তাশুনয়ঃ অশিক্ষিতঃ ॥৭—১২॥ গৃধ্রবাজিতৈঃ গৃধ্রপক্ষযুক্তৈঃ ॥২০—৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্বণি অশ্বমেধে পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৫॥

আঘাত করিতেছিলেন; তথাপি অর্জুন তত্রত্য বীরজনের দৃষ্টিতে সেইভাবেই অবস্থান করিতেছিলেন ॥১৬॥

তাহার পর অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অতিরিক্তরূপে ধনু আকর্ষণ করিয়া মেঘসন্ধির অশ্বগুলিকে বধ করিলেন এবং সারথির মস্তক হরণ করিলেন ॥১৭॥

ক্রমে তিনি ক্ষুরপ্রহারে মেঘসন্ধির বিশাল ও বিচিত্র ধনু ছেদন করিলেন এবং হস্তাবাপ, পতাকা ও ধ্বজ কাটিয়া ফেলিলেন ॥১৮॥

মেঘসন্ধির অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, ধনুও ছিন্ন হইয়া গেলে, মেঘসন্ধি ব্যথিত হইয়া ও গদা লইয়া বেগে অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৯॥

মেঘসন্ধি বেগে আসিতে লাগিলে অর্জুন গৃধ্রপক্ষযুক্ত বহুতর বাণদ্বারা মেঘসন্ধির স্বর্ণালঙ্কৃত গদাকে বহু খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥২০॥

বিরথং বিধনুক্ষণং গদয়া পরিবর্জিতম্ ।
 নৈচ্ছন্তাভ্যিতুং ধীমানঅর্জুনঃ সগরাগ্রণীঃ ॥২২॥
 তত এনং বিমনসং ক্ষত্রধর্মো ব্যবস্থিতম্ ।
 সাস্তুপূর্বগিদং বাক্যমত্রবীৎ কপিকেতনঃ ॥২৩॥
 পর্যাপ্তো ক্ষত্রধর্মোহয়ং দশিতঃ পুত্র ! গম্যতাম্ ।
 বহ্নেতৎ সগরে কশ্ম তব বালস্য পার্থিব ! ॥২৪॥
 যুধিষ্ঠিরস্য সন্দেশো ন হস্তব্য নৃপা ইতি ।
 তেন জীবসি রাজন্ ! স্বগপরাক্রোহপি মে রণে ॥২৫॥
 ইতি মত্বা তদাত্মানং প্রত্যা দিষ্টং স্ম মাগধঃ ।
 তথ্যমিত্যভিগম্যৈনং প্রাজ্জলিঃ প্রত্যপূজয়ৎ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

বিরথমিতি । ধীমত্বেনৈব জীবনরক্ষার্থং তাভ্যিতুং নৈচ্ছদিত্যাশয়ঃ ॥২২॥

তত ইতি । বিমনসং পরাজয়াঘিঘ্নচিত্তম্, ক্ষত্রধর্মো ব্যবস্থিতম্ অপরাধুগত্বাৎ ॥২৩॥

পর্যাপ্ত ইতি । পর্যাপ্তো যথেষ্টঃ, হে পুত্র ! পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ ! ॥২৪॥

যুধীতি । সন্দেশ আদেশবাক্যম্ ॥২৫॥

ইতীতি । প্রত্যা দিষ্টং যুদ্ধে প্রত্যাখ্যাতম্ । তথ্যং বাক্যমেতৎ সত্যম্, এনমর্জুনম্ ॥২৬॥

সেই গদা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেলে এবং তাহার মণিময় শৃঙ্খল বিশীর্ণ হইলে, তখন চর্মযুক্ত সর্পীর আয় তাহা ভূতলে পতিত হইল ॥২১॥

যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান অর্জুন রথ, দহু ও গদাবিহীন মেঘসন্ধিকে তাড়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥২২॥

মেঘসন্ধি বিষন্ন চিত্ত হইয়াও যুদ্ধে উদ্বৃত্ত হইলে, তখন অর্জুন সাস্তুনাপূর্বক এই কথা বলিলেন—॥২৩॥

‘পুত্র ! তুমি এই ক্ষত্রিয়ধর্ম যথেষ্টরূপে দেখাইয়াছ, এখন চলিয়া যাও । রাজা ! তুমি বালক হইলেও যুদ্ধে তোমার এই কার্য্য প্রচুর হইয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি ॥২৪॥

রাজা ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এইরূপ আদেশ রহিয়াছে যে, ‘রাজগণকে বধ করিবেন না ।’ সেই জন্যই তুমি আমার নিকট অপরাধী হইয়াও যুদ্ধে জীবিত রহিলে’ ॥২৫॥

তখন মগধরাজ মেঘসন্ধি আপনাকে অর্জুন প্রত্যাখ্যান করিলেন মনে করিয়া এবং অর্জুনের এই বাক্যসত্য—ইহা ভাবিয়া কৃতাজলি হইয়া অর্জুনের নিকট যাইয়া তাহার পূজা করিলেন ॥২৬॥

(২৩)...ক্ষত্রধর্মো সমাস্থিতম্—বঙ্গ বর্জ ।

পরাজিতোহস্মি ভদ্রং তে নাহং যোদ্ধুগিহোৎসহে ।
 যচ্চ কৃত্যং ময়া তেহুগু তদ্ব্রহ্মি কৃতমেব তু ॥২৭॥
 তমর্জুনঃ সগাশ্বাস্ত্র পুনরেবেদমব্রবীৎ ।
 আগন্তব্যং পরাং চৈত্রীমশ্বমেধে নৃপস্ত নঃ ॥২৮॥
 ইতু্যক্তঃ স তথেষু্যক্তা পূজয়াগাম তং হয়ম্ ।
 ফাস্তনঞ্চ যুধিষ্ঠৈষ্ঠং বিধিবৎ সহদেবজঃ ॥২৯॥
 ততো যথেষ্টমগমৎ পুনরেব স কোরবঃ ।
 ততঃ সমুদ্রতীরেণ বঙ্গান্ পুণ্ড্রান্ সকাশলান্ ॥৩০॥
 তত্র তত্র চ ভূরীণি শ্লেচ্ছসৈন্তান্যনেকশঃ ।
 বিজিগ্যে ধনুশা রাজন্ ! গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে সাগধপরাজয়ে পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥ *

ভারতকৌমুদী

গরুতি । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমঙ্গ । কৃত্যং কর্তব্যম্, তন্নয়া কৃতমেবেতি চিন্তয়েতি
 ভাবঃ ॥২৭॥

তমিতি । চৈত্রীং চৈত্রয়াসীয়পুর্ণিমাং প্রাপ্য । নঃ অশ্বাকম্, নৃপস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত ॥২৮॥

ইতীতি । হয়ম্ অশ্বমেধীয়ম্ অশ্বম্ । ফাস্তনম্ অর্জুনম্, সহদেবজো মেঘসন্ধিঃ ॥২৯॥

তত ইতি । কোরবোহর্জুনঃ । সকাশলান্ কোশলদেশসহিতান্ ॥৩০॥

‘মহাবীর! আপনার মঙ্গল হউক । আমি পরাজিত হইয়াছি; সুতরাং
 আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না । এখন আমাদ্বারা আপনার যাহা কর্তব্য হয়,
 তাহা বলুন এবং আমি তাহা করিয়াছি বলিয়াই মনে করুন’ ॥২৭॥

অর্জুন সেই মেঘসন্ধিকে আশ্বস্ত করিয়া, পুনরায় এই কথা বলিলেন—
 ‘মগধরাজ! আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে আমাদের রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে
 আপনি যাইবেন’ ॥২৮॥

অর্জুন এই কথা বলিলে সহদেবনন্দন মেঘসন্ধি ‘তাহাই হইবে’ এই কথা
 বলিয়া যথাবিধানে সেই অশ্ব ও যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ অর্জুনের পূজা করিলেন ॥২৯॥

তদনন্তর অর্জুন সেইস্থান হইতে ইচ্ছানুসারে সমুদ্রতীর দিয়া পুনরায় বঙ্গ,
 পুণ্ড্র ও কোশলদেশে গমন করিলেন ॥৩০॥

(৩০)...পুনরেব স কোরবী—গি বঙ্গ বর্ক ।

* ‘...ব্যাপ্তিততমোহধ্যায়ঃ’—বঙ্গ বর্ক, ‘...ত্র্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ .

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

মাগধেনাচ্চিতো রাজন্ ! পাণ্ডবঃ শ্বেতবাহনঃ ।
দক্ষিণাং দিশামাস্থায় চারয়ামাস তং হয়ম্ ॥১॥
ততঃ স পুনরাবর্ত্য হয়ঃ কামচরো বলী ।
আসসাদ পুরীং রম্যাং চেদীনাং শুক্তিসাহস্রয়াম্ ॥২॥
শরভেণাচ্চিতস্তত্র শিশুপালহুতেন সঃ ।
যুদ্ধপূর্বং তদা তেন পূজয়া চ মহাবলঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । অনেকশঃ অনেকানেকযুদ্ধে ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-ত্ৰিহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্কণি

অশ্বমেধে পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃ*ঃ—

মাগধেনৈতি । মাগধেন মগধরাজেন মেঘসন্ধিনা, শ্বেতবাহনোহর্জুনঃ ॥১॥

তত ইতি । চেদীনাং তদাখ্যাদেশস্ত, শুক্তিসাহস্রয়াং শুক্তিনারীম্ ॥২॥

শরভেণৈতি । শরভেণ তদাখ্যোন । যুদ্ধপূর্বং যুদ্ধং কৃত্বা অচ্চিত ইত্যর্থঃ, মহাবলো-
হর্জুনঃ ॥৩॥

রাজা । অর্জুন গাণ্ডীব ধনুদ্বারা সেই সেই দেশে বহু যুদ্ধে বহুতর স্নেহসৈন্য
জয় করিলেন ॥৩১॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা । অর্জুন মেঘসন্ধিকর্তৃক পূজিত হইয়া দক্ষিণ
দিক্ ধরিয়া সেই অশ্বটিকে চালাইলেন ॥১॥

তাহার পর কামচারী ও বলবান্ সেই অশ্ব পুনরায় ফিরিয়া চেদিদেশের
শুক্তিনারী মনোহর নগরীতে উপস্থিত হইল ॥২॥

তখন শিশুপালের পুত্র শরভ প্রথমে যুদ্ধ, পরে পূজার অব্যাহার মহাবল
অর্জুনের পূজা করিলেন ॥৩॥

ততোহর্চিতো যযৌ রাজন্ ! তদা স তুরগোত্তমঃ ।
 কাশীনঙ্গান্ কোসলাংশ্চ কিরাতানথ তঙ্গান্ ॥৪॥
 পূজাং তত্র যথাম্ভায়ং প্রতিগৃহ ধনঞ্জয়ঃ ।
 পুনরানুত্য কৌন্তেয়ো দশার্ণানগমন্তদা ॥৫॥
 তত্র চিত্রাঙ্গদো নাম বলবানরিমর্দনঃ ।
 তেন যুদ্ধমভূতশ্চ বিজয়শ্চাতিভৈরবশ্চ ॥৬॥
 তথাপি বশমানীয় কিরীটী পুরুষর্ষভঃ ।
 নিষাদরাজো বিষয়মেকলব্যশ্চ জগ্মিবান্ ॥৭॥
 একলব্যস্ততশ্চৈনং যুদ্ধেন জগৃহে তদা ।
 তত্র চক্রে নিষাদৈঃ স সংগ্রামং লোমহর্ষণশ্চ ॥৮॥
 ততস্তমপি কৌন্তেয়ঃ সগরেষপরাজিতঃ ।
 জিগায় যুধি দুর্ধর্ষো যজ্ঞবিদ্বার্মগাগতশ্চ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । কাশীপ্রভৃতয়স্তদানীন্তনা দেশাঃ ॥৩॥
 পূজামিতি । দশার্ণান্ তদাখ্যান্ দেশান্ ॥৪॥
 তত্রোতি । চিত্রাঙ্গদো নাম রাজাসীদিতি শেষঃ ॥৬॥
 তমিতি । বশমানীয় যুদ্ধেন । নিষাদরাজ ইত্যদন্তত্ভাবার্থঃ, বিষয়ং দেশম্, একলব্যস্ত
 তদাখ্যাত ॥৭॥
 একেতি । জগৃহে জগ্রাহ । সঃ অজ্ঞানঃ ॥৮॥
 তত ইতি । যজ্ঞবিদ্বার্মং বিড়ম্বনাবিধানাদিতি ভাবঃ ॥৯॥

রাজা ! তদনন্তর সেই উত্তম অশ্বটী চেদিরাজ্যে পূজিত হইয়া কাশী, অঙ্গ,
 কোসল, কিরাত ও তঙ্গদেশে গমন করিল ॥৪॥

কুন্তীনন্দন অজ্ঞান সেই সকল দেশে যথোচিত পূজা পাইয়া পুনরায় ফিরিয়া
 দশার্ণদেশে গমন করিলেন ॥৫॥

সেই দেশে বলবান ও শক্রমর্দন চিত্রাঙ্গদনামে রাজা ছিলেন । তাঁহার
 সহিত অজ্ঞানের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥৬॥

নরশ্রেষ্ঠ অজ্ঞান সেই চিত্রাঙ্গদকে ও বশীভূত করিয়া নিষাদরাজ একলব্যের
 দেশে গমন করিলেন ॥৭॥

তখন একলব্যের পুত্র যুদ্ধে অজ্ঞানকে গ্রহণ করিলেন । পরে অজ্ঞান সেই
 দেশে নিষাদগণের সহিত লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥৮॥

স তং জিহ্বা মহারাজ ! নৈষাদিং পাকশাসিনঃ ।
 অচ্চিতঃ প্রযযৌ ভূয়ো দক্ষিণং সলিলার্ণবম্ ॥১০॥
 তত্রাপি দ্রবিড়ৈরাষ্ট্রে রৌদ্রের্গাহিষকৈরপি ।
 তথা কোল্লগিরৈষ্যেচ যুদ্ধগামীং কিরীটিনঃ ॥১১॥
 তাংচাপি বিজয়ো জিহ্বা নাতিতীত্রেণ কৰ্ম্মণা ।
 তুরঙ্গবশেনাথ সুরাষ্ট্রানভিতো যযৌ ।
 গোকৰ্ণমথ চাসাণ্ড প্রভাসমপি জগ্মিবান্ ॥১২॥
 ততো দ্বারবতীং রম্যাং বৃষ্ণিবীরাভিপালিতাম্ ।
 আসমাদ হয়ঃ শ্রীমান্ কুরুরাজশ্চ যজ্ঞিয়ঃ ॥১৩॥
 তমুম্মথ্য হয়শ্চেষ্টং যাদবানাং কুমারকাঃ ।
 প্রযযুস্তাংস্তদা রাজন্ ! উগ্রসেনো ন্যবারয়ৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । নৈষাদিং নিষাদশৈকলব্যস্ত পুত্রম্, পাকশাসনিরজ্জুনঃ । অচ্চিতস্তেনৈব
 নৈষাদিনা ॥১০॥

তজ্জৈতি । দ্রবিড়াদয়ো দেশান্ত্রত্যাঃ, রৌদ্রের্ভীষণঃ ॥১১॥

তানিতি । বিজয়োহজ্জুনঃ, কৰ্ম্মণা যুদ্ধেন । তুরঙ্গবশেন অশ্বাদীনেন সৈন্তেন সহ ।
 গোকৰ্ণং তদাখ্যং দেশম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

তত ইতি । হয়ঃ অশ্বঃ, শ্রীমান্ নানাভূষণভূষিতঃ ॥১৩॥

তমিতি । উম্মথ্য গ্রহণাদিনা পীড়য়িত্বা । তান্ কৌরবসৈন্তান্, উগ্রসেনঃ কংসপিতা ॥১৪॥

তাহার পর দুর্ধ্ব ও যুদ্ধে অপরাজিত অজ্জুন যজ্ঞের বিষয় ঘটাইবার জন্ত
 আগত সেই একলব্যের পুত্রকেও যুদ্ধে জয় করিলেন ॥৯॥

মহারাজ ! তদনন্তর অজ্জুন সেই একলব্যের পুত্রকে জয় করিয়া এবং
 তৎকর্তৃক সম্মানিত হইয়া পুনরায় দক্ষিণ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন ॥১০॥

সেই স্থানেও ভীষণপ্রকৃতি দ্রবিড়, অন্ধ্র, মহিষ ও কোল্লগিরিদেবীয়া বীর-
 গণের সহিত অজ্জুনের যুদ্ধ হইল ॥১১॥

অজ্জুন অনতিতীব্র যুদ্ধদ্বারা তাহাদিগকেও জয় করিয়া অশ্বাভুগামী সৈন্ত-
 গণের সহিত সুরাষ্ট্রদেশের অভিমুখে গমন করিলেন । পরে গোকৰ্ণদেশে
 যাইয়া প্রভাসতীরেও উপস্থিত হইলেন ॥১২॥

তাহার পর নানাভূষণে ভূষিত যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞীয় অশ্ব বৃষ্ণিবংশীয়
 বীরগণরক্ষিত মনোহর দ্বারকানগরীতে উপস্থিত হইল ॥১৩॥

রাজা ! পরে যছবংশীয় কুমারেরা সেই উত্তম অশ্বটিকে ধারণ করিয়া

ততঃ পুৰাষিনিজ্জন্ম্য বৃক্ষ্যক্ষকপতিস্তদা ।
 সহিতো বহুদেবেন মাতুলেন কিরীটিনঃ ॥১৫॥
 তৌ সমেত্য কুরুশ্ৰেষ্ঠং বিদ্বৎ শ্রীতিপূৰ্বকম্ ।
 পরয়া ভরতশ্ৰেষ্ঠং পূজয়া সমবস্থিতৌ ।
 ততস্তাভ্যামনুজ্ঞাতৌ যযৌ যেন হয়ো গতঃ ॥১৬॥
 ততঃ স পশ্চিমং দেশং সমুদ্রস্ত তদা হয়ঃ ।
 ক্রমেণ ব্যচরৎ স্মীতং ততঃ পঞ্চনদং যযৌ ॥১৭॥
 তস্মাদপি স কৌরব্য ! গান্ধারবিষয়ং হয়ঃ ।
 বিচচাৰ যথাকামং কৌন্তেয়ানুগতস্তদা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বৃক্ষ্যক্ষকপতিঃ স উগ্রসেনঃ । সহিতো মিলিত আসীৎ ॥১৫॥
 তাবিতি । তৌ উগ্রসেন-বহুদেবৌ । যযাবজ্জুনঃ, যেন দিগ্‌বিভাগেন হয়ো গতন্তেন ।
 ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
 তত ইতি । সমুদ্রস্ত সন্নিহিতমিতি শেষঃ । স্মীতং ধনপাতাদিভিঃ সমৃদ্ধম্ ॥১৭॥
 তস্মাদিতি । গান্ধারবিষয়ং গান্ধারদেশম্ । কৌন্তেয়েনাজ্জনেন, অতঃপতঃ অতঃপতঃ ॥১৮॥

কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত উদ্যত হইল, তখন উগ্রসেন তাহাদিগকে
 বারণ করিলেন ॥১৪॥

তদনন্তর বৃষ্ণিবংশ ও অক্ষকবংশের অধিপতি উগ্রসেন দ্বারকানগরী হইতে
 নির্গত হইয়া অজ্ঞুনের মাতুল বহুদেবের সহিত মিলিত হইলেন ॥১৫॥

তাহারা শ্রীতিনিবন্ধন ভারতবংশপ্রধান ও কৌরবশ্ৰেষ্ঠ অজ্ঞুনের নিকটে
 উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে সম্মান করিবার জন্ত অবস্থান করিলেন । তদনন্তর
 সেই অশ্ব যে দিকে গমন করিল, অজ্ঞুনও উগ্রসেন এবং বহুদেবের অনুমতি
 লইয়া সেই দিকে গমন করিলেন ॥১৬॥

তাহার পর সেই অশ্ব সমুদ্রের নিকটবর্তী পশ্চিমদেশে যাইয়া বিচরণ
 করিতে লাগিল । তৎপরে ধনধায়ে পরিপূর্ণ পঞ্চনদদেশে যাইয়া উপস্থিত
 হইল ॥১৭॥

কৌরবনন্দন ! সেই অশ্বটি সেই পঞ্চনদদেশ হইতেও যাইয়া গান্ধারদেশে
 ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিল । তখন অজ্ঞুনও তাহার অনুগমন
 করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

ততো গাক্ষাররাজেন যুদ্ধমাসীং কিরীটিনঃ ।

ঘোরং শকুনিপুত্রেণ পূর্ববৈরানুসারিণা ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাখমেদিক-
পর্বণি অখমেদে অখানুসরণে ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শকুনেন্তনয়ো বীরো গাক্ষারাগাং মহারথঃ ।

প্রত্যুদ্যযৌ গুড়াকেশং সৈন্তেন মহতাবৃতঃ ।

হস্ত্যশ্বরথযুক্তেন পতাকাধ্বজমালিনা ॥১॥

অমৃশ্যমাণাস্তে যোধা নৃপশ্চ শকুনের্বধম্ ।

অভ্যযুঃ সহিতাঃ পার্থং প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পূর্ববৈরং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শকুনিবধাদিনিবন্ধনং শত্রুত্বম্ অহসরতীতি তেন ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদাসদিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়-

মাখমেদিকপর্বণি ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃঃ—

শকুনেরিতি । গুড়াকেশমর্জ্জুনম্ । পতাকাধ্বজানাং মাল্য প্রেণিরন্তাভীতি তেন
ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

তদনন্তর গাক্ষাররাজ শকুনির পুত্র পূর্বশত্রুতা মনে করিয়া যুদ্ধ করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন । তখন তাঁহার সহিত অজ্জু'নের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল ॥১৯॥

—ঃঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—গাক্ষারদেশের মধ্যে মহারথ শকুনির বীরপুত্র
বিশাল সৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া অজ্জু'নের দিকে ধাবিত হইলেন । সেই সৈন্তের
মধ্যে হস্তী, অশ্ব ও রথ ছিল এবং পতাকা ও ধ্বজের শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইতে-
ছিল ॥১॥

* '...অ্যাপীতিতমোহধ্যায়ঃ'—বল বর্জ, '...চতুর্থীতিতমোহধ্যায়ঃ'—নি ।

স তানুবাচ ধৰ্ম্মাচ্ছা বীভৎসরপরাজিতঃ ।
 যুধিষ্ঠিরস্ত বচনং ন চ তে জগৃহহিতম্ ॥৩॥
 বার্থ্যমাণাস্ত পাত্ৰেণ সাস্ত্রপূৰ্ব্বমগমিতাঃ ।
 পরিবার্য্য হয়ং জগ্মুস্ততশ্চক্ৰোদ পাণ্ডবঃ ॥৪॥
 ততঃ শিরাংসি দৌপ্তাঃশ্ৰেষ্ঠেষাং চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ।
 ক্ষুরৈর্গাণ্ডীবনিষ্পুন্ডৈর্নাতিযত্নাদিবার্জুনঃ ॥৫॥
 তে বধ্যমানাঃ পাত্ৰেণ হয়মুৎসৃজ্য সম্ভ্রমাৎ ।
 ন্যবর্ত্তস্ত মহারাজ ! শরবর্ষাদিতা ভূশম্ ॥৬॥
 বিতুচ্ছমানৈস্তৈশ্চাপি গান্ধারৈঃ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
 আদিশ্যাদিশ্য তেজস্বী শিরাংশ্ৰেষ্ঠেষাং ন্যপাতয়ৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অযুজ্যেতি । অযুজ্যমাণা অসহমানাঃ, শকুনেৰ্বধং কুরুক্ষেত্ৰযুদ্ধে ॥২॥
 স ইতি । বীভৎসরজুনঃ । বচনং “নৃপাশ্চয়া ন হস্তব্যা” ইতি বাক্যম্ ॥৩॥
 বার্থ্যেতি । অমৰ্ষিতাঃ ক্রুকাঃ । পরিবার্য্য পরিবেষ্টা, হয়ং তং যজ্ঞীয়মশ্বম্ ॥৪॥
 তত ইতি । দৌপ্তাঃশ্ৰেষ্ঠেষাং । ক্ষুরৈঃ ক্ষুরধারৈঃ শরৈঃ ॥৫॥
 ত ইতি । হয়ং তং যজ্ঞীয়মশ্বম্, সম্ভ্রমাৎ মরণভয়েন বিক্ষিপ্তচিত্তত্বাৎ ॥৬॥

কুরুক্ষেত্ৰযুদ্ধে সহদেব শকুনিকে যে বধ করিয়াছিলেন, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, সেই যোদ্ধারা ধনু ধারণ করিয়া সম্মিলিত হইয়া অৰ্জুনের সম্মুখে আসিয়াছিলেন ॥২॥

তখন ধৰ্ম্মাচ্ছা ও অপরাজিত অৰ্জুন “তুমি যুদ্ধে রাজগণকে বধ করিবে না” এইরূপ যুধিষ্ঠিরের বাক্য তাঁহাদিগকে বলিলেন ; কিন্তু সেই যোদ্ধারা সেই হিতকর বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না ॥৩॥

সেই গান্ধারদেশীয় যোদ্ধারা শকুনির বধে পূৰ্বেই ক্রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছিলেন ; সুতরাং তখন অৰ্জুন মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে বারণ করিলেও তাঁহারা সেই অশ্বমেধীয় অশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া আগমন করিলেন । তাহার পর অৰ্জুনও ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৪॥

তদনন্তর অৰ্জুন অনতিযত্নেই যেন গাণ্ডীবনিষ্কিপ্ত উজ্জল মুখ ও ক্ষুরধার বাণসমূহদ্বারা তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৫॥

মহারাজ ! তখন তাঁহারা অৰ্জুনের বাণবর্ষণে অত্যন্ত পীড়িত ও নিহত হইতে থাকিয়া অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সশর নিবৃত্তি পাইলেন ॥৬॥

(৩) বার্থ্যমাণাপি পাত্ৰেণ—পি বধ বর্জ ।

বধ্যগানেষু তেজাজৌ গাক্কারেষু সমস্ততঃ ।
 স রাজা শকুনেঃ পুত্রঃ পাণ্ডবং প্রত্যবারয়ৎ ॥৮॥
 তং যুধ্যমানং রাজানং ক্ষত্রধর্ম্মে ব্যবস্থিতম্ ।
 পার্থোহিব্রবীম মে বধ্যা রাজানো রাজশাসনাৎ ॥৯॥
 অলং যুদ্ধেন তে বীর ! ন তেহস্তৃত্ব পরাজয়ঃ ।
 ইত্যুক্তস্তদনাদৃত্য বাক্যমজ্ঞানমোহিতঃ ।
 স শক্রমসকর্মাণং সমবাকিরদাশুগৈঃ ॥১০॥
 তস্য পার্থঃ শিরস্ত্রাণমর্দ্ধচন্দ্রেণ পত্রিণা ।
 অপাহরদমেয়াত্মা জয়দ্রথশিরো যথা ॥১১॥
 তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং জগ্মুর্গাক্কারাঃ সর্ব্ব এব তে ।
 ইচ্ছতা তেন ন হতো রাজেত্যপি চ তে বিদ্বুঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

বিতুতেতি । বিতুতমানঃ প্রহারৈর্বধ্যমানঃ । আদিষ্ঠাদিষ্ট ঙ্খাং হস্মি ঙ্খাং হস্মীতি
 নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ॥৭॥

বধ্যোতি । আজৌ যুদ্ধে । পাণ্ডবমজ্জুনম্ ॥৮॥

ভমিতি । রাজানং শকুনিপুত্রম্ । রাজশাসনানুযুক্তিরাদেশাৎ ॥৯॥

অলমিতি । শক্রস্ত ইন্দ্রস্ত সমং কর্ষ যস্ত তমজ্জুনম্, আশুগৈর্বাণৈঃ । ঘটপাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥১০॥

ভস্মেতি । শিরস্ত্রাণং লৌহময়ং মস্তকাবরণম্, পবিত্রা বাণেন ॥১১॥

সেই গাক্কারদেশীয় যোদ্ধারা প্রহারদ্বারা ব্যথিত করিতে লাগিলে, তেজস্বী
 অজ্জুন নির্দেশ করিয়া করিয়া তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন ॥৭॥

অজ্জুন যুদ্ধে সকল দিকে গাক্কারদেশীয় যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে লাগিলে,
 রাজা শকুনির পুত্র অজ্জুনকে বারণ করিতে লাগিলেন ॥৮॥

সেই রাজা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলে, অজ্জুন বলিলেন—
 “মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশ অনুসারে রাজারা আমার বধ্য নহেন ॥৯॥

অতএব বীর ! আপনার যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, যুদ্ধে যেন আপনার
 পরাজয় না হয়।” অজ্জুন এই কথা বলিলে, অজ্ঞানমোহিত সেই রাজা
 অজ্জুনের সেই বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ইন্দ্রের তুল্য কার্য্যকারী অজ্জুনকে বাণ-
 দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১০॥

তখন অস্ত্রের স্বরূপ অজ্জুন অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা জয়দ্রথের মস্তকের দ্বায়
 গাক্কাররাজের শিরস্ত্রাণ ছেদন করিলেন ॥১১॥

(১২) ...ইচ্ছতা তেন ন হতো রাজেত্যপি চ তং বিদ্বুঃ—বদ বর্ধ ।

গান্ধাররাজপুত্রস্ত পলায়নকৃতক্ষণঃ ।
 যযৌ তৈরেব সহিতস্তৈস্তৈঃ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব ॥১৩॥
 তেষাস্ত তরসা পার্থস্তত্ৰৈব পরিধাবতাম্ ।
 প্রজহারৌক্তগাংগানি ভল্লৈঃ সম্মতপৰ্বভিঃ ॥১৪॥
 উচ্ছিতাংস্ত ভুজান্ কেচিমাৰুধ্যস্ত শরৈর্হতান্ ।
 শিতৈর্গাণ্ডীবনিষ্মু'তৈঃ পৃথুভিঃ পার্থচোদিতেঃ ॥১৫॥
 সম্ভ্রান্তনরনাগাশ্বগপতদ্বিদ্ৰং তং বলয়ং ।
 হতবিধস্তভূয়িষ্ঠগাবর্তত গৃহ্ম'হঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । তং শিরস্কাপাশহরণব্যাপারম্ । তেনার্জুনেন, রাজৈতি হেতোর্নহতঃ, বিদূর্জানন্তি
 য় ॥১২॥

গান্ধারেতি । পলায়নে কৃতঃ ক্ষণোহবসয়ো যেন সঃ । তৈঃ সৈন্তৈঃ ॥১৩॥

তেষামিতি । তরসা বেগেন, পরিধাবতাং পলায়মানানাম্ । উক্তমাঙ্গানি শিরাংসি ॥১৪॥

উচ্ছিতানিতি । উচ্ছিতান্ অৰ্জুনবারণায় উত্তোলিতান্, হতান্ ছিন্নান্ । পৃথুভির্শালৈঃ,
 পার্থচোদিতেঃ অৰ্জুননিক্ষিপ্তৈঃ ॥১৫॥

সম্ভ্রান্তেতি । সম্ভ্রান্তং বিচলিতং নরনাগাশ্বং পদাতি হস্তি ঘোটকং যত্র তৎ, বিজ্রতং
 পলায়িতম্ । হতা আহতা বিধ্বস্তা বিকৃতাকাশ্চ ভূয়িষ্ঠা বহলা যত্র তৎ ॥১৬॥

সেই ব্যাপার দেখিয়া গান্ধারদেশীয় যোদ্ধারা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন
 এবং তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে, রাজা বলিয়াই অৰ্জুন ইচ্ছা করিয়া গান্ধার-
 রাজকে বধ করিলেন না ॥১২॥

গান্ধাররাজের পুত্র পলায়নের অবসর করিয়া ক্ষুদ্র মৃগের আয় ভীত সেই
 সৈন্যগণের সহিত প্রস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাঁহারা বেগে পলায়ন করিতে লাগিলে, অৰ্জুন সেই অবস্থাতেই নতপর্ব
 ভল্লসমূহদ্বারা তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

গান্ধাররাজের কতকগুলি সৈন্য অৰ্জুনকে বারণ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন
 করিলে, অৰ্জুন নিক্ষিপ্ত গাণ্ডীবনির্গত বিশাল ও তীক্ষ্ণ শরসমূহে তাহাদের সেই
 হস্তগুলি যে ছিন্ন হইতে লাগিল, তাহা তাহারা বুঝিতেও পারিল না ॥১৫॥

গান্ধারসেনার বহুতর হস্তী, অশ্ব ও পদাতি ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে
 থাকিয়া পতিত হইতে লাগিল । তখন অনেকে আহত ও বিকৃতাকার হইয়া
 বার বার অৰ্জুনের দিকে আসিতে লাগিল ॥১৬॥

(১৫) শরৈর্গাণ্ডীবনিষ্মু'তৈঃ—বধ বর্ধ নি ।

নাভ্যদৃশ্যস্ত বীরস্য কেচিদগ্রেহগ্র্যকর্ষণঃ ।
 রিপবঃ পাত্যগানা বৈ যে সছেয়ুর্ধনঞ্জয়ম্ ॥১৭॥
 ততো গান্ধাররাজস্য সন্ধিবৃদ্ধপুরঃসরা ।
 জননী নির্ঘো ভীতা পুরস্কৃত্যার্য্যমুত্তমম্ ॥১৮॥
 সা স্তবারয়দব্যগ্রা তং পুত্রং যুদ্ধদুর্শ্মদম্ ।
 প্রসাদয়ামাস চ তং জিহুমন্নিষ্টকারিণম্ ॥১৯॥
 তাং পূজয়িত্বা বীভৎসুঃ প্রসাদমকরোৎ প্রভুঃ ।
 শকুনেচ্চাপি তনয়ং সাস্ত্রয়ম্নিদগত্রবীৎ ॥২০॥
 ন মে প্রিয়ং মহাবাহো ! যতে বৃদ্ধিরিয়ং কৃতা ।
 প্রতিঘোদ্ধুমমিত্রম্ ! ভ্রাতৈব স্বং মগানঘ ॥২১॥
 গান্ধারীং মাতরং স্মৃজ্বা ধৃতরাষ্ট্রকৃতেন চ ।
 তেন জীবসি রাজন্ ! স্বং নিহতাস্তনুগান্তব ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । অগ্রে সম্মুখে, অগ্র্যং শ্রেষ্ঠং কর্ম যন্ত তন্ত ॥১৭॥
 তত ইতি । মন্ত্রিণো বৃদ্ধাশ্চ পুরঃসরা অগ্রবর্তিনো বস্তাঃ সা । পুরস্কৃত্য অগ্রবর্তীকৃত্য ॥১৮॥
 সেতি । সা জননী, অব্যগ্রম্ অনাকুলম্ । জিহুমন্জুনম্ ॥১৯॥
 তামিতি । বীভৎসুর্জুনঃ, প্রসাদমহুগ্রহম্ ॥২০॥
 নেতি । হে অমিত্র ! শক্রনাশক ! স্বং মম ভ্রাতৈব, ভ্রাতুর্দুর্ঘোদনস্ত মাতুলপুত্রস্বাৎ ॥২১॥
 গান্ধারীমিতি । ধৃতরাষ্ট্রকৃতেন স্নেহেনেতি শেবঃ, যুদ্ধমিত্রতোহস্মীতি তৎপার্থম্ ॥২২॥

তৎকালে যাহারা অর্জুনকে সহ্য করিতে পারিত, সেইরূপ কোম বিপক্ষ-
 সৈন্যগণকেই শ্রেষ্ঠকার্য্যকারী মহাবীর অর্জুনের সম্মুখে দেখা যাইতে লাগিল
 না । কারণ, প্রায় সকলেই অর্জুনের প্রহারে পাতিত হইতেছিল ॥১৭॥

তাহার পর সেই গান্ধাররাজের মাতা ভীত হইয়া মন্ত্রিগণ ও বৃদ্ধগণকে
 অগ্রবর্তী করিয়া উত্তম অর্ঘ্য লইয়া রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥১৮॥

তিনি রণস্থলে আসিয়া যুদ্ধে অনাকুল ও দুর্জিব সেই পুত্রকে বারণ করিলেন
 এবং অক্লেশে কার্য্যকারী অর্জুনকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

প্রভাবশালী অর্জুন সেই গান্ধাররাজের মাতার প্রতি অমুগ্রহ করিলেন
 এবং সাস্ত্রনা করিতে থাকিয়া শকুনির পুত্রকে এই কথা বলিলেন—॥২০॥

‘শক্রহস্তা মহাবাহ ! তুমি যে প্রতিযুদ্ধ করিবার জন্য এইরূপ বুদ্ধি করিয়াছ,
 তাহা আমার শ্রীতিজনক হয় নাই । কারণ, নিম্পাপ ! তুমি সম্পর্কে আমার
 ভ্রাতাই হও ॥২১॥

গৈবং ভূঃ শাম্যতাং বৈরং মা তে ভূদ্বুক্তিরীদৃশী ।

গচ্ছেথাস্তং পরাং চৈত্রীংশমেধে নৃপশ্চ নঃ ॥২৩॥

ইত্যুক্তদ্বানুযযৌ পার্থো হয়ং তং কামচারিণম্ ।

তে শ্ববর্তন্ত গাঙ্কারা হতশিষ্টাঃ স্বকং পুরম্ ॥২৪॥

ইতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে শকুনিপুত্রপরাজয়ে সপ্তাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:—

ভারতকৌমুদী

মেতি । এবং মম শক্রমা ভূঃ, আবয়োর্বেদম্, শাম্যতাং নিবর্ততাম্ । চৈত্রীং চৈত্রমাসীয়-
পূর্ণিমাং প্রাপ্য, নঃ অস্মাকম্, নৃপশ্চ যুধিষ্ঠিরশ্চ ॥২৩॥

ইতীতি । হতেভ্যঃ শিষ্টা অবশিষ্টাঃ, স্বকং স্বকীয়ম্ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-ত্ৰিহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপৰ্বণি

অশ্বমেধে সপ্তাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:—

রাজা । মাতা গাঙ্কারীকে স্মরণ করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহবশতঃ আমি
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি হইয়াছি, সেই জন্তই তুমি জীবিত রহিয়াছ ; কিন্তু তোমার
অমুগামী সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে ॥২২॥

তুমি এইরূপ আর আমার বিপক্ষ হইও না, তোমার বুদ্ধিও যেন আর
এরূপ হয় না । আমাদের শত্রুতা নিবৃত্ত হউক । আমাদের রাজা যুধিষ্ঠিরের
অশ্বমেধযজ্ঞে পরবর্তিনী চৈত্রমাসীয় পূর্ণিমাতে তুমি হস্তিনায় গমন করিও' ॥২৩॥

এই কথা বলিয়া অজ্ঞান কামচারী সেই অশ্বের অনুসরণ করিলেন এবং
হতাবশিষ্ট সেই গাঙ্কারদেশীয় যোদ্ধারা আপন আপন নগরে ফিরিয়া
গেলেন ॥২৪॥

—:—

(২৪) অয়ং শ্লোকঃ পরাধ্যায়পথমস্থানে বর্ত্ততে—বজ্র বর্জ, * অত্রাধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি পি,
'...চতুর্থশ্লোকিতত্তমোহধ্যায়ঃ'—বজ্র বর্জ, '...পঞ্চাশ্লোকিতত্তমোহধ্যায়ঃ'—নি ।

অষ্টাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রবর্তত ততো বাজী যেন নাগাহ্রয়ং পুরম্ ।

তং নিবৃত্তস্ত শুশ্রাব চারৈণৈব যুধিষ্ঠিরঃ ।

শ্রুত্বার্জুনং কুশলিনং স চ হৃষ্টমনাভবৎ ॥১॥

বিজয়স্তা চ তৎ কৰ্ম গাঙ্কারবিষয়ে তদা ।

শ্রুত্বা চান্বেষু দেশেষু স স্ত্রীতীতোহভবত্তদা ॥২॥

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্বাদশীং মাঘমাসিকীম্ ।

ইষ্টং গৃহীত্বা নক্ষত্রং ধৰ্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩॥

সমানীয় মহাতেজাঃ সৰ্বান্ ভ্রাতৃনৃ মহীপতিঃ ।

ভীমঞ্চ নকুলঞ্চৈব সহদেবঞ্চ কোরব ! ॥৪॥

প্রোবাচেদং বচঃ কালে তদা ধৰ্ম্মভূতাং বরঃ ।

আমন্ত্র্য বদতাং শ্রেষ্ঠে ভীমং প্রহরতাং বরম্ ॥৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

শ্রবর্ততেতি । যেন দিগ্‌বিভাগেন নাগাহ্রয়ং হস্তিনাখ্যং পুরং স্থিতম্, ততশ্চেনৈব দিগ্‌বিভাগেন, বাজী অথমৌয়াখঃ, শ্রবর্তত । চারৈণৈব গুপ্তচরমুখেনৈব । হৃষ্টমনাভবদিত্তি বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরার্থঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

বিজয়স্তেতি । বিজয়শ্রুত্বানন্ত, তৎ কৰ্ম রাজো জীবনরক্ষণম্ । স যুধিষ্ঠিরঃ ॥২॥

এতস্মিন্‌নিত্তি । দ্বাদশীং শুক্লাম্, পরত্র গোৰ্ণমাসীত্যভিধানাৎ । ইষ্টম্ অক্ষকুলত্বাদভি-
লষিতং পুণ্যং নক্ষত্রম্ । সমানীয় স্বমমোপমিত্তি শেষঃ । আমন্ত্র্য সংখ্যাপা ॥৩—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর যে দিকে হস্তিনানগর ছিল, সেই দিকে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরিল । সেই অশ্ব যে ফিরিয়াছে, সেই সংবাদ গুপ্তচরের মুখে যুধিষ্ঠির শুনিলেন । তিনি অৰ্জুনকে কুশলী শুনিয়া আনন্দিত চিস্ত হইলেন ॥১॥

গাঙ্কারদেশে ও অশ্বাশ্রু দেশে সেই সেই সময়ে অৰ্জুনের সেই সকল কার্য্য (সেই সেই দেশীয় রাজগণকে তখন রক্ষা করার বিষয়) শুনিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ॥২॥

আয়াতি ভীমসেনাসৌ সহাস্থেন তবানুজঃ ।
 যথা মে পুরুষাঃ প্রাহ্বর্ষে ধনঞ্জয়সারিণঃ ॥৬॥
 উপস্থিতশ্চ কালোহয়মভিতো বর্ততে হয়ঃ ।
 মাঘী চ পৌর্ণমাসীয়ং মাসঃ শেষো বৃকোদর ! ॥৭॥
 তৎ প্রস্থাপ্যস্ত বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
 বাজিমেধার্থসিদ্ধার্থং দেশং পশ্যন্ত যজ্ঞিয়ম্ ॥৮॥
 ইত্যুক্তঃ স তু তচ্চক্রে ভীমো নৃপতিশাসনম্ ।
 হন্তঃ শ্রদ্ধা গুড়াকেশমায়ান্তং পুরুষর্ষভম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

আয়াতিতি । ধনঞ্জয়সারিণঃ অর্জুনানুগামিন আসন ॥৬॥

উপেতি । অভিতঃ সম্মুখে, হয়ঃ স যজ্ঞীয়োহন্থঃ । ইয়ং মাঘী পৌর্ণমাসি চ প্রায়শ্চাগ
 তেতি শেষঃ । অতএব মাসো মাঘোহপি শেষঃ সংবৃত্তঃ । গোপচান্দ্রপ্রকারেণেয়ং গণনা ॥৭॥

তদिति । প্রস্থাপ্যস্ত যুযাতিঃ প্রস্থাপ্যস্তাম্ । বাজিমেধরূপো বোহ্বর্ষো বিষয়ঃ তন্ত
 সিদ্ধার্থম্, যজ্ঞিয়ং যজ্ঞোপযোগিনম্ ॥৮॥

ইতীতি । নৃপতিশাসনং যুধিষ্ঠিরাদেশম্ । গুড়াকেশমর্জুনম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

নৃবর্ত্ততেতি ॥১—২॥ ইষ্টঃ নক্ষত্রং পুশ্যম্ ॥৩—৭॥ প্রস্থাপ্যস্ত প্রস্থাপয়ন্ত বার্ষেণিচ,
 প্রতিষ্ঠিত্বিত্যর্থঃ ॥৮—৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পূর্বণি অশ্বমেধে অষ্টাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৮॥

কৌরবনন্দন ! এই সময়েই বাগ্নিশ্রেষ্ঠ, ধার্মিকপ্রধান ও মহাতেজা ধর্মরাজ
 যুধিষ্ঠির মাঘমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি এবং অভীষ্ট পুশ্যানক্ষত্র পাইয়া, ভীম,
 নকুল ও সহদেবকে নিকটে আনয়ন করিয়া সেই সময়ে যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ভীমসেনাকে
 সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন— ॥৩—৫॥

‘ভীমসেন ! যাহারা অর্জুনের অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেক
 লোক আসিয়া আমার নিকট যেরূপ বলিল, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, তোমার
 কনিষ্ঠ সহোদর অর্জুন সেই যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত আসিতেছে ॥৬॥

বৃকোদর ! যজ্ঞের কালও প্রায় উপস্থিত হইল । সেই যজ্ঞীয় অশ্ব এই
 সম্মুখে রহিয়াছে । এই মাঘমাসের পূর্ণিমাও আসিতেছে, মাঘমাসও প্রায় শেষ
 হইয়াছে ॥৭॥

অতএব তুমি বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ কর । তাঁহারা
 অশ্বমেধযজ্ঞ সিদ্ধির নিমিত্ত সেই যজ্ঞের উপযোগী স্থান দর্শন করুন’ ॥৮॥

ততো যথৌ ভীমসেনঃ প্রাঈজঃ স্থপতিভিঃ সহ ।
 ব্রাহ্মণানগ্রতঃ কুত্বা কুশলান্ যজ্ঞকৰ্ম্মণি ॥১০॥
 তং সমালচয়ং ত্রীগৎসপ্রতোলীহঘটিতম্ ।
 মাণয়ামাস কোরব্যো যজ্ঞবাটং যথাবিধি ॥১১॥
 প্রাসাদশতসংবাধং মণিপ্রবরকুটিগম্ ।
 কারয়ামাস বিধিবদ্ধেগরভূবিভূষিতম্ ॥১২॥
 স্তম্ভান্ কনকচিত্রাংশ্চ তোরণানি বৃহস্তু চ ।
 যজ্ঞায়তনদেশেষু দত্ত্বা শুদ্ধা কাঞ্চনম্ ॥১৩॥
 অন্তঃপুরাণাং রাজ্ঞাঞ্চ নানাদেশসমীক্ষ্যাম্ ।
 কারয়ামাস ধৰ্ম্মাজ্ঞা তত্র তত্র যথাবিধি ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । স্থপতিভিঃ হৰ্ম্যানিৰ্মাণশিল্পিভিঃ ॥১০॥
 তমিতি । কোরব্যো ভীমসেনঃ, শালচয়েন গৃহসমূহেন সহেতি তম্, প্রতোলীভিঃ
 যথাভিঃ, হঘটিতঃ বহু নিমিত্তো দেশঃ, ত্রীমান্ শোভাযুক্তশাসৌ সপ্রতোলীহঘটিতশ্চেতি
 তম্ । যজ্ঞবাটং যজ্ঞীয়দেশম্, যথাবিধি মাণয়ামাস স্থপতিভিরিতি শেষঃ ॥১১॥
 প্রাসাদেতি । প্রাসাদশতেন সংবাধং পূৰ্ণম্, মণিপ্রবরাণাং কুটিমা বদ্ধভূময়ো যত্র তম্ ॥১২॥
 স্তম্ভানিতি । দত্ত্বা নিবেশ্য । অন্তঃপুরাণাং তদ্বাসিনীনাং স্ত্রীণাম্, নানাদেশেভ্যঃ
 সমীক্ষ্যাম্ সমাগতানাং বাসযোগ্যানি গৃহাণীতি শেষঃ ॥১৩—১৪॥

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে ভীমসেন নরশ্রেষ্ঠ অৰ্জুন আসিতেছেন শুনিয়া
 আনন্দিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে কার্য্য করিলেন ॥৯॥

তাহার পর ভীমসেন যজ্ঞকার্য্যানিপুণ ব্রাহ্মণগণকে অগ্রবর্তী করিয়া স্থপতি-
 (রাজমিস্ত্রী) গণের সহিত গমন করিলেন ॥১০॥

ক্রমে ভীমসেন যে স্থানে বহুতর গৃহ ও সুন্দর সুন্দর পথ হইতে পারে,
 সেইরূপ সুন্দর যজ্ঞস্থান দেখিয়া তাহা যথাবিধানে মাপাইলেন ॥১১॥

পরে সেই যজ্ঞস্থানে শত শত অট্টালিকা এবং স্বর্ণরত্নভূষিত উৎকৃষ্ট মণিময়
 বেদী যথাবিধানে নিৰ্ম্মাণ করাইলেন ॥১২॥

আর যজ্ঞস্থানে বিস্তৃত স্বর্ণ সন্নিবেশিত করাইয়া যোগ্যস্থানসমূহে স্বর্ণখচিত
 স্তম্ভ এবং বৃহৎ বৃহৎ তোরণ নিৰ্ম্মাণ করাইলেন । ক্রমে নানা দেশ হইতে
 আগত রাজগণ ও তাঁহাদের মহিষীগণের বাসোপযোগী গৃহ সকল সেই সেই
 স্থানে যথাবিধানে করাইলেন ॥১৩—১৪॥

ব্রাহ্মণানাঞ্চ বেষ্মানি নানাদেশসমীক্ষ্যাম্ ।
 কায়গাম্যস কৌন্তেয়ো বিধিবক্তাশ্চনেকশঃ ॥১৫॥
 তথা সংপ্ৰেয়স্যামাস দূতান্ নৃপতিশাসনাং ।
 ভীমসেনো মহাবাহো ! রাজ্যামক্লিষ্টকৰ্ম্মণাম্ ॥১৬॥
 তে প্রিয়ার্থং কুরুপতেরাযযুর্নৃপসত্তম ! ।
 রত্নাশ্চনেকাশ্চাদায় স্ত্রিয়োহস্থানাস্থদানি চ ॥১৭॥
 তেষাং নির্বিশতাং তেষু শিবিরেষু মহাজনাম্ ।
 নর্দতঃ সাগরশ্চৈব দিবস্পৃগভবৎ স্বনঃ ॥১৮॥
 তেষামভ্যাগতানাঞ্চ স রাজা কুরুবর্দ্ধনঃ ।
 ব্যাদিদেশামপানানি শয্যাশ্চাপ্যতিসামুখ্যে ॥১৯॥
 বাহনানাঞ্চ বিবিধাঃ শালাঃ শালীক্ষুগোরসৈঃ ।
 উপেতা ভরতশ্ৰেষ্ঠো ব্যাদিদেশ স দক্ষরাট্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণানামিতি । বেষ্মানি গৃহাণি । কৌন্তেয়ো ভীমসেনঃ ॥১৫॥
 তথ্যেতি । নৃপতিশাসনাদ্যুদ্ভিষ্টাদেশাং । রাজ্যং নিমন্ত্রণায় ॥১৬॥
 ত ইতি । তে রাজানঃ, কুরুপতের্যুদ্ভিষ্টরশ্চ ॥১৭॥
 তেষামিতি । নির্বিশতাং প্রবিশতাম্, তেষাং রাজ্যাম্ । নর্দতো গর্জতঃ, দিবস্পৃগ
 গগনস্পর্শী ॥১৮॥
 তেষামিতি । কুরুবর্দ্ধনো যুদ্ভিষ্টবঃ । অতিমাহুবা মাহুশয্যাভিজ্ঞাতসৌন্দর্য্যঃ ॥১৯॥
 বাহনানামিতি । শালা গৃহাণি, শালয়ো দাত্তানি ইক্ষব ইক্ষুদত্তা গোরসা দুগ্ধানি চ
 তৈঃ ॥২০॥

ভীমসেন নানা দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণের জন্ত যথাবিধানে বহুতর
 গৃহ নির্মাণ করাইলেন ॥১৫॥

মহাবাহু ! ভীমসেন অনায়াসে কার্য্যকারী রাজগণের নিকটে যুদ্ভিষ্টের
 আদেশক্রমে নিমন্ত্রণের জন্ত দূত প্রেরণ করিলেন ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে সেই সকল রাজা যুদ্ভিষ্টের প্রীতির নিমিত্ত অনেক রত্ন,
 জী, অৰ্ঘ ও অস্ত্র লইয়া আগমন করিলেন ॥১৭॥

সেই মহাত্মা রাজারাসেই সকল শিবিরে প্রবেশ করিবার সময়ে গর্জনকারী
 সমুজ্জের শ্রায় গগনস্পর্শী কোলাহল হইতে লাগিল ॥১৮॥

কুরুবংশবর্দ্ধন রাজা যুদ্ভিষ্ট সেই অভ্যাগত রাজাদের জন্ত অন্ন, পানীয় ও
 অলৌকিক শয্যা প্রেরণ করিবার আদেশ করিলেন ॥১৯॥

তথা তস্মিন্ মহাযজ্ঞে ধৰ্ম্মরাজস্য ধীমতঃ ।
 সমাজগুমু'নিগণ' বহবো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২১॥
 যে চ দ্বিজাতিপ্রবরাস্তত্রাসন্ পৃথিবীপতে ! ।
 সমাজগুঃ সশিষ্যাংস্তান্ প্রতিজগ্ৰাহ কৌরবঃ ॥২২॥
 সৰ্ব্বাং*চ তানমুযযৌ যাবদাবসথান্ প্রতি ।
 স্বয়মেব মহাতেজা দন্তং ত্যক্ত্বা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৩॥
 ততঃ কৃত্বা স্থপতয়ঃ শিল্পিনোহস্মে চ যে তদা ।
 কৃৎস্নং যজ্ঞবিধিং রাজন্ ! ধৰ্ম্মরাজে জ্ঞবেদয়ন্ ॥২৪॥
 তচ্চুত্বা ধৰ্ম্মরাজস্ত কৃতং সৰ্বগতদ্রিতঃ ।
 হৃষ্টরূপোহভবদ্রাজা সহ ভ্রাতৃভিরাদৃতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তথ্যেতি । ব্রহ্মবাদিনো বেদবক্তারঃ । “বেদস্বত্বং তপো ব্রহ্ম” ইত্যমরঃ ॥২১॥
 য ইতি । দ্বিজাতিপ্রবরা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ, তত্র তদানীম্, পৃথিব্যামাসন্ সমাজগুমু*চ ॥২২॥
 সৰ্ব্বানিতি । অহুযযৌ অভ্যর্থনার্থম্, যাবদাবসথান্ সৰ্ব্বান্ গৃহান্ ॥২৩॥
 তত ইতি । স্থপতয়ঃ প্রাসাদনিৰ্মাতারঃ, অস্মে যে শিল্পিন আগতাঃ, তে তদা কৃৎস্নং
 সৰ্বম্, যজ্ঞবিধিং যজ্ঞোপযোগি গৃহাদিনিৰ্মাণং কৃত্বা, ধৰ্ম্মরাজে জ্ঞবেদয়ন্ ॥২৪॥

ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই রাজাদের হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি বাহন-
 গণের জন্তু খাওয়া, ইক্ষুদণ্ড ও দুগ্ধযুক্ত নানাবিধ গৃহের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত
 আদেশ করিলেন ॥২০॥

এবং বেদবক্তা বহুতর মুনি ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের সেই মহাযজ্ঞে আগমন
 করিলেন ॥২১॥

রাজা ! তৎকালে পৃথিবীতে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সেই যজ্ঞে
 আসিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির শিষ্যবর্গের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া-
 ছিলেন ॥২২॥

এবং মহাতেজা যুধিষ্ঠির অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজেই প্রত্যেক গৃহে
 অভ্যর্থনা করিবার জন্তু তাঁহাদের সকলের নিকটেই গমন করিয়াছিলেন ॥২৩॥

রাজা ! তাহার পর স্থপতির। এবং অস্মে যে সকল শিল্পী আসিয়াছিল,
 তাহারা যজ্ঞের উপযোগী সমস্ত গৃহাদি নির্মাণ করিয়া যাইয়া যুধিষ্ঠিরকে
 জানাইতেছিল ॥২৪॥

(২৩) কৃৎস্নং যজ্ঞবিধিং রাজে ধৰ্ম্মরাজে জ্ঞবেদয়ন্—পি বজ বর্জ ।

(২৫) ইতঃ পরং বৈশম্পায়ন উবাচ—পি বজ বর্জ ।

তস্মিন্ যজ্ঞে প্রযুক্তে তু বাগ্মিনো হেতুবাদিনঃ ।
 হেতুবাদান্ বহুনাহুঃ পরম্পরজিগীষবঃ ॥২৬॥
 দদৃশুস্তং নৃপতয়ো যজ্ঞস্য বিধিযুক্তগম্ ।
 দেবেন্দ্রশ্বেব বিহিতং ভীমসেনেন ভারত ! ॥২৭॥
 দদৃশুস্তোরণাশ্চ শাতকুস্তগয়ানি তে ।
 শয্যাসনবিহারাস্চ শুবহুন্ রত্নসঞ্চয়ান্ ॥২৮॥
 ঘটান্ পাত্রীঃ কটাহানি কলশান্ বর্দ্ধমানকান্ ।
 ন হি কিঞ্চিদসৌবর্ণমপশ্যন্ বসুধামিপাঃ ॥২৯॥
 যুপাস্চ শাস্ত্রপঠিতান্ দারবান্ হেমভূষিতান্ ।
 উপরূপ্তান্ যথাকামং বিধিবদ্ভূরিবর্চসঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তদিতি । অতঃপতঃ সর্কেষু বিষয়েষু সতর্ক ইত্যর্থঃ । আদৃতঃ সর্কেষু বিষয়েষু আদয়-
 বান্ ॥২৫॥

শ্মিত্তি । হেতুবাদিনো যুক্তিতর্কবক্তারঃ । পরম্পরং জিগীষবো জ্ঞেতুমিচ্ছবঃ ॥২৬॥

দদৃশুস্তি । নৃপতয়ঃ অভ্যাগতা রাজানঃ ॥২৭॥

দদৃশুস্তি । শাতকুস্তগয়ানি স্বর্ণগয়ানি, তে নৃপতয়ঃ ॥২৮॥

ঘটানিতি । পাত্রীভোজনাদিপাত্রাণি, বর্দ্ধমানকান্ শরাবান্ । অসৌবর্ণং স্বর্ণপর্ণানি-
 শ্মিতম্ । শাস্ত্রপঠিতান্ শাস্ত্রোক্তান্, দারবান্ যজ্ঞীয়বৃক্ষনির্মিতান্ । উপরূপ্তান্ সজ্জাটান্
 ভূরিবর্চসো বহুলহাতিন ॥২৯—৩০॥

সকল বিষয়ে আগ্রহশালী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সকল কার্য্য করা হইয়াছে
 শুনিয়া সমস্ত বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া ভ্রাতাদের সহিত আনন্দিত হইতে-
 ছিলেন ॥২৫॥

সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে যুক্তিতর্ককারী বাগ্মী পণ্ডিতেরা পরম্পর জয়
 করিবার ইচ্ছা করিয়া বহু হেতুবাদ করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

ভরতনন্দন ! অভ্যাগত রাজগণ দেবরাজের যজ্ঞের দ্বায় সেই যজ্ঞের
 ভীমসেনকৃত উত্তম পরিপাটি সকল দেখিতে লাগিলেন ॥২৭॥

এবং তাঁহারা সেই যজ্ঞস্থানে স্বর্ণময় তোরণ, শয্যা, আসন, বিহারভবন ও
 বহুতর রত্নরাশি দর্শন করিতে থাকিলেন ॥২৮॥

ক্রমে আগত রাজারা দেখিলেন—ঘট, পাত্র, কটাহ, কলশ বা শরা—
 ইহার কোন বস্তুই অসুবর্ণ নির্মিত নহে । তাঁহারা আরও দেখিলেন—
 শাস্ত্রোক্তপ্রকারে নির্মিত, যজ্ঞীয় বৃক্ষসমুদ্ভূত, স্বর্ণালঙ্কৃত, যথাবিধানে ও ইচ্ছানু-
 সারে নির্মিত উজ্জল উজ্জল বহুতর যুপ রহিয়াছে ॥২৯—৩০॥

স্থলজা জলজা যে চ পশবঃ কেচন প্রভো ! ।
 সৰ্ব্বানৈব সগানীতানপশ্বাস্তত্র তে নৃপাঃ ॥৩১॥
 গাঈশ্চব মহিষীশ্চব তথা বৃদ্ধস্ত্রিয়ৌহপি চ ।
 ঔদকানি চ মদ্বানি শ্বাপদানি বয়াংসি চ ॥৩২॥
 জরায়ুজাণ্ডজাতানি শ্বেদজান্যস্তিদানি চ ।
 পৰ্বতানূপজাতানি ভূতানি দদৃশুঃ চ তে ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)
 এবং প্রমুদিতং সৰ্বং পশুগোধানধাততঃ ।
 যজ্ঞবাটং নৃপা দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥৩৪॥
 অনিশং দীয়তে চ স্ম তত্র ভোজ্যং পৃথগ্বিধম্ ।
 ব্রাহ্মণানাং বিশাং চৈব বহুমৃষ্টান্নমুদ্বিগৎ ॥৩৫॥
 পূৰ্ণে শতসহস্রে তু বিপ্রাণাং তত্র ভুঞ্জতাম্ ।
 দুন্দুভিমেঘনিঘোষো মুহুমুহুরতাভ্যত ।
 বিননাদাসকৃচ্চাপি দিবসে দিবসে গতে ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

স্থলজা ইতি । স্থলজাশ্বাগাদয়ঃ, জলজা মৎস্তপ্রভৃতয়ঃ, পশবঃ প্রাণিনঃ ॥৩১॥

গা ইতি । ঔদকানি জলস্থানি সর্পানি অহিংস্রজন্তু, শ্বাপদানি হিংস্রজন্তু, বয়াংসি পক্ষিণঃ । জরায়ুজা বনমামুষপ্রভৃতি জরায়ুজ, সর্পপ্রভৃতি অণ্ডজ, কীটাদি শ্বেদজ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ এবং পৰ্বতজাত ও জলপ্রায়দেশোৎপন্ন প্রাণিগণ সেই যজ্ঞে আনীত হইয়াছে—ইহা সেই রাজারা দেখিতে পাইলেন ॥৩২—৩৩॥
 এবংমিতি । পশ্বাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ । প্রমুদিতমানন্দিতম্ ॥৩৪॥

অনিশমিতি । ভোজ্যমন্নাদিকম্ । বিশাং বৈশ্বানাম্, মৃষ্টান্নং পয়ঃস্বাদম্, ঋদ্ধিমৎ উৎকৃষ্টম্ ॥৩৫॥

রাজা ! যে কিছু প্রাণী জলে বা স্থলে জন্মিয়াছে, সে সমস্তই সেই যজ্ঞে আনয়ন করা হইয়াছে—ইহা সেই রাজারা দেখিতে পাইলেন ॥৩১॥

ক্রমে সেই রাজারা দর্শন করিলেন—গো, মহিষী, বৃদ্ধ জীলোক, জলস্থিত অহিংস্র জন্তু, হিংস্র জন্তু, পক্ষী, বনমামুষপ্রভৃতি জরায়ুজ, সর্পপ্রভৃতি অণ্ডজ, কীটাদি শ্বেদজ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ এবং পৰ্বতজাত ও জলপ্রায়দেশোৎপন্ন প্রাণিগণ সেই যজ্ঞে আনীত হইয়াছে ॥৩২—৩৩॥

এইরূপ সাধারণ পশু, গো, ঘন ও ধাতু দর্শন করিয়া যে স্থানে সকলেই আনন্দিত হইতেছিল, সেই যজ্ঞায়তন দর্শন করিয়া অভ্যাগত রাজারা অভ্যস্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন ॥৩৪॥

সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ ও বৈশ্বগণকে নানাবিধ খাদ্য ও উৎকৃষ্ট প্রচুর সিষ্টান সৰ্ব্বদা দেওয়া হইতেছিল ॥৩৫॥

এবং স বসুতে যজ্ঞে ধৰ্ম্মরাজস্য ধীমতঃ ।
 অন্নস্য স্বেদহুন্ রাজন্ ! উৎসর্গান্ পৰ্বতোপমান্ ।
 দধিকূল্যাশ্চ দদৃশুঃ সর্গিষশ্চ হুদান্ জনাঃ ॥৩৭॥
 জম্বুদ্বীপো হি সকলো নানাজনপদায়ুতঃ ।
 রাজন্ ! অদৃশ্যৈতকশ্চো রাজন্তস্য মহামখে ॥৩৮॥
 তত্র জাতিসহস্রাণি পুরুষাণাং ততস্ততঃ ।
 গৃহীত্বা ভাজনান্ জগ্মুর্বহুনি ভরতর্ষভ ! ॥৩৯॥
 অশ্বিণশ্চাপি তে সর্কে স্মৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ।
 পর্যবেষন্ দ্বিজাভীংস্তান্ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

পূৰ্ণ ইতি । শতসহস্রে লক্ষে । হুন্দুভিসকৃচ্চাপি বিননাদ । এতেন প্রত্যাহং বহলক্ষ-
 ব্রাহ্মণভোজনমভবদिति স্মৃতিতম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৬॥
 এবমিতি । উৎসজ্যস্ত ইত্যুৎসর্গস্তান্ দানযোগান্ রাশীন্ । দগ্নাং কূল্যাঃ কুত্ৰা নদীঃ ।
 “কূল্যান্না কুত্ৰিমা সরিং” ইত্যমরঃ । সর্গিষো যুতস্ত । অয়মপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৭॥
 জম্বুদ্বীপ ইতি । নানাজনপদৈর্কহদেশৈঃ আয়ুতঃ সংযুক্তঃ । মহামখে মহাযজ্ঞে ॥৩৮॥
 তজ্জৈতি । ভাজনান্ অন্নাদিপাত্ৰাণি । পুংস্বসর্গম্ ॥৩৯॥
 অশ্বিণ ইতি । অশ্বিণো মালাধারিণঃ, স্মৃষ্টানি স্মৃষ্ট পরিষ্কৃতানি মণিকুণ্ডলানি যেবাং
 তে ॥৪০॥

সেই যজ্ঞে ভোজনকারী ব্রাহ্মণগণের এক লক্ষ পূৰ্ণ হইলে, মেঘের আয়
 গম্ভীর ধ্বনিকারী হুন্দুভি বার বার বাদিত হইত । এইভাবে প্রত্যাহ বহুবার
 হুন্দুভিধ্বনি হইত ॥৩৬॥

রাজা ! ধীমান্ ধৰ্ম্মরাজের সেই অশ্বমেধযজ্ঞ এইভাবে চলিতে থাকিল ।
 তখন সকল লোকই দেখিতে থাকিল যে, পৰ্ব্বতপ্রমাণ বহুতর অন্নরাশি, দধির
 কুত্ৰ নদী এবং যুতের অনেক হুদ নানা স্থানে রহিয়াছে ॥৩৭॥

রাজা ! নানা দেশসংযুক্ত সমগ্র জম্বুদ্বীপটাই যেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই
 মহাযজ্ঞে একস্থানস্থিত বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল ॥৩৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! বহু জাতীয় পুরুষগণ ভোজনপাত্র লইয়া নানা স্থান হইতে
 সেই যজ্ঞে আসিয়াছিল ॥৩৯॥

কর্ত্তে মালাধারী এবং কর্ণে উজ্জ্বল মণিকুণ্ডলসংযুক্ত শত শত ও সহস্র সহস্র
 পরিবেষক উপস্থিত ছিল । তাহারা সকলে সেই ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ
 করিতেছিল ॥৪০॥

বিবিধানুন্নপানানি পুরুষা য়েহ্নুযায়িনঃ ।

তে বৈ নৃপোপভোজ্যানি ব্রাহ্মণানাং দদুশ্চ হ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে অশ্বমেধারস্তে অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ—

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ .

—ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সমাগতান্ বেদবিদো রাজশ্চ পৃথিবীশ্বরান্ ।

দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনমভাষত ॥১॥

উপায়াতা নরব্যাত্রা য এতে পৃথিবীশ্বরঃ ।

এতেষাং ক্রিয়তাং পূজা পূজার্হা হি নরাধিপাঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

বিবিধানীতি । অহুযায়িনঃ পরিবেষ্কাণাম্ । ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজ্যানীতি সন্থকঃ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ—

সমিতি । বেদবিদো ব্রাহ্মণাঃ ॥১॥

উপেতি । নরব্যাত্রা মাহুযশ্ৰেষ্ঠাঃ । পূজার্হাঃ সম্মানযোগ্যাঃ ॥২॥

তাহাদের যাহারা অহুগামী ছিল, সেই সকল পুরুষেরাও রাজগণের এবং
ব্রাহ্মণগণের নানাবিধ খাও, অন্ন ও পানীয় দিতেছিল’ ॥৪১॥

—ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বেদবিদব্রাহ্মণগণ ও পৃথিবীর অধিপতি রাজগণকে
সমাগত দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন—॥১॥

‘ভীম! এই যে সকল নরশ্রেষ্ঠ রাজগণ আসিয়াছেন, তোমরা ইহাদের
সম্মান কর । কারণ, রাজারা সম্মান পাইবার যোগ্য’ ॥২॥

* ‘...পঞ্চাশ্চততমোহধ্যায়ঃ’—বঙ্গ বর্দ্ধ, ‘...ষড়্ভীতিতমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

ইতু্যক্তঃ স তথা চক্রে নরেন্দ্রেণ যশস্বিনা ।
 ভীমসেনো মহাতেজা যমাত্যাং সহ পাণ্ডবঃ ॥৩॥
 অথাভ্যগচ্ছদগোবিন্দো বৃষ্ণিভিঃ সহ ধৰ্ম্মজম্ ।
 বলদেবং পুরস্কৃত্য সৰ্ব্বপ্রাণভূতাং বরঃ ॥৪॥
 যুযুধানেন সহিতঃ প্রত্যাশ্বেন গদেন চ ।
 নিশঠেনাথ সান্ধেন তথৈব কৃতবৰ্ম্মণা ॥৫॥ (যুগ্মকগ্)
 তেষামপি পরাং পূজাং চক্রে ভীমো মহারথঃ ।
 বিবিশুস্তে চ বেষ্মানি রক্তবাস্তু চ সৰ্বশঃ ॥৬॥
 যুধিষ্ঠিরমমীপে তু কথাস্তে মধুসূদনঃ ।
 অৰ্জুনং কথয়ামাস বহুসংগ্রামকষিতম্ ॥৭॥
 স তং পপ্রচ্ছ কৌন্তেয়ঃ পুনঃ পুনররিন্দমম্ ।
 ধৰ্ম্মজঃ শক্রজং জিষ্ণুং সমাচক্ষ্য জগৎপতিঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । নরেন্দ্রেণ যুধিষ্ঠিরেণ । যমাত্যাং নকুলসহদেবাত্যাম্ ॥৩॥

অথেতি । গোবিন্দঃ কৃষ্ণঃ, ধৰ্ম্মজঃ যুধিষ্ঠিরম্ । যুযুধানেন সাত্যকিনা, গদাদৌ
 নামানি ॥৪—৫॥

তেষামিতি । পরাম্ উক্তমাম্ । বেষ্মানি গৃহাণি ॥৬॥

যুধীতি । কথাস্তে আলাপমধ্যে । বহুভিঃ সংগ্রামৈঃ কষিতং পরিশ্রাস্তম্ ॥৭॥

স ইতি । ধৰ্ম্মজো যুধিষ্ঠিরঃ, শক্রজম্ ইন্দ্রাজাতম্ । জিষ্ণুমৰ্জুনম্, জগৎপতিঃ কৃষ্ণঃ ॥৮॥

যশস্বী যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে, মহাতেজা ভীমসেন নকুল ও সহদেবের
 সতিত মিলিত হইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন ॥৩॥

তাহার পর সৰ্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বলরামকে অগ্রবর্তী করিয়া এবং বৃষ্ণি-
 বংশীয় প্রধানপুরুষগণ, সাত্যকি, প্রত্যাশ্বে, গদ, নিশঠ, সান্ধ ও কৃতবৰ্ম্মার সহিত
 মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করিলেন ॥৪—৫॥

সেই সময়ে মহারথ ভীম তাঁহাদেরও যথেষ্ট সম্মান করিলেন । তখন
 তাহারা সৰ্ব্বরত্নশোভিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥৬॥

ক্রমে কৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের নিকটে বহু যুদ্ধে পরিশ্রাস্ত অৰ্জুনের
 কথা বলিলেন ॥৭॥

তখন ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শক্রদমনকারী অৰ্জুনের বিষয় বার বার জিজ্ঞাসা
 করিলেন । কৃষ্ণও তাহার বিষয় কহিলেন—॥৮॥

আগমদ্বারকাবাসী সমাপ্তঃ পুরুষো নৃপ ! ।
 যোহ্দ্ৰাক্ষীং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং বহুসংগ্রামকর্মিতম্ ॥৯॥
 সমীপে চ মহাবাহুমাচষ্ঠ চ গম প্রভো ! ।
 কুরু কার্য্যগি কোন্তেয় ! হয়মেধার্থসিদ্ধয়ে ॥১০॥
 ইতু্যন্তঃ প্রতু্যবাটেনং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 দিষ্ট্য স কুশলী জিষ্ণুরূপায়াতি চ মাধব ! ॥১১॥
 যদিদং সন্দিদেশান্মিন্ পাণ্ডবানাং বলাগ্রগীঃ ।
 তদাথাতগিহেচ্ছামি ভবতা যত্ননন্দন ! ॥১২॥
 ইতু্যন্তো ধর্ম্মরাজেন বৃষ্যাক্কপতিস্তদা ।
 প্রোবাচেদং বচো বাগ্মী ধর্ম্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

আগমদ্বিতি । আশ্বো বিশ্বন্তঃ । “আপ্তঃ প্রত্যয়িতস্ত্রয়” ইত্যমরঃ ॥৯॥
 সমীপ ইতি । মহাবাহুর্মজ্জুনম্, আচট বহুসংগ্রামকর্মিতেনাকথয়ৎ ॥১০॥
 ইতীতি । দিষ্ট্য ভাগ্যেন, জিষ্ণুরজ্জুনঃ ॥১১॥
 বদিতি । সন্দিদেশ বাচিকং প্রেষয়ামাস, অস্মিন্ মম সমীপে, বলাগ্রগীঃ সৈন্তাগ্রগণ্যঃ ॥১২॥
 ইতীতি । বৃক্ষীনাং ককানাক পতিঃ কৃষ্ণঃ ॥১৩॥

‘রাজা ! যিনি বহু যুদ্ধে পরিশ্রান্ত অজ্জুনকে দেখিয়াছেন, আমার বিশ্বস্ত সেইরূপ একটী দ্বারকাবাসী লোক আসিয়াছেন ॥৯॥

রাজা ! সেই লোকটী আমার নিকটে মহাবাহু অজ্জুনের বিষয় বলিয়াছেন ; সে যাহা হউক, কুন্তীনন্দন ! আপনি অশ্বমেধযজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত কার্য্য করিতে থাকুন’ ॥১০॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘মাধব ! ভাগ্যবশতঃ অজ্জুন কুশলী থাকিয়া আসিতেছে ত ? ॥১১॥

যত্ননন্দন ! পাণ্ডবসৈন্যের অগ্রগণ্য অজ্জুন আমার নিকটে যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে, তাহা তুমি বল, ইহা আমি ইচ্ছা করি’ ॥১২॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, বাগ্মী কৃষ্ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন— ॥১৩॥

(৯) ...সমাপ্তঃ পুরুষো নৃপ !—নি ।

(১০) ...মহাবাহো ! আচট চ মম প্রভো !—পি বদ্ধ বর্ধ ।

(১২) ...তদাথাতুগিহেচ্ছামি—পি বদ্ধ বর্ধ ।

ইদমাহ মহারাজ ! পার্থবাক্যং স্মরন্ নরঃ ।
 বাচ্যো যুধিষ্ঠিরঃ কৃষ্ণ ! কালে বাক্যগিদং গম ॥১৪॥
 আগমিস্থিস্তি রাজানঃ সৰ্বে বৈ কৌরবর্ষভ ! ।
 প্রাপ্তানং মহতাং পূজা কার্য্যা হেতু ক্রমং হি নঃ ॥১৫॥
 ইত্যেতদ্বচনাদ্রাজা বিজ্ঞাপ্যো গম গানদ ! ।
 যথা চাত্যয়িকং ন স্মাদ্যদর্ঘ্যাহরণেহভবৎ ॥১৬॥
 কর্তৃমহীতি তদ্রাজা ভবাংশ্চাপ্যামুগম্যতাম্ ।
 রাজ্ঞেষ্বাম্র নশ্চৈয়ুরিমা রাজন্ ! পুনঃ প্রজাঃ ॥১৭॥
 ইদমন্যচ্চ কৌন্তেয় ! বচঃ স পুরুষোহিব্রবীৎ ।
 ধনঞ্জয়স্য নৃপতে ! তস্মৈ নিগদতঃ শৃণু ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । পার্থবাক্যমর্জুনবচনম্, নরঃ স পুরুষঃ ॥১৪॥

আগমীতি । প্রাপ্তানামাগতানাম্, এতৎ পূজাকরণম্, ক্রমমুচিতম্ ॥১৫॥

ইতীতি । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, স্মা বিজ্ঞাপ্যঃ । আত্যয়িকং মহাননর্থঃ, অর্ঘ্যহরণে রাজস্ব-
 যজ্ঞে কৃষ্ণার্বাদানে বৎ শিশুপালকৃতমাত্যয়িকম্ ॥১৬॥

কর্তৃমিতি । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, ভবাংশ্চ কৃষ্ণঃ । প্রজা লোকাঃ ॥১৭॥

ইদমিতি । পুরুষো দ্বারকাত আগতো জনঃ ॥১৮॥

‘মহারাজ ! সেই লোকটী অর্জুনের বাক্য স্মরণ করিয়া আমাদের ইহা বলিয়াছেন যে, ‘কৃষ্ণ ! যথাসময়ে তুমি আমার এই বাক্য যুধিষ্ঠিরকে বলিবে ॥১৪॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ ! সকল রাজাই আমাদের যজ্ঞে আসিবেন । প্রধান লোকেরা আসিলে তাঁহাদের সম্মান করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য এবং ইহাই আমাদের উচিত ॥১৫॥

মানদাতা কৃষ্ণ ! তুমি আমার এই বাক্য অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে জানাইবে যে, ‘রাজস্বযজ্ঞে অর্ঘ্যদানসম্বন্ধে যেরূপ গুরুতর অনর্থ ঘটিয়াছিল, যাহাতে সেইরূপ অনর্থ আর না হয় ॥১৬॥

রাজা যুধিষ্ঠির তাহাই করিতে পারেন, তুমিও সেই বিষয়ে অনুমতি করিবে । কারণ, রাজা ! আগত রাজগণের বিদ্রোহবশতঃ পুনরায় লোকক্রয় না হয় ॥১৭॥

কুন্তীনন্দন ! সেই লোকটী অর্জুনের অন্ত এই কথাও বলিয়াছেন, রাজা ! তাহা আমি বলিতেছি, আপনি অবগত করুন ॥১৮॥

উপযাস্তি যজ্ঞং নো গণিপূরপুতিনৃপঃ ।

পুত্রো গম মহাতেজা দয়িতো বক্রবাহনঃ ॥১৯॥

তং ভবান্ মদপেক্ষার্থং বিধিবৎ প্রতীপূজয়েৎ ।

স তু ভক্তোহমুরক্তশ্চ গম নিত্যগিতি প্রভো ! ॥২০॥

ইত্যেতদ্বচনং শ্রদ্ধা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

অভিনন্দ্যাস্ত তদ্বাক্যগিদং বচনমব্রবীৎ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যগাশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে যুধিষ্ঠিরাস্বমেধে নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শ্রুতং প্রিয়মিদং কৃষঃ ! যদ্বগর্হসি ভাষিতুম্ ।

তন্মেহ্নতরসং পুণ্যং মনো হ্লাদয়তি প্রভো ! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । নঃ অস্বাকং যজ্ঞম্ । দয়িতঃ প্রিয়ঃ ॥১৯॥

তমিতি । ভবান্ যুধিষ্ঠিরঃ, মদপেক্ষার্থং মম প্রীতিনিমিত্তম্ ॥২০॥

ইতীতি । অস্ত অঙ্কনস্ত, তদ্বাক্যমভিনন্দ্য শ্রুতম্ ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিন্দাসদিক্ষাস্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-

মাশ্বমেধিকপর্বণি নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

মণিপূরেন অধিপতি আমার প্রিয়পুত্র মহাতেজারাজ্য বক্রবাহন আমারদের
যজ্ঞে যাইবে ॥১৯॥

প্রভু! আপনি আমার প্রীতির নিমিত্ত যথাবিধানে তাহার সম্মান
করিবেন। কারণ, সে সর্বদাই আমার ভক্ত ও অমুরক্ত’ ॥২০॥

অঙ্কনের এই বাক্য শুনিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহার সেই বাক্যের
প্রশংসা করিয়া এই কথা বলিলেন’ ॥২১॥

—:~:—

‘...বড়শ্রীতিতমোহধ্যায়ঃ’—বড় বড়, ‘...সপ্তাশ্রীতিতমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

বহুনি কিল যুদ্ধানি বিজয়স্ত নরাধিপৈঃ ।
 পুনরাসন্ হৃষীকেশ ! তত্র তত্র চ গে শ্রুতম্ ॥২॥
 কিং নিমিত্তং স নিত্যং হি পার্থঃ সুখবিবৰ্জিতঃ ।
 অতীব বিজয়ো ধীমানিতি মে দূয়তে মনঃ । ৩॥
 সংচিন্তয়ামি কোন্তেয়ং রহো জিষ্ণুং জনার্দন ! ।
 অতীবদুঃখভাগী স সততং পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৪॥
 কিংনু তস্ত শরীরেহস্তি সৰ্বলক্ষণপূজিতে ।
 অনিষ্টং লক্ষণং কৃষ্ণ ! যেন দুঃখানু্যপাশ্মুতে ॥৫॥
 অতীবাসুখভোগী স সততং কুস্তীনন্দনঃ ।
 ন হি পশ্যামি বীভৎসোৰ্নিন্দ্যং গাত্রেষু কিঞ্চন ।
 শ্রোতব্যং চেন্ময়ৈতদ্বৈ তম্মো ব্যাখ্যাতুমহঁসি ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুতিমিতি । অমৃতশ্চৈব রসঃ স্বাদো যত্র তৎ, পুণ্যং সঙ্কনসম্মানবিষয়ত্বাৎ পবিত্রম্ ॥১॥
 বহুনীতি । বিজয়শ্রাদ্ধীনশ্চ, নরাধিপৈঃ সহ । পুনঃ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাদপরম্ ॥২॥
 কিমিতি । অতীবসুখবিবৰ্জিতো বিশ্রামসুখশূন্যঃ । দূয়তে সন্তপ্যতে ॥৩॥
 সমিতি । রহো নির্জনস্থানে, জিষ্ণুং জীৰ্ণম্, সংচিন্তয়ামি ॥৪॥
 কিমিতি । সৰ্বলক্ষণৈঃ সুখচিহ্নৈঃ পূজিতে প্রশস্তে ॥৫॥
 অতীবেতি । বীভৎসোরজ্জুনশ্চ, কিঞ্চন দুৰ্লক্ষণম্ । ব্যাখ্যাতুং বক্তুম্ । ঘটপাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘প্রভাবশালী কৃষ্ণ ! তুমি যাহা বলিবার যোগ্য, সেই
 প্রিয় বাক্য আমি শুনিলাম । পবিত্র ও অমৃতের তুল্য তোমার সেই বাক্য
 আমার মন আনন্দিত করিতেছে ॥১॥

হৃষীকেশ ! আমি শুনিয়াছি যে, সেই সেই স্থানে পুনরায় রাজগণের সহিত
 অৰ্জুনের বহুতর যুদ্ধ হইয়াছে ॥২॥

পৃথানন্দন বুদ্ধিমান্ অৰ্জুন কি নিমিত্ত সৰ্বদাই অত্যন্ত সুখবিহীন হইল,
 ইহা ভাবিয়াই আমার মন অত্যন্ত সন্তপ্ত হয় ॥৩॥

জনার্দন ! আমি নির্জনে বসিয়া কুস্তীনন্দন অৰ্জুনের বিষয় চিন্তা করি যে,
 সে সৰ্বদাই অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতেছে ॥৪॥

কৃষ্ণ ! সৰ্বলক্ষণসম্পন্ন অৰ্জুনের দেহে কোন দুৰ্লক্ষণ আছে কি ? যাহাতে
 সে দুঃখভোগ করে ? ॥৫॥

(৩) অতীব বিজয়ো ধীমানিতি—বহু বর্ষ ।

ইতু্যক্তঃ স হৃষীকেশো ধ্যাংস্মা স্মগহদুত্তরম্ ।
 রাজানং ভোজরাজশ্রবর্ধনো বিষ্ণুরব্রবীৎ ॥৭॥
 নহস্য নৃপতে ! কিঞ্চিদনিষ্টমূলকয়ে ।
 ঋতে পুরুষসিংহস্য পিণ্ডিকেহস্তাধিকে যতঃ ॥৮॥
 স তাভ্যাং পুরুষব্যাস্ত্রো নিত্যগন্ধহ বর্ততে ।
 ন চান্দ্রদনুপশ্যাগি যেনাসৌ দুঃখভাজনম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । রাজানং যুধিষ্ঠিরম্, ভোজরাজশ্রবর্ধনো ভোজবংশীয়ক্ষত্রিয়সমৃদ্ধিকরঃ ॥৭॥
 নহীতি । অনিষ্টং দুর্লক্ষণম্ । পুরুষসিংহস্যার্জুনস্ত ঋতে এতদুর্লক্ষণং বিনা । যতঃ অস্ত
 অর্জুনস্ত পিণ্ডিকে জাহ্নুঘনস্ত পশ্চাদ্ভাগঘনম্ অধিকে অদিকস্থলে । অতএবাসৌ দুঃখভাগীতি
 শেষঃ ॥৮॥

স ইতি । তাভ্যাং পিণ্ডিকাভ্যাং হেতুভ্যাম্, গন্ধহ পথিবু । অগ্নাদুর্লক্ষণম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ঋতমিতি ॥১—৬॥ ভোজরাজশ্রবানং বর্ধনঃ ॥৭॥ সংলিষ্টমবিবিক্তম্, সংলিষ্টমিতি পাঠেইপি
 অতিপুষ্টবাদিতরলোপাদবিবিক্তত্বং ভবতি ভদ্রহিতং পিণ্ডিকে জাহ্নুনোরধঃ পশ্চাত্তাগীয়ো
 মাংসলঃ প্রদেশঃ পিণ্ডিকা তে উভে অস্ত্রাধিকে বদেশাদধোভাগপর্যন্তং বহুলমালম্বমানে,
 পাঠান্তরে কায়তঃ শরীরায় অতি অতিপ্রমাণে ॥৮—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক—

পর্যনি অশ্বমেধে দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১০॥

অর্জুন অত্যন্ত দুঃখভাগী ; অথচ তাহার গাত্রে কোন দুর্লক্ষণ দেখিতে
 পাই না ; অতএব ইহা যদি আমার শ্রোতব্য হয়, তবে তুমি তাহা আমার
 নিকট বলিতে পার' ॥৬॥

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে ভোজবংশের উন্নতিবর্দ্ধক হৃষীকেশ কৃষ্ণ একটু
 চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সুপ্রশস্ত উত্তর বলিলেন—॥৭॥

‘রাজা ! নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের এইটী ব্যতীত অন্য কোন দুর্লক্ষণ দেখিতে পাই
 না । যেহেতু, উহার জাহ্নুযুগলের পশ্চাদ্ভাগ অত্যন্ত স্থূল—এই জন্যই ইনি
 সর্বদা দুঃখভোগ করেন ॥৮॥

নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই দুর্লক্ষণবশতই সর্বদা পথে পথে থাকেন, এতদ্ভিন্ন
 অন্য কোন দুর্লক্ষণ দেখিতে পাই না, যাহাতে ইনি দুঃখভোগ করিতে
 পারেন’ ॥৯॥

ইত্যুক্তঃ পুরুষশ্ৰেষ্ঠস্তদা কৃষ্ণেন ধীমতা ।
 প্রোবাচ বৃষ্ণিশাদূলমেবমেতদিতি প্রভো ! ॥১০॥
 কৃষ্ণা তু দ্রৌপদী কৃষ্ণঃ তিৰ্য্যাক্ সাসূয়মৈকত ।
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ তস্মাস্তং প্রণয়ং চাপি কেশিহা ।
 সখ্যুঃ সখা হৃষীকেশঃ সাক্ষাদিব ধনঞ্জয়ঃ ॥১১॥
 তত্র ভীষ্মাদয়স্তে তু কুরবো যাজকাস্চ যে ।
 রেমুঃ শ্ৰেষ্ঠা বিচিত্রাং তাং ধনঞ্জয়কথাং শুভাম্ ॥১২॥
 তেষাং কথয়তামেব পুরুষোহৰ্জুনসংকথাম্ ।
 উপায়াবচনাদ্দূতো বিজয়স্ত মহাত্মনঃ ॥১৩॥
 সোহভিগম্য কুরুশ্ৰেষ্ঠং নমস্কৃত্য চ বুদ্ধিমান্ ।
 উপায়াতং নরব্যাত্রং ফাল্গুনং প্রত্যবেদয়ৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । পুরুষশ্ৰেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ । বৃষ্ণিশাদূলং কৃষ্ণম্ ॥১০॥
 কৃষ্ণেতি । তিৰ্য্যাক্ বক্রম্ । সখ্যাদ্রৌপতাঃ প্রিয়স্ত অৰ্জুনস্ত । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥
 তত্রেতি । রেমুরানন্দঃ, তাং নানাদেশপৰ্য্যটনবিষয়াম্ ॥১২॥
 তেষামিতি । অৰ্জুনসংকথাম্ অৰ্জুনবিষয়বাক্যম্ । বিজয়স্তাৰ্জুনস্ত বচনাৎ ॥১৩॥
 স ইতি । উপায়াভ্যুপগমঃ; ফাল্গুনমৰ্জুনম্ ॥১৪॥

রাজা! বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, তখন নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিলেন—‘ইহা এইরূপই হইবে’ ॥১০॥

এদিকে ক্রপদনন্দিনী কৃষ্ণা অশ্রুয়ার সহিত বক্রভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন অৰ্জুনের সখা এবং সাক্ষাৎ অৰ্জুনের ছায় আকৃতিশালী কেশিদানবহস্তা কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সেই প্রণয়ের দৃষ্টিপাত গ্রহণ করিলেন ॥১১॥

এদিকে যে সকল যাজক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এবং ভীষ্মপ্রভৃতি সেই কুরুবংশীয়েরা অৰ্জুনের সেই বিচিত্র ও মঙ্গলময় কথা শুনিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন ॥১২॥

তাঁহারা অৰ্জুনের কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়েই মহাত্মা অৰ্জুনের আদেশ অনুসারে তাঁহারই দূতরূপে একটা পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইল ॥১৩॥

তচ্ছ্রদ্ধা নৃপতিস্তস্য হর্ষবান্ধবাকুলেষ্ণবঃ ।
 প্রিয়াখ্যাননিগিতং বৈ দদৌ বহু ধনং তদা ॥১৫॥
 ততো দ্বিতীয়ে দিবসে মহান্ শব্দো ব্যবর্জিত ।
 আগচ্ছতি নরব্যাঘ্রে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে ॥১৬॥
 ততো রেণুঃ সমুদ্ভূতো বিবভৌ তস্য বাজিনঃ ।
 অভিতো বর্তমানস্য যথোচ্চৈঃশ্রবসস্তথা ॥১৭॥
 তত্র হর্ষকরীর্বাচো নরাণাং শুশ্রুবেহর্জুনঃ ।
 দিষ্ট্যামি পার্থ ! কুশলৌ ধন্যো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৮॥
 কোহন্যো হি পৃথিবীং ক্লৃৎস্নাং জিত্বা হি যুধি পার্থিবান্ ।
 চারয়িত্বা হয়শ্চেষ্টমুপাগচ্ছেদৃতেহর্জুন ॥১৯॥
 যে ব্যতীতা মহাত্মানো রাজানঃ সগরাদয়ঃ ।
 তেষামপীদৃশং কৰ্ম্ম ন কদাচন শুশ্রুৎস ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ভদ্রিতি । হর্ষবান্ধবো আনন্দাশ্রণা আকুলে ব্যাঘ্রে দৈক্ষণে চক্ষুযী বস্ত্র সঃ ॥১৫॥
 তত ইতি । শব্দ আনন্দকোণাহলঃ । নরব্যাঘ্রে অর্জুনে ॥১৬॥
 তত ইতি । রেণুধূলিঃ, বাজিনঃ অশ্বগণস্ত । অভিতঃ সমস্ততঃ ॥১৭॥
 তত্র ইতি । দিষ্ট্য ভাগ্যান, ধন্যো ভবতো লাভাৎ পুণ্যবান্ ॥১৮॥
 ক ইতি । অর্জুন ১৯ ঋতে বিনা ॥১৯॥

সেই বুদ্ধিমান পুরুষটি যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইয়া এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জানাইল যে, ‘নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন আসিয়াছেন’ ॥১৪॥

যুধিষ্ঠির দূতের সেই বাক্য শুনিয়া আনন্দাশ্রুজলে আপ্পুত্তনয়ন হইয়া সেই দূতকে তখন বহুতর ধন দান করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর দ্বিতীয় দিনে নরশ্রেষ্ঠ ও কৌরবপ্রধান অর্জুন আসিতে লাগিলে বিশাল কোলাহল হইতে লাগিল ॥১৬॥

ক্রমে উচ্চৈঃশ্রবাস হ্রাস সকল দিকে বিদ্যমান অর্জুনের অশ্বসমূহের পদ-সঞ্চালনে ধূলি উথিত হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥১৭॥

তখন অর্জুন লোকসমূহের আনন্দজনক বাক্য শুনিতে লাগিলেন যে, ‘পৃথানন্দন ! ভাগ্যবশতই আপনি কুশলী রহিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠিরও বশ ॥১৮॥

অর্জুন ব্যতীত অস্ত্র কোন্ লোক যুদ্ধে রাজগণকে জয় করিয়া সমগ্র পৃথিবী বশে আনিয়া অশ্বশ্রেষ্ঠকে বিচরণ করাইয়া ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয় ॥১৯॥

নৈতদন্ত্ৰে করিয্যন্তি ভবিষ্যা বহুধাধিপাঃ ।
 যন্তং কুরুকুলশ্ৰেষ্ঠ ! দুষ্করং কৃতবানসি ॥২১॥
 ইত্যেবং বদতাং তেষাং পুংসাং কর্ণশ্রুত্বা গিরঃ ।
 শৃণ্বন্ বিবেশ ধৰ্ম্মাত্মা ফাল্গুনো যজ্ঞসংস্করণং ॥২২॥
 ততো রাজা মহামাত্যঃ কৃষ্ণশ্চ যত্ননন্দনঃ ।
 ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য তং প্রত্যাগম্যতুস্তদা ॥২৩॥
 মোহভিবাণ্য পিতুঃ পাদৌ ধৰ্ম্মরাজস্তা ধীমতঃ ।
 ভীমাঙ্গাদীংশ্চাপি সংপূজ্য পর্যম্বজত কেশবম্ ॥২৪॥
 তৈঃ সমেত্যাক্ষিতস্তাংশ্চ প্রত্যর্চ্যাত্বা যথাবিধি ।
 বিশিষ্টাং মহাবাহুস্তীরং লক্শ্বেব পারগঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেদিক-
 পৰ্বণি অশ্বমেদে অৰ্জুনপ্রত্যাগমনে দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

ভারতকৌমুদী

য ইতি । ব্যতীত। অতিক্রান্ত। ঈদৃশং কৰ্ম পৃথিবীজয়রূপং কাৰ্য্যম্ ॥২০॥
 নেতি । ভবিষ্যা ভাবিনঃ । দুষ্করং পৃথিবীজয়রূপং কাৰ্য্যম্ ॥২১॥
 ইতীতি । ফাল্গুনোহৰ্জুনঃ, যজ্ঞসংস্করণম্ অশ্বমেধযজ্ঞস্থানম্ ॥২২॥
 তত ইতি । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ । পুরস্কৃত্য অগ্রবর্তীকৃত্য, তমৰ্জুনম্ ॥২৩॥
 স ইতি । পিতৃধৃতরাষ্ট্রম্ । সংপূজ্য নমস্কৃত্য, পর্যম্বজত আলিঙ্গ্য ॥২৪॥

মহাত্মা সগরপ্রভৃতি যে সকল রাজা অতীত হইয়াছেন, তাহাদেরও এই
 প্রকার কার্য্য কখনই শুনি নাই ॥২০॥

কৌলবশ্ৰেষ্ঠ ! আপনি যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, এইরূপ কার্য্য ভাবী
 অন্য রাজারাও করিতে সমর্থ হইবেন না' ॥২১॥

তত্রত্য লোকেরা এইরূপ বলিতে থাকিলে, ধৰ্ম্মাত্মা অৰ্জুন তাহাদের সেই
 শ্রুতিমধুর বাক্য সকল শুনিতে থাকিয়া যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করিলেন ॥২২॥

তদনন্তর অমাত্যগণের সহিত যুধিষ্ঠির এবং যত্ননন্দন কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে
 অগ্রবর্তী করিয়া তখনই অৰ্জুনের প্রত্যাগমন করিলেন ॥২৩॥

তখন অৰ্জুন ধৃতরাষ্ট্র ও ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া
 এবং ভীমপ্রভৃতিকেও নমস্কার জানাইয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৪॥

একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু স রাজা বক্রবাহনঃ ।
মাতৃভ্যাং সহিতো ধীমান্ কুরুনভ্যাজগাম হ ॥১॥
তত্র বৃদ্ধান্ যথাবৎ স কুরুনভ্যাংশ্চ পার্থিবান্ ।
অভিবাণ্ড মহাবাহুস্তৈশ্চাপি প্রতিনন্দিতঃ ।
প্রবিবেশ পিতামহাঃ কুন্ত্যা ভবনমুত্তমম্ ॥২॥
স প্রবিশ্য মহাবাহুঃ পাণ্ডবানাং নিবেশনম্ ।
পিতামহীগভ্যবন্দৎ সান্না পরমবস্তনা ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিত্তি । সমেত্য মিলিত্বা, তৈর্ধৃতরাষ্ট্রাদিভিঃ অর্চিত আদৃতঃ । ভীষং নভ্যাঃ ॥২৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্কণি
অশ্বমেধে দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃ*ঃ—

এতস্মিন্নিত্তি । মাতৃভ্যাম্ উলুপীচিভ্রাজদাভ্যাম্, কুরুন যুধিষ্ঠিরাদীন ॥১॥
তত্রৈতি । বৃদ্ধান্ ধৃতরাষ্ট্রাদীন । প্রতিনন্দিত আশীৰ্বা বর্দ্ধিতঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২॥
স ইতি । পিতামহীং কুন্তীম্, সান্না কোমলবাকোন, পরমবস্তনা অত্যন্তমন্দরেণ ॥৩॥

পরে সকলে সন্মিলিত হইয়া অর্জুনকে আদর করিলে মহাবাহু অর্জুনও
যথাবিধানে তাঁহাদের প্রত্যাদর করিয়া নদীর তীর পাইয়া পারগামীর স্রায়
বিজ্রাম করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই সময়েই ধীমান্ রাজা বক্রবাহন মাতা উলুপী ও
চিভ্রাজদার সহিত মিলিত হইয়া কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১॥

তখন মহাবাহু বক্রবাহন যথাবিধানে বৃদ্ধ কৌরবগণ ও অশ্রান্ত রাজগণকে
অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাদের নিকটে আদৃত হইয়া পিতামহী কুন্তীর উত্তম
ভবনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥২॥

(১—২) প্রথমষষ্ঠীয়শ্লোকৌ পূর্বাধ্যায়শেষে সন্নিবেশিতৌ—বক বর্দ্ধ ।

ততশ্চিত্রাঙ্গদা দেবী কৌরব্যস্ত্রাজ্জাপি চ ।
 পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ সহিতে বিনয়েনোপজগ্মতুঃ ।
 স্তভদ্রাঞ্চ যথাশ্রায়ং যশ্চাশ্রাঃ কুরুযোষিতঃ ॥৪॥
 দদৌ কুন্তী ততস্তাভ্যাং রত্নানি বিবিধানি চ ।
 দ্রৌপদী চ স্তভদ্রা চ যশ্চাপ্যশ্রা দহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৫॥
 উষতুস্তত্র তে দেব্যৌ মহার্হশয়নাসনে ।
 স্পৃজিতে স্বয়ং কুন্ত্যা পার্থস্য হিতকাংক্ষয়া ॥৬॥
 স চ রাজা মহাতেজাঃ পূজিতো বক্রবাহনঃ ।
 ধৃতরাষ্ট্রং মহীপালমুপতস্থে যথাবিধি ॥৭॥
 যুধিষ্ঠিরঞ্চ রাজানং ভীমাঙ্গীংশ্চাপি পাণ্ডবান্ ।
 উপাগম্য মহাতেজা বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । কৌরব্যস্ত্র নাগস্ত্র আশ্রজা উলুপী । পৃথাং কুন্তীম্, কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ ।
 বট্টপাদোহ্ময়ং শ্লোকঃ ॥৪॥
 দদাবিতি । তাভ্যাম্ উলুপীচিচিত্রাঙ্গদাভ্যাম্ । দহুঃ বিবিধানি রত্নানি ইত্যহুঃস্তুতিঃ ॥৫॥
 উষতুরিতি । উষতুর্নিবাসং চক্রতুঃ । স্পৃজিতে অতীবাদৃতে ॥৬॥
 স ইতি । পূজিতঃ সর্বৈরাদৃতঃ । উপতস্থে উপাশাঙ্ক্রে ॥৭॥
 যুধীতি । মহাতেজা বক্রবাহনঃ ॥৮॥

মহাবাহু বক্রবাহন পাণ্ডবভবনে প্রবেশ করিয়া অতিসুন্দর ও কোমল
 বাক্য বলিয়া পিতামহী কুন্তীদেবীকে নমস্কার করিলেন ॥৩॥

তাহার পর চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী মিলিত হইয়া কুন্তী, দ্রৌপদী, স্তভদ্রা এবং
 অন্ত যে সকল কৌরবস্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সবিনয়ে ও যথানিয়মে নমস্কার
 করিলেন ॥৪॥

তদনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী, স্তভদ্রা এবং অন্ত যে সকল কৌরবস্ত্রী ছিলেন,
 তাঁহারা উলুপী ও চিত্রাঙ্গদাকে নানাবিধ রত্ন দান করিলেন ॥৫॥

তখন স্বয়ং কুন্তীদেবী অর্জুনের হিতকামনায় উলুপী ও চিত্রাঙ্গদাকে
 বিশেষ আদর করিতে লাগিলেন । সেই অবস্থায় তাঁহারা মহামূল্য শয্যা ও
 আসনে অবস্থান করিলেন ॥৬॥

ক্রমে মহাতেজা রাজা বক্রবাহন বিশেষ আদৃত হইয়া যথাবিধানে রাজা
 ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিতে লাগিলেন ॥৭॥

(৫)·· যশ্চাপ্যশ্রা বহুস্ত্রিয়ঃ—নি ।

স তৈঃ প্রেম্ণা পরিষক্তঃ পূজিতশ্চ যথাবিধি ।
 ধনং চাট্মৈ দদুর্ভূরি শ্রীযমাণা মহারথাঃ ॥৯॥
 তথৈব চ মহীপালঃ কৃষ্ণঃ চক্রগদাধরম্ ।
 প্রহ্মান্ন ইব গোবিন্দং বিনয়েনোপতস্থিবান্ ॥১০॥
 তট্মৈ কৃষ্ণো দদৌ রাজ্ঞে মহার্মগতিপূজিতম্ ।
 রথং হেগপরিষ্কারং দিব্যাশ্বযুজমুক্তমম্ ॥১১॥
 ধর্ম্মরাজশ্চ ভীমশ্চ ফাল্গুনশ্চ যমৌ তথা ।
 পৃথক্ পৃথক্ চ তে চৈনং গানার্বাভ্যামযোজয়ন্ ॥১২॥
 ততস্তু তীয়ে দিবসে সত্যবত্যাশ্বজো যুনিঃ ।
 যুধিষ্ঠিরং সমভ্যেত্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । পরিষক্ত আলিঙ্গিতঃ, পূজিত আদৃতঃ ॥৯॥
 তথেনি । মহীপালো বক্রবাহনঃ । প্রহ্মান্নঃ কৃষ্ণপুত্রঃ, উপতস্থিবান্ প্রণয়াম ॥১০॥
 তস্মা ইতি । রাজ্ঞে বক্রবাহনায়, মহার্মং মহামূল্যম্ । হেমা স্বর্ণেন পরিষ্কারো ভূষণং যন্ত
 তম্, দিব্যান্ উৎকৃষ্টান্ অশ্বান্ যুনক্তি আলিঙ্গ্যতীতি তম্ ॥১১॥
 ধর্ম্মেনি । ফাল্গুনোঽর্জুনঃ, যমৌ নকুলসহদেবৌ । গানার্বাভ্যাং রাজসম্মানধনভ্যাম্ ॥১২॥
 তত ইতি । সত্যবত্যাশ্বজঃ কৃষ্ণবৈপায়নঃ ॥১৩॥

মহাতেজা বক্রবাহন রাজা যুধিষ্ঠির এবং ভীমপ্রভৃতি পাণ্ডুরগণের নিকটে
 উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্রভাবে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন ॥৯॥

তখন যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সম্মুখে আলিঙ্গন ও যথাবিধানে
 সম্মান করিলেন এবং সেই মহারথেরা সমুদ্র হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দান
 করিলেন ॥১০॥

রাজা বক্রবাহন সেইরূপেই প্রহ্মান্নের শ্রায় চক্রগদাধারী কৃষ্ণের নিকটে
 যাইয়া তাঁহাকে বিনয়নম্রভাবে নমস্কার করিলেন ॥১০॥

সেই সময়ে কৃষ্ণ বক্রবাহনকে মহামূল্য, বিশেষ আদৃত, স্বর্ণভূষিত ও উৎকৃষ্ট
 অশ্বযুক্ত উত্তম একখানি রথ দান করিলেন ॥১১॥

পরে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে
 বক্রবাহনের সম্মান ও তাঁহাকে ধনদান করিলেন ॥১২॥

তাহার পর তৃতীয় দিনে মহর্ষি ও বাগ্মী বেদব্যাসযুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া
 এই কথা বলিলেন—॥১৩॥

অস্ত্রপ্রভৃতি কোন্তেয় ! যজ্ঞস্ত সময়ো হি তে ।
 যুহুর্ভো যজ্ঞিয়ঃ প্রাপ্তশ্চোদয়ন্তীহ যাজকাঃ ॥১৪॥
 অহীনো নাগ রাজেশ্বর ! ক্রতুস্তেহ্ময়ং বিকল্পবান্ ।
 বহুহ্মাং কাঞ্চনশ্চাত্ৰা খ্যাতো বহুহ্মবর্ণকঃ ॥১৫॥
 এবমত্র মহারাজ ! দক্ষিণাং ত্রিগুণাং কুরু ।
 ত্রিহ্মং ত্রজতু তে রাজন্ ! ত্রাক্ষণা হত্র কারণম্ ॥১৬॥
 ত্রীনশ্বমেধানত্র হ্মং সংপ্রাপ্য বহুদক্ষিণান্ ।
 জ্ঞাতিবধ্যাকৃতং পাপং প্রহাশ্যসি নরাধিপ ! ॥১৭॥
 পকিত্বং পরমং চৈতৎ পাবনং চৈতদুত্তমম্ ।
 যদশ্বমেধাবত্থং প্রাপ্যাসে কুরুনন্দন ! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অন্তেতি । যজ্ঞিয়ো যজ্ঞযোগ্যঃ, প্রাপ্ত উপস্থিতঃ, চোদয়ন্তি বহুঃ প্রেরয়ন্তি ॥১৪॥
 অহীন ইতি । অহীনঃ পূর্ণাঙ্গঃ, তে যয়া, বিকল্পবান্ বিবিধপ্রকারযুক্তঃ । কাঞ্চনশ্চ
 স্ববর্ণশ্চ ॥১৫॥
 এবমিতি । তে তবায়ং যজ্ঞঃ ত্রিহ্মং ত্রিগুণহ্মং ত্রজতু ত্রিগুণদক্ষিণাকরণাদেব । অত্র
 ত্রিগুণত্বলাভে ত্রাক্ষণা এব কারণম্, তৈত্তথাকীকরণ এব তথাবসন্তবাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥
 ত্রিনিতি । ত্রীন অশ্বমেধান্ অশ্বমেধত্ৰয়ফলম্ । জ্ঞাতীনাং বধ্যয়া হতয়া কৃতম্ ॥১৭॥
 পবিত্রমিতি । পাবনং পাপনাশকম্ । যদ্বশ্মাং, অশ্বমেধস্ত অবত্থম্ অবসাননাম ॥১৮॥

কুরুনন্দন । অস্ত্র ইহঁতে তোমার যজ্ঞের সময় ও এখন যজ্ঞের যুহুর্ভ
 উপস্থিত ইহঁয়াছে ; অতএব যাজ্ঞিকগণ তোমাকে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে
 বলিতেছেন ॥১৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ । নানাকল্পসম্বিত তোমার এই যজ্ঞ ‘অহীন’ নামে বিখ্যাত
 হউক ; আর এই যজ্ঞে স্বর্ণের প্রাচুর্য থাকায় ইহা ‘বহুহ্মবর্ণ’ নামেও প্রথিত
 হউক ॥১৫॥

মহারাজ ! তুমি যজ্ঞে দক্ষিণার পরিমাণও তিন গুণ কর । রাজা ! সেই
 কারণ তোমার এই যজ্ঞ তিনটী যজ্ঞের তুল্য হউক, এই বিষয়ে ত্রাক্ষণেরাই
 কারণ ইহঁবেন ॥১৬॥

নরনাথ ! তুমি বহুদক্ষিণায়ুক্ত তিনটী অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া
 জ্ঞাতিবধনিবন্ধন পাপের ক্ষয় করিতে পারিবে ॥১৭॥

(১৫) বহুহ্মাং কাঞ্চনাশ্চাত্ৰা খ্যাতো বহুহ্মবর্ণকঃ—বহু বর্ণ ।

ইত্যুক্তঃ স তু তেজস্বী ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ।
 দীক্ষাং বিবেশ ধৰ্ম্মাত্মা বাজিমেধাগুণ্যে ততঃ ॥১৯॥
 ততো যজ্ঞং মহাবাহুবাজিমেধং মহাক্রতুম্ ।
 বহ্নমদক্ষিণং রাজা সৰ্ব্বকাগণুগাশ্রিতম্ ॥২০॥
 তত্র বেদবিদো রাজন্ ! চক্রুঃ কৰ্ম্মাণি যাজকাঃ ।
 পরিক্রাসন্তি শাস্ত্রজ্ঞাঃ যথাবদ্বিজসত্তমাঃ ॥২১॥
 ন তেষাং শ্বলিতং কিঞ্চিদাসীচ্চাপ্যকৃতং তথা ।
 ক্রমযুক্তঞ্চ যুক্তঞ্চ চক্রুস্তত্র দ্বিজর্ষভাঃ ॥২২॥
 কৃত্বা প্রবৰ্গ্যং ধৰ্ম্মাখ্যং যথাবদ্বিজসত্তমাঃ ।
 চক্রুস্তে বিধিবদ্রাজন্ ! তথৈবাভিষবং দ্বিজাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । দীক্ষামারম্ভম্, বিবেশ চকার ॥১৯॥
 তত ইতি । বাজিমেধং যজ্ঞং নাম মহাক্রতুম্ আরোহে ইতি শেষঃ ॥২০॥
 তত্র ইতি । পরিক্রাসন্তি সৰ্বত্র বিচরন্তি স্ম ॥২১॥
 নেতি । শ্বলিতং বিকৃতম্ । ক্রমযুক্তং পৌৰ্ব্বাপর্য্যাবহীনম্ ॥২২॥
 কৃত্বেতি । প্রবৰ্গ্যং সৰ্ব্বাঙ্গসংযুক্তং কার্য্যবিশেষং বা । অভিষবং ত্রিকালস্থানম্ ॥২৩॥

কৌরবনন্দন ! অশ্বমেধযজ্ঞের অবসানে তুমি যে ‘অবভূথ’ নামে স্নান করিবে, তাহা পরম পবিত্র ও উত্তম পুণ্যজনক’ ॥১৮॥

অমিতবুদ্ধি বেদব্যাস এইরূপ বলিলে তেজস্বী ও ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন ॥১৯॥

তদনন্তর মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণায়ুক্ত এবং কাম্য সৰ্ব্বগুণসম্বিত অশ্বমেধযজ্ঞনামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥২০॥

রাজা ! বেদবিদ যাজ্ঞিকেরা সেই যজ্ঞে সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সেই যজ্ঞস্থানে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥২১॥

সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের কোন ক্রটি হয় নাই, কোন অঙ্গ অকৃত রহে নাই, অঙ্গসমূহে পৌৰ্ব্বাপর্য্যহানিও হয় নাই ; কিন্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠেরা সেই যজ্ঞে সমস্ত কার্য্যই যুক্তিযুক্তভাবে করিয়াছিলেন ॥২২॥

রাজা ! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠেরা যথাযথভাবে ‘ধৰ্ম্মাখ্য’ নামে ক্রিয়াকে সৰ্ব্বাঙ্গ-সংযুক্ত করিয়া যথাবিধানে ত্রৈকালিকস্থান করিতেছেন ॥২৩॥

অভিষুয় ততো রাজন্ ! সোমং সোমপসন্তমাঃ ।
 সবনান্নানুপূৰ্বেণ চক্রুঃ শাস্ত্রানুসারিণঃ ॥২৪॥
 ন তত্র কৃপণঃ কশ্চিন্ন দরিদ্রো বভূব হ ।
 ক্ষুধিতো দুঃখিতো বাপি প্রাকৃতো বাপি মানবঃ ॥২৫॥
 ভোজনং ভোজনার্থিভ্যো দাপয়মাস শক্রহা ।
 ভীমসেনো মহাতেজাঃ সততং রাজশাসনাৎ ॥২৬॥
 সংস্তরে কুশলাশ্চাপি সৰ্ব্বকার্য্যাণি যাজকাঃ ।
 দিবসে দিবসে চক্রুৰ্থাশাস্ত্রানুদৰ্শনাৎ ॥২৭॥
 নাষড়ঙ্গবিদভ্রাসীৎ সদশ্চাস্তস্য ধীমতঃ ।
 নাত্ততো নানুপাধ্যায়ো ন চ বাদাবিচক্ষণঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি । অভিষুয় ত্রিকালং স্বাভা, সোমং সোমরসং পপুৰিতি শেষঃ । সবনানি সোম-
 রসোৎপাদনানি ॥২৪॥

নেতি । কৃপণো ব্যয়কুণ্ঠিতঃ । প্রাকৃতঃ অশিক্ষিতঃ ॥২৫॥

ভোজনমিতি । রাজো যুধিষ্ঠিরস্ত শাসনাদাদেশাৎ ॥২৬॥

সংস্তর ইতি । সংস্তরে যথাবদ্বজ্রাহষ্ঠানে, কুশলা নিপুণাঃ ॥২৭॥

নেতি । অত্র যজ্ঞে, অষড়ঙ্গবিৎ শিক্ষাকল্পাভ্যনভিজ্ঞঃ । “শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিক্কতং
 ছন্দসাং চিতিঃ । জ্যোতিষায়ম্ননকৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি যট্ ।” অত্রতঃ শাস্ত্রবিহিতনিয়মশূন্যঃ,
 অহুপাধ্যায়ঃ অনধ্যাপকঃ, বাদে শাস্ত্রীয়বিচারে অবিচক্ষণঃ অনভিজ্ঞঃ ॥২৮॥

রাজা । তদনন্তর সোমপায়িশ্চৈষ্ঠগণ স্নান করিয়া সোম পান করিতেন
 এবং শাস্ত্রানুসারী হইয়া যথানিয়মে সোমরস উৎপাদন করিতেন ॥২৪॥

সেই যজ্ঞে কেহই দানকুণ্ঠিত ছিল না, কোন দরিদ্র থাকে নাই, কোন
 মানুষই ক্ষুধার্ত, দুঃখিত বা অবজ্ঞাত হয় নাই ॥২৫॥

মহাতেজা ও শক্রহস্তা ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের আদেশ অনুসারে সর্বদাই
 ভোজনার্থীদিগকে ভোজনদ্রব্য দান করাইতেন ॥২৬॥

যজ্ঞকার্য্যে নিপুণ যাজকেরা শাস্ত্র দর্শন করিয়া প্রত্যহ সমস্ত কার্য্য
 করিতেন ॥২৭॥

সেই যজ্ঞে কোন সদশ্চই ব্যাকরণপ্রভৃতি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন না,
 কিংবা কেহই শাস্ত্রোক্ত নিয়মশূন্য অনধ্যাপক বা বিচারে অবিচক্ষণ ছিলেন
 না ॥২৮॥

ততো যুপোচ্চুয়ে প্রাপ্তে ষড়্ বৈব্রাহ্ন ভরতর্ষভ ! ।
 খাদিরান্ বিব্রসমিতাংস্তাবতঃ সর্ববর্গিনঃ ॥২৯॥
 দেবদারুগম্যৌ ঘৌ তু যুপৌ কুরুপতেমথৈ ।
 শ্লেষ্মাতকময়ং চৈকং যাজকাঃ সগকল্পয়ন্ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)
 শোভার্থং চাপরান্ যুপান্ কাঞ্চনান্ ভরতর্ষভ ! ।
 স ভীমঃ কারয়ামাস ধর্ম্মরাজস্ত শাসনাৎ ॥৩১॥
 তে ব্যরাজন্ত রাজর্ষের্বাসোভিরূপশোভিতাঃ ।
 মহেন্দ্রানুগতা দেবা যথা সপ্তর্ষিভির্দিবি ॥৩২॥
 ইষ্টকাঃ কাঞ্চনীশ্চাত্র চয়নার্থং কৃতা বিভো ! ।
 শুশুভে চয়নং তচ্চ দক্ষশ্চৈব প্রজাপতেঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । যুপোচ্চুয়ে যুপোত্তোলনকালে প্রাপ্তে উপস্থিতে, বৈব্রাহ্ন বিব্রস্কসম্ভবান্
 ষট্, খাদিরান্ খদিরবৃক্ষনির্মিতান্ তাবতঃ ষট্, বিব্রসমিতান্ বিব্রযুপতুল্যান্, সর্ববর্গিনঃ শুভ্রাদি-
 সকলবর্ণযুক্তান্ । মথৈ অশ্বমেদযজ্ঞে । শ্লেষ্মাতকো বৃক্ষবিশেষস্তম্ভয়ম্ ॥২৯—৩০॥
 শোভেতি । কাঞ্চনস্ত স্বর্ণশ্চেম ইতি কাঞ্চনান্তান্ । শাসনাদাদেশাৎ ॥৩১॥
 ত ইতি । তে যুপাঃ রাজর্ষেযুর্ষিষ্টিরস্ত । সপ্তর্ষিভিরূপশোভিতা ইত্যাহুর্ভুতিঃ ॥৩২॥
 ইষ্টকা ইতি । কাঞ্চনীঃ কাঞ্চজাঃ স্বর্ণমযাঃ, চয়নার্থম্ অগ্নিহোপনার্থম্ ॥৩৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যুপ উত্তোলনের সময় উপস্থিত
 হইলে যাজকেরা বিব্রবৃক্ষের ছয়টি, সেই বিব্রযুপের তুল্য ও সমস্ত বর্ণবিশিষ্ট
 খদিরবৃক্ষের ছয়টি, দেবদারুবৃক্ষের দুইটি এবং বহুব্রাহ্মণ বৃক্ষের একটি যুপ নির্মাণ
 করাইলেন ॥২৯—৩০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যুধিষ্ঠিরের আদেশ অনুসারে ভীমসেন শোভা সম্পাদনের
 নিমিত্ত আরও অনেকগুলি স্বর্ণময় যুপ নির্মাণ করাইলেন ॥৩১॥

স্বর্ণে ইন্দ্রের অনুগামী ও সপ্তর্ষিগণশোভিত দেবগণ যেমন শোভা পান,
 সেইরূপ রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞে সেই সকল যুপ বজ্রবেষ্টিত হইয়া শোভা
 পাইতে লাগিল ॥৩২॥

রাজা ! সেই যজ্ঞে অগ্নি চয়নের জন্ত স্বর্ণময় ইষ্টক নির্মাণ করিয়াছিল ;
 সুতরাং দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞের জ্বায় সেই যজ্ঞেও সেই অগ্নিচয়নের পাত্রগুলি
 শোভা পাইতে লাগিল ॥৩৩॥

চতুষ্চিত্যশ্চ তত্ৰাসীদষ্টাদশকরাজ্ঞকঃ ।

স রুক্ষপক্ষে নিচিতিজ্ঞকোণে গরুড়াকৃতিঃ ॥৩৪॥

ততো নিযুক্তাঃ পশবো যথাশাস্ত্রং মনীষিভিঃ ।

তং তং দেবং সমুদ্दिश्य পক্ষিণঃ পশবশ্চ যে ॥৩৫॥

ঋষভাঃ শাস্ত্রপঠিতাস্থথা জলচরাশ্চ যে ।

সৰ্বাংস্তানভ্যযুঞ্জংস্তে তত্রাগ্নিচয়কৰ্ম্মণি ॥৩৬॥

যুপেষু নিয়তা চাসীৎ পশুনাং ত্রিশতী তথা ।

অশ্বরত্নোত্তরা যজ্ঞে কৌশ্বেয়শ্চ মহাঅননঃ ॥৩৭॥

স যজ্ঞঃ শুশুভে তত্ৰ সাক্ষাদ্বেবমিসঙ্কুলঃ ।

গন্ধৰ্ব্বগণসঙ্গীতঃ প্রান্ভোহম্পরসাং গণৈঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

চতুরিতি । তত্ৰ যজ্ঞশ্চ অষ্টাদশকরাজ্ঞকঃ অষ্টাদশহস্তদীর্ঘঃ, রুক্ষপক্ষঃ স্বর্ণখচিতপার্শ্বঃ, নিচিতিঃ কুশব্যাপ্তঃ, চতুষ্চিত্যঃ অগ্নিচয়নার্থং বেদিচতুষ্টয়মাসীৎ ॥৩৪॥

তত ইতি । তং তং দেবং সমুদ্दिश्य যথা অগ্নিস্থিত্যচ্ছাগ ইত্যাদিভাবেন ॥৩৫॥

ঋষভা ইতি । ঋষভা বৃষাঃ । অভ্যযুঞ্জন্ যথাস্থানমবক্ষন্, তে যাজ্ঞকাঃ ॥৩৬॥

যুপেষিতি । নিয়তা বদ্ধা, ত্রয়াণাং শতানাং সমাহার ইতি ত্রিশতী । অশ্বরত্নং বহুপ্রাজ্য-বিচরিতঃ স ঘোটকশ্রেষ্ঠঃ উত্তরং প্রধানঃ যস্তাঃ সা ॥৩৭॥

স ইতি । তত্ৰ যুধিষ্ঠিরশ্চ, দেবমিভির্নায়দাদিভিঃ সঙ্কুলে ব্যাপ্তঃ ॥৩৮॥

সেই যজ্ঞে অষ্টাদশহস্তপরিমিত চারিটী বেদী নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল । সেই বেদীগুলি ত্রিকোণ, গরুড়াকৃতি, কুশব্যাপ্ত ও স্বর্ণপক্ষ ছিল ॥৩৪॥

তদনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ যাজকেরা শাস্ত্রানুসারে যথাস্থানে পশুগুলিকে রাখিলেন অর্থাৎ যে সকল পশু ও পক্ষী আনয়ন করা হইয়াছিল, যাজকেরা সেই সেই দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া সেই পশুগুলিকে যথাস্থানে রাখিয়াছিলেন ॥৩৫॥

শাস্ত্রোক্ত যে সকল বৃষ ও জলচরপ্রাণী আনয়ন করা হইয়াছিল, যাজকেরা সেই যজ্ঞে সেই সকল প্রাণীকেও যথাস্থানে রাখিলেন ॥৩৬॥

মহাভ্রা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে তিন শত পশু যুপে বন্ধন করা হইয়াছিল । তাহার মধ্যে সেই দিগ্বিজয়ী উত্তম অশ্বটিকে প্রধানভাবে রাখা হইয়াছিল ॥৩৭॥

ক্রমে যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ শোভা পাইতে লাগিল । কারণ, দেবমিগণ তাহাতে সাক্ষ্য উপস্থিত ছিলেন, গন্ধৰ্ব্বেরা গান করিতেছিল এবং অঙ্গরারী নাচিতেছিল ॥৩৮॥

স কিম্পুরুষসঙ্কীর্ণঃ কিম্নরৈশ্চোপশোভিতঃ ।

সিদ্ধবিপ্রনিবাসৈশ্চ সমস্তাদভিসংবৃতঃ ॥৩৯॥

তস্মিন্ সদসি নিত্যাস্তু ব্যাসশিষ্যা দ্বিজর্ষভাঃ ।

সর্বশাস্ত্রপ্রণেতারঃ কুশলা যজ্ঞসংস্তরে ॥৪০॥

নারদশ্চ বভূবাত্ত তুস্মুরুশ্চ মহাদ্ব্যতিঃ ।

বিশ্বাবস্মুশ্চিত্রসেনস্তথাশ্চে গীতকোবিদাঃ ॥৪১॥

গন্ধর্বা গীতকুশলা নৃত্যেষু চ বিশারদাঃ ।

রময়ন্তি স্ম তান্ বিপ্রান্ যজ্ঞকর্মান্তরেষু বৈ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাখ্যমৈধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে অশ্বমেধযজ্ঞারম্ভে একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । সিদ্ধানাং বিপ্রাণাঞ্চ নিবাসৈর্বা সমভবনৈঃ ॥৩৯॥

তস্মিন্মিতি । নিত্যঃ সর্বদা স্থিতা আসন্নিতি শেষঃ ॥৪০॥

নারদ ইতি । বভূবেতি অস্বাভ্যোঃ পয়োক্ষায়াং প্রয়োগঃ । তুস্মুরুপ্রভৃতয়ো গন্ধর্বাঃ ॥৪১॥

গন্ধর্বা ইতি । রময়ন্তি স্ম নৃত্যগীতাভিঃ সম্ভোষয়ন্তি স্ম ॥৪২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাখ্যমৈধিকপর্বণি

অশ্বমেধে একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

বহু কিম্নর বিচরণ করিতেছিল, অনেক কিম্নর শোভা সম্পাদন করিতে-
ছিল এবং সকল দিকে সিদ্ধগণ ও ব্রাহ্মণগণের বাসভবনে সেই যজ্ঞস্থান পরিপূর্ণ
ছিল ॥৩৯॥

সর্বশাস্ত্রপ্রণেতা ও যজ্ঞকার্যে নিপুণ ব্যাসশিষ্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সেই সভায়
সর্বদা উপস্থিত ছিলেন ॥৪০॥

আর সেই যজ্ঞে নারদ, মহাতেজা তুস্মুরু, বিশ্বাবস্মু, চিত্রসেন ও অগ্ন্যায়
গাননিপুণ লোকেরা আসিয়াছিলেন ॥৪১॥

গানে নিপুণ ও নৃত্যে বিশারদ গন্ধর্বেরা সেই যজ্ঞকর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে
আনন্দিত করিতেছিল ॥৪২॥

* ‘...অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ’—বঙ্গ বর্ষ, ‘...একোনবতিতমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ :

—ঃ●ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অপয়িত্বা পশুনস্থান্ বিধিবদ্বিজসত্ত্বগাঃ ।
তং তুরঙ্গং যথাশাস্ত্রমালভন্ত দ্বিজাতয়ঃ ॥১॥
ততঃ সংশ্রপ্য তুরগং বিধিবদযাজকাস্তদা ।
উপসংবেশয়াং চক্রুস্ততস্তাং ক্রপদাত্মজাম্ ।
কলাভিস্তিস্মৃভী রাজন্ ! যথাবিধি মনস্বিনীম্ ॥২॥
উদ্ধৃত্য তু বপাং তস্ত্র যথাশাস্ত্রং দ্বিজাতয়ঃ ।
অপয়ামাস্তুরব্যগ্রা বিধিবদভরতর্ষভ ! ॥৩॥
তং বপাধুগগন্ধস্ত ধর্মরাজঃ সহানুজৈঃ ।
উপাজিহ্মদযথাশাস্ত্রং সর্বপাপাপহং তদা ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অপয়িত্বেতি । অপয়িত্বা ছিদ্ৰা চ তং দিগ্‌বিজয়িনম্, আলভন্ত অচ্ছিন্দন্ ॥১॥
তত ইতি । সংশ্রপ্য ছিদ্ৰা । তিস্মভিঃ কলাভিরংশৈঃ ভক্তিশ্রদ্ধামত্রেবিশিষ্টান্ । ষট্‌পাদো-
হয়ং শ্লোকঃ ॥২॥
উদ্ধৃত্যেতি । তস্ত্র তুরঙ্গস্ত্র বপাং বসাম্ । অপয়ামাস্তুরঃ পেচুঃ ॥৩॥
তস্মিন্ । উপাজিহ্মদ্ব্যজ্ঞাতবান্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ যথাবিধানে অশ্রুত পশুগণকে
ছেদন করিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই দিগ্‌বিজয়ী অশ্বটিকে ছেদন করিলেন ॥১॥

রাজা ! তাহার পর যাজকেরা যথাবিধানে সেই অশ্বটিকে ছেদন করিয়া
শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মন্ত্রসমম্বিতা মনস্বিনী জোপদীকে তখন সেইস্থানে যথাবিধানে
উপবেশন করাইলেন ॥২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর ব্রাহ্মণেরা অনাকুল থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই
অশ্বটীর বসা (শরীরের ভিতরের ধাতুবিশেষ) উত্তোলন করিয়া যথাবিধানে
সেই বসা অগ্নিতে পাক করিতে লাগিলেন ॥৩॥

তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া শাস্ত্রানুসারে সর্বপাপনাশক
সেই বসার ধূমের গন্ধ আশ্রয় করিলেন ॥৪॥

(২) ..উপসংবেশয়ন্ রাজন্ । ততস্তাং ক্রপদাত্মজাম্—পি বদ বর্ধ ।

শিষ্টান্যঙ্গানি যান্মাসংস্তুস্তাশ্চ নরাধিপ ! ।
 তান্মগ্নৌ জুহুবুধীরাঃ সগস্তাঃ ষোড়শর্ষিজঃ ॥৫॥
 সংস্থাপ্যৈবং তস্ত রাজ্ঞস্তং যজ্ঞং শক্রতেজসঃ ।
 ব্যাসঃ সশিষ্যো ভগবান্ বর্দ্ধয়ামাস তং নৃপম্ ॥৬॥
 ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রাদাদব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি ।
 কোটীঃ সহস্রং নিক্ষাণাং ব্যাসায় তু বহুধ্বনাম্ ॥৭॥
 প্রতিগৃহ্য ধরাং রাজন্ ! ব্যাসঃ সত্যবতীপুত্রতঃ ।
 অত্রবীদুভরতশ্চৈষ্ঠং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৮॥
 বহুধা ভবতস্ত্বেহা সংন্যস্তা রাজসত্তম ! ।
 নিষ্কর্যো দীয়তাং মহ্যং ব্রাহ্মণা হি ধনার্থিনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

শিষ্টানীতি । শিষ্টানি অবশিষ্টানি । জুহবুশ্চক্ষিপুঃ ॥৫॥

সংস্থাপ্যেতি । সংস্থাপ্য সমাপ্য, তস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত, শক্রস্ত ইন্দ্রস্তেব তেজো যস্ত তস্ত ।
 বর্দ্ধয়ামাস অভিষেকাদিনা ॥৬॥

তত ইতি । নিক্ষাণাং স্বর্ণমুদ্রাণাম্ ॥৭॥

প্রতীতি । ধরাং ভূমিম্ ॥৮॥

বহুধেতি । সংন্যস্তা গয়ি স্থাপিতা । নিষ্কর্যঃ পারিশ্রমিকং ধনম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অপয়িত্বৈতি । ১॥ সংস্থাপ্যেতি পাঠে হিংসিত্বা তুরগং তস্ত সমীপে তিস্তিভিঃ কলাভিঃ
 কলনাভিঃ মন্ত্রদ্রব্যাদ্বাখ্যাভিক্ষেপেতাং ত্রৌপদীম্ উপসংবেশয়ন্, সার্ব্বঃ স্রোতঃ ॥২—৪॥ অঙ্গানি
 হৃদয়জিহ্বাবক্ষ-আদীনি ॥৫॥ সংস্থাপ্য সমাপ্য ॥৬॥ তুশলশ্চার্থো ঋদ্ধিগন্তরং সমুচ্চিনোতি,

নরনাথ ! সেই অশ্বটীর যে সকল অঙ্গ অংশিষ্ট ছিল, বিদ্বান্ যোল জন
 পুরোহিতের সকলেই সেই অঙ্গগুলিকে অগ্নিতে হোম করিলেন ॥৫॥

এইভাবে ভগবান্ বেদব্যাস শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায়
 তেজস্বী যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া অভিষেক ও আশীর্ব্বাদদ্বারা
 তাঁহাকে সংবদ্ধিত করিলেন ॥৬॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির যথাবিধানে ব্রাহ্মণগণকে সহস্র কোটী স্বর্ণমুদ্রা এবং
 বেদব্যাসকে ভূমি দান করিলেন ॥৭॥

রাজা ! সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস পৃথিবী গ্রহণ করিয়া ভারতশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ
 যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—৥৮॥

‘রাজশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার উপরে পৃথিবী স্থাপন করিয়াছ, এখন আমার
 পারিশ্রমিক ধন দান কর । কারণ, ব্রাহ্মণেরা ধনার্থী হইয়া থাকেন’ ॥৯॥

যুধিষ্ঠিরস্ত তান্ বিপ্রান্ প্রভুবাচ মহাগনাঃ ।
 ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ মধ্যে রাজ্ঞাং মহাজ্ঞানাগ্ ॥১০॥
 অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে পৃথিবী দক্ষিণা স্মৃতা ।
 অৰ্জুনেন জিতা চেয়মুষ্টিগ্ভ্যাঃ প্রাপিতা যয়া ॥১১॥
 বনং প্রবেক্ষ্য বিপ্রাগ্র্যাঃ ! বিভজ্জ্বং মহীমিমাং ।
 চতুর্দ্ধা পৃথিবীং কৃষ্ট্বা চাতুর্হোত্রপ্রমাণতঃ ॥১২॥
 নাহমাদাতুমিচ্ছামি ব্রহ্মস্বং দ্বিজসন্তগাঃ ! ।
 ইদং নিত্যং মনো বিপ্রাঃ ! ভ্রাতৃণাঞ্চৈব মে সদা ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
 ইতুক্তবতি তস্মিন্স্থ ভ্রাতরো দ্রৌপদী চ সা ।
 এবমেতদিতি প্রাহুস্তদভুল্লোগহর্ষণম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি । মহামনা উদারচিত্তঃ ॥১০॥

অশ্বমতি । স্মৃতা স্মৃতিশাস্ত্রোক্তা । প্রাপিতা প্রদত্তা জয়ন্ত স্বহেতুভ্যাং “সপ্ত বিভাগয়া ধর্ম্মা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ” ইত্যাদিস্মৃতেঃ, অৰ্জুনস্ত চ নিজযোদ্ধৃৎবাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥

বনমিতি । পৃথিবীদানেহপি বনস্বাসামিকতয়া তত্ত্বাদান্যৎ “অটব্যঃ পর্বতাঃ পুণ্যা নগ্নস্তীর্ণানি ষাণি চ। সর্বাণ্যস্বামিকাত্ত্বাহর্ষহি তেষু পরিগ্রহঃ” ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত্যুত্তেস্তত্র প্রবেশে ন ব্রহ্মস্বগ্রহণমিতি ভাবঃ । বিভজ্জ্বং যুগ্মং বিভজ্য গৃহীত । চাতুর্হোত্রপ্রমাণতঃ তদাখ্যবেদপ্রমাণেন । ব্রহ্মস্বং ব্রাহ্মধনম্ ॥১২—১৩॥

ইতীতি । এতৎ রাজবাক্যম্ এবং সত্যম্ । লোগহর্ষণম্ আশ্চর্যজনকভ্যাং ॥১৪॥

তখন উদারচিত্ত ও বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া মহাজ্ঞান রাজাদের মধ্যে সেই ব্রাহ্মগণকে বলিলেন—॥১০॥

‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ । স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে পৃথিবী দক্ষিণা দান করিতে হয়, এদিকে অৰ্জুন এই পৃথিবী জয় করিয়াছেন ; সুতরাং আমি পুরোহিতগণকে সেই পৃথিবী দান করিলাম ॥১১॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ । চাতুর্হোত্র বেদপ্রমাণ অনুসারে পৃথিবীকে চারিভাগ করিয়া হোতা, তন্ত্রধার, ব্রহ্মা ও সদাস্ত্রদিগকে তাহা দিয়াছি, আপনারা এই পৃথিবী সেইভাবে গ্রহণ করুন ; কিন্তু আমি বনে প্রবেশ করিব । ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ । আমি ব্রহ্মস্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না । কারণ, আমার ভ্রাতৃগণের সর্বদাই এইরূপ মনোবৃত্তি রহিয়াছে’ ॥১২—১৩॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী বলিলেন যে, ‘রাজার

ততোহস্তরিক্ষে বাগাসীং সাধু সাধ্বিতি ভারত ! ।
 তথৈব দ্বিজসজ্জানাং শংসতাং বিবৰ্ভৌ স্বনঃ ॥১৫॥
 দ্বৈপায়নস্তথা কৃষ্ণঃ পুনরেব যুধিষ্ঠিরম্ ।
 প্রোবাচ গধ্যে বিপ্রাণামিদং সংপূজয়ন্ যুনিঃ ॥১৬॥
 দত্তৈষা ভবতা গহ্বং তাং তে প্রতিদদাম্যহম্ ।
 হিরণ্যং দীয়তাগেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো ধরাস্ত তে ॥১৭॥
 ততোহব্রবীদ্বাস্তদেবো ধৰ্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ।
 যথাহ ভগবান্ ব্যাসস্তথা স্বং কর্তুমৰ্হসি ॥১৮॥
 ইত্যুক্তঃ স কুরুশ্চেষ্টঃ শ্রীতাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
 কোটিং কোটিং গবাং প্রাদাদক্ষিণাং ত্রিগুণীকৃতাম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দ্বিজসজ্জানাং ব্রাহ্মণগণানাম্, শংসতাং প্রশংসতাম্, তথৈব স্বনঃ সাধুবাণঃ
 বিবৰ্ভৌ প্রচকাশে ॥১৫॥

দ্বৈপেতি । কৃষ্ণো দ্বৈপায়নো ব্যাসঃ । সংপূজয়ন্ প্রশংসন্ ॥১৬॥

দত্তেতি । এষা ধরা । হিরণ্যং ধনম্ ॥১৭॥

তত ইতি । তপস্বী ব্রাহ্মণো ধরয়া কিং করিষ্যতি । অতএব সা তবাস্ত ধনমেভ্যো
 দীয়তামিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ইতীতি । ত্রিগুণীকৃতাং শাস্ত্রনির্দিষ্টাপেক্ষয়েতি শেষঃ ॥১৯॥

এই বাক্য সত্য । তখন তাঁহাদের সেই উক্তি সকলেরই রোমাঞ্চজনক
 হইল ॥১৪॥

ভরতনন্দন ! তদনন্তর আকাশে ‘সাধু সাধু’ ইত্যাকার বাক্য উথিত হইল
 এবং প্রশংসাকারী ব্রাহ্মণগণেরও সেই প্রকারই কোলাহল প্রকাশ পাইল ॥১৫॥

ক্রমে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসা করিতে থাকিয়া ব্রাহ্মণ-
 গণের মধ্যে পুনরায় এই কথা বলিলেন— ॥১৬॥

‘রাজা ! তুমি আমাকে এই পৃথিবী দান করিয়াছ, আমি আবার তোমাকে
 তাহা দান করিলাম ; সুতরাং পৃথিবী তোমারই থাকুক, তুমি এই ব্রাহ্মণ-
 গণকে ধন দান কর’ ॥১৭॥

তাহার পর কৃষ্ণ ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—‘ভগবান্ বেদব্যাস যাহা
 বলিলেন, আপনি তাহাই করুন’ ॥১৮॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, কৌরবশ্চেষ্ট যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া
 কোটি কোটি গোস্বরূপ তিন গুণ দক্ষিণা দান করিলেন ॥১৯॥

(১৯) কোটিকোটীগুণং প্রাদাদক্ষিণাং ত্রিগুণীং ক্রতোঃ—পি বদ বদ ।

ন করিষ্যতি তল্লোকে কচ্চিদম্ভো নরাধিপঃ ।
 যৎকৃতং কুরুরাজেন মরুত্তস্তানুকূর্বতা ॥২০॥
 প্রতিগ্রহ তু তদ্রজং কৃষ্ণবৈপায়নো মুনিঃ ।
 ঋষিগ্ভ্যঃ প্রদদৌ বিদ্যাংচতুর্দ্ধা ব্যভজংচ তে ॥২১॥
 ধরण्या নিক্রয়ং দত্ত্বা তচ্ছিরণ্যং যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ধৃতপাপো জিতস্বর্গো যুমুদে ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥২২॥
 ঋষিজন্তমপর্ষ্যন্তং স্রবর্ণনিচয়ং তদা ।
 ব্যভজন্ত দ্বিজাতিভ্যো যথোৎসাহং যথাস্থখম্ ॥২৩॥
 যজ্ঞবাটে চ যৎকিঞ্চিচ্ছিরণ্যং সবিভূষণম্ ।
 তোরণানি চ যুপাংচ ঘটান্ পাত্রীন্তথেষ্টকাঃ ।
 যুধিষ্ঠিরাভ্যনুজ্ঞাতাঃ সর্বং তদ্যভজন্ দ্বিজাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । মরুত্তস্ত তদাধ্যস্ত প্রাপ্তকৃত্ত রাজঃ । “তস্ত চাহুকরোতি” ইত্যাদিবৎ কৰ্ম্মনি
 যষ্টী ॥২০॥

প্রতীতি । চতুর্দ্ধা হোতৃ-তজ্জধার-ব্রহ্ম-সদস্তাধ্যাপকায়চতুষ্টয়েন ॥২১॥

ধরण्या ইতি । ধরण्या ব্যাসেন প্রতিদত্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ, নিক্রয়ং মূল্যস্বরূপম্, ছিরণ্যং
 ধনম্ । ধৃতপাপো নানিতপাপঃ ॥২২॥

ঋষিজ ইতি । অপর্ষ্যন্তম্ অসীমম্, স্রবর্ণনিচয়ং স্বর্ণমুদ্রাসমূহম্ ॥২৩॥

যজ্ঞেতি । যজ্ঞবাটে তদম্বসেধযজ্ঞস্থানে, ছিরণ্যং ধনম্, বিভূষণৈরলঙ্কারৈঃ সযুক্তি ৩৭ ।
 ব্যভজন্ বিভজ্যাগৃহ্নন্ । “মণ্ডপং মণ্ডপজবাস্যচাৰ্য্যায় নিবেদয়েৎ” ইতি স্মৃতেষি ভাবঃ ।
 ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৪॥

মরুত্তরাজার অমুকরণকারী কুরুরাজ যুধিষ্ঠির যাহা করিলেন, জগতে অন্য
 কোন রাজাই তাহা করিতে পারিবেন না ॥২০॥

জ্ঞানী কৃষ্ণবৈপায়ন মুনি সেই রত্ন প্রতিগ্রহ করিয়া তাহা পুরোহিতগণকে
 দান করিলেন । সেই পুরোহিতেরা আবার হোতা, তজ্জধার, ব্রহ্মা ও সদস্তদিগের
 জন্ত তাহা চারিভাগে বিভক্ত করিলেন ॥২১॥

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীর মূল্যস্বরূপ সেই ধন দান
 করিয়া পাপবিহীন ও স্বর্ণবিজয়ী হইয়া আনন্দিত হইলেন ॥২২॥

তখন পুরোহিতগণ উৎসাহ অমূল্যে যথাস্থখে ব্রাহ্মণগণকে সেই অসীম
 স্বর্ণমুদ্রাসমূহ বিভক্ত করিয়া দিলেন ॥২৩॥

অনন্তরং দ্বিজাতিভ্যঃ ক্ষত্রিয়াঃ জহ্নুরে বসু ।
 তথা বিট্শূদ্রসজ্জাশ্চ তথ্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ।
 কালেন মহতা জহ্নুস্তৎসুবর্ণং ততস্ততঃ ॥২৫॥
 ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বৈ মুদিতা জগ্মুরালয়ান্ ।
 তপিতা বসুনা তেন ধর্ম্মরাজেন ধীমতা ॥২৬॥
 স্বমংশং ভগবান্ ব্যাসঃ কুন্ত্যে পাদাভিবাদিতঃ ।
 প্রদদৌ তস্মৈ মহতো হিরণ্যস্ত মহাত্ম্যতিঃ ॥২৭॥
 শ্বশুরাং প্রীতিদায়ং তং প্রাপ্য সা প্রীতমানসা ।
 চকার পুণ্যকং তেন স্তমহং সজ্জশঃ পৃথা ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অনন্তরমিতি । দ্বিজাতিভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ, অনন্তরং তদগ্রহণাং পরম্ । বসু ধনম্ ।
 অয়মপি বহুপাদঃ শ্লোকঃ ॥২৫॥

তত ইতি । আলয়ান্ স্বশ্বগৃহান্ । বসুনা ধনেন ॥২৬॥

স্বমিতি । পাদয়োরাভিবাদিতঃ কুন্ত্যেব নমস্কৃতঃ । হিরণ্যস্ত ধনস্ত, স্বমংশং কুন্ত্যে
 প্রদদৌ, তস্তাঃ পুত্রবধৃতয়া স্নেহাস্পাদত্যাং ॥২৭॥

শ্বশুরাদিতি । শ্বশুরাং বেদব্যাসাং, প্রীতিদায়ং প্রীতিদানম্ । তেন ধনেন, সজ্জশো
 লোকসমূহেভ্যো দানেন, স্তমহং পুণ্যকং ধর্ম্মং চকার ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তেন সর্বোভ্যো বহুক্ষরাং দদাবিত্যর্থঃ ॥১—২৪॥ অনন্তরং দ্বিজাতিভ্যঃ বিপ্রেষু গৃহীত্বা নিবৃত্তেষু

ক্রমে যজ্ঞভবনে যে কিছু ধন, অলঙ্কার, স্বর্ণের তোরণ, যূপ, ঘট, পাত্র ও
 ইষ্টক ছিল, যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে সে সমস্তই ব্রাহ্মণেরা নিজেরদের মধ্যে ভাগ
 করিয়া লইলেন ॥২৪॥

ব্রাহ্মণগণের গ্রহণের পর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ধন গ্রহণ করিলেন ।
 আর ম্লেচ্ছগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা স্থান হইতে সেই বিক্লিষ্ট সুবর্ণ কুড়াইয়া
 লইল ॥২৫॥

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির সেই ধন বিতরণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে, ব্রাহ্মণেরা
 সকলে আনন্দিত হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন ॥২৬॥

পরে কুন্তী যাইয়া বেদব্যাসকে নমস্কার করিলে, মহাতেজা ভগবান্ বেদ-
 ব্যাস সেই বিশাল ধনরাশির মধ্যে নিজের অংশ কুন্তীকে দান করিলেন ॥২৭॥

(২৫) তৃতীয়ার্ধঃ পি বজ বর্দ্ধ নাস্তি ।

(২৭)...কুন্ত্যে সাক্ষাৎকীমানতঃ—পি বজ বর্দ্ধ ।

গহ্বা হুবভূথং রাজা বিপাপু। ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
 সভাজ্যমানঃ শুশুভে মহেন্দ্রস্বিন্দশৈরিব ॥২৯॥
 পাণ্ডবাশ্চ মহীপালৈঃ সমেতৈরভিসংবৃত্তাঃ ।
 অশোভন্ত মহারাজ ! গ্রহস্তারাগৈরিব ॥৩০॥
 রাজভ্যোহপি ততঃ প্রাদাদ্রদ্রানি বিবিধানি চ ।
 গজানশ্বানলঙ্কারান্ স্ত্রিয়ো বাসাংসি কাঞ্চনম্ ॥৩১॥
 তদ্বনৌঘমপর্যাস্তং পার্থঃ পার্থিবমণ্ডলে ।
 বিসৃজন্ শুশুভে রাজন্ ! যথা বৈশ্রবণস্তথা ॥৩২॥
 আনীয় চ তথা বীরং রাজানং বক্রবাহনম্ ।
 প্রদায় বিপুলং বিত্তং গৃহান্ প্রান্হাপয়ত্তদা ॥৩৩॥
 দুঃশলায়াশ্চ তং পৌত্রং বালকং ভরতর্ষভ ! ।
 স্বরাজ্যেহথ পিতৃধীমান্ স্বহঃ প্রীত্যা চুবেশয়ৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

গহ্বতি । অবভূথম্ অবদানস্বানম্, গহ্বা প্রাপ্য । সভাজ্যমানঃ সর্কৈরভিনন্দ্যমানঃ ॥২৯॥
 পাণ্ডবা ইতি । সমেতৈঃ সম্মিলিতৈঃ, অভিসংবৃত্তাঃ পরিবেষ্টিতাঃ ॥৩০॥
 রাজভ্য ইতি । প্রাদাদ্রদ্রাণিঃ । কাঞ্চনং স্বর্ণঞ্চ ॥৩১॥
 তদিতি । অপর্যাস্তমসীগম, পার্থো যুধিষ্ঠিরঃ । বৈশ্রবণঃ কুবেরঃ ॥৩২॥
 আনীয়েতি । বিত্তং ধনম্, প্রান্হাপয়ৎ প্রেরয়ৎ ॥৩৩॥

এবং কুন্তী স্বশুর বেদব্যাসের নিকট হইতে সেই প্রীতিদান পাইয়া তাহা
 আবার বহু বহু লোককে দান করিয়া গুরুতর পুণ্য সঞ্চয় করিলেন ॥২৮॥

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া ‘অবভূথ’ নামক যজ্ঞাস্ত্র স্নান
 করিয়া পাপশূন্য অবস্থায় দেবগণের সহিত সম্মিলিত দেবরাজের আয়
 অভিনন্দিত হইতে থাকিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৯॥

মহারাজ! পাণ্ডবগণ সম্মিলিত রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নক্ষত্র পরিবেষ্টিত
 গ্রহগণের আয় শোভা ধারণ করিলেন ॥৩০॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির রাজগণকেও নানাবিধ রত্ন, হস্তী, অশ্ব, অলঙ্কার,
 স্ত্রী, বস্ত্র ও স্বর্ণ দান করিলেন ॥৩১॥

রাজা! পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির রাজগণকে সেই অসীম ধনসমূহ দান করিতে
 থাকিয়া কুবেরের আয় শোভা পাইতে থাকিলেন ॥৩২॥

বীর ও রাজা বক্রবাহনকে আনিয়া প্রচুর ধন দান করিয়া তখন তাঁহাকে
 নিজভবনে প্রেরণ করিলেন ॥৩৩॥

নৃপতীংশৈচ তান্ সর্বান্ সুবিভক্তান্ সুপূজিতান্ ।

প্রস্থাপয়ামাস বশী কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৫॥

গোবিন্দঞ্চ মহাত্মানং বলদেবং মহাবলম্ ।

তথাত্মান্ বৃষ্ণিবীরাংশ্চ প্রহ্মানাদীন সহস্রশঃ ॥৩৬॥

পূজয়িত্বা মহারাজ ! যথাবিধি মহাদ্রুতিঃ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজা প্রস্থাপয়দ্রিস্কমঃ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)

এবং বভূব যজ্ঞঃ স ধর্মরাজস্তা ধীমতঃ ।

বহ্নমধনরজ্জৌষঃ সুরাগৈরেয়সাগরঃ ॥৩৮॥

সর্পিঃপক্ষা হ্রদা যত্র বভূবুচ্চামপর্বতাঃ ।

রসালকর্দমা নদ্রো বভূবুর্ভরতর্ষভ ! ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

দুঃশলায়া ইতি । দুঃশলায়াঃ সিদ্ধরাজজয়ত্রয়পত্ন্যাঃ । স্বহর্ভগিত্বা দুঃশলায়া এব ॥৩৪॥

নৃপতীনিতি । সুবিভক্তান্ সুভূভাবেন বিভজ্য দত্তধনান্ বিভক্তমার্গান্ বা । বশী
স্বাধীনঃ ॥৩৫॥

গোবিন্দমিতি । বলদেবং রামম্ । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৬—৩৭॥

এবমিতি । বহ্ননামানং ধনানং বহ্নানাঞ্চ ওষঃ সমূহো যত্র সঃ । সুরাণাং সাধারণ-
মত্থানাং মৈত্রেয়াণাং তালাদিবৃক্ষজাতমত্থানাঞ্চ সাগরো যত্র সঃ ॥৩৮॥

সর্পিঃপক্ষা ইত্যঃ, সর্পীংষি দ্ব্যতান্তেব পক্ষাঃ কর্দমা যেষু তে, অন্নপর্বতাঃ
পর্বতপ্রমাণা অন্নরাশয়ঃ । রসালা ঘনীভূতক্ষীরাদয়ঃ কর্দমা বাস্তু তাঃ ॥৩৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠভাততনয়া দুঃশলার প্রতি
স্নেহবশতঃ তাঁহার বালক পৌত্রটাকে তাহারই পিতৃরাজ্যে স্থাপন
করিলেন ॥৩৪॥

ক্রমে স্বাধীনচেতা কুরুরাজ যুধিষ্ঠির যথাযোগ্য সম্মান করিয়া সেই সকল
রাজ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ করিলেন ॥৩৫॥

মহারাজ ! মহাতেজা ও শত্রুদমনকারী যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত
হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণ, মহাবল রাম এবং প্রহ্মপ্রভৃতি অস্ত্র সহস্র সহস্র মহাবংশীয়
বীরগণকে সম্মানিত করিয়া প্রেরণ করিলেন ॥৩৬—৩৭॥

ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের সেই অশ্বমেধযজ্ঞ এইভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল । সেই যজ্ঞে
বহুতর অন্ন, ধন ও রত্নের রাশি বিতরণ করা হইয়াছিল এবং সুরা ও মৈত্রেয়-
মত্দের সমুজ্জ নির্ম্মিত হইয়াছে দেখা গিয়াছিল ॥৩৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে যজ্ঞে হ্রদগুলি দ্ব্যতরূপ কর্দমে পরিপূর্ণ ছিল, পর্বতপ্রমাণ

ভক্ষ্যং খাণ্ডবরাগাণাং ক্রিয়তাং ভূজ্যতাং তথা ।
 পশুনাং বধ্যতাকৈব নাস্তং দদৃশিরে জনাঃ ॥৪০॥
 মত্তপ্রমত্তমুদিতং স্ত্রীতযুবতীজনম্ ।
 মৃদঙ্গশাশ্বনাদৈশ্চ মনোরমমভূতদা ॥৪১॥
 দীযতাং ভূজ্যতাং চাপি তত্র শব্দো মহানভূৎ ।
 দীযতাং দীযতাং চেতি দিবরাত্রগবারিতম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

ভক্ষ্যমিতি । ক্রিয়তাং ক্রিয়মাণানাম্, ভূজ্যতাং ভূজ্যমানানাঞ্চ, খাণ্ডবরাগাণাং তদানীন্তন-
 মধুরজব্যবিশেষাণাম্, ভক্ষ্যং দদৃশিরে ইতি সঙ্কটঃ । বধ্যতাং বধ্যমানানাম্ । অত্র সর্বত্রৈব
 ক্রিয়াসু পরস্পরপদাভ্যনেপদব্যক্তিমা আৰ্হাঃ ॥৪০॥

মত্তেতি । মত্তা মত্তপানাদিনা, প্রমত্তা আমোদাতিরেকেণাসাবধানা মুদিতা আনন্দিতাশ্চ
 অত্র সম্ভূতি তৎ । অর্শ-আদিবাদৎ । তৎ স্ত্রীতা যুবতীজনা যত্র তস্তাদৃশঞ্চ নগরম্ ॥৪১॥

দীযতামিতি । অবারিতং বাক্যমভূদিত্যহুত্বঃ ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

শিষ্টাং কত্রিয়াদয়ো গৃহীতবস্ত ইত্যর্থঃ ॥২৫—৩৭॥ মৈত্রেয়ঃ বৃক্ষজং মত্তম্ ॥৩৮—৩৯॥ খাণ্ডব-
 রাগঃ পিন্নলীভগ্নীযুক্তো মৃদঙ্গবৃষঃ খাণ্ডবঃ স এব শর্করায়ুক্তো রাগঃ খাণ্ডবঃ ॥৪০—৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে ষাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১২॥

অগ্নের রাশি প্রস্তুত হইয়াছিল এবং কৃত্রিম নদীগুলিতে ক্ষীরের কর্দম দেখা
 গিয়াছিল ॥৩৯॥

তখন লোকেরা দেখিতেছিল যে, বহু লোক খাণ্ডবরাগ (তদানীন্তন খাত্ত-
 বিশেষ) প্রস্তুত করিতেছিল এবং অনেকে তাহা ভোজন করিতেছিল ; আর
 বধ্যমান পশুর শেষ দেখা যায় নাই ॥৪০॥

তখন লোকেরা মত্ত, প্রমত্ত ও মুদিত হইয়া বিচরণ করিতেছিল এবং
 যুবতীরা আনন্দিত হইয়া ঘুরিতেছিল ; আর সেই নগরটী মৃদঙ্গ ও শাশ্বের শব্দে
 মনোহর হইয়াছিল ॥৪১॥

সেই যজ্ঞে ‘দান কর, ভোজন কর’ এইরূপ বিশাল কোলাহল সর্বদাই
 এবং দিবরাত্র অবারিত ভাবে ‘দান কর, দান কর’ এইরূপ বাক্য উচ্চারিত
 হইতে থাকিল ॥৪২॥

তং মহোৎসবসঙ্কশং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্ ।

কথয়ন্তি স্ম পুরুষা নানাদেশনিবাসিনঃ ॥৪৩॥

বর্ষিষা ধনধারাভিঃ কামৈ রত্নৈ রসৈস্তথা ।

বিপাপুা ভরতশ্রেষ্ঠঃ কৃতার্থঃ প্রাবিশৎ পুরম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে অশ্বমেধসমাপ্তৌ দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃ—

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ .

—ঃ—

জনমেজয় উবাচ ।

পিতামহস্য মে যজ্ঞে ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ ।

যদাশ্চর্য্যমভূৎ কিঞ্চিদন্তুবান্ বক্তুর্মহতি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভমিতি । তং যজ্ঞম্, মহোৎসবেন সঙ্কশতে সম্যক্ শোভতে স্মেতি তম্, হৃষ্টৈঃ পুষ্টৈশ্চ
জনৈরাকুলং ব্যাপ্তম্ ॥৪৩॥

বর্ষিষ্যেতি । বর্ষিষা তত্ত্বংপ্রার্থিনাং হস্তাদীন পুরয়িষা, কামৈঃ কাম্যবস্ত্তভিঃ, রসৈরাস্বাশ-
জ্ঞৈঃ ॥৪৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃ—

পিতেতি । পিতামহস্য প্রপিতামহপর্য্যায়স্য ॥১॥

নানা দেশবাসী লোকেরা বলিত যে, ‘মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ
মহোৎসবে পরিশোভিত এবং হৃষ্টপুষ্ট জনে পরিপূর্ণ হইয়া চলিতেছে’ ॥৪৩॥

ভরতবংশশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধনের স্রোত, রত্ন, খাণ্ডবস্ত্র ও অন্যান্য অভীষ্ট
দ্রব্যাদ্বারা প্রার্থিগণের আশা পূর্ণ করিয়া, পাপবিহীন ও চরিতার্থ হইয়া
হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ॥৪৪॥

—ঃ—

* ‘...একানবতিতমোহধ্যায়ঃ’—বঙ্গ বর্ধ, ‘...একনবতিতমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রয়তাং রাজশার্দূল ! মহদাশ্চর্য্যমুত্তমং ।
 অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে নিবৃতে যদভূৎ প্রভো ! ॥২॥
 তর্পিতেষু দ্বিজাগ্রোষু জ্ঞাতিসম্বন্ধিবন্ধুযু ।
 দীনাক্লৃপণে বাপি তদা ভরতসত্তম ! ! ॥৩॥
 ঘৃহ্মমাণে মহাদানে দিক্ষু সর্ব্বাশু ভারত ! ।
 পতৎসু পুষ্পবর্ষেষু ধর্ম্মরাজশ্চ মুর্দ্ধনি ॥৪॥
 নীলাক্লস্তত্র নকুলো রুহ্মপার্শ্বস্তদানঘ ! ।
 বজ্রাশনিসমং নাদমমুঞ্চদ্বমুধাধিপ ! ॥৫॥ (বিশেষকম্)
 সক্রতুৎসৃজ্য তং নাদং ত্রাসয়ানো মৃগদ্বিজান্ ।
 গানুযং বচনং প্রাহ ধ্রুক্ষে বিলশ্যো মহান্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

শ্রয়তামিতি । নিবৃতে সমাপ্তে ॥২॥

তর্পিতেষিতি । ক্লপণো ব্যয়কৃৎ । ঘৃহ্মমাণে প্রকাজমানো । নীলাক্লো নীলবর্ণনয়নঃ,
 নকুলো অস্তবিশেষঃ, রুহ্মপার্শ্বঃ স্বর্ণবর্ণপার্শ্বদেশঃ । বজ্রাশনিসমং বজ্রবিদ্যায়াদতুল্যম্ ॥৩—৫॥

সক্রতিতি । ত্রাসয়ানস্ত্রাসয়মানঃ, মৃগদ্বিজান্ পশুপক্ষিণঃ । মাহুযন্তেদং মাহুযম্, ধৃষ্টঃ
 প্রাগলভঃ, বিলশ্যো গর্ভবাসী ॥৬॥

জনমেজয় বলিলেন—‘মহর্ষি ! আমার প্রপিতামহ ধীমান্ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞে
 যে কিছু আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত হইয়াছিল, তাহা আপনি বলিতে পারেন’ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রভু রাজশ্রেষ্ঠ ! সেই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ সমাপ্ত
 হইলে, গুরুতর ও উত্তম যে আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত হইয়াছিল, তাহা আপনি শ্রবণ
 করুন ॥২॥

নিষ্পাপ-ভরতশ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন রাজা ! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বন্ধু-
 বর্গ, দরিদ্র, অন্ধ ও ব্যয়কুষ্ঠিত লোকদিগকে নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করিলে এবং
 সকল দিকে মহাদানের বিষয় ঘোষণা করিতে থাকিলে, আর ধর্ম্মরাজের মন্তকে
 পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিলে, তখন নীলবর্ণ নয়ন ও স্বর্ণবর্ণ পার্শ্ব একটা নকুল
 (বেজী) সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বজ্র ও বিদ্যাতের শব্দের শ্রায় ভীষণ শব্দ
 করিল ॥৩—৫॥

গর্ভবাসী, প্রাগলভ্যভাব ও বিশাল সেই নকুল একবারমাত্র সেই গর্জন
 করিয়া পশু ও পক্ষিগণের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া মাহুযের শ্রায় বাক্য
 বলিল—॥৬॥

শক্তুপ্রাশ্বেন বো নায়াং যজ্ঞস্তুল্যো নরাধিপাঃ ।
 উদ্ধবৃত্তের্বদাশ্চ কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ ॥৭॥
 তস্য তদ্বচনং শ্রদ্ধা নকুলস্য বিশাংপতে ! ।
 বিশ্বয়াং পরমং জগ্মুঃ সর্বৈ তে ব্রাহ্মণর্ষভাঃ ॥৮॥
 ততঃ সমেত্য নকুলং পর্যাপৃচ্ছন্ত তে দ্বিজাঃ ।
 কুতস্ত্বং সমনুপ্রাপ্তো যজ্ঞং সাধুসমাগমম্ ॥৯॥
 কিং বলং পরমং তুভ্যং কিং শ্রুতং কিং পরায়ণম্ ।
 কথং ভবন্তুং বিদ্যাম যো নো যজ্ঞং বিগর্হসে ॥১০॥
 অবিলুপ্যাগমং কৃৎস্নং বিবিধৈর্ষজ্জিহ্বৈঃ কৃতম্ ।
 যথাগমং যথান্যায়ং কর্তব্যঞ্চ তথাকৃতম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

শক্তিতি । হে নরাধিপাঃ, বো যুয়াকময়ং যজ্ঞঃ, কুরুক্ষেত্রনিবাসিনো বদাশ্চ দানশীলস্ত
 উদ্ধবৃত্তেঃ প্রাণ্ডকুরুপশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ, শক্তুপ্রাশ্বেন প্রহণরিমিতশক্তুদানেনাপি ন তুল্যঃ । চতুর্ভিঃ
 প্রহৃতৈরেকঃ প্রহঃ । অত্র হেতুঃ পরস্তাং ক্ষুটীভবিষ্ণুতি ॥৭॥

তস্তেতি । হে বিশাংপতে প্রজানাথ জনমেজয় ! । জগ্মুঃ প্রাপুঃ ॥৮॥

তত ইতি । সাধুনাং সমাগম উপস্থিতির্যত্র তম্ ॥৯॥

কিমিতি । বলং শক্তিঃ, তুভ্যং তব, শ্রুতং জ্ঞাতম্, পরায়ণং প্রধানাশ্রয়ঃ । বিদ্যাম
 বিদ্যাম অবগচ্ছামেত্যর্থঃ, যন্তম্, নঃ অস্বাকম্ ॥১০॥

অবীতি । কৃৎস্নং সর্বম্ । আগমং শাস্ত্রম্, অবিলুপ্য অপরিহার্য, বিবিধৈর্ষজ্জিহ্বৈর্বিধিভিঃ
 কৃতম্, যথাগমং শাস্ত্রমনতিক্রম্য, কৃতম্ ইদং যজ্ঞকর্ণেতি শেষঃ ॥১১॥

‘রাজগণ ! তোমাদের এই যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রবাসী, দানশীল ও উদ্ধবৃত্তি এক
 ব্রাহ্মণের এক গ্রন্থ পরিমিত শক্তুদানেরও তুল্য নহে’ ॥৭॥

নরনাথ ! তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ সেই নকুলের সেই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত
 বিশ্বয়াপন্ন হইলেন ॥৮॥

তাহার পর সেই ব্রাহ্মণেরা সেই নকুলের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন—‘নকুল ! তুমি কোথা হইতে এই সাধুজনপূর্ণ যজ্ঞ আসিয়াছ ? ॥৯॥

তোমার প্রধান শক্তি কি ? কি জ্ঞান ? তোমার অবলম্বন কি ? এবং আমরা
 তোমাকে কি প্রকারে জানিব, যে তুমি আমাদের যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ ? ॥১০॥

আমরা কোন শাস্ত্রকেই পরিত্যাগ না করিয়া নানাবিধ যজ্ঞীয় বিধি
 অনুসরণ করিয়াই এই যজ্ঞ করিয়াছি এবং শাস্ত্র ও গ্রন্থ অনুসারে সমস্ত কর্তব্য
 কার্য্য করিয়াছি ॥১১॥

পূজার্তাঃ পূজিতাশ্চাত্ত্র বিধিবচ্ছাত্রদর্শনাৎ ।
 মন্ত্রাহতিহৃতশ্চাগ্নিদত্তং দেয়মমৎসরম্ ॥১২॥
 তুষ্টা দ্বিজাতয়শ্চাত্ত্র দানৈর্বহুবিধৈরপি ।
 ক্ষত্রিয়শ্চ স্নয়ুর্দেন প্রাক্ষৈশ্চাপি পিতামহাঃ ॥১৩॥
 পালনেন বিশস্তৃফাঃ কামৈস্তৃফা বরস্ত্রিয়ঃ ।
 অমুক্রোশৈস্তৃফা শূদ্রা দানশেষৈঃ পৃথগ্জনাঃ ॥১৪॥
 জ্ঞাতিসম্বন্ধিনস্তৃফাঃ শৌচেন চ নৃপশ্চ নঃ ।
 দেবা হবির্ভিঃ পুণ্যৈশ্চ রক্ষণৈঃ শরণাগতাঃ ॥১৫॥
 যদত্র তথ্যং তদক্রেহি সত্যং সত্যং দ্বিজাতিষু ।
 যথাক্রমং যথাদৃষ্টং পৃষ্ঠো ব্রাহ্মণকাম্যয়া ॥১৬॥
 প্রক্লেয়বাক্যঃ প্রাক্ষস্ত্বং দিব্যং রূপং বিভর্ষি চ ।
 সমাগতশ্চ বিপ্রৈস্ত্বং তস্তুবান্ বক্তুর্গইতি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পূজ্যেতি । মন্ত্রাহতিভিঃ হৃতস্তর্পিতঃ, তথা দেয়ং বস্ত্র অমৎসরম্ অবিদেবং যথা স্ত্রাস্তৃখা দত্তম্ ॥১২॥

তুষ্টা ইতি । স্নয়ুর্দেন স্নায়ুর্দেন, পিতামহাঃ পিতরঃ ॥১৩॥

পালনেনেতি । বিশঃ প্রজাঃ, অমুক্রোশৈর্দয়াভিঃ, পৃথগ্জনা নীচজাতয়ঃ ॥১৪॥

জ্ঞাতীতি । শৌচেন পবিত্রতয়া সদ্যবহারেণেত্যর্থঃ । হবির্ভির্ধ্বজৈঃ, পুণ্যৈঃ কৰ্ম্মভিঃ ॥১৫॥

বদিতি । সত্যং সত্যং বক্তব্যমিতি শেষঃ ॥১৬॥

শাস্ত্র দেখিয়া যথাবিধানে এই যজ্ঞে পূজনীয় লোকদিগের পূজা করিয়াছি, মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছি এবং বিনা বিদেবে দাতব্য বস্ত্র দান করিয়াছি ॥১২॥

এবং এই যজ্ঞে নানাবিধ দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে, স্নায়ুর্দে ক্ষত্রিয়দিগকে আর প্রাক্ষদ্বারা পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছি ॥১৩॥

পালন করিয়া প্রজাগণকে, কামদানে উত্তম স্ত্রীদিগকে, দয়া করিয়া শূদ্র-গণকে এবং অবশিষ্ট দানদ্বারা ইতরলোকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছি ॥১৪॥

আমাদের রাজার সদ্যবহারে জ্ঞাতি ও সম্বন্ধীরা, যজ্ঞ ও অন্ত্রান্ত পুণ্যকৰ্ম্ম-দ্বারা দেবতারা এবং প্রতিপালনদ্বারা শরণাগত লোকেরা সন্তুষ্ট আছেন ॥১৫॥

আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি ; সুতরাং ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছানুসারে এ বিষয়ে যাহা সত্য তাহা বল । কারণ, ব্রাহ্মণগণের নিকটে সত্য সত্যই বলা উচিত ॥১৬॥

ইতি পূৰ্ণো দ্বিজৈস্তৈঃ স প্রহসন্নকুলোহত্রবীৎ ।
 নৈষা মুষা ময়া বাণী প্রোক্তা দৰ্পেণ বা দ্বিজাঃ ! ॥১৮॥
 যন্ময়োক্তমিদং বাক্যং যুগ্মাভিশ্চাপ্যুপশ্রুতম্ ।
 শক্তুপ্রশ্নেন বো নায়ং যজ্ঞস্তুল্যো দ্বিজর্ষভাঃ ! ॥১৯॥
 ইত্যবশ্যং ময়ৈতদ্বো বক্তব্যং দ্বিজসত্তমাঃ ! ।
 শৃণুতাব্যগ্রমনসঃ শংসতো গে যথা তথম্ ॥২০॥
 অনুভূতঞ্চ দৃষ্টঞ্চ যন্ময়া দ্রুতমুত্তমম্ ।
 উজ্জ্বলন্তের্বদান্যশ্চ কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ ॥২১॥
 স্বর্গং যেন দ্বিজঃ প্রাপ্তঃ সভার্য্যঃ সস্তুতস্মৃষুঃ ।
 যথা চার্কং শরীরশ্চ গমেদং কাঞ্চনীকৃতম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

অক্লেয়েতি । অক্লেয়ং বিশ্বাস্তং বাক্যং যশ্চ সঃ । সমাগতঃ সম্মিলিতঃ ॥১৭॥
 ইতীতি । মুষা মিথ্যা, দৰ্পেণ প্রাজ্ঞত্বাভিমানেন ॥১৮॥
 যদিতি । অত্র যচ্ছবশ্চ পরবাক্যগতেন পূর্বানপেক্ষায় যুগ্মকত্বং তথৈব সাহিত্যদৰ্পণ-
 সিদ্ধান্তাৎ ॥১৯॥
 ইতীতি । অব্যগ্রমনসো বিশ্বয়েহপ্যনাকুলচিত্তাঃ, শংসতো বদতঃ ॥২০॥
 অশ্বিতি । অনুভূতং যুক্ত্যবগতম্, দৃষ্টং প্রত্যক্ষীকৃতঞ্চ ॥২১॥
 স্বর্গমিতি । স্তুতেন পুত্রেণ স্মৃষয়া পুত্রবধ্বা চ স হেতি সঃ । কাঞ্চনীকৃতং স্বর্ণবর্ণা-
 কৃতম্ ॥২২॥

তুমি প্রাজ্ঞ, দিব্যরূপ ধারণ করিতেছ এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়াছ ; সুতরাং তোমার বাক্য আমাদের বিশ্বাসযোগ্য ; অতএব তুমি সত্য কথা বলিতে পার' ॥১৭॥

ব্রাহ্মণেরা এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সেই নকুলহাশ্র করিতে থাকিয়া বলিল—
 ‘ব্রাহ্মণগণ ! আমি এই বাক্য মিথ্যা বলি নাই বা গর্বের কহি নাই ॥১৮॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ! আমি এই যে বাক্য বলিয়াছি, আপনারাও যাহা শুনিয়া-
 ছেন অর্থাৎ আপনারা এই যজ্ঞ কুরুক্ষেত্রবাসী, দানশীল ও উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণের
 একমুষ্টি শক্ত্যুদানেরও তুল্য নহে ॥১৯॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা নিকটে ইহা আমার অবশ্যই বক্তব্য । সে
 যাহা হউক, আমি সত্য বলিতেছি, আপনারা স্থির চিত্তে শ্রবণ করুন ॥২০॥

আমি কুরুক্ষেত্রনিবাসী, দানশীল ও উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণের যে গুরুতর অন্তত
 বৃন্তাস্ত দেখিয়াছি ও যুক্তিদ্ধারা বুঝিয়াছি, (তাহা আপনারা শ্রবণ করুন) ॥২১॥

(২২) ..ইতঃ পরম্ অগ্ন্যায়নমাপ্তিঃ । নকুল উবাচ—নি । নকুল উবাচ—বদ বর্জ ।

হস্ত বঃ কথয়িষ্যামি দানস্ত ফলমুত্তমম্ ।
 আয়লক্স সূক্ষ্মস্ত বিপ্রদত্তস্ত যদ্বিজ্জাঃ । ২৩॥
 ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ধর্মজৈর্বহুভির্হৃতে ।
 উজ্জ্বলিত্বিজ্জঃ কশ্চিৎ কাপোতিরভবত্তদা ॥২৪॥
 সভার্য্যঃ সহপুত্রেণ সন্মুখতপসি স্থিতঃ ।
 বভূব শুক্লবৃত্তঃ স ধর্মাত্মা নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
 যষ্ঠে কালে সদা বিপ্রো ভুঙ্তে তৈঃ সহ গুত্রতঃ ॥২৫॥
 যষ্ঠে কালে কদাচিত্তু তস্মাহারো ন বিঘতে ।
 ভুঙ্তেহন্যগ্নিন্ কদাচিৎ স যষ্ঠে কালে দ্বিজোত্তমঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

হস্তেতি । হস্তশব্দো হর্ষে । সূক্ষ্মস্ত অল্পস্ত, বিপ্রেন দত্তস্ত কৃতস্ত ॥২৩॥
 ধর্ম্মেতি । কপোতশ্রুপত্যং কাপোতিঃ, কপোতপুত্রবৎ যঃ ধলু ভূমিপতিতমৈককং
 ধাত্মাদিকমাদায় জীবনং ধারয়তি স এব কাপোতিরুজ্জ্বলিত্বোচ্যতে ॥২৪॥
 সেতি । সন্মুখা পুত্রবধ্বা সহতি সন্মুখঃ । শুক্লবৃত্তঃ সন্মুখঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
 ভারতভাবদীপঃ
 পিতামহস্ত্রোভ্যাদিগ্রন্থতাংপর্য্যং ক্রৈশাক্ষিতং আয়তঃ শ্রদ্ধয়া সংপাদ্যেহপিতম্ অশ্বমেধা-
 দপাদিকমিতি ক্রোধজয়শ্চ সর্কধা কর্তব্য ইতি ॥১—২১॥ মমেদং যজ্রেতি শেষঃ ॥২২—২৩॥

কুরুক্ষেত্রবাসী এক ব্রাহ্মণ যে কশ্মের ফলে ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত
 স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে আমার শরীরের এই অর্দ্ধাংশকে স্বর্ণবর্ণ
 করিয়াছে ॥২২॥

ব্রাহ্মণগণ ! সেই ব্রাহ্মণকৃত আয়লক্স অত্যল্প ত্রব্যের উত্তম দানফল আমি
 আপনাদের নিকট বলিতেছি ॥২৩॥

কপোতের আয় ক্ষেত্রে পতিত এক একটা ধাতু গ্রহণ করিয়া যিনি জীবন
 ধারণ করেন, সেই জাতীয় লোককে কাপোতি ও উজ্জ্বলিত্ব বলা হয় । পূর্বের বহু
 ধর্ম্মজ লোকে পরিপূর্ণ ও ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রতীর্থে সেই জাতীয় এক ব্রাহ্মণ
 বাস করিতেন ॥২৪॥

নির্মল চরিত্র, ধর্ম্মাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় সেই ব্রাহ্মণ ভার্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর
 সহিত থাকিয়া তপস্তা করিতেন এবং সেই সদাচারী ব্রাহ্মণ চিরদিন দিনের
 বর্ষ যামাঙ্কে সেই ভার্য্যাশ্রুতির সহিত ভোজন করিতেন ॥২৫॥

কপোতধর্ম্মিণস্তস্তু দুর্ভিক্ষে সতি দারুণে ।
 নাবিভুত তদা বিপ্রাঃ । সঞ্চয়স্তম্ভিবোধত ॥২৭॥
 ক্রীণৌষধিসমাবাপো জবাহীনোহভবন্তদা ।
 কালে কালেহস্য সংপ্রাপ্তে নৈব বিদ্বোত ভোজনম্ ॥২৮॥
 ক্ষুধাপরিগতাঃ সর্ব্বৈ প্রাতিষ্ঠন্ত তদা তু তে ।
 উজ্জং তদা গুরুপক্ষে মধ্যং তপতি ভাস্করে ॥২৯॥
 উষার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ বিপ্রস্তপসি সংস্থিতঃ ।
 উজ্জমপ্রাপ্তবানৈব ব্রাহ্মণঃ ক্ষুচ্ছ্যমাস্থিতঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

যষ্ঠ ইতি । যষ্ঠে কালে দিবসস্ত যষ্ঠে যামার্ক্বে, আহায়ো ন বিভুতে আহার্যাভাবাৎ ।
 অস্তম্ভিন্ দিবসে ॥২৬॥

কপোতেতি । কপোতধর্ম্মিণঃ কপোতবহুজ্বতেঃ । সঞ্চয়ঃ খাত্তসংগ্রহঃ ॥২৭॥

ক্রীণেতি । ক্রীণ ওষধিসমাবাপো খাত্তসঞ্চয়ো যন্ত সং, জবাহীনো ধনশূন্তাঃ । কালে
 ভোজনসময়ে ॥২৮॥

ক্ষুধেতি । ক্ষুধাং পরিগতাঃ প্রাপ্তাঃ । উজ্জং ক্ষেত্রাদৈকৈকং খাত্তং সংগৃহীতমিতি শেষঃ,
 মধ্যং গগনস্ত ॥২৯॥

উক্ষেতি । ক্ষুচ্ছ্যমাস্থিতো বভূবেতি শেষঃ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

কাপোতিঃ কপোতবদৈকৈকং কণকমাদন্তে স কাপোতিঃ ॥২৪—২৯॥ উজ্জং কণশ আদানং

সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের কোন দিন যষ্ঠ যামার্ক্বে ভোজন হইত না, আবার অশ্ব
 কোন দিন যষ্ঠ যামার্ক্বে ভোজন হইত ॥২৬॥

ব্রাহ্মণগণ! কোন সময়ে দারুণ দুর্ভিক্ষ চলিতে লাগিলে, সেই উজ্জবৃতি
 ব্রাহ্মণের একেবারেই খাত্ত সঞ্চয় ছিল না । তাঁহার সেই সময়ের অবস্থা অবগ
 করুন ॥২৭॥

তৎকালে তাঁহার সঞ্চিত খাত্ত নিঃশেষ হইয়াছিল, গৃহে ধনও ছিল না ;
 সুতরাং দিনের যষ্ঠ যামার্ক্বে উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের ভোজন হইত না ॥২৮॥

সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থানে থাকিয়া ভগৎ সমুপ্ত করিতে লাগিলে এবং
 গুরুপক্ষ চলিতে থাকিলে, তাঁহারা সকলেই ক্ষেত্র হইতে এক একটা খাত্ত
 সংগ্রহ করিবার জন্ত প্রস্থান করিলেন ॥২৯॥

ক্ষুধার্ত্ত ও সূর্য্যতাপে সমুপ্ত সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রে যাইয়াও উজ্জ (এক

(২৭) কদাচিদধর্ম্মিণস্তস্তু—পি বদ বর্ধ । (২৮) ...ক্রীণৌষধিসমাবেশে—বদ বর্ধ ।

(২৯) ...উজ্জং তদা গুরুপক্ষে—পি বদ বর্ধ ।

স তথৈব ক্ষুধাবিষ্টঃ সার্কং পরিজনেন হ ।
 ক্ষপয়ামাস তং কালং কৃচ্ছ্রপ্রাণো দ্বিজোত্তমঃ ॥৩১॥
 অথ ষষ্ঠে গতে কালে যবপ্রস্থমুপার্জয়ৎ ।
 যবপ্রস্থস্ত তং শক্তুনকূর্ব্বন্ত তপস্বিনঃ ॥৩২॥
 কৃতজপ্যাফিকান্তে তু হুত্বা চাগ্নিং যথাবিধি ।
 কুড়বং কুড়বং সর্কেৰ্য ব্যভজন্ত তপস্বিনঃ ॥৩৩॥
 অথাগচ্ছদ্বিজঃ কশ্চিদতিথিভূঞ্জতাং তদা ।
 তে তং দৃষ্ট্বাতিথিং প্রাপ্তং প্রহৃষ্টমনসোহভবন্ ॥৩৪॥
 তেহভিবাগ্ন সুখপ্রশ্নং পৃষ্ট্বা তমতিথিং তদা ।
 বিশুদ্ধগননো দাস্তাঃ শ্রদ্ধাদমসগম্বিতাঃ ॥৩৫॥
 অনসূয়া গতক্রোধাঃ সাধবো বীতমৎসরাঃ ।
 ত্যক্তগানগদক্রোধা ধর্মজ্ঞা দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩৬॥
 সত্রক্ষার্চ্য্যং গোত্রং তে তস্মৈ খ্যাত্বা পরস্পরম্ ।
 কুটীং প্রবেশয়ান্নস্তুঃ ক্ষুধার্তমতিথিং তদা ॥৩৭॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তং কালং ভোজনসময়ম্, কৃচ্ছ্রপ্রাণঃ কষ্টপ্রাপ্তপ্রাণঃ ॥৩১॥

অথেতি । উপার্জয়ৎ ভিক্ষয়া । যবানং প্রস্থম্ আটকচতুর্ভাগম্, শক্তুন লাজ্জর্গনি ॥৩২॥

কৃতেনিতি । কুড়বং কুড়বং প্রস্থতং প্রস্থতং মুষ্টিমুষ্টিপরিমিতমিত্যর্থঃ ॥৩৩॥

অথেতি । ভূঞ্জতাং শক্তুভোজনপ্রবৃত্তানং ভেষাগম্বিতকে ॥৩৪॥

একটী করিয়া আশাম্বরূপ ধাতু) ত পাইলেনই না, অধিকন্তু ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে আরও পীড়িত হইলেন ॥৩০॥

তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ পরিজনগণের সহিত ক্ষুধার্ত ও ক্লিষ্ট থাকিয়াই সেই ভোজনের সময় অতিবাহিত করিলেন ॥৩১॥

তদনন্তর দিনের ষষ্ঠ যামার্ক অতীত হইলে ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া একপ্রস্থ (চারি কোষ পরিমাণ) যব সংগ্রহ করিলেন । পরে সেই তপস্বীরা সেই একপ্রস্থ যবকে শক্তু (ছাতু) করিলেন ॥৩২॥

পরে সেই তপস্বীরা যথাবিধানে আফ্রিক, জপ ও হোম করিয়া প্রত্যেকে এক এক কুড়ব (এক এক কোষ) করিয়া সেই শক্তু ভাগ করিয়া লইলেন ॥৩৩॥

পরে তাঁহারা ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই সময়ে কোন ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে আগমন করিলেন । তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণরূপী অতিথিকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৩৪॥

ইদমর্ঘ্যঞ্চ পাশ্চাৎ বৃষী চেয়ং তবানঘ ! ।
 শুচয়ঃ শক্তবশ্চমে নিয়মোপাঞ্জিতাঃ প্রভো ! ।
 প্রতিগৃহীষ ভদ্রং তে ময়া দত্তা দ্বিজর্ষভ ! ॥৩৮॥
 ইত্যুক্তঃ প্রতিগৃহ্যথ শক্তানাং কুড়বং দ্বিজঃ ।
 ভক্ষয়ামাস রাজেন্দ্র ! ন চ তুষ্টিং জগাম সঃ ॥৩৯॥
 স উজ্জ্বলিত্ত্বং প্রেক্ষ্য ক্ষুধাপরিগতং দ্বিজম্ ।
 আহারং চিস্তয়ামাস কথং তুষ্টিং ভবেদिति ॥৪০॥
 তস্য ভার্য্যাত্রবীদাক্যং মদভাগো দীয়তামিতি ।
 গচ্ছত্বৈষ যথাকামং পরিভূষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । দাস্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ । বীতমৎসরাস্ত্যাক্ষেযাঃ । ব্রহ্মচর্য্যেণ সহেতি সত্রক্ষচর্য্যম্,
 তস্মাতিথে: সমীপে, খ্যাং উক্তা ॥৩৫—৩৭॥

ইদমিতি । বৃষী ঋষিষোগ্যামাসনম্ । “ঋষীগামাসনং বৃষী” ইত্যমরঃ । ঘটপাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥৩৮॥

ইতীতি । কুড়বং তেষামেকভাগং প্রস্তুতপরিমিতম্, দ্বিজঃ অতিথিঃ ॥৩৯॥

স ইতি । উজ্জ্বলিত্ত্বং হৃষ্যে ব্রাহ্মণঃ ॥৪০॥

তস্তেতি । পরিভূষ্টঃ ক্ষুধানিবৃন্তেতি ভাবঃ ॥৪১॥

পরে তাঁহারা সেই অতিথিকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া শুদ্ধচিত্ত,
 জিতেন্দ্রিয়, অন্ধায়ুক্ত, অসূয়াশূন্য, ক্রোধবিহীন, বিদেযবর্জিত, অভিমানরহিত ও
 মত্ততাশূন্য সেই ধর্ম্মজ্ঞ ও সাধুস্বভাব ব্রাহ্মণেরা সেই অতিথির নিকটে
 আপনাদের ব্রহ্মচর্য্য ও গোত্রের বিষয় বলিয়া সেই ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে কুটীরে
 প্রবেশ করাইলেন ॥৩৫—৩৭॥

‘নিম্পাপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনার এই পাশ্চ, এই অর্ঘ্য এবং এই আসন ;
 আর প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ । শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে অর্জিত এই শক্তুগুলি আমি
 আপনাকে দান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন, আপনার মজল হউক’ ॥৩৮॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে, অতিথি ব্রাহ্মণ সেই এক কোষ
 ছাত্তু ভোজন করিলেন ; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥৩৯॥

তখন সেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অতিথি ব্রাহ্মণকে ক্ষুধায়ুক্তই দেখিয়া ‘কি প্রকারে
 ইনি তৃপ্তিলাভ করিবেন, এইভাবে অতিথির খাওয়ার বিষয় চিন্তা
 করিলেন ॥৪০॥

ইতি ব্রবন্তীং তাং সাধ্বীং ভার্য্যাং স দ্বিজসত্তমঃ ।
 ক্ষুধাপরিগতাং স্তাস্থা তান্ শত্ৰুশ্লাভ্যনন্দত ॥৪২॥
 আত্মানুমানতো বিদ্বান্ স তু বিপ্রর্ষভস্তদা ।
 জ্ঞানং ব্রূতাং ক্ষুধার্তাঞ্চ স্তাস্থাং স্তানাং তপস্বিনীম্ ।
 ত্বগস্থিভূতাং বেপন্তীং ততো ভার্য্যামুবাচ হ ॥৪৩॥
 অপি কীটপতঙ্গানাং মৃগাণাঞ্চৈব শোভনে ! ।
 স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাস্চ পোষ্যাস্চ ন ত্বেবং বক্তুর্মহিতি ॥৪৪॥
 অনুকম্প্যা নরঃ পত্ন্যা পুষ্কো রক্ষিত এব চ ।
 প্রপতেদ্যশসো দীপ্তাং স চ লোকাস্ম চাপ্নুয়াৎ ॥৪৫॥
 ধর্মকামার্থকার্য্যাণি শুশ্রূষাকুলসমুত্তিঃ ।
 দারেষদ্বীনো ধর্ম্যস্চ পিতৃণামাত্মনস্তথা ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । স গৃহস্থঃ । নাভ্যানন্দত দাতুং নৈচ্ছৎ ॥৪২॥
 আশ্বেতি । আত্মানুমানতঃ স্বকীয়বস্থাজ্ঞানাৎ । তপস্বিনীং শোচ্যাম্ । বেপন্তীং
 দৌর্য্যলেন বেপমানাম্ । ঘটপাদোহয়ং স্লোকঃ ॥৪৩॥
 অপীতি । কীটাস্চ পতঙ্গাঃ পক্ষিণশ্চ তেষাম্, মৃগাণাং পশুনাম্ ॥৪৪॥
 অস্বিতি । যশ্চ তাং পত্নীং ন রক্ষতি, স লোকান্ স্বর্গান্ ন চাপ্নুয়াৎ ॥৪৫॥
 ধর্ম্মেতি । ধর্ম্মাদীনি দারাদীনানীতি শেষঃ । ধর্ম্মঃ সেবাদিঃ, পিতৃণাং জীবতাম্ ॥৪৬॥

তখন তাঁহার ভার্য্যা এই কথা বলিলেন—‘আমার ভাগ ইহাকে দান
 করুন, ইনি তৃপ্তিলাভ করিয়া ইচ্ছানুসারে গমন করুন’ ॥৪১॥

সাধ্বী ভার্য্যা এইরূপ বলিলে, সেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ভার্য্যাকে ক্ষুধার্ত জানিয়া
 তাঁহার ভাগ অতিথিকে দিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥৪২॥

তখন সেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নিজের অবস্থার অমুভব অনুসারে সেই
 ভার্য্যাকে ব্রূতা, ক্ষুধার্তা, পরিশ্রাস্তা, অবসন্ন, অস্থিচর্ম্মসারা, কম্পমানা ও
 শোচনীয় জানিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥৪৩॥

‘শোভনে! পশু, পক্ষী এবং কীটদিগেরও জীগণকে ভরণ ও পোষণ করা
 উচিত; অতএব তুমি এইরূপ বলিতে পার না ॥৪৪॥

পুরুষ জীকর্ষক আদৃত, রক্ষিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে, এ কথা সত্য; কিন্তু
 আবার যে পুরুষ সেই জীর ভরণপোষণ না করে, সে উজ্জল যশ হইতে ভ্রষ্ট
 হয় এবং স্বর্গ লাভ করিতে পারে না ॥৪৫॥

ন বেত্তি কৰ্ম্মতো ভাৰ্য্যারক্ষণে যোইক্ষমঃ পুমান্ ।
 অযশো মহদাপ্নোতি নরকাংষ্টশ্চব গচ্ছতি ॥৪৭॥
 ইতুস্তা সা ততঃ প্রাহ ধৰ্ম্মার্থো নৌ সগৌ দ্বিজ । ।
 শক্তুপ্রস্থচতুৰ্ভাগং গৃহাণেগং প্রসীদ মে ॥৪৮॥
 সত্যং রতিশ্চ ধৰ্ম্মশ্চ স্বৰ্গশ্চ গুণনির্জিতঃ ।
 স্ত্রীণাং পতিসমাধানং কাঙ্ক্ষিতঞ্চ দ্বিজৰ্ষভ ! ॥৪৯॥
 ঋতুগাতুঃ পিতুবীজং দৈবতং পরমং পতিঃ ।
 ভৰ্ত্তুঃ প্রসাদাম্মারীণাং রতিপুত্রফলং তথা ॥৫০॥
 পালনাক্মি পতিস্থং মে ভৰ্ত্তাসি ভরণাক্ষ মে ।
 পুত্রপ্রদানাদ্বরদন্তস্মাৎ শক্তুন্ প্রায়চ্ছ মে ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । যঃ পুমান্ কৰ্ম্মতঃ অগ্নাচ্ছাদনদানাদিনা ভাৰ্য্যারক্ষণে অক্ষমঃ, স কিমপি ন বেত্তি ॥৪৭॥

ইতীতি । নৌ আবয়োঃ । শক্তুপ্রস্থ চতুৰ্ভাগং চতুৰ্থমংশম্ ॥৪৮॥

সত্যমিতি । গুণনির্জিতো ধৰ্ম্মেণায়ত্তীকৃতঃ । পত্ন্যঃ সমঃ তুল্যম্ আধানং সত্যাদানং সম্পাদনং কৰ্ত্তব্যম্, ময়া চ তৎকাঙ্ক্ষিতম্ ॥৪৯॥

ঋতুরিতি । মাতুঃ ঋতু রজঃ, পিতৃশ্চ বীজম্, ; তাভ্যাঞ্চ সম্ভানো জায়তে ; তেন চ স্ত্রীপুরুষয়োঃ সমানা কৰ্ত্তব্যতেতি ভাবঃ ॥৫০॥

ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, শুশ্রূষা, বংশরক্ষক সম্ভান এবং জীবিত পিতৃগণ ও নিজের সেবা—এ সমস্তই ভাৰ্য্যার অধীন ॥৪৬॥

যে পুরুষ ভরণপোষণাদি কার্য্যদ্বারা ভাৰ্য্যাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, সে কৰ্ত্তব্য বিষয় জানে না, গুরুতর নিন্দা ভোগ করে এবং নরকে গমন করিয়া থাকে ॥৪৭॥

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে, তখন তাঁহার ভাৰ্য্যা বলিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! আপনার ও আমার ধৰ্ম্ম ও অর্থ সমান ; অতএব আপনি আমার উপরে প্রসন্ন হউন, এই শক্তু প্রস্থের চারিভাগের একভাগ গ্রহণ করুন ॥৪৮॥

ব্রাহ্মণশ্ৰেষ্ঠ ! সত্য, রতি, ধৰ্ম্ম এবং গুণলভ্য স্বৰ্গ—এই সমস্ত বিষয়ে পতির তুল্যই পত্নীর কৰ্ত্তব্যতা । রহিয়াছে এবং আমিও তাহাই করিতে ইচ্ছা করি ॥৪৯॥

মাতার রজ এবং পিতার বীজ—এই দুই হইতে সম্ভাব উৎপন্ন হয় ; সুতরাং এবিষয়েও স্ত্রী-পুরুষের সমান কৰ্ত্তব্যতা । সে যাহা হউক, স্ত্রীদিগের পতিই পরমদেবতা এবং পতির অমুগ্রহেই স্ত্রীদিগের রতি ও পুত্ররূপ ফল হয় ॥৫০॥

জরাপরিগতো বৃদ্ধঃ ক্ষুধার্তো দুৰ্বলো ভৃশম্ ।

উপবাসপরিগ্রাস্তো যদা ভ্ৰমপি কশিতঃ ॥৫২॥

ইতু্যক্তঃ স তয়া শক্তূন্ প্রগৃহেদং বচোহব্রবীৎ ।

দ্বিজ ! শক্তূনিমান্ ভূয়ঃ প্রতিগৃহীষ্য সত্তম ! ॥৫৩॥

স তান্ প্রগৃহ্য ভুক্ত্বা চ ন তুষ্টিমগমদ্বিজঃ ।

তমুহুৰ্ব্বতীরালক্য ততশ্চিস্তাপরোহভবৎ ॥৫৪॥

পুত্র উবাচ ।

শক্তূনিমান্ প্রগৃহ্য স্বং দেহি বিপ্রায় সত্তম ! ।

ইত্যেব স্কৃতং গন্থে তস্মাদেতৎ করোম্যহম্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

পালনাদিতি । তস্মাৎ সৰ্ব্বথা দয়িতব্যং ॥৫১॥

জরেতি । জরাং জীর্ণতাং পরিগতঃ প্রাপ্তঃ । যদা যতঃ । তথা চ যথা তাদৃশো ভবান্
স্বভাগং দদাতি, তদা তাদৃশা মমাপি ভাগং দাতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥৫২॥

ইতীতি । হে দ্বিজ ! অতিথিভ্রাক্ষণ, ভূয়ঃ পুনঃ ॥৫৩॥

স ইতি । সঃ অতিথিঃ । উহুৰ্ব্বত্তিগৃহস্থো ভ্রাক্ষণঃ ॥৫৪॥

শক্তূনিতি । বিপ্রায় অতিথয়ে । স্কৃতং স্বর্হু ক্রিয়াম্, এতদানম্ ॥৫৫॥

আপনি পালন করেন বলিয়া আমার পতি, ভরণ করেন বলিয়া আমার
ভর্তা এবং পুত্র দান করিয়াছেন বলিয়া বরদাতা ; অতএব আপনি আমার
শক্তূ উহাকে দান করুন ॥৫১॥

আপনিও যখন জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত, অত্যন্ত দুৰ্বল, উপবাসে ক্লান্ত এবং
কুশ । (তখন আপনি আমার ভাগও দিতে পারেন)’ ॥৫২॥

ভার্য্যা এই কথা বলিলে, গৃহস্থ ভ্রাক্ষণ জ্বর শক্তূ লইয়া অতিথিকে এই
কথা বলিলেন—‘সাধুশ্রেষ্ঠ ভ্রাক্ষণ ! আপনি পুনরায় এই শক্তূ গ্রহণ
করুন’ ॥৫৩॥

তখন সেই অতিথি ভ্রাক্ষণ সেই শক্তূ লইয়া ভোজন করিয়াও তৃপ্তিলাভ
করিলেন না । তখন গৃহস্থ ভ্রাক্ষণ অতিথিকে অতৃপ্ত জানিয়া চিন্তাবিহীন
হইলেন ॥৫৪॥

সেই সময়ে তাঁহার পুত্র বলিল—‘সাধুশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার এই শক্তূ
গ্রহণ করিয়া, এই অতিথিভ্রাক্ষণকে দান করুন, ইহাই আমি সমীচীন কর্তব্য
বলিয়া মনে করি এবং সেই জন্তই আমি আমার ভাগ দান করিতেছি ॥৫৫॥

ভবান্ হি পরিপাল্যো মে সর্বদৈব প্রযত্নতঃ ।
 সাধুনাং কাঙ্ক্ষিতং যস্মাৎ পিতৃবৃদ্ধস্ত পালনম্ ॥৫৬॥
 পুত্রার্থো বিহিতো হ্যেব বাক্ষকে পরিপালনম্ ।
 ঋতিরেষা হি বিপ্রর্ষে ! ত্রিষু লোকেষু শাস্বতী ॥৫৭॥
 প্রাণধারণমাত্রেণ শক্যং কৰ্ত্তুং তপস্তয়া ।
 প্রাণো হি পরমো ধর্মঃ স্থিতো দেহেষু দেহিনাম্ ॥৫৮॥

পিতোবাচ ।

অপি বর্ষসহস্রী ত্বং বাল এব মতো গম ।
 উৎপাদ্য পুত্রং হি পিতা কৃতকৃত্যো ভবেৎ স্তুতাং ॥৫৯॥
 বালানাং ক্ষুদ্রলবতী জানাম্যেতদহং প্রভো ! ।
 বৃদ্ধোহহং ধারয়িষ্ঠ্যামি ত্বং বলী ভব পুত্রক ! ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

ভবানিতি । সাধুনাং সমূহেনেতি শেষঃ ॥৫৬॥
 পুত্রেতি । পুত্রস্বার্থঃ প্রয়োজনম্ । শাস্বতী চিরন্তনী ॥৫৭॥
 প্রাণেতি । ধর্মো ধর্মসাধনধারণম্ ॥৫৮॥
 অপীতি । বর্ষাণাং সহস্রমশ্রাস্তীতি বর্ষসহস্রী সহস্রবর্ষবয়স্কঃ সমপীত্যর্থঃ ॥৫৯॥
 বালানামিতি । হে প্রভো ! নীতিজ্ঞানপ্রভাবসম্পন্ন ! । ধারয়িষ্ঠ্যামি ভোজনং বিনাপি
 প্রাণানিতি শেষঃ, বলী ভব ভোজনে ॥৬০॥

কারণ, আপনি সর্বদাই আমার সময়ে পরিপালনীয় । যেহেতু, বৃদ্ধ পিতার
 প্রতিপালন করা সাধুগণের অভীষ্ট ॥৫৬॥

ব্রহ্মর্ষি ! বৃদ্ধকালে পিতাকে পরিপালন করাই পুত্রের প্রয়োজন বলিয়া
 বিধাতা বিধান করিয়াছেন । ত্রিভুবনে এই ঋতিও চিরকাল চলিয়া
 আসিতেছে ॥৫৭॥

আপনি কেবল প্রাণ ধারণ করিয়াই তপস্যা করিতে পারিবেন । কারণ,
 এক প্রাণই দেহীদিগের দেহে পরম ধর্মসাধকরূপে রহিয়াছে' ॥৫৮॥

পিতা বলিলেন—‘বৎস ! তুমি সহস্র বৎসর বয়স্ক হইয়াও আমার নিকট
 বালক বলিয়াই অবধারিত থাকিবে । এদিকে পিতা পুত্র উৎপাদন করিয়া
 সেই পুত্রের গুণেই কৃতকার্য হইয়া থাকেন ॥৫৯॥

প্রভাবশালী পুত্র ! আমি ইহা জানি যে, বালকদিগের ক্ষুধা প্রবল হয় ;
 আর আমি বৃদ্ধ বলিয়া বিনা ভোজনেও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব ; কিন্তু
 তুমি ভোজন করিয়া সবল থাক ॥৬০॥

জীর্ণেন বয়সা পুত্র ! ন গাং ক্ষুধাধতেহপি চ ।
দীর্ঘকালং তপস্তপ্তং ন মে মরণতো ভয়ম্ ॥৬১॥

পুত্র উবাচ ।

অপত্যমস্মি তে পুংসস্ত্রাণাং পুত্র ইতি স্মৃতঃ ।
আত্মা পুত্রঃ স্মৃতস্তস্মাত্ৰাহাত্মানসিহাত্মনা ॥৬২॥
পিতোবাচ ।

রূপেণ সদৃশস্ত্বং মে শীলেন চ দমেন চ ।
পরীক্ষিতঞ্চ বহুধা শক্তূনাদস্মি তে স্মৃত ! ॥৬৩॥
ইত্যুক্তাদায় তান্ শক্তূন্ প্রীতাত্মা দ্বিজসত্তমঃ ।
প্রহসন্নিব বিপ্রায় স তস্মৈ প্রদদৌ তদা ॥৬৪॥
ভুক্ত্বা তানপি শক্তূন্ স নৈব তুষ্টো বভূব হ ।
উজ্জ্বলিতস্ত ধর্মাত্মা ত্রীড়ামনুজগাম হ ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

জীর্ণেনেতি । অথ ভোজনাভাবে যদি ভবতো মরণং ভবেদিত্যাহ দীর্ঘেতি ॥৬১॥

অপত্যমিতি । পুমাংসং ত্রায়ত ইতি পুত্র ইতি ব্যুৎপত্তিঃ । “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ”
ইতি স্মৃতেরिति ভাবঃ ॥৬২॥

রূপেণেতি । দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন । বহুধা পরীক্ষিতত্বম্ অনেন প্রকারেণ, আদস্মি
গৃহ্মামি ॥৬৩॥

ইতীতি । তান্ পুত্রভাগরূপান্ । তস্মৈ অতিথয়ে ॥৬৪॥

ভুক্তেতি । উজ্জ্বলিতগৃহস্থে ব্রাহ্মণঃ, ত্রীড়ামনুজগাম অতিথেঃ ক্ষমিত্তিকরণাগামর্থ্যাৎ ॥৬৫॥

পুত্র । বৃদ্ধ বয়স বলিয়া ক্ষুধা আমাকে পীড়ন করিতে পারে না ; তার পর,
আমি দীর্ঘকাল তপস্তা করিয়াছি বলিয়া আমার মৃত্যুভয়ও নাই’ ॥৬১॥

পুত্র বলিল—‘ব্রহ্মর্ষি ! আমি আপনার সন্তান । সন্তান পুরুষকে পরিজ্ঞান
করে বলিয়া তাহাকে পুত্র বলা হয় ; আবার পুত্রকে আত্মা বলিয়া মনে করা
হইয়া থাকে ; সুতরাং আপনি আত্মাদ্বারাই আত্মরক্ষা করুন’ ॥৬২॥

পিতা বলিলেন—‘পুত্র ! তুমি রূপ, স্বভাব ও ইন্দ্রিয়দমনের গুণে আমার
তুল্যই বটে ; কিন্তু আমি এইভাবে বহু প্রকারে তোমার পরীক্ষা করিলাম ।
সে যাহা হউক, আমি তোমার শক্তু গ্রহণ করিতেছি’ ॥৬৩॥

এই কথা বলিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া গৃহস্থব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুত্রের সেই শক্তুগুলি
লইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন তখন সেই অতিথিব্রাহ্মণকে দান করিলেন ॥৬৪॥

তং বৈ বধুঃ স্থিতা সাক্ষী ব্রাহ্মণপ্রিয়কায়া ।
 শক্তূনাদায় সংহৃষ্টা স্বশুরং বাক্যগত্রবীং ॥৬৬॥
 সন্তানান্তব সন্তানং গম বিপ্র ! ভবিষ্যতি ।
 শক্তূনিমানতিথয়ে গৃহীত্বা সম্প্রযচ্ছ মে ॥৬৭॥
 তব প্রসাদামির্বৃত্তা মম লোকাঃ কিলাক্ষয়াঃ ।
 পৌত্রেন তানবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥৬৮॥
 ধর্ম্মাত্মা হি যথা ত্রেতা বহিত্রেতা তথৈব চ ।
 তথৈব পুত্রপৌত্রাণাং স্বর্গস্ত্রেতা কিলাক্ষয়ঃ ॥৬৯॥
 পিতৃনু ধাণাতারয়তি পুত্র ইত্যনুশুশ্রম ।
 পুত্রপৌত্রৈশ্চ নিয়তং সাধুলোকানুপাশ্নুতে ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । বধুঃ স্রুবা, স্থিতা সমীপে ॥৬৬॥

সন্তানাদিতি । তব সন্তানাং পুত্রাং, মম সন্তানমপত্যম্ । অতস্তব প্রীতিকরণং সমাবশ্যক-
 মिति ভাবঃ ॥৬৭॥

তবেতি । নিবৃত্তাঃ সম্প্রাঃ, লোকাঃ স্বর্গাঃ ॥৬৮॥

ধর্ম্মেতি । যথা ধর্ম্মাত্মা ত্রেতা ধর্ম্মার্থকামরূপাশ্রয়ঃ পুরুষার্থাঃ অক্ষয়স্বর্গজনকাঃ, তথৈব
 বহিত্রেতা দক্ষিণায়ি-গার্হপত্য-আহবনীয়রূপাশ্রয়োঃ স্বর্গজনকাঃ, তথৈব পুত্রপৌত্রাণাং
 বহবচনাং পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাণাম্, ত্রেতা ত্রয়ম্, অক্ষয়ঃ স্বর্গন্তজ্জনিকা কিল । ভবংপ্রসাদা-
 দেব তেষাং সম্ভবাং ভবংপ্রীতিসম্পাদকং সমাবশ্যকমিত্যাশ্রয়ঃ ॥৬৯॥

পিতৃনিতি । পুত্রপৌত্রৈঃ পুত্রাশ্চ । তেন চ পুত্র-পৌত্র প্রপৌত্রৈরিত্যর্থঃ ॥৭০॥

তখন সেই অতিথিব্রাহ্মণ সেই শক্তুগুলি ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন
 না । সেই সময়ে ধর্ম্মাত্মা উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইলেন ॥৬৫॥

তখন নিকটবর্ত্তিনী সাক্ষী পুত্রবধু ব্রাহ্মণের সন্তোষ কামনায় হৃষ্টচিত্তে
 নিজের শক্তুগুলি লইয়া সেই স্বশুরকে এই কথা বলিল—॥৬৬॥

‘ব্রাহ্মণ ! আপনার সন্তান হইতে আমার সন্তান জন্মিবে; অন্তএব
 আপনি আমার এই শক্তুগুলি লইয়া অতিথিকে দান করুন ॥৬৭॥

আপনারই অনুগ্রহে আমার অক্ষয় স্বর্গসকল হইবে; আবার মানুষ পৌত্র-
 দ্বারা সেইরূপ স্বর্গ লাভ করে, যে স্বর্গে যাইয়া শোক অনুভব করে না ॥৬৮॥

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটি পুরুষার্থ যেমন অক্ষয়স্বর্গজনক হয়,
 দক্ষিণায়ি, গার্হপত্য ও আহবনীয়—এই তিনটি অগ্নিও সেইরূপই অক্ষয়স্বর্গজনক
 হইয়া থাকে, আবার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র—এই তিনটি সন্তানও তেমনই
 অক্ষয়স্বর্গজনক হয় ॥৬৯॥

ঋশুর উবাচ ।

বাতাতপবিশীর্ণাক্ষীং জ্বাং বিবর্ণাং নিরীক্ষ্য বৈ ।
 কশিতাং স্তব্রতাচারে ! ক্ষুধাবিহ্বলচেতসম্ ॥৭১॥
 কথং শক্তুন্ গ্রহীষ্যামি ভূত্বা ধর্মোপঘাতকঃ ।
 কল্যাণরূপে ! কল্যাণি ! নৈবং জ্বং বক্তুং গৃহসি ॥৭২॥ (যুগ্মকম্)
 ষষ্ঠে কালে ব্রতবতীং শৌচশীলতপোহস্থিতাম্ ।
 কৃচ্ছ্রবৃত্তিং নিরাহারাং দ্রক্ষ্যামি জ্বাং কথং শুভে ! ॥৭৩॥
 বালা ক্ষুধার্তা নারী চ রক্ষ্যা জ্বং সততং ময়া ।
 উপবাসপরিজ্ঞাস্তা জ্বং হি বান্ধবনন্দিনী ॥৭৪॥

সুমোবাচ ।

গুরোর্মগ গুরুস্ত্বং বৈ যতো দৈবতদৈবতম্ ।
 দেবাতিদেবস্তস্মাত্বং শক্তুনাদংশ মে প্রভো ! ॥৭৫॥

ভারতকৌমুদী

বাতেন্দি । কশিতাং ক্লিষ্টাম্, হে স্তব্রতাচারে ! । ধর্মোপঘাতকস্তব কষ্টজননাং ॥৭১—৭২॥
 ষষ্ঠ ইতি । ব্রতবতীম্ অনাহারনিয়মযুক্তাম্ । কৃচ্ছ্রবৃত্তিং কষ্টে বর্তমানাম্ ॥৭৩॥
 বালেতি । উপবাসেন পরিজ্ঞাস্তা অবসন্ন, বান্ধবানাং ভ্রাতৃদীনাম্ নন্দিনী আনন্দ-
 কারিণী ॥৭৪॥

আমরা শুনিয়াছি যে, পুত্র পিতৃগণকে ঋণ হইতে উদ্ধার করে এবং মানুষ
 পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদ্বারা নিশ্চয়ই উত্তম স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে' ॥৭০॥

ঋশুর বলিলেন—‘সুনিয়মাচারে । তোমার অঙ্গ সকল বায়ুতে ও রৌদ্রে
 বিশীর্ণ হইয়াছে, বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় তুমি ক্লেশ
 ভোগ করিতেছ, আর চিত্তও আকুল হইয়াছে, তোমাকে এইরূপ দেখিয়া
 ধর্মনাশক হইয়া আমি কিপ্রকারে তোমার শক্তু গ্রহণ করিব ; অতএব
 কল্যাণস্বভাবে কল্যাণি । তুমি এইরূপ বলিতে পার না ॥৭১—৭২॥

কল্যাণি । দিনের ষষ্ঠ যামার্কেও তুমি অনাহারব্রত পালন করিতেছ ;
 পবিত্রতা, সংস্কারাবে ও তপস্যায় রহিয়াছ, তথাপি তুমি কষ্ট ভোগ করিতেছ,
 আমি তোমাকে এই অবস্থায় কিপ্রকারে দেখিব ? ॥৭৩॥

তুমি বালিকা, নারী ও ক্ষুধার্তা ; স্তব্রতা সর্বদাই তোমাকে রক্ষা করা
 আমার উচিত ; বিশেষতঃ, তুমি বন্ধুবর্গের আনন্দকারিণী হইয়াও উপবাসে
 ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ’ ॥৭৪॥

দেহঃ প্রাণশ্চ ধর্মশ্চ শুক্রবার্হগিদং গুরোঃ ।

তব বিপ্র ! প্রসাদেন লোকান্ প্রাপ্স্যামহে শুভান্ ॥৭৬॥

অবেক্ষ্য ইতি কৃত্বাহং দৃঢ়ভক্তেতি বা দ্বিজ ! ।

চিন্ত্য মগেযমিতি বা শক্তূনাদাভুগর্হসি ॥৭৭॥

ঋশুর উবাচ ।

অনেন নিত্যং সাধি ! স্বং শীলবৃন্দেন শোভসে ।

যা স্বং ধর্মব্রতোপেতা গুরুবৃত্তিমবেক্ষসে ॥৭৮॥

তস্মাৎ শক্তূন্ গ্রহীষ্যামি বধু ! নার্ষি বঞ্চনাম্ ।

গণয়িত্বা মহাভাগে ! স্বাং হি ধর্মভূতাংবরে ! ॥৭৯॥

ভারতকৌমুদী

গুরোয়িতি । স্বঃ মম গুরোঃ পত্ন্যঃ গুরুঃ পিতা, তত এব দৈবতস্ত দেবতার্যাপি দৈবতং দেবতা ॥৭৫॥

দেহ ইতি । ইদং ত্রয়ং গুরোঃ শুক্রবার্হম্ । অতো দেহাদিনাশেহপি তব সন্তোষঃ করণীয় ইত্যশয়ঃ ॥৭৬॥

অবেক্ষ্যতি । অবেক্ষ্য ন্নেহেন দ্রষ্টব্য । চিন্ত্য সন্তোষাশ্বেন চিন্তনীয় ॥৭৭॥

অনেনেতি । শীলবৃন্দেন স্বভাবচরিত্রেণ । গুরোবৃত্তিং ঋশুরস্ত মনোভাবম্ ॥৭৮॥

তস্মাদিতি । শক্তূন্ স্বভাগে স্থিতান্, বঞ্চনাং স্বদীয়শক্তুগ্রহণরূপাং প্রতারণাম্ ॥৭৯॥

পুত্রবধু বলিল—‘প্রভু ! যেহেতু আপনি আমার গুরুরও গুরু, দেবতারও দেবতা এবং দেবগণের মধ্যেও অতিদেবতা ; অতএব আপনি আমার শক্ত-গ্রহণ করুন ॥৭৫॥

ব্রাহ্মণ ! দেহ, প্রাণ ও ধর্ম—এই তিনটি গুরুর শুক্রবার্হ নিমিত্ত । সে যাহা হউক, আপনার অমুগ্রহে আমি মঙ্গলময় লোক লাভ করিব ॥৭৬॥

ব্রাহ্মণ ! আমি আপনার পর্যবেক্ষণীয়া ও অত্যন্ত ভক্তা, কিংবা এ আমার চিন্তনীয়—এই সমস্ত ভাবিয়া আপনি শক্তুগুলি গ্রহণ করিতে পারেন’ ॥৭৭॥

ঋশুর বলিলেন—‘সাধি । তুমি তোমার এই স্বভাব ও চরিত্রের গুণে সর্বদাই শোভা পাইতেছ । যে তুমি ধর্মনিয়মসম্পন্ন থাকিয়া গুরুজনের মনোবৃত্তির অপেক্ষা করিয়া চলিয়া থাক ॥৭৮॥

অতএব বধু ! তুমি বঞ্চনার যোগ্য নহ ; বিশেষতঃ মহাভাগে ধার্মিকশ্রেষ্ঠে ! তোমার গুরুর অমুসরণ করিয়া আমি তোমার শক্তু গ্রহণ করিতেছি’ ॥৭৯॥

(৭৯) স্বং হি ধর্মভূতাংবরা—পি ।

ইত্যুক্ত্বা তামুপাদায় শক্তূন্ প্রাদাদ্বিজাতয়ে ।
 ততস্ত্বকৌহভবদ্বিপ্রস্তুস্ত সাধোগর্হাজ্ঞনঃ ॥৮০॥
 প্রীতাত্মা স তু তং বাক্যগিদমাহ দ্বিজর্ষভম্ ।
 বাগ্মী তদা দ্বিজশ্রেষ্ঠে ধর্ম্যঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥৮১॥
 শুক্লেন তব দানেন জ্ঞায়োপান্তেন ধর্ম্যতঃ ।
 যথাশক্তি বিসৃফেণ প্রীতোহস্মি দ্বিজসত্তম ! ॥৮২॥
 অহো দানং যুষ্মতে তে স্বর্গে স্বর্গনিবাসিভিঃ ।
 গগনাং পুষ্পবর্ষঞ্চ পশ্যেদং পতিতং ভুবি ॥৮৩॥
 সুরষিদেবগন্ধর্বা যে চ দেবপুরঃসরাঃ ।
 স্তবস্তো দেবদূতাশ্চ স্থিতা দানেন বিস্মিতাঃ ॥৮৪॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । দ্বিজাতয়ে অতিথয়ে । তস্ত গৃহস্থস্ত সাধোঃ সম্বন্ধে ॥৮০॥
 প্রীতেতি । তং গৃহস্থম্ । দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ অতিথিরূপী, পুরুষবিগ্রহো মাহুযমূর্তিঃ ॥৮১॥
 শুক্লেনেতি । শুক্লেন নিষ্পাপেন, জ্ঞায়োপান্তেন জ্ঞায়াজিতজব্যসম্বন্ধিনা ॥৮২॥
 অহো ইতি । পুষ্পবর্ষং ভবদুপরিষ্কৃতম্ ॥৮৩॥

ভারতভাবদীপঃ

কর্তৃমুখিত্যি শেষঃ । শুক্লস্ত জ্যেষ্ঠস্ত পক্ষে ॥৩০—৭৭॥ অবেক্য পালনীয়া, চিন্ত্যা পরীক্ষণীয়া ॥৭৮॥ হে বরে শ্রেষ্ঠে মহাভাগে ! স্বাং ধর্মভূতাং মধ্যে গণয়িত্বা শক্তূন্ গ্রহীত্বামী-
 ত্যময়ঃ ॥৭৯—১১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে ত্ৰয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৩॥

এই কথা বলিয়া উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর সেই শক্তুগুলি লইয়া অতিথি-
 ব্রাহ্মণকে দান করিলেন । তাহার পর সেই অতিথিব্রাহ্মণ সাধু ও মহাত্মা গৃহস্থ-
 ব্রাহ্মণের উপরে সন্তুষ্ট হইলেন ॥৮০॥

তখন ব্রাহ্মণরূপী, মাহুযমূর্তি ও বাকপটু স্বয়ং ধর্ম্যরাজ সন্তুষ্ট হইয়া গৃহস্থ-
 ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিলেন— ॥৮১॥

‘ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! শক্তি অহুসারে সম্পাদিত তোমার এই নির্দোষ ও জ্ঞায়াজিত
 জব্যদানে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥৮২॥

ব্রাহ্মণ ! স্বর্গবাসীরা স্বর্গলোকে তোমার এই দানের কথা ঘোষণা করিতে-
 ছেন এবং তাঁহারা তোমার উপরে আকাশ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা
 এই ভূতলে পতিত হইয়াছে, দেখ ॥৮৩॥

ব্রহ্মর্ষয়ো বিগানস্থা ব্রহ্মলোকচরাশ্চ যে ।
 কাঙ্ক্ষন্তে দর্শনং তুভ্যং দিবং ব্রহ্ম দ্বিজর্ষভ ! ॥৮৫॥
 পিতৃলোকগতাঃ সর্বৈ তারিতাঃ পিতরন্তুয়া ।
 অনাগতাশ্চ বহবঃ শ্রবহূনি যুগান্মুত ॥৮৬॥
 ব্রহ্মচর্য্যেণ দানেন যজ্ঞেন তপসা তথা ।
 অসঙ্করেণ ধর্ম্মেণ তস্মাদ্গচ্ছ দিবং দ্বিজ ! ॥৮৭॥
 শ্রদ্ধয়া পরয়া যত্নং তপশ্চরসি সূত্রত ! ।
 তস্মাদ্বেবাশ্চ দানেন শ্রীতা ব্রাহ্মণসন্তম ! ॥৮৮॥
 সর্বমেতদ্ধি যস্মাতে দত্তং শুক্লে চৈতসা ।
 কচ্ছ কালে ততঃ স্বর্গো বিজিতঃ কর্ম্মণা স্বয়া ॥৮৯॥

ভারতকৌমুদী

স্মরেতি । দেবানাং পুরঃসরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ । স্তবস্তো ভবন্তং প্রশংসন্তঃ ॥৮৪॥
 ব্রহ্মেতি । তুভ্যং তব, দিবং স্বর্গম্ ॥৮৫॥
 ব্রহ্মেতি । অনাগতা ভবিষ্যন্তঃ, বহবন্তদ্বংশজাভাঃ পুরুষাঃ, শ্রবহূনি যুগানি বারং তারিতা
 ইতি সম্বন্ধঃ ॥৮৬॥
 ব্রহ্মেতি । অসঙ্করেণ অধর্ম্মসংসর্গশূন্যেন ॥৮৭॥
 শ্রদ্ধয়েতি । শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন, পরয়া উত্তময়া ॥৮৮॥
 সর্কমিতি । তে স্বয়া, শুক্লে দেবরোযশূন্যেন । কচ্ছ কালে ক্ষুধয়া কষ্টপ্রাপ্তিসময়ে ॥৮৯॥
 ক্ষুণ্ণেতি । নিপুর্নতি অপহরতি, ব্যপোহতি নাশয়তি । ক্ষুধয়া পরিগতমাক্রান্তং জ্ঞানং
 যন্ত সঃ, ধৃতিং ধৈর্য্যম্ ২০ ॥

দেবর্ষিগণ, সাধারণ দেবগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ, আর যাঁহারা দেবগণের অগ্র-
 গণ্য তাঁহারা ও দেবদূতেরা তোমার এই দানের গুণে বিশ্বাসাপন্ন হইয়া তোমার
 প্রশংসা করিতেছেন ॥৮৪॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! বিমানস্থিত ব্রহ্মর্ষিরা এবং যাঁহারা ব্রহ্মলোকে বিচরণ করেন,
 তাঁহারা তোমার দর্শন কামনা করেন ; অতএব তুমি স্বর্গে গমন কর ॥৮৫॥

তুমি পিতৃলোকস্থিত সমস্ত পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়াছ এবং বহুতর যুগ
 পর্য্যন্ত পরবর্তী বহু পুরুষকেও উদ্ধারের সম্ভাবনা করিয়াছ ॥৮৬॥

ব্রাহ্মণ ! ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজ্ঞ ও তপস্থানিবন্ধন তুমি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সঞ্চয়
 করিয়াছ, তাহার ফলে তুমি স্বর্গে গমন কর ॥৮৭॥

সূত্রত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! পরমশ্রদ্ধাসহকারে তপস্তা করিয়া আসিতেছ এবং
 দান করিয়া থাক, সেই হেতু দেবতারা তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ॥৮৮॥

ক্ষুধা নিৰ্গুদতি প্রজ্ঞাং ধৰ্মবুদ্ধিং ব্যাপোহতি ।
 ক্ষুধাপরিগতজ্ঞানো ধৃতিং ত্যজতি চৈব হ ॥৯০॥
 বৃভূক্ষাং জয়তে যন্ত স স্বৰ্গং জয়তে ধ্রুবম্ ।
 যদা দানরুচিঃ স্যাদৈব তদা ধৰ্মো ন সীদতি ॥৯১॥
 অনবেক্ষ্য স্তুতস্নেহং কলত্রস্নেহমেব চ ।
 ধৰ্মমেব গুরুং জ্ঞাত্বা তৃষা ন গণিতা ত্বয়া ॥৯২॥
 দ্রব্যাগমো নৃণাং সূক্ষ্মঃ পাত্রে দানং ততঃ পরম্ ।
 কালঃ পরতরো দানাচ্ছুদ্ধা চৈব ততঃ পরা ॥৯৩॥
 স্বৰ্গদ্বারং সুসূক্ষ্মং হি নরৈর্মোহাম দৃশ্যতে ।
 স্বৰ্গার্গলং লোভবীজং রাগগুপ্তং ছুরাসদম্ ॥৯৪॥

ভারতকৌমুদী

বৃভূক্ষামিতি । বৃভূক্ষাং ক্ষুধাম্ । দানে রুচিরভিপ্রায়ে যন্ত সঃ, ন সীদতি ন ক্ষীয়তে ॥৯১॥
 অনবেক্ষ্যেতি । গুরুং সৰ্বাপেক্ষনৈব মহাস্তম্, তৃষা আত্মনোহপি পিপাসা ॥৯২॥
 দ্রব্যোতি । দ্রব্যাগমো ধনলাভঃ, সূক্ষ্ম আনন্দজননে স্বল্পো হেতুঃ, পরম্ আনন্দজননে
 অধিকং কারণম্ ॥৯৩॥
 স্বর্গেতি । স্বর্গস্ত স্বর্গলং প্রতিবন্ধকং লোভ এব বীজং যন্ত তৎ, রাগেণ ভোগেচ্ছয়া
 গুপ্তং রক্ষিতং বান্ধিতমিতি যাবৎ ॥৯৪॥

যেহেতু বিশুদ্ধ চিত্তে এই কষ্টের সময়ে এই সমস্ত দান করিলে, সেই হেতু
 তুমি এই কষ্টের গুণে স্বর্গ জয় করিয়াছ ॥৮৯॥

ক্ষুধা মানুষের বুদ্ধি হরণ করে, ধর্মবুদ্ধি লোপ করে এবং ক্ষুধাক্রান্তবুদ্ধি
 মানুষ ধৈর্য্য ত্যাগ করিয়া থাকে ॥৯০॥

যে লোক ক্ষুধা জয় করিতে পারে, সে লোক নিশ্চয়ই স্বর্গ জয় করিয়া
 থাকে এবং যখন মানুষের দানে রুচি হয়, তখন তাহার ধর্ম ক্ষীণ হয় না ॥৯১॥

ব্রাহ্মণ! তুমি পুত্রস্নেহ এবং ভাৰ্য্যাস্নেহের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল
 ধর্মকেই প্রধান মনে করিয়া নিজের পিপাসারও গণনা কর নাই ॥৯২॥

মানুষের পক্ষে ধন লাভ আনন্দের স্বল্প কারণ, সংপাত্রে দান করা তদপেক্ষা
 আনন্দের অধিক কারণ, কাল সেই দান অপেক্ষাও প্রধান হেতু, অজ্ঞা
 তাহা হইতেও অধিক কারণ হইয়া থাকে ॥৯৩॥

স্বর্গদ্বার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ; স্তুতরাং মানুষেরা মোহবশতঃ তাহা দেখিতে পায়

(৯০) ক্ষুধাপরিগতজ্ঞানঃ—বদ্ধ বদ্ধ ।

তস্ত পশ্যন্তি পুরুষা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 ব্রাহ্মণাস্তপসা যুক্তা যথাশক্তি প্রদায়িনঃ ॥৯৫॥
 সহস্রশক্তিঃ চ শতং শতশক্তির্দশাপি চ ।
 দত্তাদপঃ চ যঃ শক্ত্যা সর্বৈ তুল্যফলাঃ স্মৃতাঃ ॥৯৬॥
 রস্তিদেবো হি নৃপতিরপঃ প্রাদাদকিঞ্চনঃ ।
 শুক্লে নমনস বিপ্র ! নাকপৃষ্ঠং ততো গতঃ ॥৯৭॥
 ন ধর্ম্যঃ প্রীয়তে তাত ! দানৈর্দত্তৈর্মহাফলৈঃ ।
 ঞ্চায়লকৈর্ধ্বা সূক্ষ্মৈঃ শ্রদ্ধাপূতৈঃ স তুষ্যতি ॥৯৮॥
 গোপ্রদানসহস্রাণি দ্বিজৈভ্যোহিদামৃগো নৃপঃ ।
 একাং দত্ত্বা স পারক্যাং নরকং সমপদ্যত ॥৯৯॥

ভারতকৌমুদী

ভমিতি । তং স্বর্গম্ । ব্রাহ্মণা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ, প্রদায়িনো দানকর্তারঃ ॥৯৫॥
 সহস্রেতি । সহস্রে সহস্রধনদানে শক্তির্ধ্বং সঃ, শতং ধনানি দত্ত্বাং, শতে শতধনদানে
 শক্তির্ধ্বং সঃ, দশাপি চ ধনানি দত্ত্বাং । যঃ শক্ত্যা অপো জলমাত্রং দত্ত্বাং, ততো নাদিকং
 দাতুং শক্যাদিতি ভাবঃ ॥৯৬॥

রজ্জ্বীতি । অপো জলম্, অকিঞ্চনঃ নিঃস্বঃ সন্ । নাকপৃষ্ঠং স্বর্গলোকম্ ॥৯৭॥

নেতি । দত্তৈঃ কৃতৈঃ, মহাফলৈর্বিশালৈরিত্যর্থঃ । সূক্ষ্মৈঃ স্বল্পৈঃ, স ধর্ম্যঃ ॥৯৮॥

গবিত্তি । গোপ্রদানসহস্রাণি সহস্রগোদানানি, অদাং অকরোং । পারক্যাং পরকীয়াম্ ।
 সহস্রগোমধ্যে ভ্রমাদেকাং পরস্বামিকাং গামদাদিতি পরদ্রব্যহরণাং পাপং জাতমিত্যাশয়ঃ ॥৯৯॥

না ; তারপর স্বর্গরোধ বিষয়ে লোভই হেতু হয় এবং ঐহিক ভোগেচ্ছা তাহা
 বারণ করে ; অতএব স্বর্গলাভ ছুঁকর ॥৯৪॥

ক্রোধজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, তপস্বী, শক্তি অনুসারে দাতা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ
 পুরুষেরাই সেই স্বর্গ দেখিতে পান ॥৯৫॥

সহস্র দানে সমর্থ শত দান করেন এবং শত দানে শক্তিশালী লোক অস্তুতঃ
 দশ দিয়া থাকেন ; কিন্তু যিনি শক্তি অনুসারে জলমাত্র দান করেন, তাহার
 সকলেই সমান ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥৯৬॥

ব্রাহ্মণ । রাজা রস্তিদেব নিঃস্ব হইয়া শুক্লে শুক্লচিহ্নে জলমাত্র দান করিয়াছিলেন,
 তাহার ফলে তিনি স্বর্গে গিয়াছেন ॥৯৭॥

বৎস । ধর্ম্য ঞ্চায়লক ও শ্রদ্ধাপূত স্বল্প দানেও যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অশ্রায়লক,
 বিরজিভূষিত বিশাল দানে সেরূপ সন্তুষ্ট হন না ॥৯৮॥

নৃগরাজা ব্রাহ্মণগণকে এক সহস্র গোদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার
 মধ্যে একটিমাত্র পরকীয়া গো দান করিয়া তিনি নরকে গিয়াছিলেন ॥৯৯॥

আঙ্গমাংসপ্রদানেন শিবিরৌশীনরো নৃপঃ ।
 প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্নৌকান্মোদতে দিবি স্তত্রতঃ ॥১০০॥
 বিভবো ন নৃণাং পুণ্যং স্বশক্ত্যা স্বর্জিতং সতাং ।
 ন যজ্ঞৈবিবিধৈবিত্রা ! যথা! ত্রায়েন সর্জিতৈঃ ॥১০১॥
 ক্রোধাদানফলং হস্তি লোভাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি ।
 ত্রায়বৃদ্ধির্হি তপসা দানবিৎ স্বর্গমশ্নুতে ॥১০২॥
 ন রাজসূর্যৈর্বহুভিরিষ্টা । বিপুলদক্ষিণৈঃ ।
 ন চাত্মমেধৈর্বহুভিঃ ফলং সমমিদং তব ॥১০৩॥
 শক্তুপ্রশ্বেন বিজিতো ব্রহ্মলোকস্বয়াক্ষয়ঃ ।
 বিরজো ব্রহ্মসদনং গচ্ছ বিপ্র ! যথাস্থখম্ ॥১০৪॥

ভারতকৌমুদী

অশ্রুতি । আঙ্গমাংসপ্রদানেন শ্বেনপক্ষিণে, ঔশীনর উশীনরপুত্রঃ । উপাখ্যানমিদং
 প্রাগ্‌বষ্টব্যম্ ॥১০০॥

বিভব ইতি । বিভবো ধনমেব, স্বর্জিতঃ সৃষ্ট অর্জিতং ত্রায়েনাজিতমিত্যর্থঃ পুণ্যমিতি
 শব্দকঃ ॥১০১॥

ক্রোধাদিতি । ক্রোধাদদত্তম্ । অর্জনে ত্রায়বৃদ্ধিঃ, দানবিৎ দানকারী ॥১০২॥

নেতি । ইষ্টা দেবান্ পূজয়িত্বা । ইদং তব শক্তুদানং ন সমং ফলং ন তত্ত্বসমানফল-
 জনকম্, কিন্তু অধিকফলজনকমেবেত্যর্থঃ ॥১০৩॥

শক্তিতি । শক্তুপ্রশ্বেন অনেন শক্তুপ্রশ্বদানেন । বিরজো ব্রজোগ্রবিহীনং কামক্রোধাদি-
 শূন্যম্ ॥১০৪॥

উশীনরের পুত্র ব্রতপরায়ণ শিবিরাজ । শ্বেনপক্ষীকে নিজের মাংস প্রদান
 করায় পুণ্যবানদিগের লোকে যাইয়া আনন্দ অশ্রুভব করিতেছেন ॥১০০॥

ব্রাহ্মণ ! ধনই মানুষের পুণ্যজনক নহে ; কিন্তু আপন শক্তিদ্বারা ত্রায়া-
 ভাবে অর্জিত ধনই সজ্জনের পুণ্যজনক এবং ত্রায়াভাবে অর্জিত ধনদ্বারা যেমন
 পুণ্য হয়, নানাবিধ যজ্ঞদ্বারাও সেরূপ পুণ্য হয় না ॥১০১॥

ক্রোধে দান করিলে সেই দান দানের ফল নষ্ট করে এবং লোভে দান
 করিলে, মানুষ তাহার ফলে স্বর্গলাভ করিতে পারে না ; কিন্তু তপস্বী ও
 ত্রায়াভাবে অর্জয়িতা মানুষ দান করিয়া স্বর্গ লাভ করে ॥১০২॥

ব্রাহ্মণ ! প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত বহুতর রাজসূয় কিংবা বহুতর ত্রাষমেধযজ্ঞ
 করিয়াও মানুষ তোমার এই শক্তুদানফলের সমান ফল লাভ করিতে পারে
 না ॥১০৩॥

সৰ্বেষাং বো দ্বিজশ্ৰেষ্ঠ ! দিব্যং যানমুপস্থিতম্ ।
 আরোহত যথাকামং ধৰ্ম্মোহস্মি দ্বিজ ! পশ্য মাম্ ॥১০৫॥
 তারিতো হি জয়া দেহো লোকে কীর্তিঃ স্থিরা চ তে ।
 সভাৰ্য্যঃ সহপুত্রশ্চ সন্মুখশ্চ দিবং ব্রজ ॥১০৬॥
 ইতুক্তবাক্যে ধৰ্ম্মে তু যানগারুহ্য স দ্বিজঃ ।
 সদারঃ সন্মুতশ্চৈব সন্মুখশ্চ দিবং গতঃ ॥১০৭॥
 তস্মিন্ বিপ্রো গতে স্বৰ্গং সম্মতে সন্মুখে তদা ।
 ভাৰ্য্যাচতুৰ্থে ধৰ্ম্মাজ্ঞে ততোহহং নিঃসৃতো বিলাৎ ॥১০৮॥
 ততস্ত্ব শক্তুগন্ধেন ক্লেদেন সলিলশ্চ চ ।
 দিব্যপুষ্পবিগৰ্দ্দাচ্চ সাধোৰ্দ্দানলবৈশ্চ তৈঃ ।
 বিপ্রশ্চ তপসা তশ্চ শিরো মে কাঞ্চনীকৃতম্ ॥১০৯॥

ভারতকৌমুদী

সৰ্বেষামিতি । বো যুযাকম্, দিব্যং স্বর্গীয়ম্, যানং বিমানম্ ॥১০৫॥
 তারিত ইতি । তারিতঃ সংসারক্লেশাৎ । জয়া পুত্রবধূা সহৈতি সন্মুখঃ ॥১০৬॥
 ইতীতি । ইতি ইত্মুক্তং বাক্যং যেন তস্মিন্, যানং স্বর্গীয়বিমানম্ ॥১০৭॥
 তস্মিন্নিতি । ভাৰ্য্যা চতুৰ্থী যশ্চ তস্মিন্, অহং নকুলঃ, বিলাৎ গৰ্ভাৎ ॥১০৮॥
 তত ইতি । সলিলশ্চ ধৰ্ম্মায় দত্তশ্চ জলশ্চ, ক্লেদেন কৰ্দমেণ । দিব্যানাং স্বর্গীয়ানাং
 পুষ্পাণাং বিগৰ্দ্দাং সংস্পর্শাৎ, সাধোব্রাহ্মণশ্চ দানলবৈর্দত্তশক্তুকণৈঃ । কাঞ্চনীকৃতং স্বর্ণ-
 বর্ণীকৃতম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১০৯॥

ব্রাহ্মণ ! তুমি এই শক্তুদানের ফলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছ ;
 অতএব এখন যথাসুখে কামক্রোধবিহীন ব্রহ্মলোকে গমন কর ॥১০৪॥

ব্রাহ্মণশ্ৰেষ্ঠ ! তোমাদের সকলের জগুই স্বর্গীয় বিমান উপস্থিত হইয়াছে ;
 অতএব তোমরা ইচ্ছানুসারে আরোহণ কর, আর ব্রাহ্মণ ! আমি ধৰ্ম্ম, আমাকে
 দেখ ॥১০৫॥

ব্রাহ্মণ ! তুমি নিজের দেহটিকে সংসারের কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছ,
 তোমার কীর্ত্তিও জগতে চিরস্থায়িনী হইয়াছে । এখন তুমি ভাৰ্য্যা, পুত্র ও
 পুত্রবধূর সহিত স্বর্গে গমন কর' ॥১০৬॥

ধৰ্ম্ম এইরূপ বাক্য বলিলে, সেই উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণ ভাৰ্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর
 সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥১০৭॥

ধৰ্ম্মজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ ভাৰ্য্যা, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত স্বর্গে গমন করিলে,
 তাহার পর আমি আমার গৰ্ভ হইতে নির্গত হইলাম ॥১০৮॥

তস্মা সত্যাভিসন্ধস্য শক্তদানেন চৈব হ ।
 শরীরার্দ্ধঞ্চ মে বিপ্রাঃ! শাতকুম্ভময়ং কৃতম্ ॥১১০॥
 পশ্যতেমং স্রবিপুলং তপসা তস্য ধীগতঃ ।
 কথমেবংবিধং শ্রাদ্ধৈ পার্শ্বমন্যদিতি দ্বিজাঃ! ॥১১১॥
 তপোবনানি যজ্ঞাংশ্চ হৃষ্টোহভ্যোগি পুনঃ পুনঃ ।
 যজ্ঞং ব্রহ্মগিমং শ্রদ্ধা কুরুরাজস্য ধীগতঃ ।
 আশয়া পরয়া প্রাপ্তো ন চাহং কাঞ্চনীকৃতঃ ॥১১২॥
 ততো ময়োক্তং তদ্বাক্যং প্রাহস্য ব্রাহ্মণর্ষভাঃ! ।
 শক্তপ্রশ্নেন যজ্ঞোহয়ং সম্মিতে। নেতি সর্বথা ॥১১৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্মেতি । সত্যে অভিসন্ধা সৰ্বদৈবাবিলাষো যস্য তস্য । শাতকুম্ভময়ং স্বর্ণময়ং তদ-
 বর্ণম্ ॥১১০॥

পশ্যতেতি । ইমং পার্শ্বম্, স্রবিপুলং বিস্তৃতম্ । অন্যৎ অন্যথা ॥১১১॥

তপ ইতি । তপোবনানি যজ্ঞাংশ্চাত্মেয়াম্, অভ্যোগি পরীক্ষিতুং গচ্ছামি । আশয়া
 তাদৃশফলপ্রাপ্তিলোভেন । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১২॥

তত ইতি । কিং তদ্বাক্যমিত্যাহ শক্তিতি । শক্তপ্রশ্নেন উক্তবৃত্তিব্রাহ্মণস্য শক্ত-
 প্রশ্নদানেন, সম্মিতস্তল্যঃ ॥১১৩॥

তদনন্তর শক্তুর গন্ধ, জলজনিত বর্ধম, স্বর্ণীয় পুষ্পের সংস্পর্শ, মাধুপ্রদত্ত
 সেই শক্তুর কণা এবং সেই ব্রাহ্মণের তপস্মার গুণে আমার মস্তক স্বর্ণবর্ণ হইয়া
 গেল ॥১০৯॥

ব্রাহ্মণগণ! সেই সত্যপরায়ণ ব্রাহ্মণপ্রদত্ত শক্তুর সংস্পর্শে আমার দেহের
 অর্দ্ধও স্বর্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে ॥১১০॥

ব্রাহ্মণগণ! আপনারা দেখুন, সেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণের তপস্মার গুণে আমার
 এই বিস্তৃত পার্শ্বদেশ স্বর্ণবর্ণ হইয়া রহিয়াছে; তাহা না হইলে আমার পার্শ্ব-
 দেশ এইরূপ হইবে কেন? ॥১১১॥

আমি তদবধি হৃষ্টচিত্তে অস্মাচ্চ লোকের তপোবন ও যজ্ঞে বার বার
 যাইয়া থাকি; সুতরাং আমি ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের এই যজ্ঞের বিষয় শুনিয়া
 গুরুতর আশায় আসিয়াছিলাম; কিন্তু এ যজ্ঞ আমার ত কোন অঙ্গই স্বর্ণবর্ণ
 করিল না! ॥১১২॥

ব্রাহ্মণশ্রোতৃগণ! সেই জ্ঞানী আমি হাশ্য করিয়া সেই বাক্য বলিয়াছিলাম ।

(১১০) শরীরাক মে বিপ্রাঃ!—বজ বর্ধ ।

শক্তুপ্রস্থলবৈশ্ণুর্হি তদাহং কাঞ্চনীকৃতঃ ।

নহি যজ্ঞো মহানেষ সদৃশশৈস্তম'তো গম ॥১১৪॥

ইতু্যক্ত্বা নকুলঃ সর্বান যজ্ঞে দ্বিজবরাংস্তদা ।

জগামাদর্শনং তেষাং বিপ্রান্তে চ যযুর্গৃহান ॥১১৫॥

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু সন্তোষঃ শীলমার্জ্জবম্ ।

তপো দমশ্চ সত্যঞ্চ প্রদানক্ষেতি সন্মিতম্ ॥১১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্বণি অশ্বমেধে নকুলাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

শক্তি'তি । শক্তুপ্রস্থল'লবৈঃ কণৈঃ । তৈঃ শক্তুপ্রস্থলবৈঃ ॥১১৪॥

ইতীতি । যজ্ঞে যুগিষ্ঠিরশ্বমেধে । অদর্শনং দৃষ্টেরবিষয়ম্ ॥১১৫॥

অবস্থাবিশেষে স্বল্পদানশ্রাপ্যৎকর্ম্মাহ অদ্রোহ ইতি । শীলং সংস্বভাবঃ, আর্জ্জবং সরলতা ।
দম ইন্দ্রিয়দমনম্, প্রদানম্ অবস্থাবিশেষে প্রকৃষ্টং বিতরণম্, ইত্যেতৎ সর্বং সন্মিতং তুল্যম্ ।
যজ্ঞাভিষ্মদর্শনেন তৎসম্পাদকানাং বিপ্রাণাং গর্ভচূর্ণনায় নকুলাখ্যানমিদমিতি প্রতীয়তে ॥১১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিনাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

বাস্তবিকই এই যজ্ঞ সর্বপ্রকারেই উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণের সেই শক্তুদানের তুল্য
নহে ॥১১৩॥

কারণ, সেই শক্তুপ্রস্থের কণাগুলি তখন আমাকে অর্ণবর্ণ করিয়াছিল ;
কিন্তু এই যজ্ঞ তাহা করে নাই ; সুতরাং এই বিশাল যজ্ঞ সেই শক্তুর সমান
বলিয়া আমার মনে হইল না' ॥১১৪॥

সেই অশ্বমেধযজ্ঞে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে এই কথা বলিয়া নকুল সকলেরই
দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল এবং সেই ব্রাহ্মণরাও আপন আপন ভবনে চলিয়া
গেলেন ॥১১৫॥

সর্বভূতে দ্রোণ না করা, সর্বদা সন্তোষ, সংস্বভাব, সরলতা, তপশ্রা,
ইন্দ্রিয়দমন, সত্য এবং অবস্থাবিশেষে স্বল্প দান—এই সমস্তই সমান' ॥১১৬॥

(১১৫) ইতঃ পরম্—বৈশম্পায়ণ উবাচ। এতস্তে সর্বমাখ্যাং ময়া পরপুরঞ্জয়! ।
যদাশ্রমভুক্তত্র বাজিমেধে মহাক্রতোঃ ॥ ন বিশ্বয়ন্তে নৃপতে । যজ্ঞে কার্য্যঃ কথঞ্চন । ঋষিকোটি-
সহস্রাণি তপোভির্ধে দিবং গতাঃ ॥ ইতি শ্লোকদ্বয়মধিকং বৎ বর্ধ—নি ।

* '...নবতিতমোহধ্যায়ঃ'—বৎ বর্ধ, '...দিনবতিতমোহধ্যায়ঃ'—নি ।

চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ—

জনমেজয় উবাচ ।

যজ্ঞে সত্ত্বা নৃপতয়স্তপঃসত্ত্বা মহর্ষয়ঃ ।
শান্তিং ব্যবস্থিতা বিপ্রাঃ শমে দম ইতি প্রভো ! ॥১॥
তস্মাদ্যজ্ঞফলৈস্ত্বল্যং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে ।
ইতি মে বর্ততে বুদ্ধিস্তথা চৈতদসংশয়ম্ ॥২॥
যজ্ঞৈরিষ্টা তু বহবো রাজানো দ্বিজসত্তম ! ।
ইহ কীর্তিঃ পরাং প্রাপ্য প্রেত্য স্বর্গমপাঙ্গুযুঃ ॥৩॥
দেবরাজঃ সহস্রাঙ্গঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
দেবরাজ্যং মহাতেজাঃ প্রাপ্তবানখিলং বিভুঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অনেনাধ্যায়েন পূর্বাধ্যায়ে নকুলকৃতা যুধিষ্ঠিরাশ্বমেধস্ত নিন্দা সমর্থিতা । যজ্ঞ ইতি । সত্ত্বা ব্যাপ্তাঃ । শান্তিং নিরুপদ্রবতাম্, ব্যবস্থিতা আশ্রিতাঃ, শমে অন্তরিত্ত্বিয়দমনে, দমে বহিরিত্ত্বিয়দমনে চ বিপ্রা ব্যবস্থিতাঃ ॥১॥

তস্মাদিতি । তস্মাৎ তপঃপ্রভৃतीনাং কেবলপারিত্রিকফলজননাং যজ্ঞস্ত তু ঐহিক-পারিত্রিকোভয়ফলসম্পাদনাৎ । তুল্যং ফলম্, তপস্তাদীনাং কস্তাপীতি শেষঃ ॥২॥

যজ্ঞৈরিতি । ইষ্টা দেবান্ পূজয়িত্বা, ইহ লোকে, প্রেত্য পরলোকে চ ॥৩॥

দেবেতি । দেবানাং রাজ্যং রাজত্বম্, বিভুঃ প্রভাবশালী ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—‘প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ ! রাজারা যজ্ঞে ব্যাপ্ত হন, মহর্ষিরা তপস্তায় আসক্ত থাকেন, আর ব্রাহ্মণেরা শান্তি অবলম্বন করিয়া অন্তরিত্ত্বিয় দমন এবং বহিরিত্ত্বিয় নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥১॥

অতএব এই জগতে যজ্ঞফলের সমান কোন কার্যের ফলই দেখা যায় না, ইহাই আমার ধারণা এবং এই ধারণা নিঃসন্দেহও বটে ॥২॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! বহু রাজা যজ্ঞ করিয়া ইহলোকে উত্তম কীর্তির অধিকারী হইয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করেন ॥৩॥

প্রভাবশালী ও মহাতেজা সহস্রাঙ্গ ইন্দ্র প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞদ্বারা সমস্ত দেবগণের রাজত্ব লাভ করিয়াছেন ॥৪॥

(৩)....রাজানো দ্বিজসত্তমাঃ—বহু বর্জ নি ।

যদা যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমার্জুনপুত্রঃসরঃ ।
 সদৃশো দেবরাজেন সমৃদ্ধ্য বিক্রমেণ চ ॥৫॥
 অথ কস্মাৎ স নকুলো গর্হয়ামাস তং ক্রতুযু ।
 অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং রাজ্ঞস্তস্য মহাজ্ঞনঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম)
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যজ্ঞস্য বিধিগ্রন্থং বৈ ফলং চাপি নরাধিপ ! ।
 গদতঃ শৃণু মে রাজন্ ! যথাবদিহ ভারত ! ॥৭॥
 পুরা শক্রস্য যজ্ঞতঃ সর্ব উচুর্মহর্ষয়ঃ ।
 ঋত্বিকু কৰ্মব্যগ্রেষু বিতর্তে যজ্ঞকৰ্ম্মণি ॥৮॥
 হুয়মানে তথা বহৌ হোত্রে গুণসমম্বিতে ।
 দেবেষাহুয়মানেষু স্থিতেষু পরগর্ষিষু ॥৯॥
 সুপ্রতীতৈস্তথা বিপ্রৈঃ স্বাগমৈঃ সস্বরৈর্নৃপ ! ।
 অশ্রুতৈস্তচাপি লঘুভিরধ্বয়ুর্ঘটৈস্তথা ॥১০॥
 আলম্ব্যসময়ে তস্মিন্ গৃহীতেষু পশুশ্বথ ।
 মহর্ষয়ো মহারাজ ! বভূবুঃ কুপয়াম্বিতাঃ ॥১১॥ (বিশেষকম)

ভারতকৌমুদী

যদেতি । যদা যতঃ, ভীমার্জুনৌ পুত্রঃসরৌ যন্ত সঃ । এতেন বিক্রমে দেবরাজসাদৃশ্যং
 প্রতিপাদিতম্ । অথেনি প্রপ্নে । পূর্বং যদেত্যভিধানাদত্র তদেতি বোধ্যম্ । নকুলঃ প্রাগ-
 ধ্যায়োক্তঃ ॥৫—৬॥

যজ্ঞস্তেতি । অগ্র্যং প্রদানম্ । গদতঃ কথয়তঃ ॥৭॥

পুৱেতি । ঋত্বিকু পুরোহিতেষু, কৰ্মব্যগ্রেষু হোমাদিকার্য্যব্যাপ্তেষু, বিতর্তে বাহুল্যং
 গতে ॥৮॥

হুয়েতি । হোতুরিদং হোত্রে হোমস্তস্মিন্, গুণসমম্বিতে উৎকৰ্ষযুক্তে । সুপ্রতীতৈর্বিখ্যাতৈঃ,

ভীমার্জুনসমম্বিত রাজা যুধিষ্ঠির যখন সমৃদ্ধি ও বিক্রমে দেবরাজের সদৃশই
 ছিলেন, তখন সেই নকুল কেন মহাজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের
 নিন্দা করিয়াছিল? ॥৫—৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ ভরতনন্দন রাজা ! আমি যথার্থভাবে
 এখন যজ্ঞের বিধি ও ফল বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥৭॥

পূর্বকালে ইন্দ্র যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন পুরোহিতেরা বিভিন্ন কার্য্যে
 ব্যাপ্ত থাকিলে এবং যজ্ঞ বিস্তৃত হইয়া উঠিলে, ঋষিরা সকলেই বলিয়া-
 ছিলেন—৥৮॥

ততো দীনান্ পশূন্ দৃষ্ট্বা ধ্বংসস্তে তপোধনাঃ ।
 উচুঃ শক্রং সমাগম্য নাযং যজ্ঞবিধিঃ শুভঃ ॥১২॥
 অপরিজ্ঞানমেতন্তে মহাস্তং ধর্ম্মগিচ্ছতঃ ।
 নহি যজ্ঞে পশুগণা বিধিদৃষ্টাঃ পুরন্দর ! ॥১৩॥
 ধর্ম্মোপঘাতকেষু সমারম্ভস্তব প্রভো ! !
 নাযং ধর্ম্মকৃতো যজ্ঞো ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে ॥১৪॥
 আগমেনৈব তে যজ্ঞং কুর্বন্ত যদি চেচ্ছসি ।
 বিধিদৃষ্টেন যজ্ঞেন ধর্ম্মস্তে হুগান্ ভবেৎ ॥১৫॥
 যজ বীজৈঃ সহস্রাক্ষ ! ত্রিবর্ষপরমোষিতৈঃ ।
 এষ ধর্ম্মো মহান্ শক্র ! মহাগুণফলোদয়ঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

বাগমৈঃ হুত্বাভবেন বেদপাঠৈঃ । অশ্রীতৈরবিরতৈঃ, লঘুভিঃ হুত্বৈঃ, অধ্বর্য্যুযুযুতৈর্ভজুর্বেদীয়-
 হোতৃশ্রেষ্ঠৈঃ । আগন্তুসময়ে পশুচ্ছেদনকালে ॥১২—১১॥

তত ইতি । দীনান্ আশঙ্ক্য কাতরীভূতান্ । ন শুভঃ হিংসাকৃত্যং ॥১২॥

অপরীতি । পশুগণা যজ্ঞে হস্তব্যতয়া নহি বিধিদৃষ্টাঃ ॥১৩॥

ধর্ম্মেতি । এষ পশুঘাতরূপঃ । ধর্ম্মায় কৃতো ধর্ম্মকৃতঃ ॥১৪॥

আগমেনেতি । আগমেন শাস্ত্রানুসারেণ, কুর্বন্ত অথবা ইতি শেষঃ ॥১৫॥

‘নরনাথ মহারাজ ! অগ্নিতে আহুতি দিতে থাকিলে, হোম উৎকর্ষযুক্ত হইতে লাগিলে, দেবগণ ও মহর্ষিগণ আহুত হইয়া উপস্থিত হইলে, সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা সুস্বরে বেদপাঠ করিতে লাগিলে, সুশিক্ষিত যজুর্বেদীয় যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠেরা অবিরত কার্য্য করিতে থাকিলে, পশুচ্ছেদনের সময়ে পশুগণকে গ্রহণ করিলে, মহর্ষিরা পশুগণের উপরে দয়াবু হইলেন ॥১২—১১॥

তাহার পর তপোধন সেই ঋষিরা পশুগণকে কাতর দেখিয়া, ইন্দ্রের নিকটে যাইয়া বলিলেন—‘আপনার এই যজ্ঞ মঙ্গলজনক হইবে না ॥১২॥

দেবরাজ ! আপনি গুরুতর ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা করেন বটে ; কিন্তু আপনার এই বিষয়টা জানা নাই যে, যজ্ঞে পশুহত্যা শাস্ত্রে দেখা যায় না ॥১৩॥

দেবরাজ ! আপনার এই উপক্রম ধর্ম্মনাশক একে এই যজ্ঞ ধর্ম্মের জন্ত করা হইতেছে না । কারণ, হিংসাকে ধর্ম্ম বলা হয় না ॥১৪॥

আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঋষিরা শাস্ত্রানুসারে আপনার যজ্ঞ করুন । শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ করিলে আপনার গুরুতর ধর্ম্ম হইবে ॥১৫॥

(১৬) যজ বীজৈঃ সহস্রাক্ষ !—নি ।

শতক্রতুস্ত তদ্বাক্যমুষিত্ত্বদর্শিভিঃ ।

উক্তং ন প্রতিজ্ঞগ্রাহ গানান্মোহবশং গতঃ ॥১৭॥

তেষাং বিবাদঃ স্তমহান্ শক্রযজ্ঞে তপস্বিনাম্ ।

জঙ্গমৈঃ স্বাবরৈর্বাপি যষ্টব্যমিতি ভারত ! ॥১৮॥

তে তু খিন্না বিবাদেন ঋষয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ ।

তদা সন্ধায় শক্রেণ পপ্রচ্ছ নৃপতিং বহুশ্চ ॥১৯॥

ধর্ম্মসংশয়মাপন্নান্ সত্যং ক্রহি মহাগতে ! ।

মহাভাগ ! কথং যজ্ঞে স্বাগমো নৃপসত্তম ! ।

যষ্টব্যং পশুভিমু'ত্থৈরথো বীজৈ রসৈরিতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞেতি । বীজধর্ম্মাদিভিঃ, ত্রিবর্ষপরমোষিতৈঃ পূর্ণং বৎসরজয়ং বাবৎ রক্ষিতৈঃ ॥১৬॥

শতেতি । তত্ত্বদর্শিভিঃ শাস্ত্রমর্থ্যভিজ্ঞৈঃ । মানাং দেবরাজঘোনাভিজয়গর্ব্বাং ॥১৭॥

তেষামিতি । জঙ্গমৈঃ পশুভিঃ, স্বাবরৈর্ধর্ম্মাদিভিঃ । “অজেন যষ্টব্য”মিতি বিধৌ অজপদস্ত
ছাগপদতয়া পিষ্টতুল্যপরতয়া চ নির্ণয়াদিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ত ইতি । খিন্না পক্ষয়য়েহপি সমানবাদিত্যাং হুঃখিতা । সন্ধায় সন্ধিং কৃৎস্না, বহুশ্চ
উপরিচরং নাগ ॥১৯॥

ধর্ম্মেতি । কথং কীদৃশঃ, আগমঃ শাস্ত্রার্থঃ । বীজধর্ম্মাদিভিঃ, রসৈর্লতাাদিনির্ধারিতৈঃ ।
যষ্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

সহস্রাঙ্ক ইন্দ্র । আপনি তিন বৎসরের পুরাতন ধাতুদ্বারা যজ্ঞ করুন ;
এইরূপ যজ্ঞই গুরুতর ধর্ম্মজনক হইবে এবং আপনার বিশেষ উৎকর্ষ ও ফল
উৎপাদন করিবে’ ॥১৬॥

কিন্তু ইন্দ্র গর্ব্ববশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের সেই বাক্য গ্রাহ্য
করিলেন না ॥১৭॥

কারণ, ভারতনন্দন । ইন্দ্রের সেই যজ্ঞ উপস্থিত তপস্বিগণের মধ্যে এইরূপ
গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল যে, একপক্ষ বলিতেছিলেন—জঙ্গম-(পশু)
দ্বারা যজ্ঞ করিবে, আর এপর পক্ষ বলিতেছিলেন—স্বাবর-(ধাতুাদি) দ্বারা যজ্ঞ
করিবে ॥১৮॥

সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পরস্পর বিবাদনিবন্ধন হুঃখিত হইয়া সন্ধি করিয়া
ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া চেদিরাজ উপরিচরবহুর নিকট সেই বিষয়ে
জিজ্ঞাসা করিলেন—॥১৯॥

তচ্ছৃণু। তু বহুস্তেষাংবিচার্য বলাবলম্ ।
 যথোপনীতৈর্ষষ্ঠ্যমিতি প্রোবাচ পার্ধিবঃ ॥২১॥
 এবমুক্তা স নৃপতিঃ প্রবিবেশ রসাতলম্ ।
 উদ্ধাথ বিতথং প্রস্নং চেদীনাসীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥২২॥
 তস্মান্ন বাচ্যং হে কেন বহুজ্ঞেনাপি সংশয়ে ।
 প্রজাপতিসপাহায় স্বয়ম্ভুবমুতে প্রভুম্ ॥২৩॥
 তেন দত্তানি দানানি পাপেনাশুকুবুদ্ধিনা ।
 তানি সৰ্বাগ্যনাদৃত্য নশ্চন্তি বিপুলান্যপি ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । বলাবলং পশুবীজরসানাং যুক্তায়ুক্তম্ । যথোপনীতৈর্ষষ্ঠ্যাসম্ভবৈঃ ॥২১॥
 এবমিতি । রসাতলং প্রবিবেশ অহিংসাবাদিনাম্ ঋষীণাং শাপাৎ । ইতি পূর্বমুক্তং
 ত্রুট্যম্ । বিতথং মিথ্যা, প্রস্নং প্রশ্নোত্তরম্ ॥২২॥
 তস্মাদিতি । প্রজাপতিং ব্রহ্মাণম্ ঋতে বিনা, প্রভুং সর্বজ্ঞপ্রভাবশালিনম্ ॥২৩॥
 তেনেতি । তেন দেবরাজেন । তানি অহিংসাবাদিনাং মতানি, নশ্চন্তি নিফলানি
 ভবন্তি স্ম ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞ ইতি । “যজ্ঞে সত্তা নৃপতয়ঃ” ইত্যখ্যায়ো হিংসামিশ্রস্বধর্মস্ত নিন্দার্থম্ ॥১—১৫॥ ত্রিবর্ষ-
 পরমোষিতৈঃ পুরাণৈঃ ॥১৬—১৯॥ রূপৈঃ পয়োদ্যুতাদিভিঃ ॥২০—২১॥ বিতথং হিংস্রাহিংস্রয়োঃ
 ক্রোধোদ্ভল্যদ্বাপাদনাদনৃতম্ ॥২২—৩৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
 পর্বণি অশ্বমেধে চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৪॥

‘মহামতি মহাভাগ রাজশ্রেষ্ঠ ! আমরা ধর্মবিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়াছি ;
 অতএব আপনি সত্য বলুন, যজ্ঞ বিষয়ে শাস্ত্রার্থ কিরূপ ? পশু, উত্তম বীজ
 কিংবা রসদ্বারা যজ্ঞ করিতে হইবে ?’ ॥২০॥

উপরিচরবস্তু তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া, উডয়পঙ্কের আশ্রয় ও আশ্রয়ত্বের
 বিচার না করিয়া বলিলেন—‘ঐ তিনের মধ্যে যাঁহা পাওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা
 যজ্ঞ করিতে হইবে’ ॥২১॥

প্রভাবশালী চেদিরাজ উপরিচরবস্তু এইরূপ বলিয়া অর্থাৎ মিথ্যা প্রশ্নোত্তর
 করিয়া অহিংসাবাদী ঋষিগণের শাপে পাতালে প্রবেশ করিলেন ॥২১॥

অতএব একমাত্র স্বয়ম্ভুব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কোন এক ব্যক্তি বহু শাস্ত্রজ
 হইলেও তাঁহার কোন সন্দেহস্থলে একতর বলা উচিত নহে ॥২৩॥

তস্মাদধর্মপ্রবৃত্তস্য হিংসকস্য দুর্ভাগ্যনঃ ।
 দানেন কীর্তির্ভবতি ন প্রেত্যেহ চ দুর্ন্যতেঃ ॥২৫॥
 অত্যায়েপগতং দ্রব্যমভীক্ষং যো হৃপণ্ডিতঃ ।
 ধর্ম্মাভিশঙ্কী যজ্ঞতে ন স ধর্ম্মফলং লভেৎ ॥২৬॥
 ধর্ম্মবৈতংসিকো যস্তু পাপাত্মা পুরুষাধমঃ ।
 দদাতি দানং বিপ্রৈভ্যো লোকবিশ্বাসকারণম্ ॥২৭॥
 পাপেন কর্ম্মণা বিপ্রো ধনং প্রাপ্য নিরঙ্কুশঃ ।
 রাগমোহান্বিতঃ সোহন্তে কলুষাং গতিমশ্নুতে ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
 অপি সঞ্চয়বুদ্ধির্হি লোভমোহবশং গতঃ ।
 যজ্ঞং কৰোতি ভূতানি পাপেনাশুকবুদ্ধিনা ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ভুঞ্জতে । তস্য কার্যকর্তৃমাত্রস্য । প্রেত্য পরলোকে ইহলোকে চ ফলং ন ভবতি ॥২৫॥
 অত্যায়েতি । অত্যায়েন চৌর্যাদিনা উপগতং লব্ধম্, অভীক্ষং পুনঃ পুনঃ । ধর্ম্মাভিশঙ্কী
 ধর্ম্মাভিসঙ্কায়ী ॥২৬॥
 ধর্ম্মেতি । ধর্ম্মবৈতংসিকো ধর্ম্মকপটঃ । নিরঙ্কুশো বাধারহিতঃ ॥২৭—২৮॥
 অপীতি । সঞ্চয়ে ক্রমশো রক্ষণেন ধনবৃদ্ধৌ বুদ্ধির্ভূত সঃ । অশুকবুদ্ধিনা পাপেন ভূত্যবর্ণগণ
 ভূতানি পীড়য়ন্তি শেবঃ ॥২৯॥

অহিংসাকারী ঋষিগণের সমস্ত মত অগ্রাহ্য করিয়া অশুকবুদ্ধি ও পাপচিত্ত
 ইন্দ্রকর্তৃক কৃত প্রচুর দানগুলিও নিষ্ফল হইয়াছিল ॥২৪॥

হিংসাকারী, অধর্ম্মপ্রবৃত্ত, দুর্বুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য সেই কার্য্যকর্তার দানে যশ
 হইতে পারে বটে ; কিন্তু ইহলোকে বা পরলোকে কোন ফল হয় না ॥২৫॥

যে মূর্থ বার বার অজ্ঞায্যভাবে ধন লাভ করিয়া ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া সেই
 ধনদ্বারা যজ্ঞ করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মের ফল লাভ করিতে পারে না ॥২৬॥

যে পাপাত্মা পুরুষাধম ধর্ম্মের ছল করিয়া লোকের বিশ্বাসের জন্ত ব্রাহ্মণ-
 গণকে দান করে, কিংবা যে ব্রাহ্মণ পাপকার্য্যদ্বারা ধন লাভ করিয়া রাগ ও
 মোহযুক্ত হইয়া অবোধে দান করিতে থাকে, সেই লোক বা সেই ব্রাহ্মণ অন্তিম-
 কালে পাপের গতি ভোগ করে ॥২৭—২৮॥

এবং যে মানুষ পাপাত্মা ও কলুষিত চিত্ত ভূত্যগণদ্বারা প্রাণিগণের পীড়ন
 করিতে থাকিয়া ধনসঞ্চয়্যভিলাষী ও লোভমোহবশীভূত হইয়া যজ্ঞ করে,
 তাহারও অন্তিমকালে দুর্গতি হইয়া থাকে ॥২৯॥

এবং লব্ধ্বা ধনং মোহাদৃষো হি দদ্বাদৃষজে ত বা ।
 ন তস্মৈ স ফলং প্রেত্য ভুঙ্ক্তে পাপধনাগগাৎ ॥৩০॥
 উজ্জ্বলং মূলং ফলং শাকমুদপাত্ৰং তপোধনাঃ ।
 দানং বিভবতো দদ্বা নরাঃ স্বর্ষাস্তি ধার্ম্মিকাঃ ॥৩১॥
 এষ ধর্ম্মো মহাযোগো দানং ভূতদয়া তথা ।
 ব্রহ্মচর্য্যং তথা সত্যগমুক্ৰোশো ধৃতিঃ ক্ষমা ।
 সনাতনস্মৈ ধর্ম্মস্য মূলমেতৎ সনাতনম্ ॥৩২॥
 শ্রদ্ধয়ন্তে হি পুরাত্নতা বিশ্বামিত্রাদয়ো নৃপাঃ ।
 বিশ্বামিত্রোহসিতশ্চৈব জনকশ্চ মহীপতিঃ ।
 কক্ষসেনাষ্টির্মৈর্যো চ সিদ্ধুদ্বীপশ্চ পার্থিবঃ ॥৩৩॥
 এতে চান্যে চ বহবঃ সিদ্ধিং পরমিকাং গতাঃ ।
 নৃপাঃ সতৈশ্চ দানৈশ্চ ন্যায়লকৈস্তপোধনাঃ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । তস্মৈ দানস্মৈ যজ্ঞস্মৈ বা । প্রেত্য পরলোকে ফলং ন ভুঙ্ক্তে ॥৩০॥

উজ্জ্বলমিতি । উজ্জ্বলং স্বামিনা পরিত্যাগাৎ পরং গৃহীতম্, উদপাত্ৰং জলপাত্ৰম্ । বিভবতঃ সম্পদনুসারেণ ॥৩১॥

এষ ইতি । এষ উচ্যমানো ধর্ম্মঃ, মহান্ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, ভূতেষু প্রাণিষু দয়া । অমুক্ৰোশশত্ৰুতাদিষপি দয়া । ধৃতির্ধৈর্য্যম্ । এতৎ মহাযোগাদিকম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

ক্রয়স্ত ইতি । পুরাত্নতা পূর্ব্বকালে স্থিতিঃ । অথ কে ত ইত্যাহ বিবেচিতি । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ । পরমিকামুত্তমাম্ ॥৩৩—৩৪॥

আর যে লোক মোহবশতঃ অত্যায্যভাবে ধন লাভ করিয়া দান বা যজ্ঞ করে, পাপকার্য্যদ্বারা ধন লাভ করায় সেই লোকও পরলোকে যাইয়া সেই দান বা যজ্ঞের ফলভোগ করে না ॥৩০॥

ধার্ম্মিক ও তপস্বী মানুষেরা উজ্জ্বলিদ্ধারা ফল, মূল, শাক ও জলপাত্র সংগ্রহপূর্ব্বক সম্পদনুসারে দান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন ॥৩১॥

নিশুদ্ধ যোগ, দান, প্রাণিগণের উপরে এবং তরুলতাপ্রভৃতি বিষয়ে দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা—এইগুলি ধর্ম্ম ; অর্থাৎ এইগুলি সনাতন ধর্ম্মের সনাতন কারণ ॥৩২॥

আমরা শুনিতে পাই—পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্রপ্রভৃতি রাজারা ছিলেন অর্থাৎ বিশ্বামিত্র, অসিত, জনকরাজা, কক্ষসেন, আষ্টিবেগ ও সিদ্ধুদ্বীপরাজা—

ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রা য়ে চাপ্রিতান্তপঃ ।

দানধর্ম্মাগ্নিনা শুদ্ধান্তে স্বর্গং যাস্তি ভারত ! ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাখমেদিক-

পর্বণি অখমেদে হিংসামিশ্রধর্ম্মনিন্দায়াং চতুর্দশাধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—ঃ—

পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃ—

জনমেজয় উবাচ ।

ধর্ম্মাগতেন ত্যাগেন ভগবন্ ! সর্বমস্তি চেৎ ।

এতন্মে সর্বগাচক্ষু কুশলো হসি ভাষিতুন্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণা ইতি । দানধর্ম্ম এবায়িত্তেন । শুদ্ধা দক্ষকল্পবাঃ ॥৩৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসদ্বিত্বাংশবিশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়-

মাখমেদিকপর্বণি চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—ঃ—

ধর্ম্মেতি । ধর্ম্মাগতেন জায়লকেন ধনেন বস্ত্যাগো দানং তেন, সর্বং ফলম্ ॥১॥

ইহারা এবং অশ্রাশ্র বহুতর রাজা তপশ্রায় প্রবৃত্ত থাকিয়া সত্য ও জায়লক ধনদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৩—৩৪॥

ভরতনন্দন ! যে সকল ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্র ও শূদ্র—তপশ্রায় অবলম্বন করিয়া দানধর্ম্মরূপ অগ্নিদ্বারা পাপ দক্ষ করেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন ॥৩৫॥

—ঃ—

জনমেজয় বলিলেন—‘ভগবন্ ! জায়লক ধনদানেই যদি সর্বপ্রকার ফল হয়, তাহা হইলে এই সকল বিষয় আপনি আমার নিকট বলুন । আপনি ত বলিতে নিপুণ ॥১॥

* ‘...একমবতিতমোহধ্যায়ঃ’—বহু বর্জ, ‘...তিনবতিতমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

তস্তোহুত্তেৰ্দ্ধবৃত্তং শক্তদানে ফলং মহৎ ।
 কথিতস্ত মগ ব্রহ্মান্ ! তথ্যমেতদশংসয়ম্ ॥২॥
 কথং হি সর্বযজ্ঞেষু নিশ্চয়ঃ পরমো ভবেৎ ।
 এতদহঁসি মে বক্তুং নিখিলেন দ্বিজর্ষভ ! ॥৩॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অত্রাপ্যদাহরস্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
 অগস্ত্যস্ত মহাযজ্ঞে পুরাবৃত্তমগ্নিস্তম ॥৪॥
 পুরাগন্ত্যো মহাতেজা দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ।
 প্রবিবেশ মহারাজ ! সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৫॥
 তত্রায়িকল্পা হো তার আসন্ সত্রে মহাঅননঃ ।
 মূলাহারাঃ ফলাহারাশ্চাম্বকুট্টা মরীচিপাঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তজ্ঞেতি । উহুত্তেৰ্দ্ধবৃত্তং বৃত্তং জাতম্ । তথ্যং সত্যম্ ॥২॥
 কথমিতি । পরমো নিশ্চয়ঃ ফললাভস্ত । নিখিলেন প্রকারেণ ॥৩॥
 অজ্ঞেতি । পুরা পূর্বকালে, বৃত্তং জাতম্ ॥৪॥
 পুরেতি । দীক্ষামারম্ভম্, দ্বাদশবার্ষিকং দ্বাদশবর্ষব্যাপি যজ্ঞসম্বন্ধিনম্ । প্রবিবেশ চকার ॥৫॥
 তজ্ঞেতি । সত্রে যজ্ঞে । অম্বকুট্টা পাষণপেষণনিষ্পাদিতগুলান্নভোজিনঃ, মরীচিপাঃ
 সূর্য্যকিরণমাত্রপায়িনঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

৪শ্বেতি । “৫শ্লোকে”নেত্যধ্যায়ঃ সর্বসাধনহীনো অপি মহাত্মো যজ্ঞং নির্কৰ্ত্তব্যস্ত্যেবেতি বক্তৃ-
 মারভ্যতে ॥—৫॥ মরীচিপাশ্চন্দ্ৰমরীচিপানমাত্রতৃপ্তাঃ ॥৬॥ পরিপূষ্টং চেষ্টেব গৃহস্তি নাক্তথা তে

ব্রাহ্মণ ! আপনি সেই উহুত্তে ব্রাহ্মণের শক্তদানে যে মহাফল হইয়াছিল
 বলিয়া আমার নিকট বলিলেন, তাহা সত্য, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২॥

ব্রাহ্মণশ্ৰেষ্ঠ ! সমস্ত যজ্ঞে কি প্রকারে নিশ্চয়ই ফল লাভ হয়, ইহা আপনি
 আমার নিকটে সর্বপ্রকারে বলিতে পারেন’ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শক্রদমন রাজা ! পূর্বকালে মহর্ষি অগস্ত্যর
 মহাযজ্ঞে যাহা ঘটয়াছিল, এই বিষয়েও পণ্ডিতেরা সেই প্রাচীন বৃত্তান্ত বলিয়া
 থাকেন ॥৪॥

মহারাজ ! পূর্বকালে মহাতেজা ও সকল প্রাণীর হিতে নিরত মহর্ষি অগস্ত্য
 এক দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করেন ॥৫॥

পরিপৃষ্টিকা বৈষসিকাঃ প্রসংখ্যানাস্তথৈব চ ।
 যতয়ো ভিক্ষবশ্চাত্রে বভূবুঃ পর্য্যবস্থিতাঃ ॥৭॥
 সৰ্বে প্রত্যক্ষধৰ্ম্মাণো জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 দমে স্থিতাশ্চ সৰ্বে তে হিংসাদম্ভবিবর্জিতাঃ ॥৮॥
 বৃত্তে শুদ্ধে স্থিতা নিত্যমিন্দ্রিয়ৈশ্চাপ্যবাধিতাঃ ।
 উপাতিষ্ঠন্ত তং যজ্ঞং যজন্তস্তে মহর্ষয়ঃ ॥৯॥
 যথাশক্ত্যা ভগবতা তদমং সমুপার্জিতম্ ।
 তস্মিন্ সত্রে তু যদ্বত্তং যদযোগ্যঞ্চ তদাহভবৎ ।
 তথা হনৈকৈর্মুনিভিমহাস্তঃ ক্রতবঃ কৃতাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

পরীতি । ভবতে দদানীতি পরিপৃষ্টেন প্রপ্লেন দত্তং গৃহীত্বীতি পরিপৃষ্টিকাঃ, বৈষসিকা যজ্ঞশেষমাত্রভোজিনঃ । প্রসংখ্যানা গণনয়া দত্তগ্রাহিণঃ । যতয়ো জিতেন্দ্রিয়াঃ । অত্র প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥৭॥

সৰ্ব ইতি । যোগবলাৎ প্রত্যক্ষো ধৰ্ম্মো যেথাঃ তে । দমে চিত্তদমনে ॥৮॥

বৃত্ত ইতি । বৃত্তে জীবিকানিৰ্ব্বাহোপায়ে, অবাধিতা রূপাদাবাকর্ষণাভাবাদপীড়িতাঃ ॥৯॥

যথেনি । ভগবতা অগস্ত্যেন, তস্মৈ মুনিগণস্বাম্যম্ । সত্রে যজ্ঞে, বৃত্তং শ্রাদ্ধম্, তৎসংগৃহীতমভবৎ । তৃতীয়ার্ধেন তেষামভিজ্ঞাত্যতিশয়ঃ স্মৃতিতঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥

মহাত্মা অগস্ত্যের সেই যজ্ঞে ফলহারী, মূলহারী, পাষণচূৰ্বিত তণ্ডুলাম্রভোজী ও সূর্য্যকিরণপায়ী অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণেরা হোতা ছিলেন ॥৬॥

আর অযাচিতগ্রাহী, যজ্ঞশেষভোজী ও গণিতমাত্রগ্রাহী জিতেন্দ্রিয়গণ এবং সন্ন্যাসিগণ সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন ॥৭॥

যোগবলে তাঁহাদের সকলেরই ধৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ হইত, সকলেই ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছিলেন, চিত্তদমনে নিরত থাকিতেন এবং সকলেই হিংসা ও কপটতাশূন্য ছিলেন ॥৮॥

বিশুদ্ধ বৃত্তিতে থাকিতেন এবং ইন্দ্রিয়গণকোন সময়েই তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত না । এইরূপ সেই মহষিরা সেই যজ্ঞ করিতে থাকিয়া অগস্ত্যভবনে উপস্থিত ছিলেন ॥৯॥

ভগবান্ অগস্ত্যও শক্তি অনুসারে সেই যাজ্ঞিক মুনিগণের অন্ন সংগ্রহ করিতেন । এইভাবে সেই যজ্ঞে যাহা শ্রাদ্ধ এবং যাহা যোগ্য সেই সমস্ত দ্রব্যই সংগৃহীত হইত । আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেক মুনিই পূৰ্বেও বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১০॥

এবংবিধে স্বগন্ত্যস্ত্য বর্ত্তমানে তথাধ্বরে ।
 ন ববৰ্ষ সহস্রাক্ষস্তুদা ভরতসন্তম ॥১১॥
 ততঃ কৰ্ম্মান্তরে রাজন্ ! অগন্ত্যস্ত্য মহাজ্ঞানঃ ।
 কথেষ্মভিনিৰ্ব্বৃত্তা মুনীনাং ভাবিতাঙ্গনাম্ ॥১২॥
 অগন্ত্যো যজমানোহসৌ দদাত্যম্নং বিমৎসরঃ ।
 ন চ বৰ্ষতি পৰ্জ্জন্ত্যঃ কথমম্নং ভবিষ্যতি ॥১৩॥
 সত্রং চেদং মহদ্বিপ্রাঃ ! মুনৈৰ্ব্বাদশবার্ষিকম্ ।
 ন বৰ্ষিষ্যতি দেবশ্চ বৰ্ষাণ্যেতানি দ্বাদশ ॥১৪॥
 এতদ্ভবন্তুঃ সঞ্চিস্ত্য মহর্ষেরস্ত্য ধীগতঃ ।
 অগন্ত্যস্ত্যাতিতপসঃ কৰ্ত্তুর্মহন্ত্যমুগ্রহম্ ॥১৫॥
 ইত্যেবমুক্তো বচনে ততোহগন্ত্যঃ প্রতাপবান্ ।
 প্রোবাচ বাক্যং স তদা প্রসাত্ত শিরসা মুনীন ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । তথাধ্বরে তাদৃশধ্বরে । সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ ॥১১॥
 তত ইতি । কৰ্ম্মান্তরে যজ্ঞকৰ্ম্মমধ্যে । কথা আলোচনা, অভিনিৰ্ব্বৃত্তা পরম্পরং জ্ঞাতা ॥১২॥
 অগন্ত্য ইতি । বিমৎসরো বিদেবশূন্তঃ । পৰ্জ্জন্তো মেঘঃ । অন্নভাবে খণ্ডমাকং ভোজনং ন
 ভবেদিতি ভাবঃ ॥১৩॥
 সত্রমিতি । দ্বাদশবার্ষিকং দ্বাদশবর্ষব্যাপকম্ । দেব ইন্দ্রঃ ॥১৪॥
 এতদিতি । অমুগ্রহং কৰ্ত্তুর্মহন্তি অমুগ্রভোজনসম্পাদনাং ॥১৫॥

ভরতশ্চেষ্ট । অগন্ত্যের সেইরূপ যজ্ঞ এইভাবে চলিতে লাগিলে, তখন ইন্দ্র
 বারি বর্ষণ করিলেন না ॥১১॥

রাজা ! তাহার পর মহাজ্ঞান অগন্ত্যের যজ্ঞকৰ্ম্মমধ্যে শুদ্ধচিত্ত মুনিগণের
 পরস্পর এইরূপ আলোচনা হইতে লাগিল ॥১২॥

‘এই অগন্ত্য যজ্ঞ করিতে থাকিয়া অক্ষুৰ্ণ চিত্তে আমাদিগকে অন্নদান
 করিতেছেন, অথচ সেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে না, এ অবস্থায় কি প্রকারে
 আমাদের অন্ন হইবে ? ॥১৩॥

ব্রাহ্মণগণ ! অগন্ত্যমুনির এই যজ্ঞও বিশাল এবং দ্বাদশবর্ষব্যাপী ; অথচ
 (আমাদের মনে হয়) এই দ্বাদশ বৎসরই ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিবেন না ॥১৪॥

ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা এই বিষয় চিন্তা করিয়া জ্ঞানী ও মহাত্মা এই
 মহর্ষি অগন্ত্যের উপরে অমুগ্রহ করিতে পারেন’ ॥১৫॥

যদি দ্বাদশবর্ষাণি ন বর্ষিষ্যতি বাসবঃ ।

চিস্তায়জ্ঞং করিষ্যামি বিধিরেষ সনাতনঃ ॥১৭॥

যদি দ্বাদশবর্ষাণি ন বর্ষিষ্যতি বাসবঃ ।

স্পর্শযজ্ঞং করিষ্যামি বিধিরেষ সনাতনঃ ॥১৮॥

যদি দ্বাদশবর্ষাণি ন বর্ষিষ্যতি বাসবঃ ।

ধ্যোয়াঅন্যাহরিষ্যামি যজ্ঞানেনান্ যতত্রতঃ ॥১৯॥

বীজযজ্ঞো ময়ায়ং বৈ বহুবর্ষসমাপ্তিঃ ।

বীজৈর্হিতং করিষ্যামি নাত্র বিল্লো ভবিষ্যতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । প্রসাদ্য যথা স্বগৃহে ভোজনং বিহায় স্থানান্তরে ভোজনং ন কুর্কস্বীত্যর্থং প্রসন্নীকৃত্য ॥১৬॥

যদীতি । বাসব ইন্দ্রঃ । চিস্তায়জ্ঞং মানসপূজাবদানসম্বন্ধম্ । তদা চ ভবতামহোপস্থিতি-
র্নাবশ্যকীতি ভাবঃ ॥১৭॥

যদীতি । স্পর্শযজ্ঞং যজ্ঞকর্মণীণ্ড অকৃষ্ণবাদিস্পর্শমাত্রং যজ্ঞম্ ॥১৮॥

যদীতি । ধোয়াঅন্য ধ্যানরূপেণ, আহরিষ্যামি করিষ্যামি ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

পরিপুষ্টিকাঃ । পাঠান্তরে পরিপুষ্টিকা অপি ত এব । প্রসংখ্যানাস্তংকালমাত্রসংগ্রহাঃ ।
অপ্রক্কালা ইতি পাঠে শেষহীনাঃ ॥৭—১৬॥ চিস্তায়জ্ঞং মানসং সঙ্কল্পমাত্রৈর্গেব দেবানুযীৎসু
তর্পয়িত্বামীত্যর্থঃ ॥১৭॥ স্পর্শযজ্ঞম্ উপাকৃতদ্রব্যস্ত্র ব্যয়মকৃত্বা তৎস্পর্শেনৈব তাৎপর্ষ্যিষ্যামি ।
এবং দৃষ্টিযজ্ঞেহপি জ্ঞেয়ঃ ॥১৮॥ সিদ্ধদ্রব্যভাবে ধ্যানমাত্রেন দ্রব্যাগ্যাহরিষ্যামীত্যাহ—
ধ্যোয়েতি । পাঠান্তরে ব্যায়ামেন শরীরক্লেশেন । ধোয়াঅনেনাস্ত্র প্রপঞ্চোৎপত্তেত্যাদিঃ ॥১৯--২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-

পর্বণি অশ্বমেধে পঞ্চদশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৫॥

সেই মহর্ষিরা এইরূপ বাক্য বলিলে, তাহার পর প্রতাপশালী সেই অগস্ত্য
মন্তকদ্বারা সেই মূনিগণকে প্রসন্ন করিয়া। এই কথা বলিলেন—॥১৬॥

‘যদি ইন্দ্র বার বৎসর যাবৎ বর্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি মানসিক
যজ্ঞ করিব, বেদে এইরূপ সনাতন বিধি আছে ॥১৭॥

যদি ইন্দ্র বার বৎসর যাবৎ বর্ষা না করেন, তবে আমি যজ্ঞোপকরণ
স্পর্শরূপ যজ্ঞ করিব, এইরূপও বেদে সনাতন বিধি রহিয়াছে ॥১৮॥

যদি ইন্দ্র বার বৎসর যাবৎ বর্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি ধ্যানদ্বারা
এই সকল যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥১৯॥

নেদং শক্যং বৃথা কৰ্ত্তুং মম সত্ৰং কথঞ্চন ।
 বৰ্ষিণ্যতীহ বা দেবো ন বা বৰ্ষং ভবিষ্যতি ॥২১॥
 অথবাভ্যর্থনামিস্ত্রে ন করিষ্যতি কাগতঃ ।
 স্বয়মিস্ত্রে ভবিষ্যামি জীবয়িষ্যামি চ প্রজাঃ ॥২২॥
 যো যদাহারজাতশ্চ স তথৈব ভবিষ্যতি ।
 বিশেষ্যত্বৈব কৰ্ত্তাস্মি পুনঃ পুনরতীব হি ॥২৩॥
 অতোহ স্বৰ্ণগভ্যেতু যচ্চান্যদ্বন্ত কিঞ্চন ।
 ত্রিষু লোকেষু যচ্চাস্তি তদিহাগম্যতাং স্বয়ম্ ॥২৪॥
 দিব্যাশ্চাপ্সরসাং সজ্জা গন্ধৰ্ব্বাশ্চ সকিন্নরাঃ ।
 বিশ্বাবন্তশ্চ যে চান্মে তেহপ্যুপাসন্ত মে সখম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

বীজেতি । বীজযজ্ঞো ধাত্বাদিসম্পাদিতঃ সত্ৰম্, বহুবর্ষসমাচিতে দ্বাদশবর্ষব্যাপিষ্মেনারম্ভঃ ।
 বীজৈর্হি ধাত্বাদিভিরেব ॥২০॥

নেতি । বৃথা কৰ্ত্তুং বারিবর্ষণাভাবাদিতি ভাবঃ ॥২১॥

অথবেতি । অভ্যর্থনাং মদীয়প্রার্থনাম্, ন করিষ্যতি ন পুরয়িষ্যতি ॥২২॥

ব ইতি । যো যাদৃশ আহারো যন্ত স চাসৌ জাতশ্চেতি সঃ । বিশেষ্যঃ স্নানপানাদিকার্য-
 সম্পাদনম্, কৰ্ত্তাস্মি করিষ্যামি ॥২৩॥

অন্তেতি । বহু ধনম্ । আগম্যতাম্ আগচ্ছতু ॥২৪॥

দিব্যা ইতি । উপাসন্ত উপাসতাং সেবন্তাম্, সখং বজ্রম্ ॥২৫॥

আমি ধাত্বাদি বীজদ্বারা বহু বর্ষব্যাপিরূপে এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি ;
 সুতরাং বীজদ্বারাই তাহা করিব, ইহাতে কোন বিঘ্ন হইবে না ॥২০॥

কেহই কোন প্রকারে আমার এই যজ্ঞকে নষ্ট করিতে পারিবে না । তার
 পর, ইন্দ্র বর্ষা করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন ॥২১॥

অথবা ইন্দ্র যদি ইচ্ছানুসারে আমার প্রার্থনা পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে
 আমি নিজেই ইন্দ্র হইব এবং সমস্ত লোককে বাঁচাইব ॥২২॥

যে প্রাণী যাদৃশ জ্বাভোজী হইয়া জন্মিয়াছে, সে সেইরূপই হইবে । আমি
 বার বার পূর্ণমাত্রায় বিশেষ কার্য্য সকল করিব ॥২৩॥

আজ আমার এই যজ্ঞে স্বর্ণ উপস্থিত হউক, অথ যে কিছু ধন আছে,
 তাহাও আগমন করুক এবং ত্রিভুবনে যাহা আছে, তাহাও নিজেই আসুক ॥২৪॥

স্বর্গীয় অঙ্গারাগণ, কিন্নরগণের সহিত গন্ধর্ব্বগণ, বিশ্বাবন্ত এবং অন্ত যে
 সকল আমোদকারী আছে, তাহারাও আসিয়া আমার যজ্ঞের সেবা করুক ॥২৫॥

উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যশ্চ যৎ কিঞ্চিদনু বিদ্যতে ।

সর্বং তদিহ যজ্ঞেযু স্বয়মেবোপতিষ্ঠতু ।

স্বর্গঃ স্বর্গসদশ্চৈব ধর্মশ্চ স্বয়মেব তু ॥২৬॥

ইতু্যন্তে সর্বমেবৈতদভবন্তপসা মুনেঃ ।

তস্ম দীপ্তাগ্নিমহসন্তুগন্ত্যস্মাতিতেজসঃ ॥২৭॥

ততস্তে মুনয়ো হৃষ্টা দদৃশুস্তপসো বলম্ ।

বিস্মিতা বচনং প্রাহুরিদং সর্বৈ মহার্থবৎ ॥২৮॥

ঋষয় উচুঃ । *

শ্রীতাঃ স্ম তব বাক্যেন নৃহিচ্ছামস্তপোবনম্ ।

তৈরেব যজ্ঞেন্তৃষ্ণাঃ স্ম ন্যায়েনেচ্ছামহে বয়ম্ ॥২৯॥

যজ্ঞং দীক্ষাং তথা হোমান্ যচ্চাত্মা গয়াগহে ।

ন্যায়েনোপার্জিতাহারাঃ স্বকর্মাভিরতা বয়ম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

উত্তরেভ্য ইতি । উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্য উত্তরকুরুদেশাৎ, বহু ধনম্ । স্বর্গসদঃ স্বর্গবাসিনঃ ।
যদুপাধোঃয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

ইতীতি । অভবৎ উপস্থিতিমিতি শেষঃ । দীপ্তস্ম উজ্জলস্ম অগ্নিরিব মহন্তেজোযস্ম তস্ম ॥২৭॥

তত ইতি । মহার্থবৎ বিশেষাভিধেয়যুক্তম্ ॥২৮॥

শ্রীতা ইতি । তপোবনং স্বমাশ্রমং গন্ত্যমিতি শেষঃ । তৈর্যানসযজ্ঞাদিভিঃ, ইচ্ছামহে
তাদৃশানিব যজ্ঞান্ কর্তুমিচ্ছামঃ ॥২৯॥

উত্তরকুরুদেশে যে কিছু ধন আছে, সে সমস্তই এই যজ্ঞে নিজে নিজে
উপস্থিত হউক এবং স্বর্গ, স্বর্গবাসিগণ ও ধর্ম নিজে নিজে আসিয়াই যজ্ঞের
সেবা করুন' ॥২৬॥

অগস্ত্য এইরূপ বলিলে প্রজ্বলিত অগ্নির আয় উজ্জল ও অত্যন্ত তেজস্বী
সেই অগস্ত্যমুনির তপোবলে এই সমস্তই উপস্থিত হইল ॥২৭॥

তাহার পর সেই মুনিরা সকলে হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া তপস্তার শক্তি
দেখিলেন এবং বিশেষার্থযুক্ত এই বাক্য বলিলেন ॥২৮॥

ঋষিগণ বলিলেন—‘মহর্ষি ! আমরা আপনার বাক্যে সন্তুষ্ট হইলাম । এখন
আমরা আর আপন আপন তপোবনে যাইতে ইচ্ছা করি না । আপনার
সেই সকল মানসিক যজ্ঞপ্রভৃতিদ্বারাই সন্তুষ্ট হইব এবং আয় অল্পসারে সেইরূপ
যজ্ঞই করিতে ইচ্ছা করিব ॥২৯॥

বেদাংশ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রায়তঃ প্রার্থয়ামহে ।
 শ্রায়েনোত্তরকালঞ্চ গৃহেভ্যো নিঃসৃত্য বয়ম্ ॥৩১॥
 ধর্ম্মদৃষ্টৌর্বিধিদ্ধারৈস্তপস্তপ্প্যামহে বয়ম্ ।
 ভবতঃ সম্যগিচ্ছা তু বুদ্ধির্হিংসাবিবর্জিতা ॥৩২॥
 এতামহিংসাং যজ্ঞেষু ক্রয়াস্ত্বং সততং প্রভো ! ।
 শ্রীতাস্তুতো ভবিষ্যামো বয়স্তু দ্বিজসত্তম ! ।
 বিসর্জিতাঃ সমাপ্তৌ চ সত্রাদস্মাদব্রজামহে ॥৩৩॥
 তথা কথয়তাং তেষাং দেবরাজঃ পূরন্দরঃ ।
 ববর্ষ হুমহাতেজা দৃষ্ট্বা তস্মৈ তপোবলম্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞমিতি । যজ্ঞঃ স্বল্পকালীনং সত্রম্, দীক্ষাং বহুকালীনযজ্ঞারম্ভম্, যুগয়ামহে কর্ত্ত্ব-
 মধ্বিষ্ঠামঃ ॥৩০॥

বেদানিতি । বেদান্ অধিগন্তুমিতি শেষঃ । গৃহেভ্যো নিঃসৃত্য পরিব্রাজকাভূতাঃ ॥৩১॥

ধর্ম্মেতি । ধর্ম্মেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু দৃষ্টৈঃ প্রকারৈঃ, বিধয় এব দ্বার্যাণি তৈঃ ॥৩২॥

এতামিতি । ক্রয়া যজ্ঞমানমাত্রেষু । সমাপ্তৌ অশ্রৈব সত্রম্, ব্রজামহে যথেষ্টং ব্রজামঃ ।
 ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

তথ্যেতি । ববর্ষ মেঘবারিবর্ষণং চকার, তস্মৈ অগস্ত্যস্মৈ ॥৩৪॥

আমরা শ্রায় অনুসারে খাওয়া সংগ্রহ করিয়া এবং আপন আপন কার্য্যে নিরত থাকিয়া, অল্প কালের যজ্ঞ, বহুকাল সাধ্য যজ্ঞারম্ভ, হোম এবং অগ্নি যাহা কিছু সংকার্য্য ইচ্ছা করি, তাহা করিতে থাকিব ॥৩০॥

আমরা শ্রায় অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদার্থজ্ঞান প্রার্থনা করি । সেই জন্তই আমরা পরবর্ত্তী কালে আপন আপন গৃহ হইতে নির্গত হইয়া যাইব ॥৩১॥

আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তপস্তা করিব । আপনি কিন্তু হিংসা-বিহীন বুদ্ধি যে অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সমীচীন কার্য্যই করিয়াছেন ॥৩২॥

প্রভাবশালী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি সর্ব্বদাই সকল যজ্ঞমানের যজ্ঞে এই অহিংসার উপদেশ দিবেন, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট হইব এবং এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গেলে, পরে আপনি বিদায় দিলে আমরা এই যজ্ঞ হইতে অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যাইব' ॥৩৩॥

তাহারা সেইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহাতেজা দেবরাজ ইন্দ্র অগস্ত্যের তপোবল দেখিয়া বাসি বর্ষণ করিলেন ॥৩৪॥

আসমাণ্ডেশ্চ যজ্ঞস্য তস্মাগিতপরাক্রমঃ ।
 নিকামবর্ষী পর্জন্তো বভূব জনমেজয় ! ॥৩৫॥
 প্রসাদয়ামাস চ তমগস্ত্যং ত্রিদশেশ্বরঃ ।
 স্বয়মভ্যেত্য রাজর্ষে ! পুরস্কৃত্য বৃহস্পতিম্ ॥৩৬॥
 ততো যজ্ঞসমাণ্ডৌ তান্ বিসমর্জ্জ মহামুনীন্ ।
 অগস্ত্যঃ পরমপ্রীতঃ পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥৩৭॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
 মাশ্বমেধিকপর্ৱণি অশ্বমেধে অগস্ত্যস্য অহিংসায়জ্ঞে
 পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—০—

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

জনমেজয় উবাচ ।

কোহসৌ নকুলরূপেণ শিরসা কাঞ্চনেন বৈ ।
 প্রাহ মানুষ্যবদ্বাচমেতৎ পৃষ্ঠৌ বদস্ব মে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

আসমাণ্ডেশ্চিতি । পর্জন্তো মেঘদেবতাপুরন্দরঃ, নিকামবর্ষী প্রচুরবৃষ্টিকারী ॥৩৫॥
 প্রসাদেতি । ত্রিদশেশ্বরো দেবরাজঃ, পুরস্কৃত্য অগ্রবর্তীকৃত্য ॥৩৬॥
 তত ইতি । পূজয়িত্বা সম্ভাষণদক্ষিণাদানাদিনা সমাগ্র ॥৩৭॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-শ্রীহরিন্দাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্ৱণি
 অশ্বমেধে পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

এবং জনমেজয় । অমিতপরাক্রমশালী মেঘের দেবতা ইন্দ্র অগস্ত্যের যজ্ঞ সমাপ্তিপৰ্য্যন্ত প্রচুর বর্ষা করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

আর রাজর্ষি ! দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে অগ্রবর্তী করিয়া নিজেই আসিয়া সেই অগস্ত্যকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

তাহার পর যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গেলে অগস্ত্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যথাবিধানে সম্মান করিয়া সেই মহর্ষিগণকে বিদায় করিলেন ॥৩৭॥

* অত্রাধ্যায়সমাপ্তিনীতি বঙ্গ বর্দ্ধ, ‘...চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতৎ পূৰ্বং ন পৃষ্ঠোহহং ন চান্মাভিঃ প্রভাষিতম্ ।
 শ্রয়তাং নকুলো যোহসৌ যথা বাক্ তস্ত গানুষী ॥২॥
 শ্রাদ্ধং সঙ্কল্পয়াগাস জমদগ্নিঃ পুরা কিল ।
 হোমধেনুস্তগাগাচ্চ স্বয়মেব দুদোহ তাম্ ॥৩॥
 তৎ পয়ঃ স্থাপয়াগাস নবে ভাণ্ড দৃঢ়ে শুচৌ ।
 ক্রোধো নকুলরূপেণ পিঠরং পর্য্যকর্ষয়ৎ ॥৪॥
 জিজ্ঞাসুস্তমুশিঃশ্রেষ্ঠঃ কিং কুৰ্য্যাদ্বিপ্রিয়ে কৃতে ।
 ইতি সঙ্কিন্ত্য দুর্শ্বেধা ধৰ্ম্ময়াগাস তৎ পয়ঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ক ইতি । নকুলরূপেণ কাঞ্চনেন স্বর্ণবর্ণেন, শিরসা চ বিশিষ্টঃ ॥১॥
 এতদ্বিত্তি । ন পৃষ্ঠো ভবতা, অতএবান্মাভির্ন প্রভাষিতমুক্তম্ ॥২॥
 শ্রাদ্ধমিতি । সঙ্কল্পয়াগাস কর্তৃমিয়েষ ॥৩॥
 তদ্বিত্তি । তস্ত হোমধেনোঃ পয়ো দুগ্ধম্ । পিঠরং দুগ্ধপাত্রম্ ॥৪॥
 জিজ্ঞাসুরিতি । জিজ্ঞাসুর্জাতুমিচ্ছুঃ, বিপ্রিয়ে অপ্রিয়ে কার্য্যে কৃতে, স ঋষিঃ কিং
 কুৰ্য্যাত্ । দুর্শ্বেধা দুৰ্ব্বাক্তিঃ, ধৰ্ম্ময়াগাস বলেন জগ্নাহ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—‘মহর্ষি! স্বর্ণবর্ণ মস্তক ও নকুলরূপী ঐ কোন্ ব্যক্তি
 মানুষ্যের আয় বাক্য বলিয়াছিল, ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আপনি
 আমার নিকট বলুন’ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! ইহা তুমিও পূৰ্বে জিজ্ঞাসা কর নাই,
 আমিও বলি নাই । এখন ঐ নকুল যে এবং যেভাবে মানুষের আয় তাহার
 বাক্য হইয়াছিল, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥২॥

পূৰ্ব্বকালে মহর্ষি জমদগ্নি শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন । তখন
 তাঁহার হোমধেনু তাঁহার নিকট আসিয়াছিল এবং নিজেই তিনি তাহাকে
 দোহন করিয়াছিলেন ॥৩॥

তখন জমদগ্নি সেই দুগ্ধ নূতন, দৃঢ় ও পবিত্র একটা ভাণ্ডে রাখিলেন ।
 সেই সময়ে ক্রোধ নকুলরূপে আসিয়া সেই পাত্র আকর্ষণ করিল ॥৪॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নিকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য
 করিলে তিনি কি করেন, ইহা ভাবিয়া দুৰ্ব্বাক্তি নকুল সেই দুগ্ধ হরণ করিল ॥৫॥

(৪) তচ্চ ক্রোধরূপেণ পিঠরং ধর্ম্ম আবিশৎ—পি বজ বর্জ ।

(৫)...ইতি সঙ্কিন্ত্য ধর্ম্মঃ স—পি বজ বর্জ ।

তগাজায় মুনিঃ ক্রোধং নৈবাস্ত স চূকোপ হ ।
 স তু ক্রোধন্ততো রাজন্ ! ব্রাহ্মণীং মূর্ত্তিমান্বিতঃ ।
 জিতে তস্মিন্ ভৃগুশ্ৰেষ্ঠমভ্যভাষদমৰ্ষণঃ ॥৬॥
 জিতোহস্মীতি ভৃগুশ্ৰেষ্ঠ ! ভৃগবো হুতিরোষণাঃ ।
 লোকে মিথ্যাপ্রবাদোহয়ং যদ্ব্যাস্মি বিনির্জিতঃ ॥৭॥
 বশে স্থিতোহহং স্বয্যচ্চ ক্ষমাবতি মহাত্মনি ।
 বিভেগি তপসঃ সাধো ! প্রসাদং কুরু মে প্রভো ! ॥৮॥
 জমদগ্নিরুবাচ ।
 সাক্ষাদ্দৃষ্টোহসি মে ক্রোধ ! গচ্ছ স্বং বিগতজ্বরঃ ।
 ন স্বয়্যাপকৃতং মেহচ্চ ন চ মে মন্যুরস্তি বৈ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । ব্রাহ্মণস্তেষমিতি ব্রাহ্মণী তাম্ । অমৰ্ষণঃ ক্রোধঃ । ষট্শাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥
 জিত ইতি । ভৃগবো ভৃগুবংশীয়ঃ । বিনির্জিতো মাং প্রতি কোপাকরণেন ॥৭॥
 বশ ইতি । বশে স্থিতো বিনির্জিতত্বাৎ ॥৮॥
 সাক্ষাদিতি । মে ময়া, বিগতজ্বরস্তিরোহিতসম্ভাপঃ । মহ্যত্বাৎ প্রতি ক্রোধঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ক ইতি । কোহসাবিত্যাদিশেষকথা ক্রোধজয়স্তোৎকর্ষব নার্থা ॥১—৩॥ পিঠরং পাত্রং ধর্ম
 আবিশস্তং পয়ঃ পীতবানিতার্থঃ ॥৪—৬॥ রোষণত্বমেব মিথ্যা রোহস্ত জিতত্বাদ্ব্যা ॥৭—১৫॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে আশ্বমেধিক-
 পর্বনি অশ্বমেধে ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৬॥

সমাপ্তক অশ্বমেধপর্ব ॥

তখন জমদগ্নি সেই নকুলকে ক্রোধ জানিয়া, তাহার উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন
 না। রাজা। তাহার পর সেই ক্রোধ এক ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি ধারণ করিল।
 এইভাবে সেই ক্রোধকে জয় করিলে, ক্রোধ জমদগ্নিকে বলিল—॥৬॥

‘ভৃগুশ্ৰেষ্ঠ ! আপনি আমাকে জয় করিয়াছেন। আপনি যেহেতু আমাকে
 জয় করিয়াছেন, সেই হেতু ‘ভৃগুবংশীয়েরা অত্যন্ত কোপনশ্চভাব’ এই যে প্রবাদ
 লোকে চলিতেছে, তাহা মিথ্যা ॥৭॥

সাধু প্রভু ! আপনি ক্ষমাশীল ও মহাত্মা ; সুতরাং আমি আজ আপনার
 অধীন হইয়া গেলাম। আমি তপস্তার ভয় করি ; অতএব আপনি আমার
 উপরে অমুগ্রহ করুন’ ॥৮॥

জমদগ্নি বলিলেন—‘ক্রোধ ! আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তুমি

(৬) শেষচরণদ্বয়ং নি নাস্তি ।

যান্ সমুদ্দিশ্য সঙ্কল্পঃ পয়সোহস্ত কৃতো ময়া ।
 পিতরন্তে মহাভাগান্তেভ্যো বুধ্যস্ব গম্যতাম্ ॥১০॥
 ইত্যুক্তো জাতসস্ত্রাসস্ত্রৈবাস্তরদীয়ত ।
 পিতৃণামভিষঙ্গাচ্চ নকুলত্বমুপাগতঃ ॥১১॥
 স তান্ প্রসাদয়ামাস শাপস্তান্তো ভবেদিতি ।
 তৈশ্চাপ্যুক্তঃ ক্ষিপন্ ধৰ্ম্মং শাপস্তান্তমবাপ্যসি ॥১২॥
 তৈশ্চৈকান্তো যজ্ঞিয়ান্ দেশান্ ধৰ্ম্মারণ্যং তথৈব চ ।
 জুগুপ্সমানো ধাবন্ স তং যজ্ঞং সমুপাসদৎ ॥১৩॥
 ধৰ্ম্মপুত্রমথাক্ষিপ্য শত্রুপ্রাশ্বেন তেন সঃ ;
 মৃত্তঃ শাপান্ততঃ ক্রোধো ধৰ্ম্মো হানীদযুধিষ্ঠিরঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

যানিতি । পয়সো দুষ্কৃত্য । তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ, বুধ্যস্ব মৎসঙ্কল্পং জানীহি ॥১০॥
 ইতীতি । অভিষঙ্গাৎ মনঃসঙ্কল্পাৎ শাপাদিত্যর্থঃ ॥১১॥
 স ইতি । তৈঃ পিতৃভিঃ, ধৰ্ম্মং ক্ষিপন্ নিন্দন্ ॥১২॥
 তৈরিতি । তৈঃ পিতৃভিঃ, ধৰ্ম্মারণ্যং নৈমিষাদি । জুগুপ্সমানো নিন্দন্, তং যুধিষ্ঠিরাশ্ব-
 মেধম্ ॥১৩॥
 ধৰ্ম্মেতি । ধৰ্ম্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্, আক্ষিপ্য বিনিন্দ্য, শত্রুপ্রাশ্বেন উজ্জ্বলিতকৃতশত্রুদানেন ॥১৪॥

এখন সম্ভাপশূন্য হইয়া গমন কর। তুমি আজ আমার কোন অপকার কর
 নাই ; সুতরাং তোমার উপরে আমার ক্রোধ নাই ॥৯॥

আমি ষাঁহাদের উদ্দেশে এই দুষ্কদানের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সেই পিতৃগণ
 মহাত্মা ; তুমি তাঁহাদের নিকট আমার সঙ্কল্পের বিষয় জানিবে । এখন গমন
 কর' ॥১০॥

জমদগ্নি এই কথা বলিলে, ক্রোধ ভীত হইয়া সেই স্থানেই অস্তুহিত হইল
 এবং পিতৃগণের অভিসম্পাতে নকুলমুগ্ধি হইয়া গেল ॥১১॥

তাহার পর নকুলমুগ্ধি ক্রোধ 'আমার শাপের অবসান হউক' এই কথা
 বলিয়া পিতৃগণকে প্রসন্ন করিল । তখন পিতৃগণও বলিলেন যে, 'ক্রোধ ।
 তুমি ধৰ্ম্মের নিন্দা করিয়া শাপের অবসান প্রাপ্ত হইবে' ॥১২॥

পিতৃগণ এইরূপ বলিলে, ক্রোধ যজ্ঞস্থান ও ধৰ্ম্মারণ্য সকলের নিন্দা
 করিতে থাকিয়া ক্রতবেগে যাইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইল ॥১৩॥

এবমেতত্তদা বৃত্তং যজ্ঞে তস্ম মহাজ্ঞানঃ ।

পশ্যতাং চাপি নস্তত্র নকুলোহস্তর্হিতস্তদা ॥১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-

মাশ্বমেধিকপর্কণি অশ্বমেধে নকুলোপাখ্যানে

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—০—

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

জনগেজয় উবাচ ।

অশ্বমেধে পুরাবৃত্তে কেশবং কেশিসূদনম্ ।

ধর্ম্যসংশয়মুদ্दिश्य किमपृच्छं पितामहः ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । বৃত্তম্ আশ্চর্য্যবৃত্তান্তো জাতঃ । নঃ অস্মাকম্ ॥১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্কণি

অশ্বমেধে ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—ঃ*ঃ—

অশ্বতি । পুরা পূর্কং বৃত্তে সমাপ্তে । পিতামহঃ প্রপিতামহো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১॥

ক্রমে ক্রোধ সেই উজ্জ্বলিত ব্রাহ্মণের শত্রুপ্রস্থদানের উদাহরণ দিয়া যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিয়া সেই শাপ হইতে মুক্ত হইল । কারণ, যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-স্বরূপই ছিলেন ॥১৪॥

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে এইরূপ এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত হইয়াছিল । তখন আমাদের সমক্ষেই সেই নকুল সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়াছিল ॥১৫॥

—ঃ*ঃ—

* ‘...দিনবতিতমোহধ্যায়ঃ’—বঙ্গ বর্ক, ‘...পঞ্চবতিতমোহধ্যায়ঃ’—নি ।

‡ বঙ্গদেশীয়পুস্তকেষু উত্তরাধিদেবীপুস্তকেষু চ পর্কণ্যাম্ময়মংশো ন দৃশ্যতে ; দৃশ্যতে তু কেবলং দাক্ষিণাত্যপুস্তক এব । তথাপি আদিপর্কণি ষিড়ীয়াধ্যায়ে “স্বদর্শনং তথাখ্যানং বৈষ্ণবং ধর্ম্মমেব চ” ইতি বঙ্গদেশাদিসর্কপুস্তকেষেব বৈষ্ণবধর্ম্মাখ্যানদর্শনাং তত্র নির্দিষ্ট-লোকসংখ্যানানামপূরণাক্ষাতিরয়মংশোহত্র সন্নিবেশিতঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পশ্চিমেনাশ্বমেধেন যদা স্নাতো যুধিষ্ঠিরঃ ।

তদা রাজা নমস্কৃত্য কেশবং পুনরব্রবীৎ ॥২॥

ভগবন্ ! বৈষ্ণব ধর্ম্মাঃ কিংফলাঃ কিংপরায়ণাঃ ।

কিংধর্ম্মমধিকৃত্যথ ভবতোৎপাদিতাঃ পুরা ॥৩॥

যদি তেহহগনুগ্রাহ্যঃ প্রিয়োহস্মি মধুসূদন ! ।

শ্রোতব্যা যদি মে কৃষ্ণ ! তন্মে কথয় সূত্রত ! ॥৪॥

পবিত্রাঃ কিল তে ধর্ম্মাঃ সর্বপাপপ্রণাশনাঃ ।

সর্বধর্ম্মোত্তমাঃ পুণ্যা ভগবৎস্বমুখোদগতাঃ ॥৫॥

যান্ শ্রদ্ধা ব্রহ্মহা গোম্মো মাতৃহা গুরুতল্লগঃ ।

পাকভেদী কৃতঘ্নশ্চ সুরাপো ব্রহ্মবিক্রয়ী ॥৬॥

মিত্রবিশ্বাসঘাতী চ বীরহা দ্রুণহা তথা ।

তপোবিক্রয়িণশ্চৈব দানবিক্রয়িণস্তথা ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

পশ্চিমেনেতি । পশ্চিমেন অবসিতেন, অশ্বমেধেন হেতুনা, স্নাতঃ অবভূৎস্নানং কৃতবান্ ॥২॥

ভগবন্নিতি । কিংপরায়ণাঃ কিমাশ্রয়াঃ । ধর্ম্মমাচারম্ ॥৩॥

যদীতি । এতদ্ব্যর্থকথনেনৈব ময়ি তবানুগ্রহপ্রকাশো ভবেদिति ভাবঃ ॥৪॥

পবিত্রা ইতি । পুণ্যা উভয়লোক এব পবিত্রাঃ ॥৫॥

জনসেজয়া বলিলেন—‘অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, আমার প্রপিতামহ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসন্দেহ বিষয়ে কেশিহস্তা কৃষ্ণের নিকট কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?’ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির যখন অবভূৎস্নান করিলেন, তখন তিনি নমস্কার করিয়া পুনরায় কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥২॥

‘ভগবন্ ! বৈষ্ণবধর্ম্মের ফল কি ? তাহার আশ্রয় কি ? এবং তুমি কোন আচার অবলম্বন করিয়া সেই ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছ ?’ ॥৩॥

সূত্রত মধুসূদন কৃষ্ণ ! আমি যদি তোমার অনুগ্রহের পাত্র ও প্রিয় হই এবং আমার যদি সেই ধর্ম্ম শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে তুমি তাহা আমার নিকট বল ॥৪॥

ভগবন্ ! তোমার মুখনির্গত সেই ধর্ম্ম পবিত্র, সর্বপাপনাশক ও সর্বধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥৫॥

আত্মবিক্রয়িণো মূঢ়া জীবদ্যশ্চ বিকর্ষভিঃ ।
 পাপাঃ শঠা নৈকৃতিকা দান্তিকা দূষকস্তথা ॥৮॥
 রসভেদকরা যে চ যে চ হ্যত্রাক্ষঘাতকাঃ ।
 শূদ্রেপ্রেম্যকরশ্চোরা বিপ্রা যে চ পুরোহিতাঃ ॥৯॥
 নিক্ষেপহারিণঃ স্ত্রীম্নাস্তথা যে পারদারিকাঃ ।
 এতে চাশ্চে চ পাপা যে মূঢ়্যন্তে তেহপি কিল্বিষাৎ ।
 তানাচক্ষু সুরশ্রেষ্ঠ ! হৃদন্তস্য মমাচ্যুত ! ॥১০॥ (কুলকম্)
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।
 ইত্যেবং কথিতে দেবে ধর্মপুত্রেণ সংসদি ।
 বসিষ্ঠাচ্চাস্তপোযুক্তা মুনয়স্তদ্বদর্শিনঃ ॥১১॥
 শ্রোতুকাগাঃ পরং গুহ্যং বৈষ্ণবং ধর্মমুক্তগম্ ।
 তথা ভাগবতশ্চৈব ততস্তং পর্য্যবারয়ন্ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যানিতি । গুরুতরগো গুরুভাষ্যাগামী । পাকভেদী সংকার্যে ব্রাহ্মণাদিভোজনায়
 ক্রিয়মাণপাকবিল্লকর্তা, ব্রহ্মবিক্রয়ী বেদবিক্রেতা । মিত্রং বিশ্বাসঞ্চ হস্তীতি সঃ, বীরহা বীরস্ত
 গুপ্তহত্যাকারী । দানবিক্রয়িণো দানধর্মবিক্রেতারঃ । বিকর্ষভিঃ জাত্যাত্তকর্ষবিরুদ্ধকর্ষভিঃ ।
 নৈকৃতিকাঃ প্রবঞ্চকাঃ, দান্তিকাঃ ছলকারিণঃ, দূষকাঃ পরদোষাবিষ্কারীঃ । রসভেদকরাঃ
 পরস্পরাহুরাগভঙ্গকারিণঃ । নিক্ষেপহারিণো বিশ্বাসেন রক্ষিতদ্রব্যহর্টারঃ । ঘটপাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥৬—১০॥

ইতীতি । দেবে কৃষ্ণে । গুহ্যং গোপনীয়ম্ । পর্য্যবারয়ন্ পর্য্যবেষ্টন্ত ॥১১—১২॥

ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, মাতৃহত্যাকারী, গুরুভাষ্যাগামী, সং-
 কার্যের পাকের বিল্লকর্তা, কৃতর, সুরাপায়ী, বেদবিক্রয়ী, মিত্রহন্তা, বিশ্বাস
 ঘাতক, বীর ব্যক্তির গুপ্তঘাতক, ভ্রূণহত্যাকারী, তপস্রাবিক্রয়ী, দানধর্মবিক্রয়ী,
 আত্মবিক্রয়ী, মূঢ়, যে ব্যক্তি জাতিবিরুদ্ধ কর্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে সেই
 ব্যক্তি, পাপাত্মা, শঠ, প্রতারক, ছলকারী, পরদোষাবিষ্কারী, যাহারা অশ্রুর
 অহুরাগ নষ্ট করে, যাহারা ব্রহ্মহত্যা করে, যে সকল ব্রাহ্মণ শূত্রের দাসত্ব করে,
 চোর হয় এবং বহু লোকের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে, গচ্ছিত দ্রব্য হরণ
 করে, স্ত্রীহত্যা করে এবং পরদারগমন করে—ইহারা এবং অজ্ঞাত পাপকারীরা
 যে ধর্ম প্রবণ করিয়া সেই সেই পাপ ইহাতে মুক্ত হয়, দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ । আমি
 তোমার ভক্ত বলিয়া আমার নিকট সেই সকল ধর্ম বল' ॥৬—১০॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

তত্ত্বতস্তব ভাবেন পাদমূলমুপাগতম্ ।

যদি জানাসি মাং ভক্তং স্নিগ্ধং বা ভক্তবৎসল ! ॥১৩॥

ধৰ্ম্মগুহানি সৰ্বাণি বেত্তুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

ধৰ্ম্মান্ কথয় মে দেব ! যদুগ্ৰহভাগহম্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্,

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং পৃষ্ঠস্ত্ব ধৰ্ম্মজ্ঞো ধৰ্ম্মপুত্রেণ কেশবঃ ।

উবাচ ধৰ্ম্মান্ সূক্ষ্মার্থান্ ধৰ্ম্মপুত্ৰশ্চ হৃষিতঃ ॥১৫॥

এবং তে যশ্চ কৌন্তেয় ! যত্তো ধৰ্ম্মেষু স্তত্রত ! ।

তশ্চ তে তুল্ভো লোকে ন কশ্চিদপি বিদ্বতে ॥১৬॥

ধৰ্ম্মঃ শ্রুতো বা দৃষ্টো বা কথিতো বা কৃতোহপি বা ।

অনুমোদিতো বা রাজেন্দ্র ! নয়তীন্দ্রপদং পরম্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত্ত্বত ইতি । ভাবেন ভক্ত্যা । গুহানি ধৰ্ম্মাণীতি ধৰ্ম্মগুহানি অগ্নিস্তোকাদিবৎ বিশেষণস্ত
পরনিপাতঃ ॥১৩—১৪॥

এবমিতি । সূক্ষ্মার্থান্ সূক্ষ্মবস্তুরূপান্, ধৰ্ম্মপুত্ৰশ্চাস্তিকে ॥১৫॥

এবমিতি । তুল্ভঃ পদার্থঃ ॥১৬॥

ধৰ্ম্ম ইতি । দৃষ্টো জ্ঞাতঃ । তৃতীয়পাদে অক্ষরাধিক্যসার্থম্ ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সভায় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে এইরূপ বলিলে, তপস্বী ও
তত্ত্বদর্শী বসিষ্ঠপ্রভৃতি মুনিগণ এবং ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ পরম গোপনীয় উত্তম
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম গুনিবার ইচ্ছা করিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥১১—১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘ভক্তবৎসল ! যথার্থই আমি তোমার প্রতি ভক্তিবশতঃ
তোমার পাদমূলে আসিয়াছি, তুমি যদি আমাকে ভক্ত ও স্নেহযুক্ত বলিয়া জান
এবং আমি যদি তোমার অদুগ্ৰহভাগী হই, তাহা হইলে আমার নিকট বৈষ্ণব-
ধৰ্ম্ম বল । আমি যথার্থভাবে গুপ্ত সমস্ত বৈষ্ণবধৰ্ম্ম জানিতে ইচ্ছা
করি’ ॥১৩—১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ধৰ্ম্মজ কৃষ্ণ আনন্দিত
হইয়া তাঁহার নিকটে সূক্ষ্ম ধৰ্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥১৫॥

‘স্বত্রত কুন্তীনন্দন ! যে আপনার ধৰ্ম্ম বিষয়ে এইরূপ যত্ন হইয়াছে, সেই
আপনার ত্রিভুবনে কোন বস্তুই তুল্ভ নহে ॥১৬॥

ধর্মঃ পিতা চ মাতা চ ধর্মো নাথঃ সুহৃদুত্থা ।
 ধর্মো ভ্রাতা সখা চৈব ধর্মঃ স্বামী পরস্তপ ! ॥১৮॥
 ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্মাভোগাঃ সুখানি চ ।
 ধর্মাদৈশ্বর্য্যগেবাগ্ৰ্যং ধর্মাৎ স্বর্গগতিঃ পরা ॥১৯॥
 ধর্মোহয়ং সেবিতঃ শুদ্ধস্ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।
 ধর্মাদ্বিজত্বং দেবত্বং ধর্মঃ পাবয়তে নরম্ ॥২০॥
 যদা চ ক্ষীয়তে পাপং কালেন পুরুষস্য তু ।
 তদা সঞ্জায়তে বুদ্ধিধর্মং কৰ্ত্তুং যুধিষ্ঠির ! ॥২১॥
 জন্মান্তরসহশ্ৰৈস্তু মনুষ্যত্বং হি দুর্লভম্ ।
 তদগ্ৰহণীহ যো ধর্মং ন কৰোতি স বধিতঃ ॥২২॥
 কুৎসিতা যে দরিদ্রাশ্চ বিরূপা ব্যাধিতাসুত্থা ।
 পরদেষ্যাশ্চ মূর্খাশ্চ ন তৈধর্ম্যঃ কৃতঃ পুরা ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম ইতি । নাথঃ প্রভুঃ সর্বত্র হিতকারিছাদিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ধর্মা দিতি । ঐশ্বর্য্যং প্রভুত্বম্, অগ্ৰ্যং শ্রেষ্ঠম্ । সর্বত্র ভবতীতি শেষঃ ॥১৯॥

ধর্ম ইতি । বিজত্বং ব্রাহ্মণত্বম্, পাবয়তে পবিত্রং কৰোতি ॥২০॥

যদেতি । কালেন দুঃখভোগাৎ, পাপং ক্ষীয়তে ॥২১॥

জন্মেতি । ভগ্নমুগ্ৰত্বং গত্বাপি লক্ষ্যগি ॥২২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম শ্রুত, জ্ঞাত, কথিত, কৃত বা অনুমোদিত হউক, মানুষকে
 ইন্দ্রপদে উপনীত করে ॥১৭॥

শত্রুসন্তাপক রাজা ! ধর্ম মানুষের পিতা, মাতা, প্রভু, সুহৃৎ, ভ্রাতা, সখা ও
 অধিপতিস্বরূপ ॥১৮॥

ধর্ম হইতে মানুষের অর্থ, কাম, ভোগ, সুখ, শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য এবং উত্তম স্বর্গ
 লাভ হয় ॥১৯॥

এই বিশুদ্ধ ধর্মের সেবা করিলে এই ধর্ম মানুষকে মহাভয় হইতে রক্ষা
 করে । ধর্ম হইতে ব্রাহ্মণত্ব, এমন কি দেবত্ব পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং ধর্ম
 মানুষকে পবিত্র করে ॥২০॥

মহারাজ ! দুঃখভোগনিবন্ধন কালক্রমে মানুষের যখন পাপক্ষয় হয়, তখন
 ধর্ম করিবার জন্ত তাহার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে ॥২১॥

সহস্র জন্মদ্বারাও মনুষ্যত্ব লাভ করা দুষ্কর ; সুতরাং যে লোক এই জগতে
 সেই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াও ধর্ম সঞ্চয় করে না, সে বধিত হইয়া থাকে ॥২২॥

যে চ দীর্ঘায়ুষঃ শূরাঃ পণ্ডিতা ভোগিনস্তথা ।
 নীরোগা রূপসম্পন্নাস্তৈর্ধর্ম্যঃ স্কৃতঃ পুরা ॥২৪॥
 এবং ধর্ম্যঃ কৃতঃ শুদ্ধো নয়তে গতিমুত্তমায় ।
 অধর্ম্যং সেবতে যন্তু তির্ধ্যগ্‌যোন্ত্যাং পতত্যসৌ ॥২৫॥
 ইদং রহস্যং কৌন্তেয় ! শৃণু ধর্ম্যমুত্তমম্ ।
 কথ্যমিষ্যে পরং ধর্ম্যং তব ভক্তস্য পাণ্ডব ! ॥২৬॥
 ইচ্ছন্তুমসি মেহত্যর্থং প্রপন্নশ্চাপি মাং সদা ।
 পরমার্থমপি ক্রয়াং কিং পুনর্ধর্ম্যসংহিতাম্ ॥২৭॥
 ইদং মে মানুষ্যং জন্ম কৃতমাজ্জনি গায়য়া ।
 ধর্ম্যসংস্থাপনার্থায় ছুষ্ঠানাম্ নাশনায় চ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কুংসিতা ইতি । বিরূপাঃ কাণথজ্ঞাদয়ঃ । পুরা পূর্বজন্মনি ॥২৩॥
 য ইতি । ভোগিনঃ স্থখিনঃ । স্কৃতঃ স্ফুটভাবেন বিহিতঃ ॥২৪॥
 এবমিতি । নয়তে গামুষং প্রাপয়তি ॥২৫॥
 ইদমিতি । রহসি ভবং রহস্যং গোপনীয়ম্ ॥২৬॥
 ইষ্ট ইতি । ইষ্টঃ প্রিয়ঃ, প্রপন্নঃ শরণতয়া প্রাপ্তঃ ॥২৭॥
 ইদমিতি । মে ময়া, আজ্জনি স্বস্মিন্ ॥২৮॥

যাহারা কুংসিত, দরিদ্র, বিকৃতমূর্তি, রোগী, পরের বিদ্বেষভাজন ও মূর্খ,
 তাহারা পূর্বজন্মে ধর্ম্য সঞ্চয় করিয়াছিল না ॥২৩॥

আর যাহারা দীর্ঘায়ু, বীর, পণ্ডিত, সুখী, নীরোগ ও রূপবান্, তাহারা
 পূর্বজন্মে সমীচীনভাবে ধর্ম্য সঞ্চয় করিয়াছিল ॥২৪॥

এইরূপ নির্দোষ ধর্ম্য সঞ্চয় করিলে সেই ধর্ম্য মানুষের উত্তম গতি সম্পাদন
 করে, আর যে লোক অধর্ম্যের অনুষ্ঠান করে, সে লোক তির্ধ্যগ্‌যোনিতে উৎপন্ন
 হইয়া থাকে ॥২৫॥

কুন্তীনন্দন ! এই গোপনীয় সর্বোত্তম ধর্ম্য শ্রবণ করুন । পাণ্ডুনন্দন !
 আপনি আমার ভক্ত বলিয়া আপনার নিকট পরম ধর্ম্য বলিব ॥২৬॥

রাজা ! আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং সর্বদা আমার শরণাপন্ন ;
 সুতরাং আমি আপনার নিকট পরমার্থও বলিতে পারি, তাহাতে ধর্ম্যের বিষয়ে
 আর কি বলিব ॥২৭॥

আমি ধর্ম্যসংস্থাপন ও ছুষ্ঠ দমনের জন্তু গায়া করিয়া নিজের এই মনুষ্যজন্ম
 সম্পাদন করিয়াছি ॥২৮॥

মানুষ্যং ভাবগাপন্নং যে গাং গৃহস্থ্যবজ্জয়া ।
 সংসারান্তর্হি তে মূঢ়াস্তির্ধ্যগ্ঘোনিষ্মনেকশঃ ॥২৯॥
 যে চ গাং সর্বভূতস্থং পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষা ।
 মদভক্তাংস্তান্ সদা যুক্তান্ গৎসগৌপং নয়াগ্যহম্ ॥৩০॥
 মদভক্তা ন বিনশ্যন্তি মদভক্তা বীতকল্মষাঃ ।
 মদভক্তানাস্তু মানুষ্যে সফলং জন্ম পাণ্ডব ! ॥৩১॥
 অপি পাপেষুভিরতা মদভক্তাঃ পাণ্ডুনন্দন ! ।
 মুচ্যন্তে পাতকৈঃ সর্বৈঃ পদ্মপত্রগিবাস্তসা ॥৩২॥
 জন্মান্তরমহস্ত্রেষু তপসা ভাবিতাঙ্গনাম্ ।
 ভক্তিরূপংপততে তাত ! মনুষ্যাণাং ন সংশয়ঃ ॥৩৩॥
 যচ্চ রূপং পরং শুভং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ।
 ন দৃশ্যতে তথা দেবৈর্মদভক্তৈর্দৃশ্যতে যথা ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

মাহুয়মিতি । গৃহস্থি জ্ঞানস্তি । সংসারান্তঃ সংসারমধ্যে, তির্ধ্যগ্ঘোনিষ্ জায়ন্ত ইতি
 শেষঃ ॥২৯॥

য ইতি । সর্বভূতস্থং জীবাশ্চরুপেণ । যুক্তান্ যোগসম্বিতান্ ॥৩০॥

মদ্বিতি । বীতকল্মষাস্ত্যক্তপাপা ভবন্তি । মাহুস্তে মাহুয়লোকে ॥৩১॥

অপীতি । পাপেষু কর্মহ । মুচ্যন্তে ত্যজন্তে ॥৩২॥

জন্মেতি । ভাবিতাঙ্গনাং শোদিতচিত্তানাম্ ॥৩৩॥

যদ্বিতি । কূটস্থং হৃদয়স্থিতম্ ॥৩৪॥

যাহারা অবজ্ঞাপূর্বক আমাকে মাহুয বলিয়া মনে করে, সেই মূর্খেরা
 সংসারমধ্যে অনেক বার তির্ধ্যগ্ঘোনিতে জন্মিয়া থাকে ॥২৯॥

আর যাহারা জ্ঞানদৃষ্টিতে আমাকে সর্বপ্রাণীতে দর্শন করে, সর্বদা যোগ-
 সম্বিত ও মদভক্ত সেই সকল লোককে আমি আমার নিকটে লইয়া যাই ॥৩০॥

পাণ্ডুনন্দন ! আমার ভক্তেরা বিনষ্ট হয় না, আমার ভক্তেরা পাপহীন হইয়া
 থাকে এবং আমার ভক্তগণেরই মাহুয়লোকে জন্ম সফল হয় ॥৩১॥

পাণ্ডুনন্দন ! আমার ভক্তেরা পাপকার্য্যে নিরত হইয়াও, পদ্মপত্র যেমন
 জলবিহীন হয়, তেমন সমস্ত পাপবিহীন হইয়া থাকে ॥৩২॥

বৎস ! সহস্র সহস্র জন্মে তপস্কার শুণে যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, সেই
 মনুষ্যগণেরই আমার প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ
 নাই ॥৩৩॥

অপরং যচ্চ মে রূপং প্রাচুর্ভাবেষু দৃশ্যতে ।
 তদর্চয়ন্তি সৰ্বার্থৈঃ সৰ্বভূতানি পাণ্ডব ! ॥৩৫॥
 কল্পকোটীসহস্রেষু ব্যতীতেষাগতেষু চ ।
 দর্শয়ামীহ তদ্রূপং যচ্চ পশ্যন্তি মে হরাঃ ॥৩৬॥
 স্থিত্যুৎপত্তিব্যয়করং যো মাং জ্ঞাত্বা প্রপদ্যতে ।
 অনুগ্রহ্লাগ্যহং তং বৈ সংসারান্ গোচয়ামি চ ॥৩৭॥
 অহমাদিহি দেবানাং সৃষ্টা ব্রহ্মাদয়ো ময়া ।
 প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য জগৎ সৰ্বং সৃজাম্যহম্ ॥৩৮॥
 তমোমূলোহহমব্যক্তো রজোমধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 উৰ্দ্ধং সত্ত্বং বিনা লোভং ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপার্য্যতঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

অপরমিতি । প্রাচুর্ভাবেষু অবতারেষু । সৰ্বার্থৈঃ সৰ্বপ্রযত্নৈঃ ॥৩৫॥
 কল্পেতি । আগতেষু ভবিষ্যৎসু । দর্শয়ামি কক্ষিভক্তমিতি শেষঃ ॥৩৬॥
 স্থিতিতি । যো মাং স্থিত্যুৎপত্তিব্যয়করম্ উৎপত্তিস্থিতিনাশজনকম্, জ্ঞাত্বা, প্রপদ্যতে
 আশ্রয়তি ॥৩৭॥
 অহমিতি । প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মকং প্রধানম্, অবষ্টভ্য আশ্রিত্য ॥৩৮॥
 তম ইতি । অহং, লোভং জননপ্রবৃত্তিং বিনা তন্মোভে গুণবৈষম্যাৎ, তমো গুণ এব মূলং
 নিয়মদেশো যন্ত সঃ, মথো রজো বজো গুণরূপঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, তথা উৰ্দ্ধং সত্ত্বরূপঃ, ব্রহ্মবাদিকপরি

আমার যে রূপটী পরম গোপনীয়, হৃদয়স্থিত, অচল ও চিরস্থায়ী ; আমার
 ভক্তেরা সেই রূপটী যেমন দেখিতে পায়, দেবতারাগে তেমন সে রূপ দেখিতে
 পান না ॥৩৪॥

পাণ্ডুনন্দন ! আমার অপর যে রূপ নানা অবতारे দেখা যায়, সমস্ত প্রাণী
 সৰ্বপ্রযত্নে সেই রূপের অর্চনা করে ॥৩৫॥

দেবতারাগে আমার যে রূপ দর্শন করেন, সেইরূপ আমি আমার ভক্তকে
 বহু কালে দেখাইয়া থাকি ॥৩৬॥

যে লোক আমাকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারী জানিয়া আমার শরণাপন্ন
 হয়, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাহাকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া
 থাকি ॥৩৭॥

আমি দেবগণের আদি, আমি ব্রহ্মাদি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি
 নিজের প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥৩৮॥

মূৰ্দ্ধানং মে বিদ্ধি দিবং চন্দ্রাদিত্যৌ চ লোচনে ।
 গাবোহগ্নির্ব্রাহ্মণো বক্তুং মারুতঃ শ্বসনঞ্চ মে ॥৪০॥
 দিশো মে বাহবশ্চাফৌ নক্ষত্রাণি চ ভূষণম্ ।
 অস্তরিক্ষমুরে বিদ্ধি সৰ্ব্বভূতাবকাশকম্ ।
 মার্গো মেঘানিলাভ্যাস্ত যন্মাদরমব্যয়ম্ ॥৪১॥
 পৃথিবীমণ্ডলং যদৈ দ্বীপাৰ্ণবনগৈর্যুতম্ ।
 সৰ্ব্বসঙ্কারণোপেতং পাদৌ মম যুধিষ্ঠির ! ॥৪২॥
 স্থিতো হেচগুণঃ খেহং দ্বিগুণশ্চাস্মি মারুতে ।
 ত্রিগুণোহগ্নৌ স্থিতোহং বৈ সলিলে চ চতুগুণঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

যন্ত স চাসৌ স্তম্বো নীচধারঃপর্য্যতঃ শেষো যন্ত স চেতি তথোক্তঃ, অব্যক্তো মূল-
 প্রকৃতিঃ ॥৩৯॥

মূৰ্দ্ধানমিতি । দিবং স্বৰ্গম্ । শ্বসনং নিশ্বাসঃ ॥৪০॥

দিশ ইতি । উরো বক্ষঃ, সৰ্বেষাং ভূতানাম্ অবকাশকম্ অবকাশজনকম্ । যদব্যয়ম্
 অনশ্বরং মগাদরম্, তন্মেঘানিলাভ্যাং জলধরমারুতয়োর্মার্গঃ । যটপাদোহং শ্লোকঃ ॥৪১॥

পৃথিবীতি । নগাঃ শৈলবৃক্ষাঃ ॥৪২॥

স্থিত ইতি । গে আকাশে, একগুণঃ শব্দঃ, মারুতে বায়ৌ দ্বিগুণঃ শব্দস্পর্শৌ । অগ্নৌ
 ত্রিগুণঃ শব্দস্পর্শরূপাণি, চতুগুণঃ শব্দস্পর্শরূপরসাঃ ॥৪৩॥

আমি মূলপ্রকৃতি ; তমোগুণ আমার নিম্নে, রজোগুণ মধ্যে এবং সত্ত্বগুণ
 উপরে ; জননপ্রবৃত্তি ব্যতীত এই গুণসকল সমান থাকে ; আর ইহার উপরে
 ব্রহ্মা এবং নিম্নে অনন্তরূপ স্তম্ভ ॥৩৯॥

পাণ্ডুনন্দন ! আপনি ইহা অবগত হউন যে, স্বৰ্গ আমার মস্তক, চন্দ্র ও
 সূর্য্য আমার নয়নযুগল, গো, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ আমার মুখ এবং বায়ু আমার
 নিশ্বাস ॥৪০॥

আটটি দিক্ আমার বাহু, নক্ষত্র সকল আমার অলঙ্কার, সমস্ত পদার্থের
 অবকাশদাতা আকাশ আমার বক্ষ এবং আমার অবিনশ্বর যে উদর, তাহা
 মেঘ ও বায়ুর পথ জানিবেন ॥৪১॥

রাজা ! দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদিযুক্ত এবং সমস্ত পদার্থের ধারণকারী
 যে ভূমণ্ডল, তাহা আমার চরণযুগল ॥৪২॥

আমি আকাশে শব্দরূপে আছি, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শরূপে রহিয়াছি,
 অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপরূপে থাকি এবং জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসরূপে
 অবস্থান করি ॥৪৩॥

শব্দাচ্চা যে গুণাঃ পঞ্চ মহাভূতেষু পঞ্চম ।
 তন্মাত্রাসংস্থিতঃ মোহহং পৃথিব্যাং পঞ্চমা স্থিতঃ ॥৪৪॥
 অহং সহস্রশীর্ষস্তু সহস্রবদনেক্ষণঃ ।
 সহস্রবাহুদরধ্বক্ সহস্রোক্তঃ সহস্রপাৎ ॥৪৫॥
 ধ্বজোর্বীং সর্বতঃ সম্যগত্যতিষ্ঠত দশাঙ্গুলম্ ।
 সর্বভূতান্ভূতস্থঃ সর্বব্যাপী ততোহস্মাহম্ ॥৪৬॥
 অচিন্ত্যোহহমগন্তোহহমজরোহহমজো হহম্ ।
 অনাद्यোহহমবধ্যোহহমপ্রমেয়োহহমব্যয়ঃ ॥৪৭॥
 নিগূর্ণোহহং নিগূঢ়াত্মা নিব্বন্দ্বো নিশ্বাসো নৃপ ! ।
 নিষ্কলো নিব্বিকারোহহং নিদানমমৃতস্ত তু ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

শব্দেতি । মহাভূতেষু আকাশাদিষু । তন্মাত্রেষু তদাখ্যেষু পঞ্চম গুণেষু সংস্থিতঃ পঞ্চমা
 শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধৈঃ প্রকারৈঃ ॥৪৪॥

অহমিতি । অত্র সর্বত্র সহস্রশব্দে বহুপদঃ ॥৪৫॥

ধ্বজেতি । দশাঙ্গুলম্ অতীবহুম্ । “অণোরণীমান্” ইত্যাদিশ্রুতৈঃ । সর্বেষু ভূতেষু
 আদ্ভূতস্তিষ্ঠতীতি মঃ ॥৪৬॥

অচিন্ত্য ইতি । অপ্রমেয়ঃ অজ্ঞেয়ঃ, অব্যয়ঃ অনশ্বরঃ ॥৪৭॥

নিগূর্ণ ইতি । নিগূঢ়াত্মা জীবরূপঃ, নিব্বন্দ্বঃ স্রুতদুঃখাদিহীনঃ । নিষ্কলো নিরংশঃ, অমৃতস্ত
 মোক্ষস্ত, নিদানং কারণম্ ॥৪৮॥

পঞ্চমহাভূতে শব্দপ্রভৃতি যে পঞ্চ গুণ আছে, সেইগুলির নাম তন্মাত্র, আমি
 তাহাতেও থাকি এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপে অবস্থান
 করি ॥৪৪॥

আমার সহস্র মস্তক, সহস্র বদন, সহস্র নয়ন, সহস্র বাহু, সহস্র বক্ষ এবং
 সহস্র চরণ ॥৪৫॥

আমি সমীচীনভাবে সকল দিকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া ক্ষুদ্ররূপে
 রহিয়াছি এবং আমি সমস্ত প্রাণীর জীবাত্মারূপ, সেই জন্তই আমি সর্ব-
 ব্যাপী ॥৪৬॥

আমি অচিন্তনীয়, অসীম, অজর, জন্মবিহীন, অনাদি, অবধ্য, অজ্ঞেয় ও
 অনশ্বর ॥৪৭॥

রাজা ! আমি নিগূর্ণ, নিগূঢ়, স্রুতদুঃখাদিশূন্য, মমতাবিহীন, অংশরহিত,
 বিকারবর্জিত এবং মুক্তির কারণ ॥৪৮॥

সুধা চাহং স্বধা চাহং স্বাহা চাহং নরাধিপ ! ।
 তেজসা তপসা চাহং ভূতগ্রাগং চতুর্বিধম্ ।
 স্নেহপাশৈশ্চ গবন্ধো ধারয়াম্যাজ্জগায়য় । ৪৯৯
 চতুরাশ্রমধর্মোহং চাতুর্হোত্রফলাশনঃ ।
 চতুর্মূর্তিঃ চতুর্ষজ্ঞঃ চতুরাশ্রমভাবনঃ ॥ ৫০ ॥
 সংহত্যাং জগৎ সর্বং কৃদ্ধা বৈ গর্ভগাত্মনঃ ।
 শয়ামি দিব্যযোগেন প্রলয়েষু যুধিষ্ঠির ! ॥ ৫১ ॥
 সহস্রযুগপর্যন্তাং ব্রাহ্মীং রাজিৎ মহার্ণবে ।
 স্থিষ্ট্বা সৃজামি ভূতানি জঙ্গমানি স্থিরাণি চ ॥ ৫২ ॥
 কল্পে কল্পে চ ভূতানি সংহরামি সৃজামি চ ।
 ন চ মাং তানি জানন্তি মায়য়া মোহিতানি মে ॥ ৫৩ ॥

ভারতকৌমুদী

অধেতি । চতুর্বিধং জরায়ুজাণ্ডজশ্বেদজোত্তিজরূপম্ । শুণৈঃ সত্বাদিশুণ্ময়েন প্রধানেন বন্ধঃ ।
 ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥ ৪৯৯ ॥

চতুর্নিত্তি । অহং চতুরাশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্যাধীনাং ধর্মঃ, চাতুর্হোত্রঃ ষজ্জবিশেষবস্ত্র ফলম্
 অশ্রাতি ভূনক্তীতি সঃ । চতুর্মূর্তিঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-প্রজাপতিরূপঃ, চতুর্ষজ্ঞঃ প্রাণুক্তচাতুর্হোত্র-
 স্বরূপঃ, তথা চতুরো ব্রহ্মচর্যাধীন আশ্রমান্ ভাবয়তি উৎপাদয়তীতি সঃ ॥ ৫০ ॥

সংহৃত্যেতি । সংহৃত্য বিনাশ্ত, গর্ভমুদরস্থম্ । শয়ামি স্বপিমি ॥ ৫১ ॥

সহশ্রেতি । ব্রহ্মণ ইয়ং ব্রাহ্মী তাম্ । স্থিরাণি স্থাবরাণি ॥ ৫২ ॥

কল্প ইতি । ভূতানি প্রাণিনঃ । তানি ভূতানি ॥ ৫৩ ॥

নরনাথ ! আমি সুধা, আমি স্বধা, আমি স্বাহা এবং আমি প্রকৃতিকর্তৃক
 বন্ধ হইয়া তেজ, তপস্যা, স্নেহ ও আত্মমায়াদ্বারা জরায়ুজপ্রভৃতি চতুর্বিধভূত
 সমূহ ধারণ করি ॥ ৪৯৯ ॥

আমি ব্রহ্মচর্য্যপ্রভৃতি চারিটী আশ্রমের ধর্মস্বরূপ, চাতুর্হোত্রযজ্ঞের ফল
 ভোগ করি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও প্রজাপতি এই চারিটী আমার মূর্তি এবং
 ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারিটী আশ্রম আমিই সৃষ্টি
 করিয়াছি ॥ ৫০ ॥

রাজা ! আমি প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ সংহার করিয়া এবং তাহা নিজের
 উদরের ভিতর রাখিয়া অলৌকিক যোগপ্রভাবে শয়ন করিয়া থাকি ॥ ৫১ ॥

সহস্র যুগপরিমিত ব্রহ্মার রাজিকালে আমি মহাসমুদ্রে শয়িত থাকিয়া
 তাহার পর স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণকে সৃষ্টি করি ॥ ৫২ ॥

মম চৈবাক্ষকারস্ত মাৰ্গিতব্যস্ত নিত্যশঃ ।
 প্রশান্ত্যন্তেষু দীপস্ত গতিনৈবোপলভ্যতে ॥৫৪॥
 ন তদন্তি কচিদ্রাজন্ ! যত্রাহং ন প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 ন চ তদ্বিঘ্নতে ভূতং যন্নি যন্ম প্রতিষ্ঠিতং ॥৫৫॥
 যাবন্মাত্রাং ভবেদ্ভূতং স্থলং সূক্ষ্মমিদং জগৎ ।
 জীবভূতো হুহং তস্মিন্স্থাবন্মাত্রাং প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৫৬॥
 কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন সত্যমেতদব্রবীমি তে ।
 যদ্ভূতং যদভবিষ্যচ্চ তৎসর্বমহমেব তু ॥৫৭॥
 ময়া সৃষ্টানি ভূতানি সন্ময়ানি চ ভারত ! ।
 মামেব ন বিজানন্তি মায়য়া মোহিতানি বৈ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

মমেতি । অক্ষারস্ত মায়াৰূপস্ত তপসঃ, মাৰ্গিতব্যস্ত মুমুক্শুভিরেষেইব্যস্ত ॥৫৪॥
 নেতি । ভূতং প্রাণী ক্রিত্যাচক্ষতমাৰা । “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্বে” ইতি শ্রুতে: ॥৫৫॥
 যাবদिति । স্থলং স্থরনরাদি, সূক্ষ্মং পিপীলিকাদি ॥৫৬॥
 কিমिति । ভূতমভীতম্ সন্দংশপাতস্তায়াং বর্তমানঞ্চ “সৰ্ব্বং যদ্বিদং ব্রহ্ম” ইতি
 শ্রুতে: ॥৫৭॥
 ময়েতি । সন্ময়ানি “আষ্টম্যব জায়তে পুত্রঃ” ইতি স্তায়াং ॥৫৮॥

আমি প্রত্যেক কল্পে প্রাণিগণকে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকি ; কিন্তু
 আমার মায়ায় মোহিত সেই প্রাণীরা আমাকে জানিতে পারে না ॥৫৩॥

মুমুক্শুগণ সৰ্ব্বদাই আমার মায়ার অন্বেষণ করেন ; কিন্তু নির্বাণ দীপের
 স্তায় সেই মায়ার গতি তাঁহারা বুঝিতে পারেন না ॥৫৪॥

রাজা ! আমি যাহাতে থাকি না, সে রূপ পদার্থ কোথাও নাই এবং যে
 প্রাণী আমাতে থাকে না, তেমন প্রাণীও নাই ॥৫৫॥

এই জগতে স্থল ও সূক্ষ্ম যত প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রাণীতেই আমি
 জীবরূপে প্রতিষ্ঠিত আছি ॥৫৬॥

রাজা ! এই বিষয়ে বহু বলিয়া কি হইবে । ইহা আমি সত্য বলিতেছি যে,
 যাহা অতীত হইয়াছে, যাহা বর্তমান আছে এবং যাহা ভবিষ্যতে হইবে, সে
 সমস্তই আমি ॥৫৭॥

ভরতনন্দন ! আমি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছি ; সুতরাং সে প্রাণীরা
 আমার স্বরূপ ; তথাপি তাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমাকেই
 জানে না ॥৫৮॥

এবং সর্বং জগদিদং স দেবান্সুরসামুষগ ।

মন্তঃ প্রভবতে রাজন্ ! ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥৫৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-

পর্কণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্যকথনে সপ্তদশাদিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:—

অষ্টাদশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমাজ্জোহুস্তবং সর্বং জগদুদ্दिष्ट কেশবঃ ।

ধর্ম্মান্ ধর্ম্মাজ্জজ্ঞাত্ব পুণ্যানকথয়ৎ প্রভুঃ ॥১॥

শৃণু পাণ্ডব ! তত্বেন পবিত্রং পাপনাশনম্ ।

কথ্যমানং ময়া পুণ্যং ধর্ম্মশাস্ত্রফলং মহৎ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । মন্তো মম সকাণাং, প্রভবতে উৎপত্তিতে ॥৫৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসগিদ্ধাস্তবাসীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্কণি

অশ্বমেধে সপ্তদশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:—

এবমিতি । উদ্दिष्ट উক্তা । ধর্ম্মাজ্জজ্ঞাত্ব সমীপে, পুণ্যান্ শৃণতোহপি পুণ্যজনকান্ ॥১॥

শৃণ্বিতি । তত্বেন বাথার্থেন । পুণ্যং পুণ্যজনকম্ ॥২॥

রাজা ! দেবতা, অসুর ও মানুষের সহিত এই সমগ্র জগৎ এইভাবে আমি
হইতে উৎপন্ন হয় এবং আমাতেই লয় পায় ॥৫৯॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রভাবশালী কৃষ্ণ এইভাবে সমগ্র জগৎ আপনা
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে পুণ্যজনক বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতে
আরম্ভ করিলেন—॥১॥

‘পাণ্ডুনন্দন ! পবিত্র, পাপনাশক ও পুণ্যজনক ধর্ম্মশাস্ত্রের ফলস্বরূপ মহা-
ধর্ম্ম আমি যথার্থরূপে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥২॥

যঃ শৃণোতি শুচিভূত্বা একচিত্তস্তপোযুতঃ ।
 স্বর্গ্যং যশস্ত্যগায়ুধ্যং ধর্ম্যং জ্ঞেয়ং যুধিষ্ঠির ! ॥৩॥
 শ্রদ্ধদানশ্চ তস্ত্রেহ যৎ পাপং পূর্বসঞ্চিতম্ ।
 বিনশ্যত্যশু তৎ সর্বং মদভক্তশ্চ বিশেষতঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং শ্রদ্ধা বচঃ পুণ্যং সত্যং কেশবভামিতম্ ।
 প্রহৃষ্টমনসো ভূত্বা চিন্তয়ন্তোহিদ্ধুতং পরম্ ॥৫॥
 দেবব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে গন্ধর্বাঙ্গরসন্তথা ।
 ভূতা যক্ষগ্রহাশ্চৈব গুহ্যকা ভুজগাস্তথা ॥৬॥
 বালখিল্যা মহাত্মানো যোগিনস্তদ্বদর্শিনঃ ।
 তথা ভাগবতাশ্চাপি পঞ্চকালমুপাসকাঃ ॥৭॥
 কৌতূহলমগাবিষ্টাঃ প্রহৃষ্টেন্দ্রিয়মানমাঃ ।
 শ্রোতৃকামাঃ পরং ধর্ম্যং বৈষ্ণবং ধর্ম্মশাসনম্ ।
 হৃদি কর্তুঞ্চ তদ্বাক্যং প্রাণেশু শিরসা নতাঃ ॥৮॥ (কলাপকম্)
 ততস্তান্ বাসুদেবেন দৃষ্টান্ দিব্যেন চক্ষুষা ।
 বিমুক্তপাপানালোক্য প্রাণস্য শিরসা হরিসম্ ।
 পপ্রচ্ছ কেশবং ধর্ম্মং ধর্ম্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । স্বর্গমিত্যাদিষু ত্রিষেব জননার্থে যপ্রত্যয়ঃ । শ্রদ্ধদানশ্চ বিশ্বসতঃ ॥৩—৪॥

এবমিতি । পরম্ অত্যন্তম্ । ভুজগা নাগাঃ । পঞ্চকালং ত্রাতঃ-সন্ধ্যা-মধ্যাহ্না-পরাহ-
 নায়াক্ষেপু । হৃদি কর্তুং মনসি চিরং স্থাপয়িতুম্ । যষ্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫—৮॥

ধর্ম্মরাজ ! যিনি পবিত্র, একাগ্রচিত্ত ও তপস্ত্যায়ুক্ত হইয়া স্বর্গ, যশ ও আয়ু-
 জনক এই জ্ঞাতব্য ধর্ম্ম অবগণ করেন, শ্রদ্ধাশীল সেই ব্যক্তির বিশেষতঃ আগার
 ভক্তলোকের পূর্বসঞ্চিত যে পাপ থাকে, সমস্তই সে সমস্ত বিনষ্ট হয়' ॥৩—৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণোক্ত এইরূপ সত্য ও পূর্ণাজনক বাক্য শুনিয়া
 অত্যন্ত অদ্ভুত হইবে ইহা ভাবিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া সকল দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব্ব,
 অঙ্গরা, ভূত, যক্ষ, গ্রহ, গুহ্যক, নাগ, মহাত্মা যোগী ও তদ্বদর্শী বালখিল্য ও
 দিনের মধ্যে পাঁচটী সময়ে ভগবানের উপাসক সাধুগণ কৌতুকযুক্ত হইয়া
 উত্তম বৈষ্ণবধর্ম্ম শুনিলে ইচ্ছা করিয়া মস্তক অবনত করিয়া কৃষ্ণকে নমস্কার
 করিলেন ॥৫—৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কীদৃশী ব্রাহ্মণশ্রুতঃ ক্ষত্রিয়শ্রুতাপি কীদৃশী ।

বৈশ্যশ্রু কীদৃশী দেব ! গতিঃ শূদ্রশ্রু কীদৃশী ॥১০॥

কথং বধ্যতে পাশেন ব্রাহ্মণস্ত যমালয়ে ।

ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা শূদ্রো বা বধ্যতে কথম্ ।

এতৎ কৰ্ম্মফলং ক্রুহি লোকনাথ ! নগোহস্ত তে ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পৃষ্ঠোহথ কেশবো হেবং ধৰ্ম্মপুত্রেণ ধীমতা ।

উবাচ সংসারগতিং চাতুৰ্বর্ণ্যশ্রু কৰ্ম্মজাম্ ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যামাশ্বমেধিক-
পৰ্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধৰ্ম্মকথনে অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বাহুদেবেন দৰ্শনাদেব বিমুক্তপাপানিতি ভাবঃ । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥২॥

কীদৃশীতি । গতির্লোকান্তরং গতশ্রাবস্থা ॥১০॥

কথমিতি । কথং কীদৃশম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

পৃষ্ঠ ইতি । সংসারাং যমালয়গমনাং গতিমবস্থাম্ ॥১২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসদ্বিস্তবাসীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়-

মাশ্বমেধিকপৰ্বণি অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৷০॥

তাহার পর কৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দৰ্শন করিলে, তত্রত্য সকলেই পাপবিহীন হইলেন । প্রতাপশালী যুধিষ্ঠির তাহা জানিয়া মন্তকদ্বারা কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকট ধৰ্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘দেব ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যমালয়ে কি প্রকার অবস্থা হয় ? ॥১০॥

লোকনাথ ! যমালয়ে যমের অমুচরেরা পাশদ্বারা ব্রাহ্মণকে কিপ্রকার বন্ধন করে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকেই বা কিপ্রকার বন্ধন করিয়া থাকে ? এই কৰ্ম্মফল তুমি আমার নিকট বল, তোমাকে নমস্কার’ ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধীমান্ যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করিলে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কৰ্ম্মজনিত পরলোকের অবস্থা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥১২॥

উনবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃ—

ভগবানুবাচ ।

শৃণু বর্ণক্রমেণৈব ধর্ম্যং ধর্মভূতাং বর ।।

নাস্তি কিঞ্চিন্নরশ্চেষ্ট ! ব্রাহ্মণস্ত তু দুষ্কৃতম্ ॥১॥

শিখাযজ্ঞোপবীতা যে সন্ধ্যাং যে চাপ্যুপাসতে ।

যৈশ্চ পূর্ণাহুতিঃ প্রাপ্তা বিধিবজ্জুহ্বতে চ যে ॥২॥

বৈশ্বদেবঞ্চ যে চক্রুঃ পূজয়ন্ত্যতিথীংশ্চ যে ।

নিত্যং স্বাধ্যায়শীলাশ্চ জপযজ্ঞপরাশ্চ যে ॥৩॥

সায়ংপ্রাতর্হুতাশাশ্চ শূদ্রভোজনবজ্জিতাঃ ।

দন্তানুতবিযুক্তাশ্চ স্বদারনিরতাশ্চ যে ।

পঞ্চযজ্ঞপরা যে চ য়েহ্মিহোত্রমুপাসতে ॥৪॥

দহন্তি দুষ্কৃতং যেমাং হুয়মানাস্ত্রয়োহয়ময়ঃ ।

নষ্টদুষ্কৃতকর্মাণো ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে ॥৫॥ (কলাপকম্)

ভারতশৌমদী

শ্রুতি । ব্রাহ্মণস্ত বক্ষ্যমাণপ্রকারস্ত বিগ্রস্ত । অত্র ব্রাহ্মণগণং ক্ষত্রিয়াদীনামপ্যুপ-
লক্ষণম্ । এবমেব তেষামপি স্বধর্ম্মাণাং বক্ষ্যমাণত্বাৎ । দুষ্কৃতং পাপম্ ॥১॥

শিখেতি । শিখাযজ্ঞোপবীতানি এষাং সস্তীতি তে । অর্শ আদিদ্বাদশ । প্রাপ্তা অগ্নি-
হোত্রেষহুতিভিত্তিতাঃ । স্বাধ্যায়শীলা বেদপাঠনম্বিতাঃ । হুতং হুতাবশিষ্টম্ অন্নস্তুতি তে, শূদ্র-
ভোজনেন শূদ্রায়তক্ষণেন বজ্জিতাঃ । দন্তানুতাভ্যাং ছন্দমিথাব্যবহারাভ্যাং বিযুক্তাঃ ।
পঞ্চযজ্ঞপরা অধ্যাপনাদিনিরতাঃ । “অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ । হোমো দৈবো
বলিভোক্তো নৃষজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥” ইতি মনুজাঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ । ষট্‌পাদোহয়ং ত্র্যেকাঃ ।
ত্রয়ো দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্যাহবনীয়রূপাঃ ॥২-৫॥

ভগবান্ বলিলেন—“ধার্ম্মিকপ্রধান নরশ্চেষ্ট ! আপনি বর্ণক্রমে ধর্ম্ম জীবণ
করুন । বক্ষ্যমাণ প্রকার ব্রাহ্মণের কোন পাপই থাকিতে পারে না ॥১॥

ঐহাদের সর্বদা শিখা ও যজ্ঞোপবীত থাকে, ঐহারা প্রত্যহ সন্ধ্যা করেন,
ঐহারা অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়া থাকেন, ঐহারা যথাবিধানে হোম করেন,
ঐহারা বলিবৈশ্বদেবের অমুষ্ঠান করেন, ঐহারা অতিথিসেবা করিয়া থাকেন,

ব্রহ্মলোকে পুনঃ কাগং গন্ধর্বব্রহ্মগায়কৈঃ ।

উদ্‌গীয়গানাঃ প্রযতৈঃ পূজ্যগানাঃ স্বয়ম্ভুবা ।

ব্রহ্মলোকে প্রমোদন্তে যাবদাভূতসংগ্ৰবম্ ॥৬॥

কত্রিয়োহপি স্থিতো রাজ্যে স্বধর্ম্মপরিপালকঃ ।

সগ্যক্ প্রজাঃ পালয়িতা ষড়্‌ভাগনিরতঃ সদা ॥৭॥

যজ্ঞদানরতো ধীরঃ স্বদারনিরতঃ সদা ।

শাস্ত্রানুসারী তদ্বজ্ঞঃ প্রজাকার্য্যপরায়ণঃ ॥৮॥

বিপ্রৈভ্যঃ কাগদো নিত্যং ভূত্যানাং ভরণে রতঃ ।

সত্যসন্ধঃ শুচিনিত্যং লোভদম্ভবিবর্জিতঃ ।

কত্রিয়োহপ্যুত্তমাং যাতি গতিং দেবনিষেবিতাম্ ॥৯॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মেতি । কাগং যথেষ্টম্, ব্রহ্মগায়কৈব্রহ্মলোকীয়গানকারিভিঃ । আভূতসংগ্ৰবং
প্রলয়পর্য্যন্তম্ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

কত্রিয় ইতি । পালয়িতেতি তাক্ষীল্যে ত্বৎপ্রত্যয়াং প্রজা ইতি কর্ম্মণি যগ্নিনিষেধেন
বিতীর্নৈব । ষড়্‌ভাগে উৎপন্নশস্ত্রানাং প্রজাভ্যঃ ষষ্ঠভাগগ্রহণে নিরতঃ । তদ্বজ্ঞঃ প্রজানা-
মবস্থাভিজ্ঞঃ । কাগদ ইচ্ছাহুসারেণ দাতা । সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ । যট্টপাদোহয়ং
শ্লোকঃ ॥৭—৯॥

যাঁহারা প্রত্যহ বেদপাঠ করেন, যাঁহারা জপযজ্ঞপরায়ণ হন, যাঁহারা সাংস-
কালে ও প্রাতঃকালে হোম করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট ভোজন করেন, যাঁহারা
শুভ্রান্ন ভোজন করেন না, যাঁহারা ছল ও মিথ্যা ব্যবহার করেন না, যাঁহারা আপন
ভার্য্যায় নিরত থাকেন, যাঁহারা অধ্যাপনা, পিতৃতর্পণ, হোম, বলিবৈশ্বদেবের
অহুষ্ঠান ও অতিথিসেবা করিয়া থাকেন, যাঁহারা অগ্নিহোত্রের অহুষ্ঠান
করেন এবং দক্ষিণায়ি, গার্হপত্য ও আহবনীয়—এই তিনটি অগ্নিতে হোম করায়
যাঁহাদের পাপ দক্ষ হইয়া যায়, সেই পাপবিহীন ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মলোকে গমন
করেন ॥২—৫॥

তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহাদের আদর করেন ।
তত্রত্য গাথক গন্ধর্ব্বেরা সংযত হইয়া তাঁহাদের নিকটে ইচ্ছানুসারে গান
করে—এই অবস্থায় সেই ব্রাহ্মণেরা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত আমোদ করিয়া
থাকেন ॥৬॥

যে কত্রিয় রাজপদে থাকিয়া আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, সমীচীন-
ভাবে প্রজাদিগকে রক্ষা করেন, প্রজাগণের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্ত্রপ্রভৃতির

তত্র দিব্যাম্পরোভিস্ত গন্ধর্বৈশ্চ বিশেষতঃ ।

সেব্যমানে মহাতেজাঃ ক্রীড়তে শক্রপুঞ্জিতঃ ॥১০॥

চতুর্গুণানি বৈ ত্রিংশৎ ক্রীড়িত্বা তত্র দেববৎ ।

ইহ মনুষ্যলোকে তু চতুর্বেদী দ্বিজো ভবেৎ ॥১১॥

কৃষিগোপালনিরতো ধর্ম্মান্বেষণতৎপরঃ ।

দানধর্ম্মেহপি নিরতো যিপ্রশুশ্রমকস্তথা ॥১২॥

সত্যসন্ধঃ শুচিনিত্যং লোভদম্ভবিবর্জিতঃ ।

ঋজুঃ স্বদারনিরতো হিংসাদ্রোহবিবর্জিতঃ ॥১৩॥

বাণিগ্ধর্ম্মান্নমুঞ্চন্ বৈ দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ।

বৈশ্যঃ স্বর্গতিগাম্পোতি পূজ্যমানোহম্পরোগণৈঃ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)

চতুর্গুণানি বৈ ত্রিংশৎ ক্রীড়িত্বা দশ পঞ্চ চ ।

ইহ মনুষ্যলোকে চ রাজা ভবতি বীর্য্যবান্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । তত্র দেবলোকে । শক্রপুঞ্জিত ইন্দ্রাদৃতঃ ॥১০॥

চতুরিতি । চতুর্বেদী চতুর্বেদবিৎ, দ্বিজো ব্রাহ্মণঃ ॥১১॥

কৃষীতি । গোপালো গোপালনম্ । ঋজুঃ সরলঃ । নমুঞ্চন্ অত্যজন্ ॥১২—১৪॥

চতুরিতি । অত্র সংখ্যানির্দেশো বহুত্বমাত্রপরঃ ॥১৫॥

যষ্ঠভাগ গ্রহণ করেন, যজ্ঞ ও দানে নিরত থাকেন, ধীরপ্রকৃতি হন, সর্বদা আপন ভাৰ্য্যাতে আসক্ত রহেন, শত্রু অনুসরণ করিয়া চলেন, রাজ্যের সমস্ত অবস্থা অনুসন্ধান করেন, প্রজার কার্য্যসম্পাদনে ব্যাপ্ত থাকেন, ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন, সর্বদা ভৃত্যবর্গকে ভরণ করিয়া থাকেন এবং সর্বদা সত্যপ্রতিজ্ঞ, পবিত্র ও লোভ-প্রতারণাবিহীন হন, সেই ক্ষত্রিয়ও দেবলোকে উত্তম গতি লাভ করেন ॥৭—৯॥

মহাতেজা ক্ষত্রিয় সেই দেবলোকে থাকার সময়ে স্বর্গীয় অঙ্গরা ও গন্ধর্বগণ বিশেষভাবে তাঁহার সেবা করে এবং স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁহার সম্মান করেন ॥১০॥

এইভাবে সেই ক্ষত্রিয় অতিদীর্ঘ কাল সেই দেবলোকে দেবতার দ্বায় ক্রীড়া করিয়া, এই মনুষ্যলোকে চতুর্বেদবিৎ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ॥১১॥

কৃষি ও গোপালননিরত, ধর্ম্মানুসন্ধানপরায়ণ, দানধর্ম্মে ব্যাপ্ত, ব্রাহ্মণ-শ্রদ্ধাবাকারী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বদা পবিত্র, লোভচ্ছলবিহীন, সরল স্বভাব, নিজ ভাৰ্য্যাসক্ত, হিংসাদ্রোহরহিত, বাণিজ্যকারী এবং দেব-ব্রাহ্মণপূজক বৈশ্য স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন ও সেই স্থানে অঙ্গরাগণ তাঁহার সেবা করে ॥১২—১৪॥

সুবর্ণকোট্যঃ পঞ্চাশদ্রত্নানাঞ্চ শতং তথা ।
 হস্ত্যশ্বরথসংযুক্তো মহাভোগাংশ্চ সেবতে ॥১৬॥
 ত্রয়াণামপি বর্ণানাং শুশ্রূষানিরতঃ সদা ।
 বিশেষতস্ত্ব বিপ্রাণাং দাসবদ্যস্ত্ব তিষ্ঠতি ॥১৭॥
 অযাচিতপ্রদাতা চ সত্যশৌচসমন্বিতঃ ।
 গুরুদেবার্চনরতঃ পরদারবিবর্জিতঃ ॥১৮॥
 পরপীড়ামকুত্বেষ ভৃত্যবর্গং বিভর্তি যঃ ।
 শূদ্রোহপি স্বর্গমাপ্নোতি জীবানাং ভয়প্রদঃ ॥১৯॥ (বিশেষকম)
 স স্বর্গলোকে ক্রীড়িত্ব বর্ষকোটিং মহাতপাঃ ।
 ইহ মনুষ্যলোকে তু বৈশ্ণো! ধনপতির্ভবেৎ ॥২০॥
 এবং ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি মহৎ সংসারমোক্ষণম্ ।
 ন চ ধর্ম্মাৎ পরং কিঞ্চিৎ পাপকর্ম্মব্যপোহনম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সুবর্ণেতি । শতং কোটয়ঃ । সেবতে অমুভবতি ॥১৬॥
 ত্রয়াণামিতি । বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাম্ । অযাচিত এব প্রদাতা সঃ । ভৃত্যবর্গং
 ভাৰ্যাদিকম্ ॥১৭—১৯॥
 স ইতি । মহাতপা মুনিরিবেতি শেষঃ ॥২০॥
 এবমিতি । সংসারমোক্ষণং সংসারনিবৃত্তিহেতুঃ । পাপকর্ম্মণাং ব্যাপোহনং বিনাশকম্ ॥২১॥

সেই বৈশ্য স্বর্গলোকে দীর্ঘ কাল বিহার করিয়া এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণের
 পর বলবান্ রাজা হইয়া থাকেন ॥১৫॥

সেই সময়ে তাঁহার পঞ্চাশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও শত কোটি রত্নের সম্পত্তি হয়
 এবং তিনি হস্তী, অশ্ব ও রথযুক্ত হইয়া বিপুল সুখভোগ করিয়া থাকেন ॥১৬॥

যে শূদ্র ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সর্বদা পরিচর্য্যায় নিরত থাকে, বিশেষভাবে
 ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায় সর্বদা ভৃত্যের আয় ব্যাপ্ত রহে, অযাচিতভাবে দান
 করে, সত্য ও শৌচসমন্বিত হয়, গুরু ও দেবপূজায় নিরত থাকে, পরদার গমন
 করে না এবং যে শূদ্র পরপীড়ন না করিয়া পোস্তবর্গের ভরণপোষণ করে,
 প্রাণিগণের অভয়দাতা সেই শূদ্রও স্বর্গলাভ করিয়া থাকে ॥১৭—১৯॥

সেই শূদ্র মহাতপা মূনির আয় বহু কাল স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়া এই
 মনুষ্যলোকে বৈশ্য হইয়া জন্মিয়া মহাধনী হইয়া থাকে ॥২০॥

এইরূপ ধর্ম্ম ভিন্ন অস্ত্র কোন ধর্ম্মই সংসার হইতে মুক্তির প্রধান কারণ হয়
 না এবং ধর্ম্মকর্ম্ম ভিন্ন অস্ত্র কোন কর্ম্মই পাপনাশক হইতে পারে না ॥২১॥

তস্মাদ্ধৰ্মঃ সদা কার্যো মানুয্যং প্রাপ্য দুৰ্লভম্ ।
 নহি ধৰ্মানুরক্তানাং লোকে কিঞ্চন দুৰ্লভম্ ॥২২॥
 স্বয়ম্ভুবিহিতো ধৰ্মো যো যন্তেহ নরেশ্বর ! ।
 স তেন ক্ষপয়েৎ পাপং সগ্যাচরিতেন চ ॥২৩॥
 সহজং যদ্ভবেৎ কৰ্ম ন তন্ত্যাজ্যং হি কেনচিৎ ।
 স এব তস্য ধৰ্মো হি তেন সিদ্ধিং স গচ্ছতি ॥২৪॥
 বিগুণোহপি স্বধৰ্মস্ত পাপকৰ্ম ব্যপোহতি ।
 এবমেব তু ধৰ্মোহপি ক্ষীয়তে পাপবর্জনাৎ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
 শাস্ত্রমেধিকপৰ্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধৰ্মকথনে
 ঊনবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । মানুয্যং মহুয্যম্ । ধৰ্মানুরক্তানাং মহুয্যাণাম্ ॥২২॥
 স্বয়মিতি । স্বয়ম্ভুবা ব্রহ্মণা বিহিতঃ । ক্ষপয়েৎ নাশয়েৎ ॥২৩॥
 সহজমিতি । সহজং স্বজাতিবিহিতং পরশুক্রবাদি, কেনচিৎ শূদ্রাদিনা । সিদ্ধিং
 স্বর্গাদিন্ ॥২৪॥
 বিগুণ ইতি । বিগুণোহপি নিকটোহপি, স্বধৰ্মঃ পরশুক্রবাদিঃ, ব্যপোহতি নাশয়তি ॥২৫॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসগিদ্ধাস্তবাসীশতট্টাচাৰ্য্য-
 বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-
 শাস্ত্রমেধিকপৰ্বণি ঊনবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

অতএব দুৰ্লভ মহুয্যজন্ম লাভ করিয়া সর্বদা ধৰ্মই করিবে । কারণ, ধৰ্মানু-
 রক্ত লোকদিগের জগতে কিছুই দুৰ্লভ হয় না ॥২২॥
 নরনাথ ! বিধাতা এই জগতে যাহার যে ধৰ্ম বিধান করিয়াছেন, সেই
 লোক সম্যগবুজ্জিত সেই ধৰ্মদ্বারাই নিজের পাপক্ষয় করিবে ॥২৩॥
 যেটা নিজের জাতিবিহিত কৰ্ম, কেহই তাহা ত্যাগ করিবে না । কারণ,
 সেই কৰ্মই তাহার ধৰ্ম এবং সেই কৰ্মদ্বারাই সে সিদ্ধিলাভ করে ॥২৪॥
 এবং স্বধৰ্ম নিকট হইলেও তাহা পাপ নাশ করে । এইরূপই পাপ বৃদ্ধি
 পাইলে ধৰ্মক্ষয় হয় ॥২৫॥

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃঃ—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভগবন্ ! দেবদেবেশ ! শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে ।

শুভশ্রাপ্যশুভশ্রাপি ক্ষয়বুদ্ধী যথাক্রমম্ ॥১॥

ভগবানুবাচ ।

শৃণু পার্থিব ! তৎ সর্বং ধর্মসুক্ষ্মং সনাতনম্ ।

দুর্বিজ্ঞেয়তমং নিত্যং যত্র সগ্না মহাজনাঃ ॥২॥

যথৈব শীতমৃদকমুষ্ণেন বহ্ননা বৃতম্ ।

ভবেত্তু তৎক্ষণাদুষ্ণং শীতত্বঞ্চ বিনশ্চতি ॥৩॥

যথোষ্ণং বা ভবেদগ্নয়ং শীতেন বহ্ননা বৃতম্ ।

শীতলঞ্চ ভবেৎ সর্বমুষ্ণত্বঞ্চ বিনশ্চতি ॥৪॥

এবঞ্চ যদ্ভবেদুদ্ভূরি হৃকৃতং বাপি দুষ্কৃতম্ ।

তদগ্নয়ং ক্ষপয়েচ্ছীত্রে নাত্র কার্য্য্য বিচারণা ॥৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ভগবন্নিতি । ক্ষয়বুদ্ধী তয়োঃ কারণম্ ॥১॥

যুধিষ্ঠি । সূক্ষ্মং ধর্মং ধর্মসুক্ষ্মং তৎ অগ্নিতোকাদিবং বিশেষণত পরনিপাতঃ । সগ্না মূঢ়াঃ, মহাজনাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি ॥২॥

যথেন্তি । বহ্ননা উদকেন, বৃতং সংযুক্তম্ । উকমৃদকম্ । উরি প্রচুরম্, হৃকৃতং পুণ্যম্, দুষ্কৃতং পাপম্ ॥৩—৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘ভগবন্ দেবদেবেশ্বর । মজ্জলই হউক বা অমজ্জলই হউক, তাহার ক্ষয় ও বৃদ্ধির হেতু যথাক্রমে শুনিবার জন্ত আমার কৌতুক জন্মিয়াছে’ ॥১॥

ভগবান্ বলিলেন—‘রাজা । অভিজ্ঞ লোকেরাও যে বিষয়ে সর্বদা মুগ্ধ হইয়া থাকেন, অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ও সনাতন সেই সকল সূক্ষ্মধর্ম আপনি জ্ঞাপন করুন ॥২॥

অগ্ন শীতল জল প্রচুর উক জলের সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ উক হইয়া যায় এবং শীতলত্ব নষ্ট হয়, আবার অগ্ন উক জল প্রচুর

সমস্তে সতি রাজেন্দ্র ! তয়োঃ স্কৃতপাপয়োঃ ।

গৃহিতস্ত ভবেদ্বুদ্ধিঃ কীর্তিতস্ত ভবেৎ ক্ষয়ঃ ॥৬॥

খ্যাপনেনানুতাপেন প্রায়ঃ পাপং বিনশ্চতি ।

তথা কৃতস্ত রাজেন্দ্র ! ধর্মো নশ্চতি মানদ ! ॥৭॥

তাবুভৌ গৃহিতৌ সগ্যগ্ বুদ্ধিং যাতৌ ন সংশয়ঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ন পাপং গৃহ্যেদ্বৃদ্ধঃ ॥৮॥

তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন কীর্তয়েৎ ক্ষয়কারণাৎ ।

তস্মাৎ সঙ্কীর্তয়েৎ পাপং নিত্যং ধর্মকং গৃহ্যেৎ ॥৯॥

ইতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-
পর্কণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্যকথনে বিংশত্যধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সমস্ত ইতি । সমস্তে সমানেষু । গৃহিতস্ত গোপিতস্ত স্কৃতস্ত পাপস্ত বা, কীর্তিতস্ত বাচ্য
প্রকাশিতস্ত স্কৃতস্ত পাপস্ত বা ॥৬॥

খ্যাপনেনেতি । খ্যাপনেন লোকসমাজে প্রকাশনেন । তথা কৃতঃ খ্যাপিতঃ
অনুতাপিতস্ত ॥৭॥

ভাবিতি । যাতঃ প্রাপ্নুতঃ । গৃহ্যেদগোপয়েদৃ ॥৮॥

তস্মাদিতি । ক্ষয়কারণাৎ ক্ষয়মুদ্दिष्ट । আর্ষদ্বাং পুনরুক্তিঃ সোঢ়ব্যা ॥৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-ত্ৰীহরিদাসদিক্কান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্কণি

অশ্বমেধে বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

শীতল জলের সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ শীতল হয় এবং
উষ্ণ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ পুণ্যই হউক বা পাপই হউক, যাহা প্রচুর হইবে,
তাহা সমস্ত অল্পকে নষ্ট করিবে, এই বিষয়ে কোন বিচার করিবে না ॥৩—৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ । সেই পুণ্য ও পাপ সমান হইলে তাহার মধ্যে যেটা গোপন
করা হইবে, তাহার বুদ্ধি হইবে, আর যেটা প্রকাশ করা হইবে, তাহার ক্ষয়
হইবে ॥৬॥

মানদাতা রাজশ্রেষ্ঠ । প্রকাশ করা বা অনুতাপ করায় প্রায় পাপই বিনষ্ট
হয় এবং সেই উভয় করিলে ধর্ম ও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৭॥

পাপ ও পুণ্য উভয়ই গোপন করিলে তাহা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবিষয়ে কোন
সন্দেহ নাই ; অতএব বুদ্ধিমান লোক সর্বপ্রযত্নে পাপ গোপন করিবেন না ॥৮॥

একবিংশত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং শ্রদ্ধা বচন্তুঃ ধর্মপুত্রোহচ্যুতশ্চ তু ।
পপ্রচ্ছ পুনরপ্যন্তং ধর্ম্যং ধর্ম্যাজ্জো হরিগ্ ॥১॥
বৃথা চ কতি জ্ঞানানি বৃথা দানানি কানি চ ।
বৃথা চ জীবিতং কেমাং নরাণাং পুরুষোত্তম ! ॥২॥
কীদৃশীষু হবন্ত্যস্ম দানং দত্তং জনার্দন ! ।
ইহ লোকেহমুভবতি পুরুষঃ পুরুষোত্তম ! ॥৩॥
গর্ভস্থঃ কিং সগম্নাতি কিং বাল্যে বাপি কেশব ! ।
যৌবনেষ্টোহপি কিং কৃষাৎ ! বার্ককে বাপি কিং ভবেৎ ॥৪॥
সাত্ত্বিকং কীদৃশং দানং রাজসং কীদৃশং ভবেৎ ।
তাগসং কীদৃশং দেব ! তর্পয়িষ্যতি কিং প্রভো ! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । প্রচ্ছেদ্বিকর্মকর্ত্তাং ধর্ম্যং হরিমিতি কর্ম্মধয়গ্ ॥১॥
বৃথেতি । বৃথা নিষ্ফলানি ॥২॥
কীদৃশীষু ইতি । অমুভবতি তদানফলমিতি শেষঃ ॥৩॥
গর্ভস্থ ইতি । কিং কীদৃশং ফলম্ ॥৪॥

সুতরাং যত্নপূর্বক ক্ষয় উদ্দেশ্যে পাপ কীর্তন করিবে এবং ধর্ম সর্বদা গোপন করিবে ॥২॥

—:০:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনরায় তাঁহার নিকট অগ্ন্যস্ত্র ধর্ম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—৥১॥

‘পুরুষোত্তম ! কত প্রকার জন্ম নিষ্ফল, কোন্ কোন্ দান নিরর্থক এবং কোন্ কোন্ মানুষের জীবনই বা বৃথা ? ॥২॥

জনার্দন পুরুষোত্তম ! কি প্রকার অবস্থায় দান করিলে, মানুষ ইহলোকেই তাঁহার ফল অমুভব করে ? ॥৩॥

কেশব ! মানুষ গর্ভে থাকিয়া কি ফল ভোগ করে, বাল্যকালে কোন্ ফল পায়, যৌবন বা বৃদ্ধ অবস্থায় কি কি ফল পাইয়া থাকে ? ॥৪॥

উত্তমং কীদৃশং দানং তেষাং বা কিং ফলং ভবেৎ ।
 কিং দানং নয়তি হ্যর্জ্জং কিং গতিং মধ্যমাং নয়ৎ ।
 গতিং জঘন্তামথবা দেবদেব ! ত্রবীহি মে ॥৬॥
 এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং পরং কৌতূহলং হি মে ।
 ত্বদীয়ং বচনং সত্যং পুণ্যঞ্চ মধুসূদন ! ॥৭॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং ধর্ম্যং প্রযত্নেন পৃষ্ঠঃ পাণ্ডুহুতেন বৈ ।
 উবাচ বাসুদেবোহথ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মাত্মজস্ত তু ॥৮॥
 ভগবানুবাচ ।
 শৃণু রাজন্ ! যথান্যায়ং বচনং তথ্যমুত্তমম্ ।
 কথ্যমানং ময়া পুণ্যং সর্বপাপব্যপোহনম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

সাধ্বিকমিতি । তর্পয়িত্বাতি তত্তদানং কর্তৃ ॥৫॥
 উত্তমমিতি । কিং দানমিত্যন্তবৃত্তিঃ । জঘন্তামধ্যমাম্ । যট্টপাদোহয়ং স্লোকঃ ॥৬॥
 এতদিতি । অথ মদ্বাক্যে কথং বিশ্বাস ইত্যাহ ত্বদীয়মিতি ॥৭॥
 এবমিতি । ধর্ম্মাত্মজস্ত সমীপ ইতি শেষঃ ॥৮॥
 শৃণুতি । তথ্যং সত্যম্ । সর্কেষাং পাপানাং ব্যপোহনং বিনাশকম্ ॥৯॥

প্রভু । কিপ্রকার দান সাধ্বিক, কীদৃশ দান রাজসিক, কিপ্রকার দানই বা
 তামসিক, কোন্ প্রকার দানই বা দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করে ? ॥৫॥

দেবদেব ! কিপ্রকার দান উত্তম, তাহার ফলই বা কিপ্রকার হয়, কোন্
 দান উর্দ্ধে লইয়া যায়, কোন্ প্রকার দান মধ্যম অবস্থায় উপনীত করে এবং
 কোন্ দানই বা অধম গতি প্রাপ্ত করায়—এই সকল বিষয় তুমি আমার নিকট
 বল ॥৬॥

মধুসূদন ! এই সকল বিষয় আমি জানিতে ইচ্ছা করি । কেন না, এই
 সকল বিষয় জানিবার জন্ত আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে । তোমার বাক্য
 সত্য ও পুণ্যজনক ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির যত্নপূর্বক ধর্ম্মবিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করিলে,
 কৃষ্ণ তাঁহার নিকট ধর্ম্ম বলিতে লাগিলেন ॥৮॥

ভগবান্ বলিলেন—‘রাজা ! আমি সত্য, উত্তম, পুণ্যজনক ও সর্বপাপ-
 নাশক বাক্য যথানিয়মে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥৯॥

বৃথা চ দশ জন্মানি চত্বারি চ নরাধিপ ।।
 বৃথা দানানি পঞ্চাশৎ পঠৈব চ যথাক্রমম্ ॥১০॥
 বৃথা চ জীবিতং যেষাং তে চ যট্ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 অমুক্তমেণ বক্ষ্যামি তানি সৰ্ব্বাণি পার্থিব ! ॥১১॥
 ধৰ্ম্মঘ্নানাম্ বৃথা জন্ম লুক্কানাম্ পাপিনাম্ তথা ।
 বৃথা পাকঞ্চ যেহ্মন্তি পরদাররতাশ্চ যে ।
 পাকভেদকরা যে চ যে চ স্ত্র্যঃ সত্যবৰ্জ্জিতাঃ ॥১২॥
 মৃষ্টমশ্নাতি যটৈশ্চকঃ ক্লিষ্টমাতৈনস্ত বাঙ্কবৈঃ ।
 পিতরং মাতরৈশ্চৈব উপাধ্যায়ং গুরুং তথা ।
 মাতুলং মাতুলানীঞ্চ যো নিহন্যাচ্চপেত বা ॥১৩॥
 ব্রাহ্মণৈশ্চৈব যো ভূত্বা সঙ্কোপাসনবৰ্জ্জিতঃ ।
 নিঃস্বাহো নিঃস্বদৈশ্চৈব শূদ্রাণামমভুগ্ দ্বিজঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

বুধেতি । বৃথা নিফলানি ॥১০॥

বুধেতি । জীবিতং জীবনম্ ॥১১॥

ধৰ্ম্মেতি । ধৰ্ম্মঘ্নানাম্ অস্ত্রস্ত্র ধৰ্ম্মনাশকানাম্ । বৃথাপাকং দেব-পিতৃতিথিনৈরপেক্ষ্যেণ
 পকমমম্ । পাকভেদকরা দেবতাত্যক্তেণ সমারকস্ত্র পাকস্ত্র বিস্মজনকাঃ । যট্ পাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥১২॥

মৃষ্টেতি । মৃষ্টং মধুরজব্যম্, ক্লিষ্টমাতৈর্বাঙ্কবৈস্তাদৃশভোজনদর্শনেন বাঙ্কবেষু ক্লিষ্টমানৈ-
 ত্যর্থঃ । নিহন্যাং প্রহরেৎ, শপেত তিরস্কৃত্যং, তস্ত্র জয় বুধেত্যর্থঃ । অয়মপি যট্ পাদঃ
 শ্লোকঃ ॥১৩॥

নরনাথ । চতুর্দশ প্রকার জন্ম নিরর্থক এবং পঞ্চপঞ্চাশৎ প্রকার দান
 নিরর্থক । এই বিষয়ে যথাক্রমে বলিব ॥১০॥

রাজা । যাহাদের জীবন নিফল, তাহারা ছয় প্রকার বলিয়া কথিত হইয়া
 থাকে । সেই সমস্ত ক্রমশঃ বলিতেছি ॥১১॥

ধৰ্ম্মনাশক, লুক্ক ও পাপীদিগের জন্ম নিফল । যাহারা দেবতা, পিতৃলোক ও
 অতিথিদিগকে দান না করিয়া ভোজন করে, যাহারা পরদারনিরত, যাহারা
 ধৰ্ম্মোদ্দেশে আরক পাকের বিস্ম করে এবং যাহারা সত্যবৰ্জ্জিত, তাহাদের জন্ম
 নিফল ॥১২॥

যে ব্যক্তি বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মধুর জব্য ভোজন করে
 এবং যে লোক পিতা, মাতা, অধ্যাপক, অগ্র গুরুজন, মাতুল ও মাতুলানীকে
 আঘাত করে বা তিরস্কার করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক ॥১৩॥

মম বা শঙ্করশ্রাথ ব্রাহ্মণো বা যুধিষ্ঠির ! ।
 অথবা ব্রাহ্মণানাস্তু যে ন ভক্তা নরাধমাঃ ।
 বৃথা জন্মাশ্রুতৈতেষাং পাপিনাং বিদ্ধি পাণ্ডব ! ॥১৫॥
 অশ্রদ্ধয়াপি যদন্তগবমানেন বাপি যৎ ।
 দস্তার্থগপি যদন্তং যৎপাষণ্ডিতং নৃপ ! ॥১৬॥
 শূদ্রাচারায় যদন্তং যদদত্তা চামুকীর্জিতম্ ।
 রৌষযুক্তস্ত যদন্তং যদন্তমশুশোচিতম্ ॥১৭॥
 দস্তার্জিতঞ্চ যদন্তং যচ্চ বাপ্যনৃতার্জিতম্ ।
 ব্রাহ্মণস্বঞ্চ যদন্তং চৌর্যোণাপ্যার্জিতঞ্চ যৎ ॥১৮॥
 অভিশস্তাহতং যন্তু যদন্তং পতিতে দ্বিজে ।
 নিব্রজ্জাভিহতং যন্তু যদন্তং সর্বযাচকৈঃ ॥১৯॥
 ব্রাতৈত্যস্ত যদন্তং দানমারুঢ়পতিতৈশ্চ যৎ ।
 যদন্তং শ্বৈরিণীভর্তুঃ শ্বশুরানশুবর্তিনে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণ ইতি । নিঃস্বাহো হোমরহিতঃ, নিঃস্বধঃ শ্রাদ্ধবজ্জিতশ্চ ॥১৪॥

মমৈতি । উত্তমগত্যসম্ভবেনৈতেষাং বৃথা জন্মানীতি ভাবঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

অশ্রদ্ধয়েতি । দস্তার্থং ছলপ্রয়োগার্থম্ উৎকোচরূপম্, পাষণ্ডিতং বৃথারক্তপটাদিধারি
 প্রাপ্তম্ । অশুকীর্জিতং বাচা প্রকাশিতম্ । দস্তার্জিতং ছলেন লভ্যম্, অনৃতার্জিতং প্রতারণয়া
 প্রাপ্তম্ । অভিশস্তাং অপবাদগ্রন্থাং আহতং গৃহীতম্ । নিব্রজ্জাং বেদসংস্কাররহিতেন
 অভিহতং প্রাপ্তম্ । ব্রাতৈত্যঃ পতিতসাবিত্রীকৈঃ, আরুঢ়পতিতৈঃ পতিতজনাশ্রয়দাতৃভিঃ ।
 শ্বৈরিণীভর্তুঃ কুলটাস্বামিনঃ । শ্বশুরানশুবর্তিনে শ্বশুরবিরোধিনে । গ্রামযাচকেন দ্বতং প্রাপ্তম্ ।

যে লোক ব্রাহ্মণ হইয়া সন্ধ্যাবিহীন হয়, হোম বা শ্রাদ্ধ করে না কিংবা
 শূদ্রের ভোজন করে, তাহার জন্ম নিষ্ফল ॥১৪॥

পাতুনন্দন ! যে সকল নরাধম আমার, শিবের, ব্রাহ্মার কিংবা ব্রাহ্মণগণের
 ভক্ত না হয়, সেই সকল পাপীর জন্ম নিরর্থক ॥১৫॥

রাজা ! অশ্রদ্ধাপূর্বক দত্ত, অপমানপূরঃসর দত্ত, ছলপ্রয়োগের জন্ত দত্ত,
 বৃথা রক্তপটাদিধারীকে দত্ত, শূদ্রের শ্রায় আচারবিশিষ্টকে দত্ত, যে দান করিয়া
 প্রকাশ করা হয়, ক্রোধপূর্বক দত্ত, বাহা দান করিয়া অহুতাপ করা হয়, ছল-
 পূর্বক অজ্ঞিত ধনদান, প্রতারণাপূর্বক অজ্ঞিত ধন দান, ব্রাহ্মণজব্যদান,
 চোরিত বস্ত্র দান, অপবাদগ্রন্থের নিকট হইতে আনয়ন করিয়া সেই ধন দান,

যদুগ্রাগযাচকহতং যৎকৃতম্নহতং তথা ।
 উপপাতকিনে দত্তং বেদবিক্রয়িণে চ যৎ ॥২১॥
 স্ত্রীজিতায় চ যদদত্তং যদদত্তং রাজসেবিনে ।
 গণকায় চ যদদত্তং যচ্চ কারণিকায় চ ॥২২॥
 বৃষলীপতয়ে দত্তং যদদত্তং শস্ত্রজীবিনে ।
 ভূতকায় চ যদদত্তং ব্যালগ্রাহিহতঞ্চ যৎ ॥২৩॥
 পুরোহিতায় যদদত্তং চিকিৎসকহতঞ্চ যৎ ।
 যদবর্ণিককর্্মিণে দত্তং ক্ষুদ্রমস্ত্রোপজীবিনে ॥২৪॥
 যচ্ছূদ্রজীবিনে দত্তং যচ্চ দেবলকায় চ ।
 দেবজ্রব্যাশিনে যচ্চ যদদত্তং চিত্রকর্্মিণে ॥২৫॥
 রঙ্গোপজীবিনে দত্তং যচ্চ মাংসোপজীবিনে ।
 সেবকায় চ যদদত্তং যদদত্তং ব্রাহ্মণক্রবে ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

কারণিকায় রাজাধিকরণস্থিতায় বিচারকায় । ভূতকায় বেতনভোগিনে, ব্যালগ্রাহিহতং
 সর্পজীবীপ্রাপ্তম্ । পুরোহিতায় পতিতায় । ক্ষুদ্রমস্ত্রোপজীবিনে নিকৃষ্টজনমস্ত্রিণে । দেবলকায়
 বেতনগ্রহণেন দেবপূজকায় ব্রাহ্মণায় । দেবজ্রব্যাশিনে চৌর্য্যেণদেবজ্রব্যভোজিনে । ব্রাহ্মণ-
 ক্রবমাহ প্রায়শ্চিত্তবিরেকয়ুতং বচনম্—“গর্ভাধাদিসংস্কারৈর্যুক্তশ্চ নিয়মত্রতৈঃ । নাখ্যাপন্নতি

পতিত ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয়, বেদোক্তসংস্কারবিহীন ব্যক্তিকে যাহা
 দেওয়া হয়, সর্ব্বযাচকেরা যাহা দান করে, যথাকালে অকৃত সংস্কার ব্যক্তিকে
 যাহা দান করা হয়, পতিতের আশ্রয় ছাড়া যে দান করে, ব্যভিচারিণীর স্বামীকে
 যে দান করা হয়, স্বশূরের প্রতিকূল ব্যক্তিকে যাহা দেওয়া হয়, গ্রামযাজককে
 যাহা দান করা হয়, কৃতম্ন ব্যক্তিকে যাহা দেওয়া হয়, উপপাতকী লোককে
 যে দান করা হয়, বেদবিক্রয়ী ব্যক্তিকে যাহা দান করা হয়, জৈণ ব্যক্তিকে যাহা
 দেওয়া হয়, রাজসেবককে যে দান করা হয়, গণককে যাহা দেওয়া হয়,
 অধিকরণিককে যাহা দেওয়া হয়, শূদ্রকণ্ডাবিবাহকারীকে যাহা দান করা হয়,
 অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয়, বেতনভোগী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয়,
 সর্পজীবী ব্রাহ্মণ যাহা গ্রহণ করে, পতিত পুরোহিতকে যাহা দেওয়া হয়,
 চিকিৎসক ব্রাহ্মণ যাহা গ্রহণ করেন, বাণিজ্যকারী ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা
 হয়, নিকৃষ্ট লোকের মস্ত্রীকে যাহা দেওয়া হয়, শূদ্রোপজীবী ব্রাহ্মণকে যাহা
 দান করা হয়, দেবল ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়, দেবজ্রব্যভোজীকে যে দান করা
 হয়, চিত্রোপজীবীকে যাহা দেওয়া হয়, নাট্যজীবীকে যাহা দান করা হয়,

অদেশিনে চ যদন্তং দত্তং বান্ধুবিধায় চ ।
 যদনাচারিণে দত্তং যত্ন দত্তগনয়নে ॥২৭॥
 অসঙ্কোপাসিনে দত্তং যচ্ছূদ্রগ্রামসেবিনে ।
 যন্মিথ্যালিজিনে দত্তং দত্তং সৰ্বাশিনে চ যৎ ॥২৮॥
 নাস্তিকায় চ যদন্তং ধৰ্মবিক্রয়িণে চ যৎ ।
 বরাণসায় চ যদন্তং যদন্তং কুটসাক্ষিণে ॥২৯॥
 গ্রামকূটায় যদন্তং দানং পৃথিবীপূজব ! ।
 যথা ভবতি তৎ সৰ্বং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥৩০॥ (কুলকম)
 বিপ্রাণামধরা এতে লোলুপা ব্রাহ্মণাধরাঃ ।
 নাজ্ঞানং তায়মন্ত্যেতে ন দাতারং যুধিষ্ঠির ! ॥৩১॥
 এতেভ্যো দত্তমাত্রাণি দানানি শ্রুবহুত্বপি ।
 যথা ভবন্তি রাজেন্দ্র ! ভগ্নমাজ্জাহতিৰ্বিধা ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

নাদীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণক্ৰমঃ ॥* অদেশিনে কুদেশবাসিনে, অনয়সে দাননিষ্ঠা সাগরে দান-
 প্রশংসার্থ্য ব্যক্ততিথেনিষ্ঠা যুগ্মতিথেঃ প্রশংসার্থেব । বান্ধুবিধায় কুসীদয়ন্তয়ে । মিথ্যালিজিনে
 যুথারক্তবজ্রাদিধারিণে, সৰ্বাশিনে অভক্ষ্যভক্ষকায় । বরাণসায় কুপণায়, কুটসাক্ষিণে মিথ্যাসাক্ষ্য-
 দায়িনে । গ্রামে যঃ কূটঃ কপটেন পরপ্রতারণকৃত্যৈ ॥১৬—৩০॥

বিপ্রাণামিতি । অধরা নীচাঃ । আত্মানং ন তায়মন্তি কৰ্ম্মভিঃ ॥৩১॥

এতেভ্য ইতি । যথা নিফলানি, আজ্জাহতিয়তপ্রক্ষেপঃ ॥৩২॥

মাংসবিক্রয়ীকে যাহা দেওয়া হয়, সেবককে যাহা দান করা হয়, অধ্যাপনা-
 বিহীন ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হয়, কুদেশবাসীকে যাহা দান করা হয়, সূদ-
 ধোরকে যাহা দেওয়া হয়, অনাচারীকে যাহা দান করা হয়, নিরপ্নিকে যাহা
 দেওয়া হয়, অসঙ্ক্যাকারী ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা হয়, শূদ্রগ্রামবাসী ব্রাহ্মণকে
 যাহা দেওয়া হয়, মিথ্যাবেশধারীকে যাহা দান করা হয়, সৰ্বভোজীকে যাহা
 দেওয়া হয়, নাস্তিককে যাহা দান করা হয়, ধৰ্মবিক্রয়ীকে যাহা দেওয়া হয়,
 কুপণকে যে দান করা হয়, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকে যাহা দেওয়া হয় এবং
 রাজশ্রেষ্ট ! গ্রামের মধ্যে পরপ্রতারণকে যাহা দেওয়া হয়, সেই সমস্তই নিফল
 হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন বিচার করিবে না ॥১৬—৩০॥

রাজা ! এই সকল লোভী নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের মধ্যে নীচ । ইহারা
 আপনাকে বা দাতাকে উদ্ধার করিতে পারে না ॥৩১॥

রাজশ্রেষ্ট ! ভগ্নে যুতাহতির আয় ইহাদিগকে প্রচুর দান করিলেও তাহা
 নিফল হয় ॥৩২॥

এতেষু যৎকলং কিঞ্চিদভবিত্যতি কথঞ্চন ।
 রাক্ষসাস্চ পিশাচাস্চ তদ্বিলুপ্তস্তি হর্ষিতাঃ ॥৩৩॥
 বৃথা হ্যেতানি দন্তানি কথিতানি সমাসতঃ ।
 জীবিতস্ত বৃথা যেযাং তচ্ছৃণুয যুধিষ্ঠির ! ॥৩৪॥
 যে মাং ন প্রতিপত্তস্তে শঙ্করং বা নরাধমাঃ ।
 ব্রাহ্মণান্ বা মহীদেবান্ বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥৩৫॥
 হেতুশাস্ত্রেষু যে সত্ত্বাঃ কুদৃষ্টিপথমাস্রিতাঃ ।
 দেবান্ নিন্দন্ত্যনাচারা বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥৩৬॥
 কুশলৈঃ কৃতশাস্ত্রাণি পঠিত্বাঃ যে নরাধমাঃ ।
 বিপ্রান্ নিন্দন্তি যজ্ঞাশ্চ বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥৩৭॥
 যে দুর্গাং বা কুমারং বা বায়ুমগ্নিং জলং রবিম্ ।
 পিতরং মাতরঞ্চৈব গুরুমিত্রং নিশাকরম্ ।
 মুঢ়া নিন্দন্ত্যনাচারা বৃথা জীবন্তি তে নরাঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

এতেষিতি । “দানং বজ্রঃ” ইত্যাদিশব্দে দানমাত্রস্তেব ফলজনকত্বকথনাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৩॥
 বুধেতি । এতানি এতৎসম্প্রদানকানি, সমাসতঃ সংক্ষেপেণ ॥৩৪॥
 ব ইতি । প্রতিপত্তস্তে ভক্ত্যা সমাশ্রয়ন্তি ॥৩৫॥
 হেযিতি । হেতুশাস্ত্রেষু নাস্তিকাদিপ্রাগীতেষু, কুদৃষ্টিপথং বেদবাচ্যাদৌ দোষদর্শনমগম্ ॥৩৬॥
 কুশলৈরিতি । কুশলৈঃ সর্ববিষয়জ্ঞাননিপুণৈর্মুনিভিঃ ॥৩৭॥
 ব ইতি । নিশাকরং চন্দ্রম্ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৮॥

তবে ইহাদিগকে দান করিলে কোন প্রকারে যে কিছু ফল হয়, রাক্ষস-গণ ও পিশাচগণ আনন্দিত হইয়া তাহা হরণ করে ॥৩৩॥

মহারাজ ! এই আমি সংক্ষেপে বৃথা দান সকল বলিলাম । এখন যাহাদের জীবন বৃথা, তাহাদের বিষয় শ্রবণ করুন ॥৩৪॥

যে সকল নরাধম আমাকে বা মহাদেবকে কিংবা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিপূর্বক আশ্রয়না করে, তাহারা নিষ্ফল জীবন ধারণ করিয়া থাকে ॥৩৫॥

যাহারা হেতুবাদে নিরত, বেদবাদে দোষদৃষ্টিপরায়ণ এবং দেবগণকে নিন্দা করে, সেই অনাচারী মানুষেরা বৃথা জীবিত থাকে ॥৩৬॥

যে নরাধমেরা মুনিগণকৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এবং শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞসমূহকে নিন্দা করে, তাহাদের জীবন নিষ্ফল হইয়া যায় ॥৩৭॥

বিত্তমানে ধনে যন্ত দানধৰ্ম্মবিবৰ্জিতঃ ।
 মুষ্টগম্ভ্রাতি যশৈচকো বৃথা জীবতি মোহপি চ ।
 বৃথা জীবিতমাখ্যাতং দানকালং ত্রবীমি তে ॥৩৯॥
 তমোহনিবিষ্টচিত্তেন দত্তং দানস্ত যদুভবেৎ ।
 তদশ্রু ফলগম্ভ্রাতি নরো গৰ্ভগতো নৃপ ! ॥৪০॥
 ঈৰ্ষ্যামৎসরসংযুক্তো দস্তার্থং চার্ধকারণাৎ ।
 দদাতি দানং যো মৰ্ত্ত্যো বালভাবে তদশ্রুতে ॥৪১॥
 ভোক্তুং ভোগগম্ভ্রাতি ব্যাধিভিঃ পীড়িতো ভৃশম্ ।
 দদাতি দানং যো মৰ্ত্ত্যো বৃদ্ধভাবে তদশ্রুতে ॥৪২॥
 শ্রদ্ধাযুক্তঃ শুচিঃ স্নাতঃ প্রসম্মেস্ত্রিয়মানসঃ ।
 দদাতি দানং যো মৰ্ত্ত্যো যৌবনে স তদশ্রুতে ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

বিত্তেতি । যুগ্মং মধুরজব্যম্ । অয়মপি ষট্শ্লোকঃ ॥৩৯॥
 তম ইতি । তমোহনিবিষ্টচিত্তেন মোহশূন্যমনসা জনেন । অশ্রু দানশ্রু তৎফলম্ ॥৪০॥
 ঈৰ্ষ্যেতি । দস্তার্থং ছলপ্রয়োগার্থম্ । তৎ তদানফলম্ ॥৪১॥
 ভোক্তুমিতি । ভোগং ভোগস্থম্ ॥৪২॥
 শ্রদ্ধেতি । শ্রদ্ধাযুক্তদানফলে বিশ্বাসাশ্রিতঃ ॥৪৩॥

যাহারা দুর্গা, কার্তিক, বায়ু, অগ্নি, জল, সূর্য, পিতা, মাতা, গুরু, ইন্দ্র ও
 চন্দ্রকে নিন্দা করে, সেই মৃত ও অনাচারী মনুষ্যেরা বৃথা জীবন ধারণ করে ॥৩৯॥

ধন বিত্তমান থাকিতে যে দান করে না কিংবা যে লোক একাকী মধুর
 জব্য ভোজন করে, তাহার বৃথা জীবনধারণ করিয়া থাকে । রাজা ! এই
 আপনার নিকট বৃথা জীবনের বিষয় বলিলাম, এখন দান জন্ত ফল ভোগের
 কাল বলিতেছি ॥৩৯॥

রাজা ! মানুষ মোহশূন্য চিত্তে যে দান করিবে, সেই মানুষ জন্মান্তরে গৰ্ভে
 থাকিয়া সেই দানের ফলভোগ করিবে ॥৪০॥

যে লোক ঈৰ্ষ্যাবিদ্বেষযুক্ত হইয়া দান করে, কিংবা ছলপ্রয়োগের জন্ত অথবা
 অর্থলাভের উদ্দেশ্যে দান করে, সেই লোক জন্মান্তরে বাল্যকালে তাহার ফল
 ভোগ করিয়া থাকে ॥৪১॥

মানুষ রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভোগ করিতে না পারিয়া যে দান
 করে, জন্মান্তরে বৃদ্ধকালে তাহার ফল পায় ॥৪২॥

স্বয়ং নীচা ভু যদানং তন্ত্যা পাতে প্রদীয়তে ।
 তৎ সার্ককালিকং বিদ্ধি দানমাগরগান্তিকম্ ॥৪৪॥
 রাজসং সাত্ত্বিকং চাপি তামসঞ্চ যুধিষ্ঠির ! ।
 দানং দানফলকৈব গতিঞ্চ ত্রিবিধাং শৃণু ॥৪৫॥
 দানং দাতব্যমিত্যেব গতিং কৃত্বা দ্বিজায় বৈ ।
 উপকারবিযুক্তায় যদন্তং তদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥৪৬॥
 শ্রোত্রিয়ায় দরিদ্রায় বহুভৃত্যায় পাণ্ডব ! ।
 দীয়তে যৎপ্রহৃষ্টেন তৎসাত্ত্বিকমুদাহৃতম্ ॥৪৭॥
 বেদাঙ্করবিহীনায় যত্ন পূর্বোপকারিণে ।
 সমৃদ্ধায় চ যদন্তং তদানং রাজসং শ্রুতম্ ॥৪৮॥
 সম্বন্ধিনে চ যদন্তং প্রমত্তায় চ পাণ্ডব ! ।
 ফলার্থিভিরপাত্রায় তদানং রাজসং শ্রুতম্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

স্বয়মিতি । সার্ককালিকং জন্মান্তরে সর্বকালীনফলজননম্ ॥৪৪॥

রাজসমিতি । গতিমবস্থাম্ ॥৪৫॥

দানমিতি । উপকারবিযুক্তায় উপকাররহিতায় ॥৪৬॥

শ্রোত্রিয়ায়েতি । শ্রোত্রিয়মাহ দেবলঃ—“একাং শাখাং সকল্লাং বা বড়্ভিত্বদৈরধীত্য
 বা । ষট্কার্পনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্মবিৎ ॥” বহুভৃত্যায় বহুপোস্ত্রায় ॥৪৭॥

বেদেতি । বেদাঙ্করবিহীনায় সর্কথা বেদজ্ঞানরহিতায় ॥৪৮॥

যে লোক অন্ধায়ুক্ত, পবিত্র, স্নাত ও প্রসন্ন চিত্ত হইয়া যে দান করে, পর-
 জন্মে যৌবনকালে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥৪৪॥

দাতব্য জব্য লইয়া যাইয়া ভক্তিপূর্বক সংপাতে যে দান করা হয়, জন্ম
 হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ে সেই দানের ফল হয় বলিয়া জানিবেন ॥৪৫॥

মহারাজ ! দান ও দানের ফল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ
 হয় এবং তাহার গতিও ত্রিবিধ অ্রবণ করুন ॥৪৬॥

দান করিতে হইবে এইরূপ মনে করিয়া উপকাররহিত ব্রাহ্মণকে যে দান
 করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক দান ॥৪৬॥

পাণ্ডুনন্দন ! শ্রোত্রিয়, দরিদ্র এবং বহু পোস্ত্রাবর্গযুক্ত ব্রাহ্মণকে ছট্ভিত্তে
 যে দান করা হয়, সে দানও সাত্ত্বিক দান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥৪৭॥

বেদজ্ঞানবিহীন বা পূর্বোপকারী কিংবা সমৃদ্ধ ব্যক্তিকে যে দান করা হয়,
 তাহা রাজসিক দান ॥৪৮॥

বৈশ্বদেববিহীনায দানমশ্রোত্রিয়ায় চ ।
 দীযতে তন্ধরায়াপি তদানং তামসং স্মৃতম্ ॥৫০॥
 সরোষমবধূতঞ্চ ক্লেশযুক্তমবজ্জয়া ।
 সেবকায় চ যদদত্তং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৫১॥
 দেবাঃ পিতৃগণাঈশ্চব মুনয়শ্চাগ্নয়ন্তথা ।
 সাত্ত্বিকং দানমগ্নিস্তি তুষ্যন্তি চ নরেশ্বর ! ॥৫২॥
 দানবা দৈত্যসজ্জাশ্চ গ্রহা যক্ষাঃ সরাক্ষসাঃ ।
 রাজসং দানমগ্নিস্তি বর্জিতং পিতৃদৈবতৈতঃ ॥৫৩॥
 পিশাচাঃ প্রেতসজ্জাশ্চ কশ্মলা যে মলীমসাঃ ।
 তামসং দানমগ্নিস্তি গতিঞ্চ ত্রিবিধাং শৃণু ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

সম্বন্ধিন ইতি । সম্বন্ধিনে শালক্যদয়ে, প্রমত্তায় সৰ্ব্বকার্য্যেহসাধনানায় ॥৪৯॥
 বৈশ্বেতি । বৈশ্বদেববিহীনায ভূতযজ্ঞরহিতায় ॥৫০॥
 সরোষমিতি । অবধূতং কুৎসয়া ভূম্যাদৌ পাত্তিতম্ ॥৫১॥
 দেবা ইতি । অগ্নিস্তি গৃহ্যন্তি ॥৫২॥
 দানবা ইতি । পিতৃদৈবতৈর্বর্জিতং তদানং ত্যক্তং ভবেৎ ॥৫৩॥
 পিশাচা ইতি । কশ্মলা ভূতবিশেষাঃ, মলীমসাত্তাদৃশা এব ॥৫৪॥

পাণ্ডুনন্দন ! কোন প্রকার উপকার পাইবার আশায় সম্বন্ধী, প্রমত্ত বা অপাত্রে যে দান করা হয়, তাহাও রাজসিক দান ॥৪৯॥

ভূতযজ্ঞবিহীন বা অশ্রোত্রিয় কিংবা চোরকে যে দান করা হয়, তাহা তামসিক দান ॥৫০॥

ক্রোধ, নিন্দা, কষ্টদান ও অবজ্ঞাপূর্ব্বক যে দান করা হয় কিংবা সেবককে বাহ্য দেওয়া হয়, সেই দান তামসিক দান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥৫১॥

নরনাথ ! দেবগণ, পিতৃগণ, মুনীগণ ও অগ্নিসমূহ সাত্ত্বিক দান গ্রহণ করেন এবং সাত্ত্বিক দানে সন্তুষ্ট হন ॥৫২॥

দৈত্য, দানব, গ্রহ, যক্ষ ও রাক্ষসগণ রাজসিক দান ভোগ করে ; কিন্তু দেবগণ ও পিতৃগণ তাহা ত্যাগ করেন ॥৫৩॥

পিশাচ, প্রেত, ভূত ও মলিন শ্রোণীরা তামসিক দান গ্রহণ করে । রাজা ! এখন আপনি ত্রিবিধ গতি অবগণ করুন ॥৫৪॥

সাত্ত্বিকানাস্তু দানানামুত্তমং ফলমশ্নুতে ।
 মধ্যমং রাজসানাস্তু তামসানাস্তু পশ্চিমম্ ॥৫৫॥
 অভিগম্যোপনীতানাং দানানামুত্তমং ফলম্ ।
 মধ্যমাস্তু সমাহুয় জঘন্ত্যং যাচতে ফলম্ ॥৫৬॥
 অযাচিতপ্রদাতা যঃ স যাতি গতিমুত্তমাম্ ।
 সমাহুয় তু যো দদ্যাদ্ভ্যামাং স গতিং ব্রজেৎ ।
 যাচিতো যশ্চ বৈ দদ্যাদ্ভ্যামাং স গতিং ব্রজেৎ ॥৫৭॥
 উত্তমা দৈবিকী জ্ঞেয়া মধ্যমা মানুষী গতিঃ ।
 গতির্জঘন্ত্য তিৰ্য্যক্ষু গতিরেষা ত্রিধা স্মৃতা ॥৫৮॥
 পাত্ৰভূতেষু বিপ্রেষু সংস্থিতেষ্বাহিতাশ্রিণু ।
 যত্নু নিষ্কিপ্যতে দানমক্ষয়ং সংপ্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

সাত্ত্বিকানামিতি । অশ্নুতে দাতা ভুঞ্জি । পশ্চিমমধ্যমম্ ॥৫৫॥
 অশ্রীতি । উপনীতানাং সম্পাদিতানাম্ । জঘন্তমধ্যমম্ ॥৫৬॥
 অযাচিতোতি । জঘন্ত্যামধ্যমাম্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৭॥
 উত্তমেতি । দৈবিকী দেবতারূপা । তিৰ্য্যক্ষু মনুষ্যেভ্যঃপ্রাপিণু ॥৫৮॥
 পাত্রেতি । পাত্ৰমাহ দায়ভাগধৃতং বচনম্—“বিদ্যাশীলো ধর্মযুক্তঃ প্রশান্তঃ শান্তো দান্তঃ
 সত্যবাদী কৃতজ্ঞঃ । বৃত্তিমানো গোহিতো গোশরণ্যো দাতা বজ্রা ব্রাহ্মণঃ পাত্ৰমাহঃ ॥” ॥৫৯॥

দাতা সাত্ত্বিক দানের উত্তম ফল, রাজসিক দানের মধ্যম ফল এবং তামসিক দানের অধম ফল ভোগ করেন ॥৫৫॥

দাতা গ্রহীতার নিকটে যাইয়া যে দান করেন, তাহার উত্তম ফল, আশ্রয় করিয়া আনিয়া যে দান করেন, তাহার মধ্যম ফল এবং প্রার্থীকে যে দান করেন, তাহার অধম ফল হয় ॥৫৬॥

যিনি অযাচিত অবস্থায় দান করেন, তিনি উত্তম গতি লাভ করেন, যিনি আশ্রয়পূর্বক দান করেন, তিনি মধ্যম গতি প্রাপ্ত হন, আর যিনি প্রার্থিত হইয়া দান করেন, তিনি অধম গতি পাইয়া থাকেন ॥৫৭॥

দেবদত্ত লাভ উত্তম গতি, মনুষ্যদত্তপ্রাপ্তি মধ্যম গতি এবং মনুষ্যভিন্ন অন্য প্রাণিদত্ত লাভ অধম গতি । এই ত্রিবিধ গতি জানিবেন ॥৫৮॥

পাত্ৰস্বরূপ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ থাকিতে, তাহাতে যে দত্ত জব্য অর্পণ করা হয়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে ॥৫৯॥

শ্রোত্রিয়াণাং দরিদ্রাণাং ভরণং কুরু পার্থিব ! ।
 সমুদানাং দ্বিজাতীনাং কুর্ধ্যাস্তেষাম্ভ রক্ষণম্ ॥৬০॥
 দরিদ্রান্ বিত্তহীনান্*৮ প্রদাতৈঃ স্তম্ভু পূজয় ।
 আতুরস্ত্রোষধৈঃ কার্য্যং নীরুজন্তু কিম্রোষধৈঃ ॥৬১॥
 পাপং প্রতিগৃহীতারং প্রদাতুরুপগচ্ছতি ।
 প্রতিগ্রহীতুর্ষংপুণ্যং প্রদাতারমুপৈতি তৎ ।
 তন্মাদদানং সদা কার্য্যং পরত্র হিতমিচ্ছতা ॥৬২॥
 বেদবিভাবদাতেষু সদা শূদ্রান্নবজ্জিষু ।
 প্রযত্নেন বিধাতব্যো মহাদানমযো নিধিঃ ॥৬৩॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
 ন্নাশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে
 একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

শ্রোত্রিয়াণামিতি । শ্রোত্রিয়লক্ষণং প্রাপ্তম্ । তেষাং শ্রোত্রিয়ভূতানাম্ ॥৬০॥
 দরিদ্রানিতি । বিত্তহীনান্ সহায়রহিতান্ । আতুরস্ত্র রোগার্ভস্ত ॥৬১॥
 পাপমিতি । তন্মাং আশ্রমো নিষাপসম্ভিপ্রায়ঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬২॥
 বেদেতি । বেদবিভাগ্য অবদাতেষু নির্ধনেষু বিপ্রেষু । নিধিধর্নাধায়পাত্মম্ ॥৬৩॥
 ইতি মহাবহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ান্নাশ্বমেধিকপর্ব্বণি
 অশ্বমেধে একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

রাজা! আপনি দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের ভরণ করুন; আর সমুদ্র
 সেইরূপ ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতে থাকুন ॥৬০॥

দান করিয়া ধনহীন ও সহায়হীন লোকদিগকে সমীচীনভাবে সম্মানিত
 করুন । কারণ, রোগার্ভ লোকেরই ঔষধের প্রয়োজন; নীরোগ লোকের
 ঔষধদ্বারা কি হয়? ॥৬১॥

দাতার পাপ গ্রহীতার উপরে যায় এবং গ্রহীতার যে পুণ্য থাকে, তাহা
 দাতার উপরে আইসে; অতএব পরলোকে হিতাভিলাষী লোক সর্বদা দান
 করিবেন ॥৬২॥

বেদবিভাবিত্ত্ব ও শূদ্রান্নবর্জনকারী ব্রাহ্মণগণের উপরে দাতার সর্বদা
 যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ দানরূপ নিধি স্থাপন করিবেন' ॥৬৩॥

ষাৰিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃঃঃ—

ভগবানুবাচ ।

যেষাং দাৰাঃ প্রতীক্শ্চে সহস্রশ্চেব লভনম্ ।
ভুক্তশেষশ্চ ভক্তশ্চ তাম্মিমন্ত্ৰয় পাণ্ডব ! ॥১॥
আমন্ত্ৰ্য তু নিরাশানি ন কৰ্ত্তব্যানি ভাৱত ! ।
কুলানি হৃদয়িত্ৰাণি তেষামাশা হতা ভবেৎ ॥২॥
মদভক্তা য়ে নরশ্ৰেষ্ঠ ! মদগতা মৎপৰায়ণাঃ ।
মদযাজিনো মম্মিয়মান্তান্ প্রযত্নেন পূজয়েৎ ॥৩॥
তেষাস্ত পাবনায়াহং নিত্যমেব যুধিষ্ঠিৰ ! ।
উভে সঙ্কোহধিতিষ্ঠামি হৃস্কমং তদব্রতং মম ॥৪॥

ভাৱতকৌমুদী

যেষামিতি । সহস্রশ্চ সহস্রধনশ্চ লভনং লাভমিহ, ভক্তশ্চ অন্নশ্চ লভনং প্রতীক্শ্চে ॥১॥

আমন্ত্ৰ্যোতি । নিরাশানি ঋজ্ঞানপ্ৰণেহ । তথাকরণে কুলানি হৃদয়িত্ৰাণি ভবেয়ুৰিতি
শেষঃ ॥২॥

মদিতি । মদগতা মদাপ্রিতাঃ । ময়ি নিয়মা উপবাসাদয়ো যেষাং তে ॥৩॥

ভেবামিতি । ভেবাং মদভক্তাদীনাম্ । মম তদধিষ্ঠানম্ অক্ষরমব্রটং ব্রতম্ ॥৪॥

ভগবান্ বলিলেন—‘পাণ্ডুনন্দন ! যাহাদের ভাৰ্য্যারা সহস্র ধনলাভের
জ্ঞায় ভুক্তাবশিষ্ট অন্নলাভের প্রতীক্ষা করেন, সেই সকল লোককে আপনি
নিমন্ত্ৰণ করিবেন ॥১॥

ভগৱন্তনন্দন ! নিমন্ত্ৰণ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে নিরাশ করিবেন না ।
কাৰণ, যাহারা নিরাশ করে, তাহাদের বংশ অত্যন্ত দরিদ্র হয় এবং তাহাদের
আশাও নিফল হইয়া থাকে ॥২॥

নরশ্ৰেষ্ঠ ! যাহারা আমার ভক্ত, আমার আজ্ঞিত, আমাতে নিরত, আমার
পূজক এবং আমার উদ্দেশে উপবাসাদি করে, আপনি যত্নপূৰ্ব্বক তাহাদিগের
সম্মান করিবেন ॥৩॥

ৰাজা ! আমি সৰ্ব্বদাই তাহাদিগকে পবিত্ৰ করিবার জন্ত প্রাতঃকালে ও
সন্ধ্যাকালে তাহাদের নিকটে অধিষ্ঠান করি, তাহাই আমার অব্রট ব্রত ॥৪॥

তস্মাদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং মদন্তৈর্বীতকল্মষৈঃ ।
 সঙ্ঘাকালে তু জপব্যং সততং চাত্মশুদ্ধয়ে ॥৫॥
 অশ্বেষামপি বিপ্রাণাং কিম্বিৎ হি বিনশ্চতি ।
 উভে সঙ্ঘেহপ্যুপাসীত তস্মাদ্বিপ্রো বিশুদ্ধয়ে ॥৬॥
 দৈবে শ্রোত্বেহপি বিপ্রঃ স নিষোক্তব্যোহজুগুপ্সয়া ।
 জুগুপ্সিতস্ত যঃ শ্রোত্বং দহত্যগ্নিরবেক্ষনম্ ॥৭॥
 ভারতং মানবো ধৰ্ম্মো বেদাঃ সাক্ষাশ্চিকিৎসিতম্ ।
 আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥৮॥
 কত্ৰিয়কৈব সৰ্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতম্ ।
 নাবমশ্চেত মেধাবী কুশানপি কদাচন ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । অষ্টাক্ষরং “ও নমো নারায়ণায়” ইতি রূপম্ ॥৫॥

অশ্বেষামিতি । অশ্বেষাঃ দেবতাস্তরভক্তানাম্ । কৃতঃ কিম্বিৎ বিনশ্চতীত্যাহ উভে
 ইতি ॥৬॥

দৈব ইতি । অজুগুপ্সয়া অনিন্দয়া । যো বিপ্রো জুগুপ্সিতো নিমিত্তঃ ত্রাং সঃ অগ্নিরিদ্ধন-
 সিব শ্রোত্বং দহতি ॥৭॥

ভারতমিতি । ভারতং ভরতপ্রণীতং নীতিশাস্ত্রম্, মানবো ধৰ্ম্মো মনুজং ধৰ্ম্মশাস্ত্রম্, সাক্ষা
 বেদাঃ, চিকিৎসিতম্ আয়ুর্বেদশাস্ত্রঞ্চ এতানি চত্বারি শাস্ত্রাণি, আজ্ঞাসিদ্ধানি আবেশমাঞ্জেণৈব
 নিশ্চয়ানি সন্ধানি । কিন্তু হেতুভিযুক্তিতর্কৈঃ এতানি ন হস্তব্যানি ন খণ্ডনীয়ানি ॥৮॥

কত্ৰিয়মিতি । মেধাবী বুদ্ধিমান্ জনঃ, কুশান্ দুৰ্জলানপি ॥৯॥

আমার নিম্পাপ ভক্তগণ সঙ্ঘাকালে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আমার অষ্টাক্ষর
 মন্ত্র জপ করিবে ॥৫॥

এইরূপ করিলে অশ্ব দেবতার ভক্ত ব্রাহ্মণগণেরও পাপ বিনষ্ট হয় ;
 অতএব ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে ও সঙ্ঘাকালে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আমার উপাসনা
 করিবেন ॥৬॥

কোনরূপ নিন্দানা করিয়া দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে সেই প্রকার ব্রাহ্মণকে
 নিযুক্ত করিবে । নিন্দাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিলে, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ
 দহক করে, তেমন সেই ব্রাহ্মণ সেই কার্য্য দহক করেন ॥৭॥

ভরতপ্রণীত নীতিশাস্ত্র, মনুজ ধৰ্ম্মশাস্ত্র, অঙ্গসম্পন্ন বেদ এবং চিকিৎসা-
 শাস্ত্র—এই চারিটি শাস্ত্রের আদেশ অবোধে পালন করিবে ; কিন্তু যুক্তিতর্ক-
 দ্বারা এই শাস্ত্রগুলির খণ্ডন করিবে না ॥৮॥

এতজ্ঞঃ হি পুরুষঃ নির্দেহদবমানিতম্ ।
 তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন নাবমশ্চেত বুদ্ধিমান্ ॥১০॥
 স্বগৃহে বা প্রবাসে বা দিবারাত্রমথাপি বা ।
 জ্ঞেয়া ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যা মদভক্তা যে চ পাণ্ডব ! ॥১১॥
 নাস্তি বিপ্রসমং দৈবং নাস্তি বিপ্রসমো গুরুঃ ।
 নাস্তি বিপ্রাং পরো বহুর্নাস্তি বিপ্রাং পরো নিধিঃ ॥১২॥
 নাস্তি বিপ্রাং পরং তীর্থং ন পুণ্যং ব্রাহ্মণাং পরম্ ।
 নাস্তি বিপ্রাং পরো ধর্মো নাস্তি বিপ্রাং পরা গতিঃ ॥১৩॥
 পাপকর্ম্মসমাক্ষিপ্তং পতন্তুং নরকে নরম্ ।
 ত্রায়তে পাত্রমপ্যেকং পাত্রভূতে হি তদ্বিজ্ঞে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । এতজ্ঞঃ কর্তৃ, অবমানিতং নং পুরুষঃ মাহুযঃ নির্দেহং প্রভাবাভিরেকাং ॥১০॥
 যেতি । যে চ মদভক্তা ব্রাহ্মণভিরা অপি তেহপি পূজ্যাঃ ॥১১॥
 নেতি । দৈবং ভাগ্যং বরদানেন আশাপূরণাং, গুরুঃ সর্বদা সত্বপদেশাং । বহুঃ সততং
 হিতসাধনাং, নিধিঃ ইচ্ছানুসারেণ দানাদনগ্রহণাং ॥১২॥
 নেতি । তীর্থং সংসর্গমাত্রোণ পুণ্যসাধনম্, পুণ্যং কর্ম্মণা পুণ্যজনকম্ । ধর্মঃ সত্বপদেশেন
 ধর্মজনকঃ ॥১৩॥
 পাপেতি । পাপকর্ম্মণা সমাক্ষিপ্তং প্রেরিতম্ । পাত্রং প্রাপ্তকলকণম্ । তাদৃশে পাত্রভূতে
 বিজ্ঞে সতি তৎ কলং ভবতীতি শেষঃ ॥১৪॥

কত্রিয়, সর্প ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ দুর্বল হইলেও বুদ্ধিমান্ মাহুয কোন সময়েই
 তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে না ॥২॥

কারণ, এই তিনটি অপমানিত হইলে তাঁহারা মাহুযকে দক্ষ করেন ;
 অতএব বুদ্ধিমান্ মাহুয যত্নপূর্ব্বক এই তিনটির অপমান করিবেন না ॥১০॥

পাণ্ডুনন্দন ! নিজগৃহে বা বিদেশে, দিনে কিংবা রাত্রিতে অন্ধাপূর্ব্বক
 ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে এবং যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা ব্রাহ্মণভিন্ন
 হইলেও তাহাদিগকে সম্মান করিবে ॥১১॥

ব্রাহ্মণের সমান দৈব নাই, ব্রাহ্মণের তুল্য গুরু নাই, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা
 প্রধান বহু নাই এবং ব্রাহ্মণ হইতে উত্তম নিধি নাই ॥১২॥

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই, ব্রাহ্মণ হইতে প্রধান পুণ্যজনক কেহ
 নাই, ব্রাহ্মণ হইতে উত্তম ধর্ম্ম নাই এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উত্তম গতি নাই ॥১৩॥

বালাহিতাশ্ৰয়ো যে চ শাস্তাঃ শূদ্রান্নবর্জিতাঃ ।
 গামৰ্জয়ন্তি মদভক্তাশ্চেভ্যো দত্তমিহাক্ষয়ম্ ॥১৫॥
 প্রদানৈঃ পূজিতো বিপ্রো বন্দিতো বাপি সংকৃতঃ ।
 সস্তাষিতো বা দৃষ্টো বা মদভক্তো দিবমুন্নয়েৎ ॥১৬॥
 যে পঠন্তি নমস্তুস্তি ধ্যায়ন্তি পুরুষান্ত গাম্ ।
 স তান্ স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ নরঃ পাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৭॥
 মদভক্তা মদগতপ্রাণা মদগীতা মৎপরায়ণাঃ ।
 বীজযোনিবিশুদ্ধাত্মা যে শ্রোত্রিয়াঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।
 শূদ্রান্নবিরতা নিত্যং তে পুনস্তীহ দৰ্শনাৎ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

বালেতি । বালা অপি আহিতাশ্রয়ন্তে । “ব্রহ্মবর্জসকামস্ত কার্যং বিপ্রস্ত পঞ্চমে” ইতি
 মনুস্মৃতিয়াং পঞ্চমবর্ষে বৃষণীতানায়াহিতাশ্রয়ঃ বালত্বঞ্চ সম্ভবতীতি বোধ্যম্ ॥১৫॥
 প্রদানৈর্যিতি । বন্দিতো নমস্কারাদিনা, সংকৃত আদৃতঃ ॥১৬॥
 য ইতি । পঠন্তি ময় স্তোত্রাদিকম্ । স প্রসিক্তো নরঃ ॥১৭॥
 মদ্বিতি । ময় গীতং গানং যেবাং তে । বীজযোনিভ্যাং বিশুদ্ধা বিশুদ্ধবীজযোনিজাতা ।
 ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

পাপ কার্য্য মানুষকে নরকে পাতিত করিতে লাগিলে, একটী পাত্রও
 তাহাকে রক্ষা করে । পাত্রস্বরূপ ব্রাহ্মণ থাকিলেই তাদৃশ ফল হয় ॥১৪॥

যাহারা সাগ্নিক ও শাস্তচিন্ত হন এবং শূদ্রান্ন ভোজন করেন না, তাহারা
 বালক হইলেও তাহাদিগকে কিংবা যাহারা আমার ভক্ত হইয়া আমার সেবা
 করে, তাহাদিগকে দান করিলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হয় ॥১৫॥

যে লোক দান করিয়া আমার ভক্ত ব্রাহ্মণকে পূজা করে কিংবা নমস্কার
 করিয়া সেবা ও আদর করে, কিংবা সস্তাষণ বা দর্শন করে, সেই লোক অর্গলাভ
 করিয়া থাকে ॥১৬॥

যাহারা আমার স্তোত্রপাঠ কিংবা আমাকে নমস্কার বা ধ্যান করে, সেই
 সকল লোকের নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া কিংবা তাহাদিগকে দর্শন
 করিয়া মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥১৭॥

আমার ভক্ত, মদগতপ্রাণ, আমার বিষয়ে গানকারী কিংবা মৎপরায়ণ,
 নির্দোষ বীজযোনি হইতে উৎপন্ন যে সকল শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সংযতেন্দ্রিয় হন ও
 শূদ্রান্ন ভোজনে বিরত থাকেন, তাহারা দর্শন করিয়াই সর্বদা মানুষকে পবিত্র
 করেন ॥১৮॥

স্বয়ং নীত্বা বিশেষণ দানং তেষাং গৃহেষ্বথ ।

নিবাণয়েতু যদভক্ত্যা তদানং কোটিসম্মিতম্ ॥১৯॥

জাগ্রতঃ স্বপতো বাপি প্রবাসেষু গৃহেষ্বথ ।

হৃদয়ে ন প্রণশ্যামি যন্ত বিপ্রস্ত ভাবতঃ ॥২০॥

স পূজিতো বা দৃষ্টো বা স্পৃষ্টো বাপি দ্বিজোত্তমঃ ।

সম্ভাষিতো বা রাজেশ্চ ! পুনাত্যেব নরং সদা ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

এবং সর্বাস্ববস্থাসু সর্বদানানি পাণ্ডব ! ।

গদভক্তেভ্যঃ প্রদত্তানি স্বর্গমার্গপ্রদানি বৈ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-

পর্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে দ্বাবিংশত্যধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

ভারতকৌমুদী

অর্থমিতি । দীপ্ত ইতি দানং দেয়ত্বম্, তেষাং পূর্বোক্তানাং শ্রোত্রিয়াণাম্ । নিবাণয়ে-
দর্শয়েৎ ॥১৯॥

জাগ্রত ইতি । ন প্রণশ্যামি লুপ্তো ন ভবামি, ভাবতঃ স্বভাবতঃ । নরং পূজকা-
দিকম্ ॥২০—২১॥

এবমিতি । সর্বদানানি সর্বপ্রকারদানযোগ্যত্বাণি ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-

মাশ্বমেধিকপর্বণি দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

যিনি সেই প্রকার ব্রাহ্মণের গৃহে দানের জন্য নিজে লইয়া যাইয়া ভক্তি-
পূর্বক যে দান করেন, তাহা কোটিদানের তুল্য ॥১৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! শয়নে বা জাগরণে কিংবা প্রবাসে বা গৃহে স্বভাবতঃ যে
ব্রাহ্মণের হৃদয় হইতে আমি লুপ্ত না হই, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পূজা, দর্শন, প্রসন্ন
বা সম্ভাষণ করিলেই তিনি সর্বদা মানুষকে পবিত্র করেন ॥২০—২১॥

পাণ্ডুনন্দন ! এইভাবে সমস্ত অবস্থাতে আমার ভক্তদিগকে সর্বপ্রকার বস্তু
দান করিলে, তাহা দাতাকে স্বর্গপথে প্রেরণ করিয়া থাকে ॥২২॥

—:~:—

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃ●ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুতৈত্বং সাত্ত্বিকং দানং রাজসং তামসং তথা ।
 পৃথক্ পৃথক্ ত্বৈব গতিং ফলঞ্চাপি পৃথক্ পৃথক্ ॥১॥
 অবিতৃপ্তঃ প্রহৃষ্টাত্মা পুণ্যং ধৰ্ম্মামৃতং পুনঃ ।
 যুধিষ্ঠিরো ধৰ্ম্মরতঃ কেশবং পুনরব্রবীৎ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
 বীজযোনিবিশুদ্ধানাম্ লক্ষণানি বদস্ব মে ।
 বীজদোষণে লোকেশ ! জায়ন্তে চ কথং নরাঃ ॥৩॥
 আচারদোষং দেবেশ ! বস্তুমৰ্হস্যশেষতঃ ।
 ব্রাহ্মণানাং বিশেষঞ্চ গুণদোষৌ চ কেশব ! ॥৪॥
 চাতুৰ্ব্যস্য কুৎসস্ত বর্তমানাঃ প্রতিগ্রহে ।
 কেন বিপ্রা বিশেষেণ তরন্তে তারয়ন্তি চ ।
 এতান্ কথয় দেবেশ ! ত্রুতস্তস্য নমোহিস্ত তে ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বৈতি । গতিং তেষাং দানানাং পরিণতিম্ । পুণ্যং পুণ্যজনকম্ ॥১—২॥
 বীজেতি । বীজযোনিবিশুদ্ধানাং নির্দোষবীজযোনিসমুৎপন্নানাম্ । কথং কীদৃশাঃ ॥৩॥
 আচারেতি । বিশেষম্ উৎকর্ষাপকর্যৌ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৰ্ম্মে নিরত যুধিষ্ঠির এইরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দান এবং সেই সকল দানের পৃথক্ পৃথক্ পরিণতি ও ফল শুনিয়া তৃপ্তি লাভ না করিয়া জটিলিতে পুনরায় কৃষ্ণের নিকটে পুণ্যজনক অমৃতস্বরূপ ধৰ্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন—॥১—২॥

‘জগদীশ্বর ! তুমি আমার নিকটে নির্দোষ বীজ ও যোনি হইতে উৎপন্ন লোকদিগের লক্ষণ সকল বল । বীজদোষে মানুষ কিপ্রকার হইয়া জন্মগ্রহণ করে ? ॥৩॥

দেবেশ্বর ! তুমি আচারের সর্বপ্রকার দোষ বল এবং কেশব ! ব্রাহ্মণগণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ এবং গুণ ও দোষ বিবৃত কর ॥৪॥

ভগবান্নুবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! যথাবৃত্তং বীজযোনিশ্চভাশ্চভম্ ।
 যেন তিষ্ঠতি লোকোহয়ং বিনশ্চতি চ পাণ্ডব ! ॥৬॥
 অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো যন্ত বিপ্রো যথাবিধি ।
 স বীজং নাম বিজ্ঞেয়ং তস্য বীজং শুভং ভবেৎ ॥৭॥
 কন্যা চাক্তযোনিঃ স্যাৎ কুলীনা পিতৃমাতৃতঃ ।
 ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পরিণীতা যথাবিধি ।
 সা প্রশস্তা বরারোহা তস্তা যোনিঃ প্রশস্ততে ॥৮॥
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা যা গচ্ছেৎ পরপুরুষম্ ।
 যোনিস্তস্তা নরশ্চেষ্ট ! গৰ্ভাধানং ন চাইতি ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

চাতুরিতি । বিশেষণ প্রকারেণ, তরন্তে স্বয়ং তরন্তি, দাতৃংভারয়ন্তি চ । যটপাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥৫॥

শৃণুতি । বীজযোন্তোঃ শুভাশুভং গুণদোষৌ ॥৬॥

অবীতি । অবিপ্লুতমবিচলিতং ব্রহ্মচর্য্যং যন্ত সঃ । বীজং সম্ভবনহেতুঃ, বীজং যেতঃ ॥৭॥

কন্তেতি । অক্তযোনিঃ পুরুষসংসর্গরহিতা, পিতৃমাতৃতত্ত্বভয়তোহপি কুলীনা । ব্রাহ্মাদিষু
 অষ্টবিধেষু । বরারোহা উত্তমা । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥

মনসেতি । তস্তা যোনির্হৃষ্টেতি শেষঃ ॥৯॥

দেবেশ্বর ! ব্রাহ্মণেরা চারিবর্ণের প্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ প্রকারে
 নিজেরা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন, কোন্ প্রকারেই বা দাতাদিগকে উত্তীর্ণ
 করেন ? আমি তোমার ভক্ত, তুমি আমার নিকট ইহা বল, তোমাকে
 নমস্কার ॥৫॥

ভগবান্ বলিলেন—‘পাণ্ডুনন্দন রাজা ! এই লোক সকল যাহার ফলে
 বিজ্ঞমান থাকে এবং বিনষ্ট হয়, সেই বীজ ও যোনির গুণ ও দোষ আপনি
 যথাযথভাবে অবগণ করুন ॥৬॥

যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় না, যথাবিধানে পালিত হয়,
 তাঁহাকে বীজ বলিয়া জানিবেন এবং তাঁহার শুক্রই শুভ হইয়া থাকে ॥৭॥

যাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উচ্চ, সেইরূপ অক্তযোনি কন্যা যথাবিধানে
 ব্রাহ্মপ্রভৃতি বিবাহপ্রকারে পরিণীত হইলে, তাহাকেই উত্তমা ও প্রশস্তা বলা
 হয় এবং তাহার যোনিই প্রশস্ত ॥৮॥

নরশ্চেষ্ট ! যে নারী মন, কৰ্ম্ম ও বাক্যদ্বারা পরপুরুষসংসর্গ করে, তাহার
 যোনি দূষিত হয় ; সুতরাং সে গৰ্ভাধানের যোগ্য নহে ॥৯॥

বৈরিণ্যা যন্তু পাপাত্মা সন্তানার্থমিহেচ্ছতি ।
 স কুলান্ পাতিয়ত্যাস্ত দশ পূর্বান্ দশাপরান্ ॥১০॥
 দুৰ্দ্ধযোনৌ তু যো মোহাদুরেতঃ সিকতি মুঢ়ধীঃ ।
 তদ্রেতসা সমুৎপন্নঃ ষড়ঙ্গবিদপি দ্বিজঃ ।
 সাধুভিঃ স বহিষ্কার্য্যঃ স্বপাক ইব পার্শ্বিণ ! ॥১১॥
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যা ভবেৎ সৈৱচাৱিণী ।
 সা কুলস্নীতি বিজ্ঞেয়া তস্মাৎ জাতঃ স্বপাচকঃ ॥১২॥
 দৈবে পিত্র্যে তথা দানে ভোজনে সহভাষণে ।
 শয়নে সহসম্বন্ধে ন যোগ্যা দুৰ্দ্ধযোনিজাঃ ॥১৩॥
 ন তস্মাদ্ দুৰ্দ্ধযোন্ত্যাস্ত গৰ্ভমুৎপাতয়েদ্ভূধঃ ।
 মোহেন কুরুতে যন্তু কুলং হস্তি ত্রিপুরাশয় ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

বৈরিণ্যা ইতি । বৈরিণ্যাঃ পরপুরুষসংসর্গে ব্ৰহ্মাচারিণ্যাঃ, ইচ্ছতি সংসর্গমিতি শেষঃ, কুলান্ পুরুষান্ ॥১০॥

দুৰ্দ্ধেতি । ষড়ঙ্গবিৎ শিক্ষাকল্পাদিবেদাদাভিজ্ঞঃ । স্বপাকো নীচজাতিবিশেষঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

কৰ্ম্মণেতি । বৈৱচাৱিণী পরপুরুষসংসর্গে ব্ৰহ্মাচারিণী । স্বপাচকো নীচজাতিবিশেষঃ ॥১২॥

দৈব ইতি । দৈবে পিত্র্যে চ কৰ্ম্মণি । সহসম্বন্ধে কন্তাগ্রহণাদৌ ॥১৩॥

নেতি । কুরুতে গৰ্ভোৎপাদনমিতি শেষঃ ॥১৪॥

যে পাপাত্মা সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যভিচারিণীর সংসর্গ করিবার ইচ্ছা করে, সেই পাপাত্মা সত্ত্বরই পূর্ববর্তী দশ পুরুষ ও পরবর্তী দশ পুরুষকে পতিত করিয়া থাকে ॥১০॥

রাজা । যে মুঢ়বুদ্ধি লোক মোহবশতঃ দুষ্ট যোনিতে রেতঃসেক করে, সেই রেতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ বেদাঙ্গবিৎ হইলেও সাধু লোকেৱা তাহাকে স্বপাকের স্তায় বাহির করিয়া দিবেন ॥১১॥

যে নারী কৰ্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ব্ৰহ্মাচারিণী হয়, তাহাকে কুলনাশিনী বলিয়া জানিবেন ; সুতরাং তাহাতে উৎপন্ন পুত্রকেই স্বপাক বলে ॥১২॥

দুষ্ট যোনিজাত ব্রাহ্মণেরা দৈব ও পিতৃকার্য্যে, দানে, ভোজনে, সন্তাষণে, শয়নে ও সম্পর্কস্থাপনে যোগ্য নহে ॥১৩॥

অতএব বুদ্ধিমান্ মানুষ দুষ্ট যোনিতে গৰ্ভ উৎপাদন করিবেন না । যে লোক মোহবশতঃ দুষ্ট যোনিতে গৰ্ভ উৎপাদন করে, সে লোক পূর্ববর্তী তিন পুরুষকে নরকগামী করিয়া থাকে ॥১৪॥

কানীনশ্চ সহোঢ্শ্চ তথোভৌ কুণ্ডগোলকৌ ।
 আরুঢ়পতিত।জ্জাতঃ পতিতস্ত্র্যপি যঃ স্নতঃ ।
 ষড়্ভেতে বিপ্রচণ্ডালা নিকৃষ্টাঃ স্বপচাদপি ॥১৫॥
 যো যত্র তত্র বা র়েতঃ সিন্ধুঃ শূদ্রাশ্চ বা চরেৎ ।
 কামচারী স পাপাত্মা বীজং তস্ত্র্যশুভং ভবেৎ ॥১৬॥
 অশুদ্ধং তদ্ভবেদ্বীজং শুদ্ধাং যোনিং ন চার্হতি ।
 দুষয়ত্যপি তাং যোনিং শুনা লীঢ়ং হবির্যথা ॥১৭॥
 শূদ্রযোনৌ পতেদ্বীজং হাহাশব্দং দ্বিজম্নয়নঃ ।
 কুৰ্য্যাৎ পুরীষগৰ্ভেষু পতিতোহস্মীতি দুঃখিতঃ ॥১৮॥
 নামধঃপাতয়ন্মেষ পাপাত্মা কামমোহিতঃ ।
 অধোগতিং ব্রজেৎ কিপ্রমিতি শপ্তু। পতেন্তু তৎ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

কানীন ইতি । কানীনঃ কন্ডকাজাতঃ, সহোঢ়ঃ সগৰ্ভায়া বিবাহাৎ পরম্পরঃ, ভৰ্গুরি
 জীবতি জারজঃ কুণ্ডঃ, ভৰ্গুরি যুতে জারজো গোলকঃ । আরুঢ় আশ্রিতঃ পতিতো যত্র তস্ত্র্যং ।
 ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

য ইতি । যত্র তত্র নার্যাম্, চরেৎ সংস্বজেৎ ॥১৬॥

অশুদ্ধমিতি । বীজং র়েতঃ । শুনা কুর্কুরেণ, লীঢ়ং বসনয়া সংস্পৃষ্টম্ ॥১৭॥

শূদ্রেতি । বস্ত্র দ্বিজম্ননো বীজং শূদ্রযোনৌ পতেৎ, স দ্বিজয়া ব্রাহ্মণঃ, পুরীষগৰ্ভেষু
 পতিতোহস্মীতি মদ্বা দুঃখিতঃ সন, হাহাশব্দং কুৰ্য্যাৎ ॥১৮॥

মামিতি । মাং বীজম্ । তদ্বীজং শূদ্রাযোনৌ পতেৎ ॥১৯॥

কানীন, সহোঢ়, কুণ্ড, গোলক, পতিতসংসর্গী হইতে উৎপন্ন এবং পতিতের
 যে পুত্র—এই ছয় প্রকার ব্রাহ্মণচাণ্ডাল ; ইহারা স্বপাক হইতেও নিকৃষ্ট ॥১৫॥

যে লোক যে কোন নারীতে র়েতঃসেক করিয়া শূদ্রা সংসর্গ করিতে থাকে,
 সেই কামচারী লোক পাপাত্মা । তাহার বীজই অশুভ হয় ॥১৬॥

পাপাত্মার সেই বীজ অশুদ্ধ হয় বলিয়া শুদ্ধযোনির যোগ্য নহে । প্রত্যাৎ
 কুর্কুরজিহ্বাস্পৃষ্ট হবির ত্রায় সেই দুষ্ট বীজ শুদ্ধ যোনিকে দূষিত করে ॥১৭॥

যে ব্রাহ্মণের শুক্র শূদ্রযোনিতে পতিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ ‘আমি বিষ্ঠার
 গৰ্ভে পতিত হইলাম’ ভাবিয়া দুঃখিত হইয়া হাহাকার করে ॥১৮॥

আবার ‘কামমোহিত এই পাপাত্মা আমাকে অধঃপাতিত করিতেছে ;
 স্তবরাং এই ব্যক্তি সত্ত্বর অধোগতি প্রাপ্ত হউক’ এইরূপ অভিসম্পাদ করিয়া
 সেই শুক্র পতিত হয় ॥১৯॥

আত্মা হি শুক্রমুদ্ভিক্টং দৈবতং পরমং মহৎ ।
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন নিরুক্ষ্যাচ্ছুক্রমাশ্বনঃ ॥২০॥
 আয়ুস্তেজো বলং বীৰ্য্যং প্রজ্ঞা ক্রীশ্চ মহদ্বশঃ ।
 পুণ্যঞ্চ মৎপ্রিয়ম্বঞ্চ লভেত ব্রহ্মচর্য্যয়া ॥২১॥
 অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যৈর্গৃহস্থান্ভ্রমগাশ্রিতৈঃ ।
 পঞ্চযজ্ঞপঠৈর্ধর্ম্মঃ স্থাপ্যতে পৃথিবীতলে ॥২২॥
 সায়াংপ্রাতস্ত য়ে সঙ্ক্যাং সয়াঙ্ণিত্যমুপাসতে ।
 নাবং বেদময়ীং কৃশ্বা তরন্তে তারয়ন্তি চ ॥২৩॥
 যো জপেৎ পাবনীং দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।
 ন সীদেৎ প্রতিগৃহ্নানঃ পৃথিবীঞ্চ সসাগরাম্ ॥২৪॥
 য়ে চাস্তু দুঃস্থিতাঃ কেচিদ্গ্রহাঃ সূর্য্যাদয়ো দিবি ।
 তে চাস্তু সৌম্যা জায়ন্তে শিবাঃ শুভকরাস্তথা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

আশ্বতি । শুক্রং রেতঃ । নিরুক্ষ্যাৎ নীচজাতীয়স্ত্রীষোনৌ পতনাৎ ॥২০॥
 আয়ুরিতি । প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ, ক্রীঃ কাস্তিঃ ॥২১॥
 অবীতি । পঞ্চযজ্ঞপঠৈঃ অধ্যাপনাদিনিরতৈর্ব্রাহ্মণৈঃ ॥২২॥
 সায়াংপ্রাতঃ । সায়াংপ্রাতঃরিত্যভিধানাৎ সন্দংশপাতন্ত্রায়েন মধ্যাহ্নেইপি জেয়ঃ, নিত্যং
 প্রত্যহম্ ॥২৩॥
 য ইতি । ন সীদেৎ পৃথিবীমধ্যে দুষ্টবস্তৃসম্ভবেইপি দোষী ন ভবেৎ ॥২৪॥
 য ইতি । দুঃস্থিতা অনিষ্টস্রুচকাঃ । সৌম্যাঃ শান্তাঃ, শিবা অমূল্যঃ ॥২৫॥

কারণ, শুক্রকে পরম মহাদেবতা আত্মা বলা হইয়াছে; অতএব মানুষ
 সৰ্ব্বপ্রযত্নে নিজের শুক্রকে নিরুদ্ধ করিবে ॥২০॥

মানুষ ব্রহ্মচর্য্যের গুণে আয়ু, তেজ, বল, বীৰ্য্য, বুদ্ধি, কাস্তি, মহাবশ,
 পুণ্য এবং আমার প্রিয়ম্বল লাভ করে ॥২১॥

অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য ও পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরাই ভূতলে ধর্ম্ম স্থাপন
 করিতেছেন ॥২২॥

যাহারা প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াংকালে সঙ্ক্যোপাসনা করেন, তাঁহারা
 বেদরূপ নৌকা করিয়া সংসারসাগর হইতে নিজেরাও উত্তীর্ণ হন, আত্মীয়-
 দিগকেও উত্তীর্ণ করেন ॥২৩॥

যিনি পবিত্রকারিণী বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করেন, তিনি সসাগরা পৃথিবী
 গ্রহণ করিয়াও দোষী হন না ॥২৪॥

যত্র যত্র স্থিতাশ্চৈব দারুণাঃ পিশিতাশনাঃ ।
 বোরুপা মহাকায়া ধ্বংসন্তি ন তং দ্বিজম্ ॥২৬॥
 পুনস্তীহ পৃথিব্যাক্ চীর্ণবেদত্রতা নরাঃ ।
 চতুর্গামপি বেদানাং সা হি রাজন্ ! গরীয়সী ॥২৭॥
 অচীর্ণত্রতবেদা যে বিকর্ষফলমাপ্তিতাঃ ।
 ব্রাহ্মণা নামমাত্রেণ তেহপি পূজ্যা যুধিষ্ঠির ! ।
 কিং পুনর্ধ্বস্ত সঙ্কেদে নিত্যমেবোপতিষ্ঠতে ॥২৮॥
 শীলমধ্যয়নং দানং শৌচং মার্দবমার্জ্জবম্ ।
 তস্মাদ্বেদাদ্বিশিষ্টানি মমুরাহ প্রজাপতিঃ ॥২৯॥
 ভূভুবঃ স্মরিতি ব্রহ্ম যো বেদনিরতো দ্বিজঃ ।
 স্বদারনিরতো দাস্তঃ স বিদ্বান্ স চ ভূম্বরঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

যত্রোতি । পিশিতাশনা মাংসভোজিনে হিংস্রজন্তুপ্রভৃতয়ঃ । ন ধ্বংসন্তি নাভিভবন্তি ॥২৬॥
 পুনস্তীতি । চীর্ণবেদত্রতা আচরিতবেদনিয়মাঃ । সা গায়ত্রী ॥২৭॥
 অচীর্ণোতি । অত্র নামমাত্রব্রাহ্মণানামপি প্রশংসা জাত্যুক্তকর্মপরব্রাহ্মণানাং মহোৎকর্ষ-
 ষোভনার্থা । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥
 শীলমিতি । মার্দবং কোমলতা, মার্জ্জবং সরলতা ॥২৯॥
 ভূরিতি । যো অপতীতি শেষঃ । ভূম্বরঃ পৃথিব্যাং দেবতাত্ত্বতঃ ॥৩০॥

রবিপ্রভৃতি যে কোনও গ্রহ গায়ত্রীজপপরায়ণ ব্রাহ্মণের অনিষ্টসূচক হন, তাঁহারাও তাঁহার পক্ষে শাস্ত, অমুকুল ও মঙ্গলজনক হইয়া থাকেন ॥২৫॥

দারুণস্বভাব, ভীষণমূর্ত্তি ও বিশালাকৃতি মাংসভোজী হিংস্রজন্তুপ্রভৃতি যে যেস্থানে থাকুক না কেন, তাহারা সেই গায়ত্রীজপপরায়ণ ব্রাহ্মণকে অভিভূত করিতে পারে না ॥২৬॥

রাজা ! বেদবিহিত ব্রতচরণকারী ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীতে সমস্ত বস্তুকেই পবিত্র করিয়া থাকেন । কারণ, সেই গায়ত্রী চারিটি বেদের মধ্যেই প্রধান ॥২৭॥

রাজা ! যাহারা বেদবিহিত ব্রতচরণ করেন না, অথচ বিকৃত কর্ম করেন, তাঁহারা নামমাত্রে ব্রাহ্মণ হইলেও পূজনীয় ; সুতরাং যিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তাঁহার বিষয় আর কি বলিব ॥২৮॥

প্রজাপতি মনু বলেন—স্বভাব, অধ্যয়ন, দান, পবিত্রতা, কোমলতা ও সরলতা—এই গুণগুলি সেই বেদত্রত অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ॥২৯॥

সঙ্ক্যানুপাসতে যে বৈ নিত্যমেব দ্বিজোক্তমাঃ ।
 তে যান্তি নরশাদ্ৰীল ! ত্ৰক্ষলোকং ন সংশয়ঃ ॥৩১॥
 সাবিত্রীমাত্রসারোহপি বরো বিপ্রঃ সুষজ্জিতঃ ।
 নাযজ্জিতশ্চতুর্বেদী সর্বাণী সর্ববিক্রয়ী ॥৩২॥
 সাবিত্রীং চৈব বেদাংশ্চ তুলয়াতোলয়ন্ পুরা ।
 সদেবর্ষিগণাশ্চৈব সর্কে ত্ৰক্ষপুৰঃসরাঃ ।
 চতুর্গামপি বেদানাং সা হি রাজন্ ! গরীয়সী ॥৩৩॥
 যথা বিকসিতে পুষ্পে মধু গৃহুস্তি ঘটপদাঃ ।
 এবং গৃহীতা সাবিত্রী সর্ববেদে চ পাণ্ডব ! ॥৩৪॥
 তস্মাত্তু সর্ববেদানাং সাবিত্রী প্রাণ উচ্যতে ।
 নির্জীবা হীতরে বেদা বিনা সাবিত্রিয়া নৃপ ! ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

সঙ্ক্যামিতি । নিত্যং প্রত্যহমেব ॥৩১॥

সাবিত্রীতি । সুষজ্জিতো জাতিবিরুদ্ধক্রিয়াতো নিবৃত্তঃ । অবজ্জিতস্বমেব ব্যক্তি
 সর্কেতি ॥৩২॥

সাবিত্রীমিতি । সা সাবিত্রী গরীয়সী অধিকাভবৎ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

যথোতি । এবং তথা গৃহীতা ব্রাহ্মণৈঃ ॥৩৪॥

তস্মাদিতি । সাবিত্রিয়া সাবিত্র্যা ॥৩৫॥

বেদে নিরত যে ব্রাহ্মণ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই মহাব্যাহতিরূপ ত্ৰক্ষ জানেন,
 আপন ভাৰ্য্যায় নিরত থাকেন ও জিতেন্দ্রিয় হন, তিনি জ্ঞানী এবং তিনিই
 পৃথিবীতে দেবতাস্বরূপ ॥৩০॥

নরশ্রেষ্ঠ ! যে সকল ব্রাহ্মণ প্রত্যহই সঙ্ক্যোপাসনা করেন, তাঁহারা ত্ৰক্ষ-
 লোকে গমন করিয়া থাকেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩১॥

জাতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত ব্রাহ্মণ কেবল গায়ত্রী জপ করিলেও তিনি
 শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু চতুর্বেদবিৎ ব্রাহ্মণ জাতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে অনিবৃত্ত সর্বভোজী ও
 সর্ববিক্রয়ী হইলে তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন ॥৩২॥

রাজা ! পূর্বকালে দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত ত্ৰক্ষাদিবেদজিৎগণ এক
 গায়ত্রী ও সমস্ত বেদ তুল্যদণ্ডে ধারণ করিয়াছিলেন । তখন এক গায়ত্রী
 চারিটি বেদ হইতেও অধিক হইয়াছিল ॥৩৩॥

পাণ্ডুনন্দন ! পুষ্প প্রক্ষুটিত হইলে ভ্রমরগণ যেমন তাহার মধু গ্রহণ করে,
 সেইরূপ ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বেদ হইতে গায়ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন ॥৩৪॥

নাযন্তিতশ্চতুর্বেদী শীলভ্রষ্টঃ স কুৎসিতঃ ।
 শীলবৃত্তসমায়ুক্তঃ সাবিজ্ঞীপাঠকো বরঃ ॥৩৬॥
 সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্ ।
 সাবিজ্ঞীং জপ কৌন্তেয় ! সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥৩৭॥
 ইতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
 শ্বমেধিকপর্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে
 ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ত্রৈলোক্যনাথ ! হে কৃষ্ণ ! সর্বভূতাত্মকো হসি ।
 নানাযোগপর ! শ্রেষ্ঠ ! তুষ্মসে কেন কৰ্ম্মণা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । অবন্তিতঃ জাতিবিকৃৎক্রিয়াতঃ অনিবৃত্তঃ, স ব্রাহ্মণঃ ॥৩৬॥
 সহস্রেতি । জপানাং সহস্রং পরমং বস্তুস্তাম্ । এবমজ্ঞজ্ঞ ॥৩৭॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-ত্ৰিহরিদাসদিক্কাশ্যাপীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্বণি
 অশ্বমেধে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ত্রৈলোক্যেতি । হে নানাযোগপর ! বহুপায়প্রকাশপরায়ণ ! ॥১॥

অতএব রাজা ! গায়ত্রীকে সমস্ত বেদের প্রাণ বলা হয় ; সুতরাং গায়ত্রী
 ব্যতীত অস্ত্র বেদ সকল প্রাণবিহীন জানিবেন ॥৩৫॥

ব্রাহ্মণ চতুর্বেদবিৎ হইয়াও সংযত না হইলে কিংবা শীলভ্রষ্ট হইলে তিনি
 নিকৃষ্ট ; আর কেবল গায়ত্রীজপকারী ব্রাহ্মণ শীলবৃত্তিসম্পন্ন হইলে তিনি
 উৎকৃষ্ট ॥৩৬॥

কুন্তীনন্দন ! আপনি সমস্ত পাপনাশিনী গায়ত্রী জপ করুন । তাহার
 সহস্রবার জপ উৎকৃষ্ট, শতবার জপ মধ্যম এবং দশবার জপ নিকৃষ্ট ॥৩৭॥

—:~:—

ভগবান্মুবাচ ।

যদি ভারসহস্রস্ত গুগ্গুন্ধ্যাদি প্রধূপয়েৎ ।

করোতি চেমমস্কারমুপহারক্ কারয়েৎ ॥২॥

স্তোতি যঃ স্তুতিভির্গাণ্ ঋগ্‌যজুঃসাগতিঃ সদা ।

ন তোষয়তি চেদ্বিপ্রান্ নাহং তুষ্যামি ভারত ! ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

ব্রাহ্মণে পূজিতে নিত্যং পূজিতোহগ্নি ন সংশয়ঃ ।

আকৃষ্টে চাহমাকৃষ্টো ভবাগি ভরতর্ষভ ! ॥৪॥

পরা ময়ি গতিস্তেষাং পূজয়ন্তি দ্বিজং হি যে ।

যদহং দ্বিজরূপেণ বসামি বস্তুধাতলে ॥৫॥

যস্তান্ পূজয়তি প্রাজ্ঞো মদগতেনান্তরাক্ষনা ।

তমহং স্মেন রূপেণ পশ্যামি নরপূজব ! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । ভারসহস্রং পাত্রসহস্রপূর্ণম্ । বিপ্রান্ ন চেৎ তোষয়তি দানমানাদিনা ॥২—৩॥

ব্রাহ্মণ ইতি । আকৃষ্টে সেবাদিনা স্নেহীকৃতে ব্রাহ্মণে ॥৪॥

পরেতি । পরা উত্তমা । হি যস্য ॥৫॥

য ইতি । তান্ ব্রাহ্মণান্ । স্মেন আত্মীয়েন ॥৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘ত্রৈলোক্যনাথ কৃষ্ণ ! তুমি সর্বভূতময় । হে নানাযোগ-
পরায়ণ ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ ! তুমি কোন্ কৰ্মদ্বারা সন্তুষ্ট হও ?’ ॥১॥

ভগবান্ বলিলেন—‘ভরতনন্দন । মানুষ যদি সহস্র পাত্রে গুগ্গুন্ধ্যাদি
পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগপূর্বক সৌরভ আবিষ্কার করে কিংবা
নমস্কার, উপহার দান বা সর্বদা সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদীয় স্তবদ্বারা আমার স্তব
করে ; কিন্তু ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করেনা, আমি তাহার উপরে সন্তুষ্ট হই না ॥২—৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণের পূজা করিলে আমি সর্বদা পূজিত হই এবং ব্রাহ্মণের
স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিলে, আমারও স্নেহ আকর্ষণ করা হইয়া থাকে,
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৪॥

যাহারা ব্রাহ্মণের পূজা করে, তাহাদের আমাতেই উত্তম গতি হয় । যেহেতু
আমি পৃথিবীতে ব্রাহ্মণরূপে বাস করি ॥৫॥

নরশ্রেষ্ঠ ! যে প্রাজ্ঞ লোক মদগতচিত্তে ব্রাহ্মণের পূজা করেন, আমি
তাঁহাকে আত্মীয়রূপে দেখিয়া থাকি ॥৬॥

কুজাঃ কাণা বামনাশ্চ দরিদ্রা ব্যাধিতাস্থথা ।
 নাবমানা দ্বিজাঃ প্রাট্জৈর্মম রূপা হি তে দ্বিজাঃ ॥৭॥
 যে কেচিৎ সাগরাস্তায়াং পৃথিব্যাং দ্বিজসত্তমাঃ ।
 মম রূপং হি তেষ্বেবমর্চিতেষুর্চিতোহস্ম্যহম্ ॥৮॥
 বহবস্তু ন জানন্তি নর। জ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ ।
 যদহং দ্বিজরূপেণ বসামি বহুধাতলে ॥৯॥
 অবমম্যন্তি যে বিপ্রান্ স্বধর্মান্ পাতয়ন্তি তে ।
 প্রেষণৈঃ প্রেষয়ন্তে চ শুশ্রূষাং কারয়ন্তি চ ॥১০॥
 সূতাংশ্চাত্র পরত্রেমান্ যমদূতা মহাবলাঃ ।
 নিকৃন্তন্তি যথাকামং সূত্রমার্গেণ শিল্লিনঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
 আক্রোশপরিবাদাভ্যাং যে রমন্তে দ্বিজাতিষু ।
 তান্ সূতান্ যমলোকস্থান্ নিপাত্য পৃথিবীতলে ॥১২॥
 আক্রম্যোরসি পাদেন ক্রুরঃ সংরক্তলোচনঃ ।
 অগ্নিবর্ণৈস্তু সংদংশৈর্ষমো জিহ্বাং সমুদরেৎ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কুজা ইতি । বামনাঃ খরীঃ । রূপা অভিমাঃ ॥৭॥

য ইতি । অর্চিতেষু তেষু ॥৮॥

বহব ইতি । জ্ঞানেন বহিষ্কৃতা বজ্জিতাঃ ॥৯॥

অবেতি । প্রেষণৈঃ প্রেরণাদেশৈঃ, প্রেষয়ন্তে উদ্দিষ্টস্থানে বিপ্রান্ প্রেরয়ন্তি । পরজ
 পরলোকে, ইমান্ অবমাননাকারিণঃ । সূত্রমার্গেণ সূক্ষ্মসূত্রদ্বারা ॥১০—১১॥

আক্রোশেতি । রমন্তে আনন্দমহুভবন্তি । উরসি বক্ষসি । সংদশৈঃ কীটবিশেষৈঃ ॥১২—১৩॥

ব্রাহ্মণ কুজ, কাণ, বামন, দরিদ্র এবং রোগী হইলেও প্রাজ্ঞ লোকেরা
 তাঁহার অবমাননা করিবেন না । কারণ, সেই ব্রাহ্মণেরা আমার স্বরূপ ॥৭॥

সসাগরা পৃথিবীতে যে কোন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাতে আমার রূপ
 রহিয়াছে ; সুতরাং তাঁহাকে পূজা করিলে আমিও পূজিত হই ॥৮॥

জ্ঞানশূন্য বহু লোক জানে না যে, আমি ভূতলে ব্রাহ্মণরূপে বাস করি ॥৯॥

যাহারা ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করে, তাহারা আপন ধর্মকে নিপাতিত
 করে ; আর যাহারা ব্রাহ্মণগণকে স্থানান্তরে প্রেরণ করে, আবার পরিচর্যাও
 করিয়া থাকে, তাহারা ইহলোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পরলোকে গমন
 করে, তখন মহাবল ও শিল্পী যমদূতেরা সূত্রদ্বারা ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে
 ছেদন করে ॥১০—১১॥

যে চ বিপ্রান্ নিরীক্ষন্তে পাণাঃ পাপেন চক্ষুষা ।
 অত্রক্ষণ্যাঃ শ্রুতেৰ্বাহা নিত্যং ত্রক্ষাষিষো নরাঃ ॥১৪॥
 তেষাং ঘোরা মহাকায়া বক্রভুগু মহাবলাঃ ।
 উদ্ধরন্তি মুহূর্ত্তেন খগাশ্চক্ষুর্ঘগাজয় ॥১৫॥ (যুগ্মকঃ)
 যঃ প্রহারং দ্বিজেন্দ্রায় দদ্যাৎ কুর্য্যচ্চ শোণিতম্ ।
 অস্থিমক্ষণ যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণৈর্বা বিপ্রযোজয়েৎ ।
 মোহনুপূর্ব্বোণ যাতীমান্ নরকানেকবিংশতিম্ ॥১৬॥
 শূলমারোপ্যতে পশ্চাচ্ছলনে পরিপচ্যতে ।
 বহুবর্ষসহস্রাণি পচ্যমানস্তবাক্শিরাঃ ।
 নাবমুচ্যতে দুর্গেধা ন তস্ম ক্রীয়তে গতিঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । অত্রক্ষণ্যা ধর্ম্মাশ্রমজ্ঞাঃ, শ্রুতেৰ্বাহা বেদানধিকারিণঃ, ত্রক্ষাষিষো বেদবিরোধিনঃ ।
 খগাঃ পক্ষিণঃ ॥১৪—১৫॥

য ইতি । আহুপূর্ব্বোণ ক্রমেণ, ইমান্ যৌরবাদীন্ ॥১৬॥

শূলমিতি । পশ্চাদেকবিংশতিনরকভোগানন্তরম্, জ্বলনে বহৌ । অবাক্শিরা অধোমন্তকঃ ।
 গতিঃ পাপাবস্থা । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

যাহারা ব্রাহ্মণগণের তিরস্কার ও অপবাদদ্বারা আনন্দ অনুভব করে, তাহারা মৃত্যুর পরে যমলোকে গমন করিলে নির্ভুর চিত্ত ও আরক্তনয়ন যম তাহাদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া পাদদ্বারা বক্ষের উপরে আরোহণপূর্ব্বক অগ্নির জ্বায় রক্তবর্ণ দংশ-(কীটবিশেষ) দ্বারা তাহাদের জিহ্বা উৎপাটন করেন ॥১২—১৩॥

ধর্ম্মের অশ্রমজ্ঞ, বেদবহিষ্কৃত ও সর্ব্বদা বেদবিদ্বেষী যে সকল পাপী মানুষ ছষ্ট নয়নে ব্রাহ্মণগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহারা যমলোকে গেলে পর, যমের আদেশক্রমে বিশালাকৃতি, বক্রচকু ও মহাবল ভীষণ পক্ষিগণ মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের চক্ষু উৎপাটন করে ॥১৪—১৫॥

যে লোক ব্রাহ্মণকে প্রহার করে বা ব্রাহ্মণের রক্ত বাহির করে কিংবা যে লোক ব্রাহ্মণের অস্থি ভঙ্গ করে কিংবা প্রাণবিরোধ করে, সেই লোক ক্রমশঃ রৌরবপ্রভৃতি একবিংশতি প্রকার নরকে গমন করিয়া থাকে ॥১৬॥

একবিংশতি নরকভোগের পর যমদূতেরা সেই ছবুর্দ্ধি ব্রহ্মহত্যাকারীকে শূলে আরোপণ ও অগ্নিতে পাক করে । বহুবর্ষ সহস্রকাল অধোমুখ হইয়া অগ্নিতে পক হইতে থাকিয়াও ব্রহ্মহত্যার মহাপাপ হইতে মুক্ত হয় না এবং তাহার সেই ছরবস্থার ক্ষয়ও হয় না ॥১৭॥

ব্রাহ্মণান্ বা বিচার্যৈব ব্রজন্ বৈ বধকাঙ্ক্ষয়া ।
 শতবর্ষসহস্রাণি তামিষ্মৈ পরিপচ্যতে ॥১৮॥
 উৎপাত্ত শোণিতং গাত্রাৎ সংরক্তমতিপূর্ব্বকম্ ।
 সপর্য্যয়েণ যাতীমান্ নরকানেকবিংশতিম্ ॥১৯॥
 তস্মান্নাকুশলং ক্রয়ান্ন শুকাং গতিমীরয়েৎ ।
 ন ক্রয়াৎ পরুষাৎ বাণীং ন চৈবৈনানতিক্রমাৎ ॥২০॥
 যে বিপ্রান্ স্নাক্ষয়া বাচা পূজয়ন্তি নরোত্তমাঃ ।
 অর্চিতশ্চ স্তুতশ্চৈব তৈর্ভবামি ন সংশয়ঃ ॥২১॥
 তর্জয়ন্তি চ যে বিপ্রান্ ক্রোশয়ন্তি চ ভারত ! ।
 আত্মকুন্তজ্জিতশ্চাহং তৈর্ভবামি ন সংশয়ঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণানিতি । বিচার্যৈব, নির্ধার্যৈব, ব্রজন্ ন পুনর্ব্বধং কুর্ক্সগপি । তামিষ্মৈ ভদ্রাখ্যে
 নরকে ॥১৮॥

উৎপাত্তেতি । সংরক্তমতী ক্রোধবুদ্ধী পূর্ব্বস্মিন্ যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্বধা তথা । সপর্য্যয়েণ
 ক্রমেণ ॥১৯॥

তস্মাদিতি । অকুশলং কটুবাক্যম্, শুকাং গতিং ছরবস্থাম্, ন ঈরয়েৎ ব্রাহ্মণান্ ন
 প্রাপয়েৎ ॥২০॥

য ইতি । স্নাক্ষয়া কোমলয়া । ব্রাহ্মণপূজনমেব যং পূজনমিত্যাশয়ঃ ॥২১॥

তর্জয়ন্তীতি । ক্রোশয়ন্তি পয়েণাপি তিরস্কায়ন্তি ॥২২॥

মানুষ ব্রাহ্মণ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় গমন করিয়াও
 লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত তামিষ্মনামক নরকে পচিতে থাকে ॥১৮॥

মানুষ জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রোধবশতঃ ব্রাহ্মণের গাত্র হইতে রক্ত বাহির করিয়া
 ক্রমে একবিংশতি নরকে গমন করে ॥১৯॥

অতএব ব্রাহ্মণকে কটু বাক্য বলিবে না, তাঁহাকে ছরবস্থায় পাতিত করিবে
 না, নির্ভূর বাক্য কহিবে না এবং তাঁহাকে লজ্জন করিবে না ॥২০॥

যে সকল প্রধান মানুষ কোমলবাক্যে ব্রাহ্মণের পূজা করে, আমি সেই
 পূজায় পুজিত ও স্তুত হইয়া থাকি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২১॥

ভরতনন্দন ! যাহারা ব্রাহ্মণগণকে ভৎসনা করে বা অন্তহারা ভৎসনা
 করায়, তাহাতে আমি ভৎসিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকি, এ বিষয়েও কোন
 সন্দেহ নাই ॥২২॥

যশ্চন্দনৈশ্চাগুরুধূপদীপৈরভ্যর্চয়েৎ কাষ্ঠময়ীং সমাৰ্চ্যাম্ ।

তেনাৰ্চিতো নৈব ভবামি সম্যগ্‌বিপ্রাৰ্চনাদম্মি সমৰ্চিতোহহম্ ॥২৩॥

বিপ্রপ্রসাদাক্করগীধরোহহং বিপ্রপ্রসাদাদম্মরান্ জয়ামি ।

বিপ্রপ্রসাদাচ্চ সদক্ষিণোহহং বিপ্রপ্রসাদাজিতোহহম্মি ॥২৪॥

ইতি ত্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-

পৰ্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্যকথনে চতুর্বিংশত্যধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ .

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দেবদেবেশ ! দৈত্যস্ব ! পরং কোভূহলং হি মে ।

এতৎ কথয় সর্বজ্ঞ ! ত্বদভক্তস্য চ কেশব ! ।

মানুষস্য চ লোকস্য ধর্মলোকস্য চাস্তরম্ ॥১॥

কীদৃশং কিংপ্রমাণং বা কিমধিষ্ঠানমেব চ ।

তরস্তি মানুষা দেব ! কেনোপায়েন গাধব ! ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

য ইতি । অর্চ্যং প্রতিমাম্ । সমৰ্চিতঃ সম্যক্পূজিতঃ ॥২৩॥

বিপ্রেতি । ধরগীধরঃ পৃথিবীরক্ষকঃ । সদক্ষিণঃ সমাপ্তবজ্রঃ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-ত্ৰীহরিদাসপিতৃস্বামীশৰ্ভট্টাচাৰ্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়-

মাশ্বমেধিকপৰ্বণি চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

যিনি চন্দন, অগুরু, ধূপ ও দীপদ্বারা আমার দাক্ষময়ী প্রতিমার অর্চনা করেন, তাঁহার সেই অর্চনাদ্বারাও আমি সম্যক্ অর্চিত হই না ; কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্চনাদ্বারাই আমি সম্যক্ অর্চিত হইয়া থাকি ॥২৩॥

আমি ব্রাহ্মণের অমুগ্রহে পৃথিবী রক্ষা করিয়া থাকি, ব্রাহ্মণের অমুগ্রহে অশুরদিগকে জয় করিয়া আসিতেছি, ব্রাহ্মণের অমুগ্রহে বজ্র সমাপ্ত করিয়া থাকি এবং ব্রাহ্মণের অমুগ্রহেই অপরাজিত আছি' ॥২৪॥

ত্বগস্থিমাংসনিমুক্তে পঞ্চভূতবিবজ্জিতে ।
 কথয়স্ব মহাদেব ! স্নুখদুঃখমশেষতঃ ॥৩॥
 জীবন্ত্য কৰ্ম্মলোকেষু কৰ্ম্মভিস্তু শুভাশুভৈঃ ।
 অনুবদ্ধস্ত তৈঃ পাশৈর্নীয়মানস্ত দারুণৈঃ ॥৪॥
 মৃত্যুদূতৈর্হুঁরাধর্ষৈর্ঘোরৈর্ঘোরপরাক্রমৈঃ ।
 বধ্যস্ত্যাক্ষিপ্যমাণস্ত বিক্রতস্ত মগান্তয়া ॥৫॥ (বিশেষকম)
 পুণ্যপাপকৃদাতিষ্ঠেৎ স্নুখদুঃখমশেষতঃ ।
 যমদূতৈর্হুঁরাধর্ষনীয়তে বা কথং পুনঃ ।
 কিং বা তত্র গতা দেব ! কৰ্ম্ম কুর্বন্তি মানবাঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি । স্বদভক্তস্ত মম সমীপ ইতি শেষঃ । ধর্ম্মলোকস্ত যমলোকস্ত, অন্তরং ব্যবধানম্ ।
 ষট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ । কিংপ্রমাণং কিংপরিমাণং তদন্তরম্, কিমধিষ্ঠানং তন্তরণে
 আশ্রয়ঃ ॥১—২॥

অগতি । অগস্থিমাংসনিমুক্তে বিরহিতে, পঞ্চভূতৈঃ ক্ষিত্যাদিভিঃ বিবজ্জিতে তস্মিন্
 ধর্ম্মলোকে অনুবদ্ধস্ত সংস্কৃতস্ত । আক্ষিপ্যমাণস্ত আকুশ্মমাণস্ত, বিক্রতস্ত পলায়মানস্তাপি ॥৩-৫॥

পুণ্যেতি । আতিষ্ঠেৎ আশ্রয়েৎ অনুভবেদিত্যর্থঃ । তত্র যমলোকে । ষট্টপাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘দৈত্যহস্তা দেবদেবেশ্বর । আমার অত্যন্ত কৌতুক
 জন্মিয়াছে ; অথচ আমি তোমার ভক্ত ; অতএব সর্ব্বজ্ঞ কেশব । তুমি এই
 বিষয়টি বল । এই মনুষ্যলোকে ও যমলোকের ব্যবধান কিরূপ ? তাহার কি
 পরিমাণ এবং তাহার আশ্রয় কি ? দেব মাধব । মানুষেরা কি উপায়ে সেই
 ব্যবধান অতিক্রম করে ? ॥১—২॥

মহাদেব । শুভাশুভ কৰ্ম্মদ্বারা এই কৰ্ম্মলোকে জীবগণ সংবদ্ধ থাকে ;
 তারপর হুর্দ্বর্ষ, ভীষণ মূর্ষি, ভীষণপরাক্রম ও দারুণস্বভাব যমদূতেরা পাশদ্বারা
 বন্ধন করিয়া জীবগণকে অগস্থিমাংসশূন্য ও পঞ্চভূতবিবজ্জিত যমলোকে লইয়া
 যায় । তখন যমের আদেশে সেই যমদূতেরা বন্ধন করিবার জন্ত আকর্ষণ করে,
 জীবগণও পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, তখন সেই জীবগণের যে স্নুখ বা দুঃখ হয়,
 তাহা তুমি সম্পূর্ণ বল ॥৩—৫॥

দেব । পুণ্যকারী ও পাপকারী সেখানে কিপ্রকারে সমস্ত স্নুখ ও দুঃখ
 ভোগ করে, হুর্দ্বর্ষ যমদূতেরাই বা কিপ্রকারে লইয়া যায়, মানুষেরাই বা
 সেখানে যাইয়া কি কার্য্য করে ? ॥৬॥

কথং ধর্মপরা যাস্তি দেবতাদ্বিজপূজকাঃ ।
 কথং বা পাপকর্মাণো যাস্তি প্রেতপুরং নরাঃ ॥৭॥
 কিংরূপং কিপ্রমাণং বা বর্ণঃ কো বাস্তু কেশব ! ।
 জীবন্ত গচ্ছতো নিত্যং যমলোকং ত্রবীহি মে ॥৮॥
 ভগবানুবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! যথাবৃত্তং যন্মাং স্বং পরিপৃচ্ছসি ।
 ততেহহং কথয়িষ্যামি মদভক্তস্য নরেশ্বর ! ॥৯॥
 ষড়্ভীতিসহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির ! ।
 গানুশ্যন্ত চ লোকস্য যমলোকস্য চাস্তুরম্ ॥১০॥
 ন তত্র বৃক্ষছায়া বা ন তড়াগঃ সরোহপি বা ।
 ন বাপো দীর্ঘিকা বাপি ন কূপো বা যুধিষ্ঠির ! ॥১১॥
 ন গণ্ডপং সভা বাপি ন প্রপা ন নিকেতনম্ ।
 ন পর্বতো নদী বাপি ন ভূমের্বিবরং কচিৎ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

কথয়িতি । কথং কীদৃশেন ভাবেন । প্রেতপুরং যমালয়ম্ ॥৭॥
 কিমিতি । রূপমাকৃতিঃ, প্রমাণং পরিমাপম্ ॥৮॥
 শৃণুতি । যথাবৃত্তং যথাযথম্ ॥৯॥
 ষড়্ভিতি । অন্তরং ব্যবধানম্ ॥১০॥
 নেতি । তত্র যমলোকগমনমার্গে । আকৃতিঃ হ্রদাৎ তড়াগাদীনাং নামভেদা জলাশয়োৎ-
 সর্গতদ্বাদৌ জ্ঞেয়াঃ ॥১১॥

দেবতা-ব্রাহ্মণপূজক ধর্মপরায়ণ লোকেরা সেস্থানে কিপ্রকারে গমন করেন ? পাপকারী লোকেরাই বা কিপ্রকারে যমালয়ে যায় ? ॥৭॥

কেশব ! প্রাণীরা সর্বদা যমলোকে যাইতেছে, সেই যাইবার সময়ে তাহাদের কিপ্রকার আকৃতি, কি পরিমাণ বা কোন্ বর্ণ হয় ? তাহা তুমি আমার নিকট বল' ॥৮॥

ভগবান্ বলিলেন—‘নরনাথ রাজা ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ভক্ত বলিয়া আপনার নিকট আমি তাহা যথাযথভাবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥৯॥

মহারাজ ! মনুষ্যলোক ও যমলোকের ব্যবধান ষড়্ভীতিসহস্র যোজন ॥১০॥

সেই পথে বৃক্ষের ছায়া, তড়াগ, সরোবর, বাপী, দীর্ঘিকা বা কূপ নাই ॥১১॥

ন গ্রামো নাজ্রমো বাপি নোজ্ঞানং বা বনানি চ ।
 ন কিঞ্চিদাজ্রয়স্থানং পথি তস্মিন্ যুধিষ্ঠির ! ॥১৩॥
 জন্তোহি প্রাপ্তকালস্ত বেদনার্ত্তস্ত বৈ ভৃশম্ ।
 কারণৈস্ত্যক্তদেহস্ত প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈঃ পুনঃ ॥১৪॥
 শরীরাক্ষাল্যতে জীবো হুবশো মাতরিশ্বনা ।
 নির্গতো বায়ুভূতস্ত ষট্‌কোশাত্ত কলেবরাৎ ॥১৫॥ (যুগ্মকঃ)
 শরীরমন্ততক্রপং তদ্বর্ণং তৎপ্রমাণতঃ ।
 অদৃশ্যং তৎপ্রবিষ্টস্ত সোহপ্যদৃষ্টোহথ কেনচিৎ ॥১৬॥
 সোহস্তরাজ্ঞা দেহবতামক্ষ্যন্তো যন্ত সঞ্চরেৎ ।
 ছেদনাদ্ভেদনাদ্ভাত্তাড়নাদ্ভা ন নশ্চতি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । গ্রামা পানীয়শালা, নিকেতনং বিশ্রামগৃহম্ ॥১২॥

নেতি । আশ্রমস্তপোবনম্ ॥১৩॥

জন্তোহিতি । প্রাপ্তকালস্ত উপস্থিতমৃত্যুসময়স্ত । কারণৈ রোগাদিভিঃ । মাতরিশ্বনা বায়ুনা । ষট্‌কোশাৎ অন্নময়াদিরূপাৎ ॥১৪—১৫॥

শরীরমিতি । তৎপ্রমাণতস্তৎপরিমাণম্ । অদৃশ্যম্ উদ্ভূতরূপাভাবাৎ । তথা চোক্তম্—
 “উদ্ভূতরূপং নয়নস্ত গোচরঃ ॥” স জীবঃ ॥১৬॥

স ইতি । অষ্টাঙ্গঃ শিরোবদন-হস্ত-পৃষ্ঠোদর-পাশ্বপাদযুক্তঃ । তাদৃশদেহে প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥১৭॥

মণ্ডপ, সভা, পানীয়শালা, বিশ্রামগৃহ, পৰ্বত, নদী বা ভূমির গৰ্ভ সে পথের কোথায়ও নাই ॥১২॥

রাজ্য! সেই পথে গ্রাম, আশ্রম, উজান, বন বা কোন আশ্রয়স্থানও নাই ॥১৩॥

মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে প্রাণিগণ অভ্যস্ত বেদনায় পীড়িত হয়। তখন রোগপ্রভৃতি কারণবশতঃ প্রাণ কণ্ঠগত হইয়া তাহার দেহ ত্যাগ করে। তখন বায়ু তাহার দেহ হইতে অবশ জীবাঙ্কাকে সঞ্চালিত করিয়া থাকে। ক্রমে সেই জীবাঙ্কা ষট্‌কৌশিক দেহ হইতে নির্গত হইয়া বায়বীয় দেহে প্রবেশ করে ॥১৪—১৫॥

ক্রমে সেই রূপ, সেই বর্ণ, সেই পরিমাণ অদৃশ্য অস্ত্র একটী শরীর হয়। তাহার পর সেই জীবাঙ্কাও সকলেরই অদৃশ্য অবস্থায় সেই শরীরে প্রবেশ করে ॥১৬॥

নানা রূপধরৈর্ঘোঠৈঃ প্রচটৈশ্চচণ্ডসাধনৈঃ ।

নীয়মানো ছুরাধৈর্ঘমদূতৈর্ঘমাজ্জয়া ॥১৮॥

পুত্রদারময়ৈঃ পাঠৈঃ সংনিরুদ্ধোহবশো বলাৎ ।

স্বকর্ম্মভিচ্চামুগতঃ কৃতৈঃ স্কৃতদুষ্কৃতৈঃ । ১৯॥

আক্রন্দ্যগানঃ করুণং বন্ধুভির্দুঃখপীড়িতৈঃ ।

ত্যক্তা বন্ধুজনং সর্ব্বং নিরপেক্ষস্ত গচ্ছতি ॥২০॥ (বিশেষকম্)

মাতৃভিঃ পিতৃভিঃ চ ব্রাতৃভির্মাতুলৈস্তথা ।

দারৈঃ পুত্রৈর্ঘোঠৈশ্চ রুদন্তিস্ত্যজ্যতে পুনঃ ॥২১॥

অদৃশ্যমানৈস্তদানৈরশ্রুপূর্ণমুখৈর্কণৈঃ ।

স্বশরীরং পরিত্যজ্য বায়ুভূতস্ত গচ্ছতি ॥২২॥

অন্ধকারমপারং তং মহাঘোরং তমোরুতম্ ।

দুঃখান্তং দুষ্পুতারঞ্চ দুর্গমং পাপকর্ম্মণাম্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

নানৈতি । প্রচটৈর্ঘমহাকোপনৈঃ, চণ্ডসাধনৈঃ ভীষণাশ্রয়িভিঃ । সংনিরুদ্ধঃ সংবদ্ধঃ । কৃতৈঃ স্বয়ং বিহিতৈঃ । আক্রন্দ্যমান আহুয়মানঃ । নিরপেক্ষো বন্ধুনাপেক্ষারহিতো জীবঃ ॥১৮—২০॥

মাতৃভিরিতি । ত্যজ্যতে পুনঃ প্রাপ্ত্যাশাভাবাৎ ॥২১॥

অদৃশ্যেতি । বায়ুভূতো বায়বীয়দেহাশ্রিতঃ । “তৎক্ষণাদেব গৃহীতি শরীরমাত্তিবাহিকম্” ইতি শ্রুতিতত্ত্বত্ববচনৈকবাক্যাৎ । অন্ধং করোতীতি তম্, তমোরুতং তিমিরাজ্জয়ম্, তং পশ্বানং গচ্ছতীতি সম্বন্ধঃ ॥২২—২৩॥

যে জীবাত্মা দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে, দেহীর সেই জীবাত্মা অস্ত্র অষ্টাল দেহে প্রবেশ করিয়া ছেদন, বিদারণ, দহন বা তাড়নে নষ্ট হয় না ॥১৭॥

পরে নানা রূপধারী, ভীষণাকৃতি, অত্যন্ত কোপনস্বভাব, ভীষণাশ্রয়ী ও চূর্ধ্ব যমদূতেরা যমের আদেশক্রমে সেই জীবকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে থাকে । এদিকে পুত্রকলত্রাদিস্বরূপ পাশে বদ্ধ থাকায় সেই জীব অবশই থাকে । তখন নিজকৃত পুণ্য ও পাপকর্ম্ম তাহার অনুসরণ করে । এদিকে শোকার্ত্ত বন্ধুগণ করুণ স্বরে রোদন করিতে থাকে । সেই অবস্থায় সেই জীব সমস্ত বন্ধুজনকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী যমলোকে গমন করে ॥১৮—২০॥

তখন মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল, পুত্র, কলত্র ও বরস্তম্ভগণ রোদন করিতে থাকিয়া তাহাকে ত্যাগ করে ॥২১॥

দুঃসহায়ং দুঃসুখং দুঃমিরীক্ষং দুঃসাদনম্ ।
 দুঃপামতিদুঃখং পাপিষ্ঠানাং নরোত্তম ! ॥২৪॥
 ঋষিভিঃ কথ্যমানং তৎ পারম্পর্যেণ পার্থিব ! ।
 ত্রাসং জনয়তি প্রায়ঃ শ্রায়মাণং কথাস্বপি ॥২৫॥ (যুথকম্)
 অবশ্যৈব গন্তব্যং তদধ্বানং যুধিষ্ঠির ! ।
 প্রাপ্তকালেন সংত্যজ্য বন্ধুন্ ভোগান্ ধনানি চ ॥২৬॥
 জরায়ুজৈরগুজৈশ্চ শ্বেদজৈরুত্তিদ্ভৈস্তথা ।
 জঙ্ঘমৈঃ স্থিরসংজৈশ্চ গন্তব্যং যমগাদনম্ ॥২৭॥
 দেবানুরৈর্মুখ্যৈর্দৈবৈবস্বতবশানুরৈঃ ।
 স্ত্রীপুংনপুংসকৈশ্চাপি পৃথিব্যাং জীবসংজিতৈঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

হ্রিতি । দুর্লভঃ সহায়ো যত্র তৎ, দুঃসুখং দুর্লভশেষম্ । তৎ যমলোকবন্দ্য, পারম্পর্যেণ
 পরম্পরাক্রমেণ ॥২৪—২৫॥

অবশ্যমিতি । স চাসাবধা চেতি তম্ । গন্তব্যমিতি ভাবে প্রত্যয়াৎ “কাং দিশং গন্তব্যম্,
 বেগরোধং ন কর্তব্যম্” ইত্যাদিবৎ “ন কর্তৃকর্মপ্রাপ্তৌ” ইতি কর্মণি ষষ্ঠীনিষেধাৎ
 ষিভীর্নৈম ॥২৬॥

জয়েতি । জরায়ুজৈর্মুখ্যৈর্দৈবৈঃ, অগুজৈঃ পক্ষিপ্ৰভৃতিভিঃ, শ্বেদজৈঃ কৃমিপ্ৰভৃতিভিঃ,
 উত্তিদ্ভৈর্কাদিভিঃ তেষামপি জীবগণাৎ । স্থিরসংজৈঃ স্থাবরৈঃ ॥২৭॥

শোককাতর এবং অশ্রুপূর্ণ মুখনয়ন সেই পুত্রকলত্রপ্রভৃতি দেখিতে পায়
 না—এই অবস্থায় জীব নিজের স্থূলদেহ পরিত্যাগপূর্বক বায়বীয় দেহ অবলম্বন
 করিয়া সেই যমলোকের পথে গমন করিতে থাকে । সেই পথ অসীম, মহা-
 ভয়ঙ্কর, অন্ধকারময়, দুঃখজনক ও পাপীদের দুর্গম । সেই পথে যাইবার সময়ে
 জীব অন্ধ হইয়া যায় এবং দুঃখে সেই পথ অতিক্রম করিতে থাকে ॥২২—২৩॥

নরশ্রেষ্ঠ । সেই পথ পাপিষ্ঠগণের পক্ষে সহায়বিহীন, অসীম, হ্রিমিরীক্ষ,
 দুর্দর্শ, দুঃসুখজনক ও অতিদুঃখজনক । রাজা ! ঋষিরা কথার প্রসঙ্গে পরম্পর
 বলিতে থাকিলে, তাহা শুনিয়াও প্রায় সকলেরই ত্রাস উৎপাদন
 করে ॥২৪—২৫॥

রাজা ! কাল উপস্থিত হইলে বন্ধু, ভোগ ও ধন পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই
 সেই পথে অবশ্য যাউতে হইবে ॥২৬॥

জরায়ুজ, অগুজ, শ্বেদজ ও উত্তিদ্ভ—এমন কি সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম
 প্রাণীকে অবশ্যই যমভবনে গমন করিতে হইবে ॥২৭॥

মধ্যমৈষু বভির্বাপি বাটেলর্'টৈক্স্তৈথব চ ।
 জাতমাত্রৈশ্চ গর্ভনৈর্গন্তব্যঃ স মহাপথঃ ॥২৯॥ (যুগ্মকম)
 পূর্বাঙ্কে বাপরাঙ্কে বা সঙ্ক্যাকালেহথবা পুনঃ ।
 প্রদোষে বার্করাঙ্কে বা প্রত্যুষে বাপ্যাপন্বিতে ॥৩০॥
 প্রবাসনৈর্হবনৈর্হবা পর্বতনৈর্জলে স্থিতৈঃ ।
 ক্ষেত্রনৈর্হবা নভঃনৈর্হবা গৃহমধ্যগতৈরপি ॥৩১॥
 ভুঞ্জস্তির্বা পিবস্তির্বা খাদস্তির্বা নরোত্তম ! ।
 আগীনৈর্বা স্থিতৈর্বাপি শয়নীয়গতৈরপি ।
 জাগ্রস্তির্বা প্রসুপ্তৈর্বা গন্তব্যঃ স মহাপথঃ ॥৩২॥ (বিশেষকম)
 মৃত্যুদূতৈর্হু'রাধর্ষৈঃ প্রচণ্ডশ্চণ্ডশাসনৈঃ ।
 আক্ষিপ্যমাণা হবশাঃ প্রয়াস্তি যমসাদনম্ ॥৩৩॥
 কচিদভীতৈঃ কচিন্মৃতৈঃ প্রস্থলন্তিঃ কচিৎ কচিৎ ।
 ক্রন্দন্তির্বেদনানৈর্ভৈস্ত গন্তব্যং যমসাদনম্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি । অত্র দেবপদং দেবতুল্যপদম্, মধ্যদেবানামমরত্বাৎ । বৈবস্বতবশাহুগৈর্গম্যাদীনৈঃ ।
 মধ্যমৈর্মধ্যবয়বৈঃ ॥২৮—২৯॥
 পূর্বাঙ্ক ইতি । প্রদোষে সূর্যাস্তাৎ পরং ঘটিকাষয়মধ্যে । নভঃনৈর্হবিমানাক্রাদিভিঃ ।
 ভুঞ্জস্তির্ভূতানৈঃ, খাদস্তির্চরুভিঃ । শয়নীয়গতৈঃ শয্যান্বিতৈঃ । ঘটপাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥৩০—৩২॥
 মৃত্যুদূতৈরिति । আক্ষিপ্যমাণা আকুস্তমাণাঃ ॥৩৩॥
 কচিদিতি । প্রস্থলন্তিহ্রাসেন পতন্তিঃ ॥৩৪॥

দেবতুল্য লোক, অমর, মনুষ্যপ্রভৃতি, স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক, মধ্যবয়স্ক,
 যুবক, বালক, বৃদ্ধ, সন্তোজাত ও গর্ভস্থ জীবনামধারী যমের বশীভূত প্রাণি-
 মাত্রকেই সেই মহাপথে যাইতে হইবে ॥২৮—২৯॥

নরঞ্জেষ্ঠ ! জীবগণ বিদেশ, বন, পর্বত, জল, ক্ষেত্র, আকাশ বা গৃহের
 মধ্যেই থাকুক না কেন, ভোজন, চর্ষণ, পান, উপবেশন বা শয্যায় অবস্থান
 করুক না কেন, কিংবা জাগরিত বা নিদ্রিত হউক না কেন, পূর্বাঙ্ক, অপরাঙ্কে,
 সঙ্ক্যা, প্রদোষ, অর্দ্ধরাত্র বা প্রত্যুষকাল হউক না কেন, সেই মহাপথে অবশ্যই
 গমন করিবে ॥৩০—৩২॥

হৃদ্বর্ষ, অত্যন্ত কোপন ও ভীষণ শাসনকারী যমদূতেরা আকর্ষণ করিতে
 থাকিবে, সেই অবস্থায় প্রাণীরা যমালয়ে গমন করে ॥৩৩॥

ନିର୍ଭଂ ଶ୍ରୀମାନେନୁଷ୍ଠିତେଷୁ ବିଧୂତେଷୁ ବିହ୍ନୁତେଷୁ ।
 ତୁଷ୍ଟମାନଶରୀରେଷୁ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ତର୍ଜ୍ଜିତେଷୁ ॥୩୫॥
 କଟକାର୍କାଣ୍ୟମାର୍ଗେଣ ତପ୍ତବାଲୁକପାଂସୁନା ।
 ଦହ୍ୟମାନେଷୁ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ନରୈର୍ଦାନିବିବର୍ଜିତେଷୁ ॥୩୬॥
 କାର୍ତ୍ତେୟପଲ୍ଲିଶିଳାଘାତେନ ଦୃଶ୍ୟମ୍ବୁକକ୍ଷାୟଃ ।
 ହ୍ୟନ୍ତମାନେଷୁ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ଧର୍ମବର୍ଜିତେଷୁ ॥୩୭॥
 ମେଦଃଶୋଣିତପୁରୀଷାଞ୍ଚିବିକ୍ରେତ୍ସୁ ଗାତ୍ରେଷୁ ଶରୀରେଷୁ ।
 ଦହ୍ୟମାନେଷୁ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ଜୀବନ୍ତେଷୁ ॥୩୮॥
 ବେଦନାର୍ତ୍ତେଷୁ କୃତ୍ରିୟବିକ୍ରୋଧାଞ୍ଚିବିଷୟେଷୁ ।
 ବେଦନାର୍ତ୍ତେଷୁ ପତନ୍ତି ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ଜୀବନ୍ତେଷୁ ॥୩୯॥

ଭାରତକୋସ୍ତମୁଦୀ

ନିମ୍ନିତି । ବିଧୂତେଷୁ କମ୍ପିତେଷୁ । ତୁଷ୍ଟମାନାନି ଗ୍ରହାରେଣ ବ୍ୟାଧ୍ୟମାନାନି ଶରୀରାଣି ସେବାଂ
 ତେଷୁ ॥୩୫॥

କଟକେତି । ତପ୍ତା ବାଲୁକା ପାଂସୁନା ଧୂଳିଂ ଶୁଷ୍କଂ ସନ୍ତ ତେନ ॥୩୬॥

କାର୍ତ୍ତେୟ । କାର୍ତ୍ତେୟ ଉପନାମ କୃତ୍ରିୟପାଂସୁନା ଶିଳାୟା ବହଂ ପାଂସୁନା ଚ ଆଘାତେନ । ହ୍ୟନ୍ତମାନେଷୁ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ॥୩୭॥

ମେଦଃ ଇତି । ମେଦଃଶୋଣିତପୁରୀଷାଞ୍ଚିବିଷୟେଷୁ । ଦହ୍ୟମାନେଷୁ ଶରୀରେଷୁ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ
 ତେଷୁ ॥୩୮॥

ପ୍ରାଣୀରା କଥନ ଭୀତ, କଥନ ମନ୍ତ୍ର, କଥନ ଶ୍ଵାସିତ, କଥନ ଓ ବା ବେଦନାର୍ତ୍ତ ହିୟା
 ରୋଦନ କରିତେ କରିତେ ସମାଲୋଚନା ଯାହିବେ ॥୩୫॥

ସମାଲୋଚନା କଥନ ଓ ଭଂସନା କରିବେ, କଥନ ଓ ବା ଗ୍ରହଣ କରିତେ ଥାକିବେ,
 କୌଣ ସମୟେ ବା ଶିରୋଧାର କରିବେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାୟ ପ୍ରାଣୀରା ଭୟେ ଆକୂଳ ଓ
 କମ୍ପିତ କଲେବର ହିୟା ରୋଦନ କରିତେ କରିତେ ଗମନ କରିବେ ॥୩୬॥

ସେହି ପଥ କଟକେ ବ୍ୟାପ୍ତ, କୋପାୟ ଓ ବା ତପ୍ତ ବାଲୁ ବା ତପ୍ତ ଧୂଳିତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
 ରହିଯାଏ । ଦାନବିହୀନ ଶାୟିକା ଦହ୍ୟ ହିତେ ଥାକିଯା ସେହି ପଥେ ଗମନ
 କରିବେ ॥୩୭॥

କାର୍ତ୍ତେୟ, କୃତ୍ରିୟ ଓ ବହଂ ପାଂସୁନା, ଦହ୍ୟ, ଦହ୍ୟକାର୍ତ୍ତେୟ, କଥା ଓ ଅହୁଶେର ଆଘାତେ ଦେହ
 କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହିତେ ଥାକିବେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାୟ ଧର୍ମବିହୀନ ଲୋକାଦିଗେର ସମାଲୋଚନା
 ଯାହିତେ ହିବେ ॥୩୮॥

ଜୀବହତ୍ୟାକାରୀ ପାପିଷ୍ଠେରା ରକ୍ତ, ପୁଷ୍ପ ଓ ମେଦପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ଓ ଗାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ-
 ସଂସ୍କୃତ ଦେହେ ଏବଂ ଦହ୍ୟ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ସେହି ପଥେ ଗମନ କରିଯା ଥାକେ ॥୩୯॥

ভগ্নপাদোরুহস্তাঙ্গৈর্ভগ্নজজ্ঞাশিরোধরৈঃ ।
 ছিন্নকর্ণোষ্ঠনাসৈশ্চ গম্ভব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥৪০॥
 শক্তিভিভিন্দিপালৈশ্চ শঙ্কুতোমারসায়কৈঃ ।
 তুণ্ডমানৈস্ত শূলাগ্রৈর্গম্ভব্যং জীবঘাতকৈঃ ॥৪১॥
 শ্ৰতিব্যাঘ্রৈর্বৃকৈঃ কাকৈর্ভক্ষ্যাগাণাঃ সমস্ততঃ ।
 তুণ্ডমানাশ্চ গচ্ছন্তি রাক্ষসৈর্মাংসঘাতিভিঃ ॥৪২॥
 মহিষৈশ্চ মৃগৈশ্চাপি শূকরৈঃ পৃষতৈস্তথা ।
 ভক্ষ্যাগাণৈস্তদধ্বানং গম্ভব্যং মাংসখাদিভিঃ ॥৪৩॥
 সূচীমৃতীক্লতুণ্ডাভির্গন্ধিকাভিঃ সমস্ততঃ ।
 তুণ্ডমানৈশ্চ গম্ভব্যং পাপিঠৈর্বালঘাতকৈঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

বেদনেতি । ক্লান্তিরবাক্যং শব্দং ক্লান্তিঃ, বিকোশক্তিঃ আত্মীয়ান্ আত্মরক্তিঃ ॥৩৯॥
 ভগ্নেতি । ভগ্না জজ্ঞাশ্চ শিরোধরা গ্রীবাশ্চ বেষাং তৈঃ ॥৪০॥
 শক্তিভিরিতি । তুণ্ডমানৈর্ব্যাধ্যমানেঃ ॥৪১॥
 শ্ৰতিরিতি । শ্ৰতিঃ কুর্কুরৈঃ । মাংসানি স্তম্ভি হননপূর্বকং খাদন্তীতি তৈঃ ॥৪২॥
 মহিষৈরিতি । পৃষতৈর্হরিণবিশেষৈঃ । মাংসখাদিভিরবৈধমাংসভোজিভিঃ ॥৪৩॥
 সূচীতি । সূচীবৎ সূতীক্লানি তুণ্ডানি মুখানি বাসাং তাভিঃ ॥৪৪॥

প্রাণিহিংসাকারী লোকেরা বেদনায় পীড়িত হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকিয়া ও বিকৃত স্বরে আত্মীয়স্বজনকে ডাকিতে থাকিয়া এবং বেদনায় পতিত হইতে হইতে গমন করে ॥৩৯॥

জীবহত্যাকারী লোকেরা চরণ, বক্ষ, হস্ত, জজ্ঞা, গ্রীবা ও অন্ত্রাদি ভগ্ন অবস্থায় এবং কর্ণ, ওষ্ঠ ও নাসিকা ছিন্নভাবে সেই পথে যাওয়া থাকে ॥৪০॥

প্রাণিহিংসাকারী পাপিঠেরা শক্তি, ভিন্দিপাল, শঙ্কু, তোমর, বাণ ও শূলদ্বারা তাড়িত হইতে থাকিয়া সেই পথে গমন করে ॥৪১॥

কুর্কুর, ব্যাঘ্র, বৃক ও কাক দেহের সকল দিকে কামড়াইতে থাকে এবং রাক্ষসেরা মাংস ভোজন করে, এই অবস্থায় পাণ্ডুরা যমলোকের পথে গমন করে ॥৪২॥

মহিষ, মৃগ, শূকর ও হরিণবিশেষ আঘাত করিতে থাকে, সেই অবস্থায় অবৈধমাংসভোজী পাপিঠেরা সেই পথে গমন করিয়া থাকে ॥৪৩॥

সূচীর দ্বারা সূতীক্ল মুখ মক্ষিকারা সকল দিকে দংশন করে, এই অবস্থায় বালকহত্যাকারী পাপিঠেরা গমন করে ॥৪৪॥

বিশ্বকং স্বাগিনং মিত্রং স্ত্রিয়ং বা স্রস্তি যে নরাঃ ।
 শাস্ত্রৈর্নির্ভিষ্ঠমানৈশ্চ গন্তব্যং যমসাদনম্ ॥৪৫॥
 খাদয়ন্তি চ যে জীবান্ দুঃখমাপাদয়ন্তি চ ।
 রাক্ষসৈশ্চ শ্বভিশ্চৈব ভক্ষ্যমাণা ব্রজন্তি তে ॥৪৬॥
 যে হরন্তি চ বস্ত্রাণি শয্যাং প্রাবরণানি চ ।
 তে যান্তি বিক্রতা নগ্নাঃ পিশাচা ইব তৎপথম্ ॥৪৭॥
 গাশ্চ ধান্যং হিরণ্যং বা বল্লভং ক্ষেত্রং গৃহং তথা ।
 যে হরন্তি ছুরাভ্রানঃ পরস্বং পাপকারিণঃ ॥৪৮॥
 পাষাণৈরুন্মূলৈর্দৈত্যৈঃ কাষ্ঠঘাতৈশ্চ জর্জরৈঃ ।
 হন্যমানৈঃ ক্রতাকীর্ণৈর্গন্তব্যং তৈর্য়মালয়ম্ ॥৪৯॥ (যুগ্মকম্)
 ব্রহ্মস্বং যে হরন্তীহ নরা নরকনির্ভয়াঃ ।
 আক্রোশন্তীহ যে নিত্যং গ্রহরন্তি চ যে দ্বিজান্ ॥৫০॥
 শুককণ্ঠা নিবদ্ধান্তে ছিন্নজিহ্বাঙ্গিনাসিকাঃ ।
 পূয়শোণিতদুর্গন্ধা ভক্ষ্যমাণাশ্চ জম্বুকৈঃ ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

বিশ্বকমিতি । বিশ্বকং বিশ্বস্তম্ ॥৪৫॥

খাদেতি । খাদয়ন্তীতি স্বার্থে ইণ, দুঃখমাপাদয়ন্তি প্রহারাদিনা ॥৪৬॥

য ইতি । প্রাবরণানি উত্তরীয়বস্ত্রাণি । বিক্রতা ক্রতপাদক্ষেপাঃ ॥৪৭॥

য ইতি । হিরণ্যং ধনম্ । জর্জরৈঃ জীর্ণাঙ্গৈঃ ॥৪৮—৪৯॥

যে সকল মানুষ বিশ্বস্ত প্রভু, মিত্র বা স্ত্রীলোককে হত্যা করে, তাহারা নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা তাড়িত হইতে থাকিয়া যমলোকে গমন করে ॥৪৫॥

যাহারা প্রাণিগণকে ভোজন করে ও দুঃখ দান করে, তাহারা রাক্ষসগণ ও কুকুরগণকর্তৃক ভক্ষিত হইতে থাকিয়া গমন করে ॥৪৬॥

যাহারা পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয় বস্ত্র ও শয্যা হরণ করে, তাহারা পিশাচের শ্রায় নগ্ন হইয়া ক্রত পাদক্ষেপে সেই পথে গমন করিয়া থাকে ॥৪৭॥

পাপকারী যে সকল ছুরাভ্রা বলপূর্বক গো, ধান্য, ধন, ক্ষেত্র ও গৃহ, এমন কি যে কোন পরকীয় বস্তু হরণ করে, তাহারা শুল্ক, দণ্ডকণ্ঠ, দণ্ড ও সাধারণ কাষ্ঠে তাড়িত, ক্রতবিক্ষত ও জর্জর দেহ হইয়া যমালয়ে বাইয়া থাকে ॥৪৮—৪৯॥

চণ্ডালৈর্ভীষণৈশ্চটৌস্তদ্যমানাঃ সমস্ততঃ ।

ক্লোশস্তঃ করুণং ঘোরং গচ্ছন্তি যমসাদনম্ ॥৫২॥ (বিশেষকম্)

তত্র চাপি গতাঃ পাপা বিষ্ঠাকূপেষ্বনেকশঃ ।

জীবন্তো বর্ষকোটিস্ত ক্লিশ্বন্তে বেদনার্ততঃ ॥৫৩॥

ততশ্চ যুক্তাঃ কালেন লোকে চাপ্মিন্ নরাধমাঃ ।

বিষ্ঠাক্রিগিত্বং গচ্ছন্তি জন্মকোটিশতং নৃপ ! ॥৫৪॥

বিদ্যমানধনৈর্যন্ত লোভদস্তানৃতাস্থিতৈঃ ।

শ্রোত্রিয়েভ্যো ন দত্তানি দানানি কুরুপুঙ্গব ! ॥৫৫॥

গ্রীবাশনিবদ্ধান্তে হস্তমানাশ্চ রাক্ষসৈঃ ।

ক্ষুৎপিপাসাশ্রমার্ভাস্ত যান্তি প্রেতপুরং নরাঃ ॥৫৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মমিতি । আক্লোশস্তি ভৎসয়ন্তি । নিবন্ধাঃ পাঠৈঃ । জঘৃকৈঃ শৃগালৈঃ । তুচ্ছমানাঃ
প্রহারেণ ব্যাধ্যমানাঃ ॥৫০—৫২॥

তজ্জেতি । তত্র যমালয়ে । বেদনার্ততো বেদনার্তভাবেন ॥৫৩॥

তত ইতি । ততো বিষ্ঠাকূপেভ্যঃ ॥৫৪॥

বিত্তেতি । বিদ্যমানানি ধনানি যেবাং তৈঃ, লোভেন দস্তেন ছদ্মনা অনৃতেন বিতথেন চ
অস্থিতৈঃ । গ্রীবাম্ পাঠনিবদ্ধান্তে ॥৫৫—৫৬॥

নরকভয়শূন্য যে সকল মানুষ ব্রহ্মস্ব হরণ করে, যাহারা সর্বদা ব্রাহ্মণের
নিন্দা করে কিংবা যাহারা ব্রাহ্মণগণকে প্রহার করে, তাহারা শুদ্ধকণ্ঠ, পাশবদ্ধ,
ছিন্নাজ, পুঁয় ও রক্তে চূর্ণকৃত, শৃগালকর্তৃক ভক্ষ্যমাণ, ভীষণ ও কোপন
চাণ্ডালকর্তৃক সমস্ত অঙ্গে প্রস্রুত হইতে থাকিয়া করুণ স্বরে ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে
করিতে যমালয়ে গমন করে ॥৫০—৫২॥

সেই পাপাত্মারা যমালয়ে যাইয়া বহুতর বিষ্ঠাকূপে পতিত হইয়া কোটি
বৎসর জীবিত থাকিয়া বেদনার্ত হইয়া ক্লেশ অনুভব করে ॥৫৩॥

রাজা ! সেই পাপিষ্ঠ নরাধমের কালক্রমে সেই সকল হইতে মুক্ত হইয়া,
এই জগতে শতকোটি জন্ম পর্য্যন্ত বিষ্ঠার ক্রিমি হয় ॥৫৪॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ ! ধন থাকিতেও যাহারা লোভ, ছল ও মিথ্যার আশ্রয় করিয়া
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে দান না করে, সেই মানুষেরা কণ্ঠদেশে পাশবদ্ধ, রাক্ষস-
কর্তৃক প্রস্রুত এবং ক্ষুধা, পিপাসা ও পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া যমালয়ে গমন
করে ॥৫৫—৫৬॥

ଅନନ୍ତଦାନା ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳକର୍ତ୍ତାନ୍ତତାମ୍ଭୁକାଃ ।

ଅଗ୍ନଃ ପାନୀୟମାହିତଂ ପ୍ରାର୍ଥୟନ୍ତଃ ପୁନଃ ପୁନଃ ॥୫୭॥

ଆଗିନ୍ ! ବୁଭୁକ୍ଷୁ ତୃଷ୍ଣାର୍ତ୍ତା ଗଚ୍ଛନ୍ତଃ ନୈବାଦ୍ୟ ଶରୁମଃ ।

ସମାଗ୍ନଃ ଦୀୟତାଂ ଆଗିନ୍ ! ପାନୀୟଂ ଦୀୟତାଂ ସମ ।

ଇତି କ୍ରବନ୍ତୁତ୍ତୈର୍ଦୂତୈଃ ପ୍ରାପ୍ୟନ୍ତେ ବୈ ସମାଲୟନ୍ ॥୫୮॥

ତ୍ୱିତି ଶ୍ରୀମହାଭାରତେ ଶତସାହସ୍ରାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈଶାମିକ୍ୟାମାଶ୍ୱମେଧିକ-

ପର୍ବିଣି ଅଶ୍ୱମେଧେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ୍ୟକଥନେ ପଞ୍ଚବିଂଶତ୍ୟାଧିକ-

ଶତତମୋହଧ୍ୟାୟଃ ॥୦॥

—:~:—

ଷଡ୍‌ବିଂଶତ୍ୟାଧିକଶତତମୋହଧ୍ୟାୟଃ ।

—:~:—

ବୈଶାମ୍ପାୟନ ଉବାଚ ।

ତଚ୍‌କ୍ରାତ୍ତ୍ୱା ଚରଣଂ ବିଷୋଃ ପପାତ ଭୁବି ପାଞ୍ଚବଃ ।

ନିଃସଂକ୍ଷୋ ଭୟମନ୍ତୁନ୍ତେ ମୁଚ୍ଛ୍ୟା ସମଭିପ୍ଳୁତଃ ॥୧॥

ଭାରତକୋମୁଦୀ

ଅନନ୍ତେତି । 'ଅନନ୍ତମକୃତଂ ଦାନଂ' ବୈଷ୍ଣେ ॥୫୭॥

ଆମିମ୍ନିତି । 'ଆମିମ୍ନିତି ସମନ୍ୱିତଂ ପ୍ରୀତି ସଂହୋଧନମ୍ । ସୂତ୍ରାଦ୍ୟୋଽଗ୍ନିଃ କ୍ଳୋକଃ' ॥୫୮॥

ଇତି ମହାସଂହୋପାଧ୍ୟାୟ-ଭାରତାଚାର୍ଯ୍ୟ-ଶ୍ରୀହରିଦାମସିଂହାସ୍ତବାଶିଷ୍ଠାଚାର୍ଯ୍ୟ-

ବିରଚିତାୟାଂ ମହାଭାରତଟୀକାୟାଂ ଭାରତକୋମୁଦୀମାଧ୍ୟାୟା-

ମାଧ୍ୟମେଧିକପର୍ବିଣି ପଞ୍ଚବିଂଶତ୍ୟାଧିକଶତତମୋହଧ୍ୟାୟଃ ॥୦॥

—:~:—

ତଦ୍ୱିତି । ପାଞ୍ଚବୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ । ସମଭିପ୍ଳୁତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆତ୍ମନୋଽପି ତଥା ସନ୍ତପାଂ ॥୧॥

ସାହାରା ଦାନ ନା କରେ, ତାହାରା ଶୁକ୍ଳ କର୍ତ୍ତ, ଶୁକ୍ଳ ମୁଖ ଓ ଶୁକ୍ଳ ତାମ୍ଭୁ ହୃତେ ଥାକିୟା ବାର ବାର ପାନୀୟଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେ କରିତେ ଗମନ କରିୟା ଥାକେ ॥୫୭॥

‘ପ୍ରଭୁ ! ଆମରା କ୍ଷୁଧା ଓ ପିପାସାୟ ମୁଗ୍ଧିତ ହେଉଅଛି ଆଜ୍ଞ ଆମ୍ଭ ଗମନ କରିତେ ପାରିତେନା, ପ୍ରଭୁ ! ଆମାକେ ଅଗ୍ନି ଦାନ କରନ ଏବଂ ଆମାକେ ପାନୀୟ ଦିନ’ ଏହିରୂପ ବଳିତେ ବଳିତେ ସମନ୍ୱିତଗଣକର୍ତ୍ତୃକ ତାହାରା ସମାଲୟେ ନୀତ ହେୟା ଥାକେ’ ॥୫୮॥

ততো লক্ষ্ণা শনৈঃ সংজ্ঞাং সমাশ্বস্তোহচ্যুতেন সঃ ।
 নেত্রে প্রক্ষালা তোয়েন ভূয়ঃ কেশবমব্রবীৎ ॥২॥
 ভীতোহস্ম্যাহং মহাদেব ! শ্রদ্ধা মার্গস্ত বিস্তরম্ ।
 কেনোপায়েন তং মার্গং তরন্তি পুরুষাঃ স্তখম্ ॥৩॥

ভগবানুবাচ ।

ইহ যে ধার্মিক লোকে জীবদাতবিবর্জিতাঃ ।
 গুরুশ্রদ্ধায়া যুক্তা দেবতাক্ষণপূজকাঃ ॥৪॥
 অস্মান্ গামুশ্চলোকাভ্যে সভার্যাঃ সহবান্ধবাঃ ।
 যমধ্বানস্ত গচ্ছন্তি যথাবত্তং নিবোধ মে ॥৫॥ (যুগ্মকঃ)
 ত্রাক্ষণেভ্যঃ প্রদানানি নানারূপাণি পাশুবাঃ ।
 যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রৈভ্যস্তে স্তখং যান্তি তৎপথম্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অচ্যুতেন কৃষ্ণেন । ভূয়ঃ পুনঃ ॥২॥
 ভীত ইতি । মার্গস্ত যমলোকপথস্ত, বিস্তরম্ অবস্থায় ইতি শেষঃ ॥৩॥
 ইহেতি । যুক্তা ব্যাপ্তাঃ । অধ্বানঃ যমলোকপথম্ ॥৪—৫॥
 ত্রাক্ষণেভ্য ইতি । ত্রাক্ষণেভ্যো ব্রহ্মনিষ্ঠেভ্য ইতি পুনরুক্তিনিবাসঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সেই সকল বাক্য শুনিয়া ভয়ে
 আকুল, মুচ্ছিত ও অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥১॥

তাহার পর কৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলে তিনি ধীরে ধীরে চৈতন্য লাভ
 করিয়া, জলদ্বারা নয়নযুগল প্রক্ষালনপূর্বক পুনরায় কৃষ্ণকে বলিলেন—॥২॥

‘মহাদেব ! আমি তোমার নিকট বিস্তরক্রমে যমলোকপথের অবস্থা শুনিয়া
 ভীত হইয়াছি ; অতএব বল, মানুষেরা কোন্ উপায়ে স্তখে সেই পথ অতিক্রম
 করিতে পারে ?’ ॥৩॥

কৃষ্ণ বলিলেন—‘মহারাজ ! এই জগতে যাহারা প্রাণিহিংসাবিহীন, গুরু
 পরিচর্যায় নিরত এবং দেবতা ও ত্রাক্ষণগণের পূজক, ধার্মিক, তাঁহারা ভার্যা ও
 বন্ধুবর্গের সহিত এই মনুষ্যলোক হইতে যে পথে যমালয়ে গমন করেন, আপনি
 যথাযথভাবে আমার নিকট সেই পথ শ্রবণ করুন ॥৪—৫॥

পাশুনন্দন ! যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ত্রাক্ষণগণকে নানারূপ দান করেন, তাঁহারা
 সেই পথে স্তখে গমন করিয়া থাকেন ॥৬॥

অন্নং যে চ প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্তুংসংস্কৃতম্ ।
 শ্রোত্রিয়েভ্যো বিশেষেণ শ্রীত্যা পরময়া যুতাঃ ॥৭॥
 তে বিমানৈর্মহাত্মানো যাস্তি চিত্তৈর্ষগালয়ম্ ।
 সেব্যমানা বরজীভিরপ্সরোভির্মহাপথম্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
 যে চ নিত্যং প্রযাভস্তে সত্যং নিষ্কল্মষং বচঃ ।
 তে চ যান্ত্যমলাভ্রাভৈর্বিমানৈর্বৃষযোজিতৈঃ ॥৯॥
 কপিলাণ্ডানি পুণ্যানি গোপ্রদানানি যে নরাঃ ।
 ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি শ্রোত্রিয়েভ্যো বিশেষতঃ ॥১০॥
 তে যান্ত্যমলবর্ণাভৈর্বিমানৈর্বৃষযোজিতৈঃ ।
 বৈবস্বতপুরং প্রাপ্য হৃষ্মরোভির্নিমেষিতাঃ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
 উপানহৌ চ চ্ছত্রঞ্চ শয়নাশ্রাসনানি চ ।
 বিপ্রেভ্যো যে প্রযচ্ছন্তি বস্ত্রাণ্যভরণানি চ ॥১২॥
 তে যান্ত্যশ্বৈর্বৃষৈর্কাপি কৃঞ্জরৈরপ্যালঙ্কতাঃ ।
 ধর্ম্মরাজপুরং প্রাপ্য সৌবর্ণচ্ছত্রেশোভিতাঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অন্নমিতি । স্তুংসংস্কৃতং স্তুং সম্পাদিতম্ । মহাপথমতিক্রমস্ত ইতি শেষঃ ॥৭—৮॥

য ইতি । অমলং যদভ্রং মেঘন্তদাভৈস্তত্তুল্যভ্রবর্ণৈঃ ॥৯॥

কপিলেতি । কপিলা গোবিশেষঃ । অমলে বর্ণাভে বর্ণকাস্তী যেষাং তৈঃ । বৈবস্বতপুরং
 যমালয়ম্ ॥১০—১১॥

উপেতি । উপানহৌ চর্ম্মপাদুকাধরম্, শয়নানি শয্যাঃ । কৃঞ্জরৈর্গজৈঃ ॥১২—১৩॥

যাঁহারা পরম শ্রীতিযুক্ত হইয়া বিশেষভাবে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে স্তুত্বভাবে
 প্রস্তুত অন্ন দান করেন, সেই মহাত্মারা বিচিত্র বিমানে আরোহণ করিয়া, উত্তম
 অঙ্গরোগণে সেবিত হইতে থাকিয়া সেই মহাপথ অতিক্রমপূর্ব্বক যমালয়ে
 যাইয়া থাকেন ॥৭—৮॥

যাঁহারা সর্ব্বদা সত্য ও নিষ্পাপ বাক্য বলেন, তাঁহারা নির্মল মেঘের তুল্য
 শুভ্রবর্ণ ও বৃষসংযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া যমালয়ে গমন করেন ॥৯॥

যে সকল মানুষ বিশেষভাবে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে পুণ্যজনক কপিলা-
 প্রস্তুতি গোদান করেন, তাঁহারা নির্মল কাস্তি ও বৃষসংযুক্ত বিমানে আরোহণ
 করিয়া সেই মহাপথে গমন করেন এবং যমালয়ে যাইয়া অঙ্গরোগণে সেবিত
 হইতে থাকেন ॥১০—১১॥

যে চ ভক্ষ্যাণি দাস্তুস্তি ভোজ্যং পেয়ং তথৈব চ ।
 স্নিদ্ধামাস্তপি বিপ্রৈভ্যঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ ॥১৪॥
 তে যাস্তি কাঞ্চনৈর্ধানৈঃ সুখং বৈবস্বতালয়ম্ ।
 বরস্ত্রীভির্ধন্যাকামং সেব্যমানাঃ সহস্রশঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
 যে চ কীরং প্রযচ্ছন্তি স্নাতং দধি গুড়ং মধু ।
 ত্রাক্ষণৈভ্যঃ প্রযত্নেন শ্রদ্ধধানাঃ সুসংস্কৃতাঃ ॥১৬॥
 চক্রবাকপ্রযুক্তৈস্তু যানৈঃ রুক্ষময়ৈঃ শুভৈঃ ।
 যাস্তি গন্ধর্ববাদিত্রৈঃ সেব্যমানা যমালয়ম্ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
 যে ফলানি প্রযচ্ছন্তি পুষ্পাণি সুরভীণি চ ।
 হংসযুক্তবিমানৈস্তু যাস্তি ধর্ম্যপুং নরাঃ ॥১৮॥
 যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রৈভ্যো বিচিত্রাশ্নং স্নাতপ্লুতম্ ।
 তে ব্রজন্ত্যমলাভ্রাভৈবিমানৈর্বাযুবেগিভিঃ ।
 পুংসু তৎপ্রেতনাথস্য নানাজনসমাকুলম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

- য ইতি । ভক্ষ্যাণি চর্কণীয়ানি । কাঞ্চনৈঃ স্বর্ণময়ৈঃ ॥১৪—১৫॥
 য ইতি । সুসংস্কৃতাঃ স্নানাদিনা পবিত্রীকৃতদেহাঃ । রুক্ষময়ৈঃ স্বর্ণময়ৈঃ ॥১৬—১৭॥
 য ইতি । সুরভীণি সুগন্ধীনি । ধর্ম্যপুং যমালয়ম্ ॥১৮॥
 য ইতি । অমলাভ্রাভিরিত পূর্ববদ্ব্যখ্যানম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

যাঁহারা ত্রাক্ষণগণকে চর্ম্মপাত্ৰকা, ছত্র, শয্যা, আসন, বসন ও আভরণ দান করেন, তাঁহারা অলঙ্কৃত হইয়া অশ্ব, বৃষ ও হস্তীতে আরোহণ করিয়া মনোহর যমালয়ে গমন করেন এবং সেখানে যাইয়া স্বর্ণময় ছত্রে শোভা পাইতে থাকেন ॥১২—১৩॥

যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ত্রাক্ষণগণকে চর্ব্ব্য, খাড়া, পেয় ও স্নিদ্ধ অন্ন দান করেন, তাঁহারা স্বর্ণময় যানে আরোহণ করিয়া সহস্র সহস্র উত্তমস্ত্রীকর্ত্তৃক ইচ্ছানুসারে সেবিত হইতে থাকিয়া, সুখে যমালয়ে গমন করেন ॥১৪—১৫॥

যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত ও পবিত্র হইয়া বিশেষ যত্নপূর্বক ত্রাক্ষণগণকে দুগ্ধ, দধি, স্নাত, গুড় ও মধু দান করেন, তাঁহারা চক্রবাকযুক্ত ও মঙ্গলময় স্বর্ণযানে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের বাড়ে আমোদিত হইতে থাকিয়া যমালয়ে গমন করেন ॥১৬—১৭॥

যাঁহারা সুগন্ধ ফল ও ফুল দান করেন, তাঁহারা হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া যমালয়ে গমন করেন ॥১৮॥

পানীয়ং যে প্রযচ্ছন্তি সর্বভূতপ্রজীবনম্ ।
 তে স্তুত্বাঃ স্তুত্বং যাস্তি ভবনৈর্হংসচোদিতৈঃ ॥২০॥
 যে তিলং তিলধেহুং বা ঘৃতধেহুগথাপি চ ।
 শ্রোত্রিয়েভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি সৌম্যভাবসমম্বিতাঃ ॥২১॥
 সূর্য্যমণ্ডলসঙ্ক্ৰাশৈর্হানৈস্তে যাস্তি নির্মলৈঃ ।
 গীয়মানৈস্ত গন্ধর্কৈর্বৈবস্বতপুং নৃপ ! ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
 যেমাং বাপ্যশ্চ কূপাশ্চ তড়াগানি সরাংসি চ ।
 দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণ্যশ্চ জলাশয়াঃ ।
 যানৈস্তে যাস্তি চন্দ্রাভৈর্দিব্যঘটানিনাদিতৈঃ ॥২৩॥
 চামরৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজ্যমানা মহাপ্রভাঃ ।
 নিত্যতৃপ্তা মহাত্মানে গচ্ছন্তি যমসাদনম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

পানীয়মিতি । সর্কেবাং ভূতানাং প্রাণিনাং প্রজীব্যতে অনেনেতি প্রজীবনং প্রকর্ষণে
 জীবনকারণম্ ॥২০॥

য ইতি । তিলধেহুং ধোকারং তিলরাশিম্ । গ্রহান্তরে তু পারিভাষিকী তিলধেহুঃ ।
 সৌম্যভাবসমম্বিতাঃ স্রোত্র্যভাঃ । বৈবস্বতপুং যমালয়ম্ ॥২১—২২॥

যেষামিতি । বাপ্যাদীনাং প্রকারভেদাদভেদ ইতি পূর্ব্বমপ্যুক্তম্ । ঘটপাদোহয়ং স্রোত্র্যভাঃ ॥২৩॥
 তেষামেব গমনপ্রকারান্তরমাহ চামরৈরিতি । নিত্যতৃপ্তা ইতি জলাশয়করণফলম্ ॥২৪॥

যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতসংযুক্ত বিচিত্র অন্ন দান করেন, তাঁহারা নির্মল
 মেঘের আয় শুভ্রবর্ণ ও বায়ুর আয় বেগবান্ বিমানে আরোহণ করিয়া, বহু
 লোকপূর্ণ সেই যমপুরে গমন করিয়া থাকেন ॥২০॥

যাঁহারা সকল প্রাণীর জীবনরক্ষক জলদান করেন, তাঁহারা অত্যন্ত তৃপ্ত
 থাকিয়া হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া সুখে যমালয়ে গমন করেন ॥২০॥

রাজা ! যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে তিল, তিলধেহু বা
 ঘৃতধেহু দান করেন, তাঁহারা সূর্য্যমণ্ডলের আয় উজ্জল ও নির্মল বিমানে
 আরোহণ করিয়া, যমালয়ে গমন করেন । তখন গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে
 থাকেন ॥২১—২২॥

যাঁহাদের বাপী, কূপ, তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীরূপ জলযুক্ত
 জলাশয় থাকে, তাঁহারা চন্দ্রের আয় শুভ্রবর্ণ ও দিব্য ঘটানিনাদিত যানে
 আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন ॥২৩॥

বিশেষতঃ, উজ্জল মূর্ত্তি সেই মহাত্মারা সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকিয়া যমলোকে গমন

যেষাং দেবগৃহাণীহ চিত্রাণ্যায়তনানি চ ।
 মনোহরাণি কাস্তানি দৰ্শনীয়ানি ভাস্তি চ ॥২৫॥
 তে ব্রজন্ত্যমলাভ্রাভৈবিমানৈৰ্বায়ুবেগিভিঃ ।
 পুরং তৎপ্ৰেতনাথস্ত নানাঞ্জনপদাকুলম্ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
 বৈবস্বতঞ্চ পশ্যন্তি স্মৃথচিত্তং স্মৃথস্থিতম্ ।
 যমেন পূজিতা যাস্তি দেবসালোক্যতাং ততঃ ॥২৭॥
 দেবানুদ্दिश्य लोकेषु प्रपास्य करकोद्धृतम् ।
 शीतलं मलिलं रम्यं तृषितेभ्यো दिशस्ति ये ।
 ते तु तृप्तिं परां यास्ति प्राप्य सौখ्यं महापथम् ॥২৮॥
 কাৰ্ঠপাত্ৰকদা যাস্তি তদধ্বানং স্মৃথং নরাঃ ।
 সৌবৰ্ণমণিপীঠে তু পাদং কৃদ্ধা রথোত্তমে ॥২৯॥

ভারতকোমুদী

যেষামিতি । আয়তনানি দেবগৃহচত্বরানি । কাস্তানি কোমলানি । প্ৰেতনাথস্ত
 যমস্ত ॥২৫—২৬॥

বৈবস্বতমিতি । বৈবস্বতং বিবস্বতঃ সূর্য্যস্ত পুত্রঃ যমম্ । দেবানাং সালোক্যতামেক-
 লোকম্ ॥২৭॥

দেবানিতি । প্রপাস্য পানীয়শালাসু, করকোদ্ধৃতং কলসোত্তোলিতম্ । দিশস্তি দদতি ।
 ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

কাৰ্ঠেতি । সৌবৰ্ণমণিপীঠে স্বৰ্ণময়ে মণিখচিত্তে চ পীঠে ॥২৯॥

করেন । তখন চামর ও তালবৃন্তদ্বারা তাঁহাদের অঙ্গে বায়ু সঞ্চালন করা
 হইতে থাকে ॥২৪॥

যাঁহাদের দেবগৃহ ও দেবগৃহের চত্বর বিচিত্র, মনোহর, কোমল ও দৰ্শনীয়
 রূপ হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহারা নিম্নলি ও শুভ্রবর্ণ মেঘের স্থায় এবং বায়ুর
 তুল্য বেগশালী বিমানে আরোহণ করিয়া নানা দেশে পরিপূর্ণ সেই যমলোকে
 গমন করেন ॥২৫—২৬॥

তাঁহার পর তাঁহারা প্রসন্ন চিত্ত ও স্মৃথস্থিত সেই যমকে দৰ্শন করেন এবং
 যমকর্তৃক সম্মানিত হইয়া অশ্রু দেবলোকে গমন করেন ॥২৭॥

যাঁহারা জগতে দেবগণের উদ্দেশে পানীয়শালায় শীতল ও মনোহর
 কলসোত্তোলিত জল পিপাসার্ত লোকদিগকে দান করেন, তাঁহারা স্মৃথে
 যমলোকের মহাপথ অতিক্রম করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন ॥২৮॥

কাৰ্ঠপাত্ৰকাদাতা মাহুযেরা সূবৰ্ণময় ও মণিখচিত পীঠে চরণ রাখিয়া উত্তম
 রথে উঠিয়া স্মৃথে সেই পথে গমন করেন ॥২৯॥

আরাগান্ বৃক্ষশৃংখলো রোপয়ন্তি চ যে নরাঃ ।
 সংবর্দ্ধয়ন্তি চাব্যগ্রং ফলপুষ্পোপশোভিতান্ ॥৩০॥
 বৃক্ষচ্ছায়াং রম্যাস্থ শীতলাং শ্লবন্ততাঃ ।
 যান্তি তে বাহনৈর্দিব্যৈঃ পূজ্যমানা যুহ্মুহঃ ॥৩১॥
 সেব্যমানাঃ সুরূপাভিরুত্তমাভিঃ প্রযত্নতঃ ।
 স্ত্রীভিঃ কনকবর্ণাভির্যথাকামং যথাস্থগম্ ॥৩২॥ (বিশেষকম)
 অশ্বযানস্ত গোযানং হস্তিযানমথাপি চ ।
 যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রৈভ্যো বিমানৈঃ কনকোপমৈঃ ॥৩৩॥
 স্তবর্ণং রজতং বাপি বিজ্ঞমং মৌক্তিকং তথা ।
 যে প্রযচ্ছন্তি তে যান্তি বিমানৈঃ কনকোজ্জ্বলৈঃ ॥৩৪॥
 ভূমিদা যান্তি তং লোকং সর্ষকামৈঃ স্ততর্পিতাঃ ।
 উদিতাদিত্যসঙ্কটৈর্বিমানৈর্বৃষযোজিতৈঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

আরামানিতি । আরাগান্ উপবনানি, বৃক্ষাণাং শৃংখলান্ সমূহান্ । দিব্যৈঃ স্বর্গীয়ৈঃ ।
 কনকবর্ণাভিঃ স্বর্ণকাস্তিভিঃ ॥৩০—৩২॥

অশ্বৈতি । কনকোপমৈঃ স্বর্ণবর্ণৈর্বিমানৈস্তে গচ্ছন্তীতি শেষঃ ॥৩৩॥

স্তবর্ণমিতি । বিজ্ঞমং প্রবালম্ ॥৩৪॥

ভূমিদা ইতি । সর্ষকামৈঃ সর্ষাভীষ্টবস্ত্রভিঃ । উদিতাদিত্যসঙ্কটৈঃ উদয়মানসূর্য্যবর্ণৈঃ ॥৩৫॥

ষাঁহারা উত্তান নির্মাণ করিয়া তাহাতে নানাবিধ বৃক্ষ রোপণ করেন এবং
 সেগুলি ফলে ও ফুলে শোভিত হওয়া পর্য্যন্ত সেগুলিকে অনাকুলভাবে বদ্ধিত
 করিতে থাকেন, তাঁহারা বিশেষভাবে অলঙ্কৃত হইয়া ও অনবরত পূজিত হইতে
 থাকিয়া স্বর্গীয় বাহনে উঠিয়া শীতল ও মনোহর বৃক্ষচ্ছায়ায় যমলোকে গমন
 করেন এবং সেখানে গেলে পর স্বর্ণবর্ণা, সুরূপা ও উত্তমা রমণীরা যত্নপূর্ব্বক
 ইচ্ছানুসারে ও যথাস্থে তাঁহাদের সেবা করে ॥৩০—৩২॥

ষাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে অশ্বযান, গোযান বা হস্তিযান দান করেন, তাঁহারা
 স্বর্ণবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন ॥৩৩॥

ষাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল বা মুক্তা দান করেন, তাঁহারা
 স্বর্ণসদৃশ উজ্জল বিমানে যমালয়ে যাইয়া থাকেন ॥৩৪॥

ভূমিদানকারী লোকেরা সর্ষাভীষ্ট লাভে সন্তুষ্ট হইয়া উদয়মান সূর্য্যের দ্বারা
 উজ্জল বৃষদযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন ॥৩৫॥

কক্কাং যে চ প্রযচ্ছন্তি বিপ্রায় শ্রোত্রিয়ায় চ ।
 দিব্যকক্কাবৃত্তা যাস্তি বিমানৈস্তে যমালয়ম্ ॥৩৬॥
 অগন্ধান্ গন্ধসংযোগান্ পুষ্পাণি স্তরভীণি চ ।
 প্রযচ্ছন্তি দ্বিজাগ্রেভ্যো ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥৩৭॥
 অগন্ধাঃ স্তূৰ্ণবৈশাশ্চ স্তূত্রভাঃ অগ্ৰবিভূষণাঃ ।
 যাস্তি ধৰ্ম্মপুৰং যানৈর্বিচিত্রৈরপ্যলঙ্কৃতাঃ ॥৩৮॥ (যুগ্মকম্)
 দীপদা যাস্তি যানৈশ্চ দ্ব্যোতয়ন্তো দিশো দশ ।
 আদিত্যসদৃশাকারৈর্দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥৩৯॥
 গৃহাবসথদাতারে গৃহৈঃ কাঞ্চনবেদিকৈঃ ।
 ব্রজন্তি বালসূর্য্যাভৈর্ধৰ্ম্মরাজপুৰং নরাঃ ॥৪০॥
 জলভাজনদাতারঃ কুণ্ডিকাকরকপ্রদাঃ ।
 পূজ্যমানা বরস্ত্রীভির্যাস্তি তৃপ্তা মহাগজৈঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

কক্কাংমিতি । দিব্যাভিঃ স্বর্গীয়াভিঃ কক্কাভিবৃত্তাঃ পরিবেষ্টিতাঃ ॥৩৬॥
 অগন্ধানিতি । গন্ধানাং সংযোগো যেযুতান্ পদার্থান্ । স্রজো মালায়ানি বিভূষণানি
 যেবাং তে ॥৩৭—৩৮॥
 দীপদা ইতি । দ্ব্যোতয়ন্তঃ প্রকাশয়ন্তঃ ॥৩৯॥
 গৃহেতি । অত্র গৃহং পর্ণাদিনির্মিতম্, আবসথশ্চ ইষ্টকাদিবিহিতঃ তয়োর্দাতারঃ, কাঞ্চন-
 বেদিকৈর্গৃহৈঃ সহ । বালসূর্য্যাভৈর্বিমানৈঃ ॥৪০॥
 জলেতি । কুণ্ডিকা ঘটী, করকঃ কলসঃ ভৌ প্রদতীতি তে ॥৪১॥

যাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে কক্কা দান করেন, তাঁহারা স্বর্গীয় কক্কাগণে
 পরিবেষ্টিত হইয়া বিমানে উঠিয়া যমালয়ে যাইয়া থাকেন ॥৩৬॥

যাঁহারা পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে গন্ধদ্রব্য, গন্ধসংযুক্ত দ্রব্য ও স্তূগন্ধি
 পুষ্প দান করেন, তাঁহারা সৌরভযুক্ত, শোভনবৈশ, স্তূন্দর কাস্তি, মালা-
 বিভূষিত ও অলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র বিমানে যমলোকে গমন করেন ॥৩৭—৩৮॥

দীপদানকারী লোকেরা অগ্নির জ্বাল দীপ্তি পাইতে থাকিয়া দশ দিক্
 আলোকিত করিয়া সূর্য্যের জ্বাল উজ্জল বিমানে যমলোকে গমন করেন ॥৩৯॥

যাঁহারা স্বর্ণবেদিকায়ুক্ত গৃহের সহিত পর্ণকূটীর ও ইষ্টকগৃহ দান করেন,
 সেই সকল মানুষ নবোদিত সূর্য্যের জ্বাল উজ্জল বিমানে আরোহণ করিয়া
 যমলোকে গমন করেন ॥৪০॥

সাধারণ জলপাত্রদাতা এবং ঘটী ও কলসদানকারী মানুষ বিশাল হস্তীতে

পাদাভ্যঙ্গং শিরোহভ্যঙ্গং পানং পাদোদকং তথা ।

যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রোভ্যন্তে যাস্ত্যশ্বৈর্ষগালয়ম্ ॥৪২॥

বিপ্রাময়ন্তি যে বিপ্রান্ প্রাস্তানধ্বনি কশিতান্ ।

চক্রবাকপ্রযুক্তেন যাস্তি যানেন তেহপি চ ॥৪৩॥

স্বাগতেন চ যো বিপ্রান্ পূজয়েদাসনেন চ ।

স গচ্ছতি তদধ্বানং স্মৃৎ পরমনির্বৃতঃ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-

মাস্থমেধিকপর্ৱণি অশ্বমেধে বৈষৱধর্ম্মকথনে

ষড়্ বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতকৌমুদী

পাদেতি । পাদাভ্যঙ্গং পাদাভ্যঙ্গোপযোগি তৈলম্ । পরমণ্যোবম্ ॥৪২॥

বিপ্রোতি । কশিতান্ ক্লিষ্টান্ ॥৪৩॥

স্বাগতেনতি । স্বাগতেন স্বাগতপ্রশ্নেন । পরমনির্বৃতঃ অত্যন্তনিকৃপজবঃ ॥৪৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিনাসদিস্বাস্বামীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়া-

মাস্থমেধিকপর্ৱণি ষড়্ বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

আরোহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়া উত্তম জীগণে সেবিত হইতে থাকিয়া যমভবনে গমন করিয়া থাকেন ॥৪১॥

যাঁহারা চরণ ও মস্তক অভ্যঙ্গের উপযোগী তৈল, পানীয় ও পাদপ্রক্ষালনের জল ব্রাহ্মণগণকে দান করেন, তাঁহারা অশ্ব আরোহণ করিয়া যমালয়ে গমন করেন ॥৪২॥

যাঁহারা পথের পরিভ্রমে পরিভ্রান্ত ও ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বিপ্রাম করান, তাঁহারা চক্রবাকযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া যমালয়ে যাইয়া থাকেন ॥৪৩॥

যিনি স্বাগতপ্রশ্ন ও আসন দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের সম্মান করেন, তিনি অত্যন্ত নিকৃপজব হইয়া, স্মৃৎসেই যমলোকের পথে গমন করিয়া থাকেন' ॥৪৪॥

—:~:—

সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃ—

ভগবানুবাচ ।

নগো ব্রহ্মণ্যদেবেতি যো গাং দৃষ্ট্যভিবাদয়েৎ ।
ব্রতীব প্রযতো নিত্যং স সুখং তৎপদং ব্রজেৎ ॥১॥
নমঃ সর্বসহাভ্যশ্চৈত্যভিধ্যায় দিনে দিনে ।
নমস্করোতি নিত্যং গাং স সুখং যাতি তৎপথম্ ॥২॥
নমোহস্ত প্রিয়দত্তায়ৈত্যেবংবাদী দিনে দিনে ।
ভূগিমাক্রগতে প্রাতঃ শয়নাদুথিতশ্চ যঃ ॥৩॥
সর্বকামৈঃ স তৃপ্তায়া সর্বভূষণভূষিতঃ ।
যাতি যানেন দিব্যেন সুখং বৈবস্বতালয়ম্ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
অনন্তরাশিনো যে তু দস্তানু চবিবর্জিতাঃ ।
তেহপি সারসযুক্তেন যান্তি যানেন বৈ সুখম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

নম ইতি । গাং মদীয়বিগ্রহম্ । ব্রতী চাক্রায়ণব্রতবান্, তৎপদং ব্রহ্মণ্যদেবস্থানম্ ॥১॥
নম ইতি । সর্বসহাভ্যো ভূমিভাঃ । গাং ভূমিম্, তৎপথং যমলোকমার্গম্ ॥২॥
নম ইতি । অত্র প্রিয়দত্তায়ৈত্যেবমিতি “অবাদীনাং” ইত্যাদিনা সঙ্কো যলোপেহপি
প্রকৃত্যভাব আর্থঃ । আক্রমতে পদেন স্পৃশতি, শয়নাং শয্যাতে, দিব্যেন স্বর্গীয়ৈণ
বিমানেন ॥৩—৪॥

ভগবান্ বলিলেন—‘যে লোক আমার বিগ্রহ দেখিয়া ‘ব্রহ্মণ্যদেব ।
আপনাকে নমস্কার’ এই কথা বলিয়া অভিবাদন করে এবং ব্রতীর জ্ঞান সর্বদা
সংযত থাকে, সেই লোক সুখে পরব্রহ্মে লীন হয় ॥১॥

যে লোক প্রত্যহ ‘সর্বসহাভ্যো নমঃ’ এই কথা বলিয়া সর্বদা ভূমিকে
নমস্কার করে, সেই লোক সুখে যমালয়ের পথে গমন করিয়া থাকে ॥২॥

যে লোক প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া ‘প্রিয়দত্তায়ৈ নমঃ’ এই
কথা বলিয়া ভূমিতে পাদক্ষেপ করে, সেই লোক সর্বাভীষ্ট লাভে সন্তুষ্ট চিত্ত ও
সর্বকৃপণে ভূষিত হইয়া স্বর্গীয় যানে আরোহণ করিয়া সুখে যমালয়ে
যায় ॥৩—৪॥

যে চাপ্যেকেন ভুঞ্জেন দস্তানৃতবিবর্জিতাঃ ।
 হংসযুক্তৈর্বিগানৈস্তু স্মৃথং যাস্তি যমালয়ম্ ॥৬॥
 চতুর্থেন চ ভুঞ্জেন বর্তন্তে যে জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 যাস্তি তে ধর্ম্মনগরং যানৈর্বর্হিণযোজিতৈঃ ॥৭॥
 তৃতীয়দিবসেনেহ ভুঞ্জতে যে জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 তেহপি হস্তিরথৈর্হাস্তি তৎপথং কনকোজ্জ্বলৈঃ ॥৮॥
 ষষ্ঠান্নকালিকো যস্ত বর্ষমেকস্ত বর্ততে ।
 কাগক্রোধবিনিশ্মুক্তঃ শুচিনিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 স যাতি কুঞ্জরশ্চস্ত জয়শব্দবরৈর্যুতঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অনন্তরেতি । অনন্তরম্ একৈকদিনাং পরম্ অশ্বস্তি ভুঞ্জত ইতি তে ॥৫॥
 য ইতি । একেন ভুঞ্জেন প্রত্যহম্ একবারভোজনে দিনান্ততীক্রামস্তীতি শেষঃ ॥৬॥
 চতুর্থেনেতি । একদিনমুপবাসঃ, পরদিনে চ রাজ্ঞো ভোজনমিতি চতুর্থং ভুজং তেন ।
 বর্হিণো ময়ুরঃ ॥৭॥
 তৃতীয়েতি । তৃতীয়দিবসেনেত্যনেন দিবসদ্বয়মতিক্রম্যেতি সূচিতম্ ॥৮॥
 যঠেতি । ষষ্ঠান্নকালিকো দিনদ্বয়মতিক্রম্য তৃতীয়দিনে রাজ্ঞো ভোজনকারী । ষট্‌পাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥৯॥

যাঁহারা ছল ও মিথ্যাবিহীন হইয়া একদিন অন্তর একদিন ভোজন করেন,
 তাঁহারাও সারসপক্ষিযুক্ত যানে উঠিয়া সুখে যমালয়ের পথে গমন করেন ॥৫॥

যাঁহারা ছল ও মিথ্যাবিহীন হইয়া প্রত্যহ একবার মাত্র ভোজন করেন,
 তাঁহারাও হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া, সুখে যমালয়ে যাইয়া
 থাকেন ॥৬॥

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া পূর্বদিন আহার না করিয়া পরদিন রাত্রিতে
 আহার করেন, তাঁহারা ময়ূরবাহিত যানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন
 করেন ॥৭॥

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া দুই দিনের পর তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্নে ভোজন
 করেন, তাঁহারাও স্বর্ণোজ্জ্বল হস্তিরথে আরোহণ করিয়া যমলোকের পথে
 গমন করেন ॥৮॥

যিনি এক বৎসর যাবৎ সর্বদা কামক্রোধশূন্য, পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া
 দুই দিনের পর তৃতীয় দিনে রাত্রিতে ভোজন করেন, তিনি হস্তিচালিত রথে
 আরোহণ করিয়া নিজের জয়শব্দ শুনিতে থাকিয়া যমলোকে গমন করেন ॥৯॥

পক্ষোপবাসিনো যান্তি যানৈঃ শাদূলযোজিতৈঃ ।
 ধর্মরাজপুং রম্যং দিব্যস্ত্রীগণসেবিতম্ ॥১০॥
 যে চ মাসোপবাসং বৈ কুর্বতে সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।
 তেহপি সূর্য্যোদয়প্রার্থ্যাস্তি যানৈর্ঘমালয়ম্ ॥১১॥
 অগ্নিপ্রবেশং যচ্চাপি কুরুতে মদগতান্ননা ।
 স যাত্যগ্নিপ্রকাশেন বিমানেন যমালয়ম্ ॥১২॥
 গোকৃতে স্ত্রীকৃতে চৈব হত্বা বিপ্রকৃতেহপি চ ।
 তে যান্ত্যগ্নরকণ্ঠাভিঃ সেব্যমানা রবিপ্রভাঃ ॥১৩॥
 যে চ কুর্বন্তি মদভক্তাস্তীর্থযাত্রাং জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 তে পস্থানং মহান্নানো যানৈর্হাস্তি স্ননিবৃত্তাঃ ॥১৪॥
 যে যজন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
 হংসগারসংযুক্তৈর্ধানৈস্তে যান্তি তৎপথম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পক্ষেতি । ধর্মরাজপুং যমালয়ম্ ॥১০॥

য ইতি । সূর্য্যোদয়প্রার্থ্যোদয়কালীনসূর্য্যবদুজ্জ্বলৈঃ ॥১১॥

অস্মীতি । মদগতান্ননা মাং ধ্যায়ন্তিত্যর্থঃ ॥১২॥

গবিতি । গোকৃতে গোরক্ষানিমিত্তম্ । এবমগ্নয় । হত্বা আত্মানমিতি শেষঃ ॥১৩॥

য ইতি । পস্থানং যমলোকপথম্, স্ননিবৃত্তা অত্যন্তনিরুপজ্জবাঃ ॥১৪॥

য ইতি । ভূরিঃ প্রচুরা দক্ষিণা ঘেষাং তৈঃ ॥১৫॥

পক্ষোপবাসী ধাম্মকেরা ব্যাজসংযুক্ত যানে আরোহণ করিয়া মনোহর স্বর্গীয় স্ত্রীগণসেবিত যমভবনে গমন করেন ॥১০॥

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া এক মাস উপবাস করেন, তাঁহারাও উদয়-কালীন সূর্য্যের আয় উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥১১॥

যিনি আমাকে ধ্যান করিতে থাকিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেন, তিনি অগ্নির আয় উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া যমলোকে গমন করেন ॥১২॥

যাঁহারা গো, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ রক্ষার নিমিত্ত দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা সূর্য্যের আয় উজ্জ্বল মুক্তি হইয়া দেবকণ্ঠাগণে সেবিত হইতে থাকিয়া যমলোকে গমন করেন ॥১৩॥

আমার ভক্ত যে সকল লোক জিতেন্দ্রিয় হইয়া তীর্থযাত্রা করেন, সেই মহান্নারা বিমানে আরোহণ করিয়া মহান্নখে যমলোকে যাইয়া থাকেন ॥১৪॥

ପରମ୍ପରାମୟମ୍ଭବ ଭୂତ୍ୟାନ୍ ବିଭ୍ରତି ଯେ ନରାଃ ।
 ତତ୍ପଥଂ ସମ୍ଭୁତଂ ଯାନ୍ତି ବିମାନେଃ କାଞ୍ଚନୋଽଞ୍ଜଳିଃ ॥୧୬॥
 ସେ ସମାଃ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜୀବାନାମଭୟପ୍ରଦାଃ ।
 କ୍ରୋଧଲୋଭବିନିମ୍ବୁକ୍ତା ନିଗୃହୀତେନ୍ଦ୍ରିୟାନ୍ତଥା ॥୧୭॥
 ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରୀତିକାଶିବିମାନେଷ୍ଠେ ମହାପ୍ରଭାଃ ।
 ଯାନ୍ତି ବୈବସ୍ବତପୁରଂ ଦେବଗନ୍ଧର୍ବସେବିତାଃ ॥୧୮॥ (ସୁଖାକମ୍)
 ସେ ଗାମେକାନ୍ତଭାବେନ ଦେବଂ ତ୍ରାସ୍ବକମେବ ବା ।
 ପୂଜୟନ୍ତି ନଗଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ଵବନ୍ତି ଚ ଦିନେ ଦିନେ ।
 ଧର୍ମରାଜପୁରଂ ଯାତି ଯାନିନ୍ତେହ୍ନିର୍ବିଶମପ୍ରଭାଃ ॥୧୯॥
 ପୂଜିତାନ୍ତତ୍ର ଧର୍ମେଣ ସ୍ଵୟଂ ଗାନ୍ଧାରୀଦିଭିଃ ଶୁଭିଃ ।
 ଯାନ୍ତେସ୍ବ ଧର୍ମଲୋକଂ ବା ଋତ୍ଵଲୋକଗଥାପି ବା ॥୨୦॥

ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାରତେ ଶତସାହସ୍ରାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟା-
 ମାନ୍ସମେଧିକପର୍ବିଣି ଅଷ୍ଟମେଧେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ୍ୟକଥନେ
 ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣଶତାଧିକଶତତମୋହଧ୍ୟାୟଃ ॥୧॥

ଭାରତକୋମୁଦୀ

ପରାଜିତ । ଭୂତ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟଜନାନ୍, ବିଭ୍ରତି ଅଗ୍ରଦାନାଦିନା ପୁଞ୍ଜି ॥୧୬॥

ସ ଇତି । ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମିତ୍ରଶତ୍ରୁପ୍ରାଣିମାତ୍ରେଷୁ । ବୈବସ୍ବତପୁରଂ ସମାଲୟମ୍ ॥୧୭—୧୮॥

ସ ଇତି । ଏକାନ୍ତଭାବେନ ପରମତତ୍ତ୍ଵା, ତ୍ରାସକଂ ମହାଦେବମ୍ । ଅର୍ବିଶମପ୍ରଭାଃ ଅଧ୍ୟାବହୁଞ୍ଜଳିଃ ।

ସ୍ବପ୍ନାଦୋହଂ ଶ୍ଳୋକଃ ॥୧୯॥

ସେ ସକଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଚୁର ଦକ୍ଷିଣାୟୁକ୍ତ ସଜ୍ଜ କରେନ, ତାହାରା ହଂସ ଓ ସାରସ-
 ପକ୍ଷିଯୁକ୍ତ ବିମାନେ ଆରୋହଣ କରିয়া ସେହି ସମ୍ବଲୋକର ପଥେ ଗମନ କରିয়া
 ଥାକେନ ॥୧୫॥

ସେ ସକଳ ମାନ୍ୟ ପଦେର ଉତ୍ସାହ ନା କରିয়া ପୋଷ୍ଟବର୍ଗେର ପୋଷଣ କରେ,
 ତାହାରା ଅର୍ବୋଞ୍ଜଳ ବିମାନେ ଆରୋହଣ କରିয়া ସୁଖେ ସମ୍ବଲୋକର ପଥେ ଯାହିয়া
 ଥାକେ ॥୧୬॥

ସାହାରା ସର୍ବଭୂତେ ସମଦର୍ଶୀ, ପ୍ରାଣିଗଣେର ଅଭୟଦାତା, କ୍ରୋଧଲୋଭଶୂନ୍ୟ ଓ
 ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟହନ, ତାହାରା ଉତ୍ତମ କାନ୍ତିସମ୍ପନ୍ନହୈୟା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରେର ତୁଲ୍ୟ ଉଞ୍ଜଳ ବିମାନେ
 ଆରୋହଣ କରିয়া, ଦେବଗଣ ଓ ଗନ୍ଧର୍ବଗଣେ ସେବିତ ହୈତେ ଥାକିଆ ସମାଲୟେ ଗମନ
 କରେନ ॥୧୭—୧୮॥

ସାହାରା ପରମ ଭକ୍ତିସହକାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମାର ଓ ମହାଦେବେର ପୂଜା, ନମସ୍କାର ଓ
 ଶ୍ରବ କରେନ, ତାହାରା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରାୟ ଉଞ୍ଜଳ ବିମାନେ ଆରୋହଣ କରିଆ ଧର୍ମରାଜ-
 ଶବ୍ଦେନେ ଗମନ କରେନ ॥୧୯॥

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা যমপুরাধ্বানং জীবানাং গমনং তথা ।
 ধর্মপুত্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা কেশবং পুনরব্রবীৎ ॥১॥
 দেবদেবেশ ! দৈত্যস্র ! ঋষিসমুজ্জ্বরভিক্ট ত ! !
 ভগবন্ ! ভবহন্ ! শ্রীমন্ ! সহস্রাদিত্যসম্নিত ! ॥২॥
 সর্বসম্ভব ! ধর্মজ্ঞ ! সর্বধর্মপ্রবর্তক ! !
 সর্বদানফলং সৌম্য ! কথয়স্ব গম্যচ্যুত ! ॥৩॥ (যুগাকম)
 দানং দেয়ং কথং কৃষ্ণ ! কীদৃশায় দ্বিজায় বৈ ।
 কীদৃশং বা তপঃ কৃত্বা তৎফলং কুত্র ভুজ্যতে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

পুজিতা ইতি । যান্তি প্রাপ্তক্কা মদভক্তাঃ শিবভক্তা বা ॥২০॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্কনি
 অশ্বমেধে সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

ঋষেতি । প্রহৃষ্টাত্মা আত্মনো ধার্মিকত্বাবধারণাদিত্যাশয়ঃ ॥১॥
 দেবেতি । ভবঃ ভক্তানাং জন্ম হন্তি জ্ঞানদানেন নিবারয়তীতি তৎসম্বোধনম্ । সর্বং
 সম্ভবত্যাশ্বাদিতি তৎসম্বোধনম্ ॥২—৩॥
 দানমিতি । দেয়ং কর্তব্যম্ । কুত্র স্থানে অবস্থায়াক ॥৪॥

সে স্থানে স্বয়ং ধর্মরাজ মঙ্গলময় মাল্যপ্রভৃতিদ্বারা তাঁহাদের পূজা করেন ।
 তৎপরে তাঁহারা ধর্মলোকেই থাকেন কিংবা ক্রজলোকে চলিয়া যান' ॥২০॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির যমালয়ের পথ এবং জীবগণের সেই পথে
 গমন শুনিয়া হৃষ্ট চিত্ত হইয়া পুনরায় কৃষ্ণকে বলিলেন—॥১॥

‘দেবদেবেশ্বর, দৈত্যহন্তা, ঋষিগণস্তুত, ভক্তগণের জন্মনিবারক, সৌন্দর্য্য-
 সম্পন্ন, সহস্র সূর্য্যতুল্য উজ্জল, সর্বকারণ, ধর্মজ্ঞ, সর্বধর্মপ্রবর্তক, শান্ত বৃষ্টি,
 ভগবন্ অচ্যুত ! তুমি আমার নিকট সর্বপ্রকার দানের কলং বল ॥২—৩॥

এবমুক্তো হৃষীকেশো ধর্মপুত্রো ধীমতা ।
 উবাচ ধর্মপুত্রায় পুণ্যান্ ধর্মান্ মহোদয়ান্ ॥৫॥
 শৃণুষ্যবহিতো রাজন্ ! পুতং পাপম্মুক্তময় ।
 সর্বদানফলং সৌম্য ! ন শ্রাব্যং পাপকর্মণাম্ ॥৬॥
 যচ্শ্রদ্ধা পুরুষঃ স্ত্রী বা নষ্টপাপঃ সমাহিতঃ ।
 তৎক্ষণাৎ পুততাং যাতি পাপকর্মরতোহপি বা ॥৭॥
 একাহমপি কোন্মুয় ! ভূমাবুৎপাদিতং জলম্ ।
 সপ্ত তারয়তে পূর্বান্ বিতুষা যত্র গোর্ভবেৎ ॥৮॥
 পানীয়ং পরমং লোকে জীবানাং জীবনং স্মৃতম্ ।
 পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতি পাণ্ডব ! ।
 পানীয়স্য গুণা দিব্যাঃ পরলোকে গুণাবহাঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পুণ্যান্ পুণ্যরূপান্, মহান্ উদয়ঃ সমুদ্বিগ্ধভাস্তান্ ॥৫॥
 শৃণুষ্যতি । পুতং পবিত্রম্ । হে সৌম্য ! শাস্তমুর্তি ॥৬॥
 ষদ্বিতি । সমাহিত একাগ্রচিত্তঃ শ্রুয়েতি সম্বন্ধঃ ॥৭॥
 একেতি । উৎপাদিতং জলাশয়নির্মাণেন । পূর্বান্ পূর্বপুরুষান্, যত্র যজ্জলপানে ॥৮॥
 পানীয়মিতি । জীবন্ত্যনেনেতি জীবনং জীবনরক্ষাহেতুঃ । গুণাবহা উৎকর্ষজনকাঃ ।
 ষট্‌পাদোহয়ং স্লোকঃ ॥৯॥

কৃষ্ণ ! কি প্রকার ব্রাহ্মণকে কি প্রকারে দান করিতে হয় এবং মানুষ কি প্রকার তপস্যা করিয়া কোথায় তাহার ফলভোগ করে ? ॥৪॥

ধীমান্ যুধিষ্ঠির এই প্রকার বলিলে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট মহাসমুদ্বিজনক পুণ্যরূপ ধর্ম বলিতে লাগিলেন—॥৫॥

‘শাস্তমুর্তি রাজা ! আপনি অবহিত হইয়া পবিত্র ও পাপনাশক সর্ব-প্রকার উত্তম দানের ফল শ্রবণ করুন, ইহা পাপীদের শ্রোতব্য নহে ॥৬॥

স্ত্রী বা পুরুষ পাপকার্যে নিরত থাকিয়াও একাগ্র চিত্তে যাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় ॥৭॥

কুন্তীনন্দন ! গরু যে জলাশয়ের গুণে এক দিনও তৃষ্ণাবিহীন হয় ; সেই সেই প্রকার জলাশয় ভূমিতে খনন করিলে মানুষ পূর্ববর্তী সাত পুরুষকে উদ্ধার করে ॥৮॥

পাণ্ডুনন্দন ! জগতে জল অশ্রু বস্তু অপেক্ষা উত্তম এবং প্রাণিগণের জীবন-রক্ষার হেতু ; অতএব জলদানে প্রাণিমাাত্রেরই তৃপ্তি হয় । বিশেষতঃ, পরলোকে জলদানের অলৌকিক গুণ দাতার উৎকর্ষজনক হইয়া থাকে ॥৯॥

তত্র পুষ্পাদিকী নাগ নদী পরমপাবনী ।
 কাগান্ দদাতি রাজেন্দ্র ! তোয়দানাং যমালয়ে ॥১০॥
 শীতলং সলিলং হত্র হৃৎকম্যমমৃতোপগম্ ।
 শীততোয়প্রদাতৃণাং ভবেমিত্যং সুখাবহম্ ॥১১॥
 যে চাপ্যতোয়দাতারঃ পৃথস্তেষাং বিদীয়তে ।
 প্রণশ্যত্যান্মুপানেন বভূক্ষা চ যুধিষ্ঠির ! ॥১২॥
 তৃষিতশ্চ ন চামেন পিপাসাপি প্রণশ্যতি ।
 তস্মাত্তোয়ং সদা দেয়ং তৃষিতেভ্যো বিজানতা ॥১৩॥
 অগ্নেৰ্মূৰ্ত্তিঃ কিতির্যোনিরমৃতশ্চ চ সম্ভবঃ ।
 অতোহস্তঃ সৰ্বদাভূতানাং মূলগিত্যচ্যতে বুধৈঃ ॥১৪॥
 অস্তিঃ সৰ্বাণি ভূতানি জীবন্তি প্রভবন্তি চ ।
 তস্মাৎ সৰ্বেষু দানেষু তোয়দানাং বিশিষ্ঠতে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । কাম্যস্ত ইতি কাম্য অভিষ্টপদার্থাভূতান্ । তোয়দানাং জলদাতৃণাম্ ॥১০॥
 শীতলমিতি । অত্র যমালয়ে । সুখাবহং সুখজনকম্ ॥১১॥
 য ইতি । পৃথঃ কতাদিজাতং বিকৃতরক্তম্, বিদীয়তে পেষয়েন ॥১২॥
 তৃষিতশ্চেতি । বিজানতা জলজ্ঞাং বুধ্যমানেন জনেন ॥১৩॥
 অগ্নেরিতি । অগ্নেৰ্মূৰ্ত্তিঃ “অদভ্যোহগ্নি”রিত্তি অরণ্যং, যোনিঃ কারণম্, সম্ভব উৎপত্তি-
 কারণম্ । অস্তো জলম্ ॥১৪॥
 অস্তিরিতি । অস্তিৰ্জলৈঃ, প্রভবন্তি উৎপদন্তে ॥১৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! সেই যমালয়ে পরমপাবনী ‘পুষ্পাদিকী’ নামে একটা নদী আছে । সেই নদী জলদাতাদিগের সমস্ত অভিষ্ট দান করে ॥১০॥

সেই নদীতে শীতল, অক্ষয় ও অমৃতের তুল্য জল আছে । সেই জল শীতল জলদাতাদের সৰ্বদা সুখজনক হইয়া থাকে ॥১১॥

আর যাহারা জলদান না করে, তাহাদের জন্ত পুঁথি বিহিত হইয়াছে । রাজা ! জলপানে ক্ষুধাও নিবৃত্তি পায় ॥১২॥

কিন্তু অন্নদ্বারা তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবৃত্তি পায় না ; অতএব পিপাসার্ত-দিগকে সৰ্বদা জলদান করা জ্ঞানী লোকের উচিত ॥১৩॥

জল অগ্নির মূৰ্ত্তি, পৃথিবীর কারণ এবং অমৃত সৃষ্টির হেতু ; অতএব জল সমস্ত প্রাণীর মূল—এই কথা পণ্ডিতেরা বলেন ॥১৪॥

সর্বদানতপোযজ্ঞৈর্ঘং প্রাপ্য ফলমুত্তমম্ ।
 তৎ সর্বং তোয়দানেন প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৬॥
 যে প্রযচ্ছন্তি বিশেষ্যস্তদানং হুসংস্কৃতম্ ।
 তৈস্ত দত্তাঃ স্বয়ং প্রাণা ভবন্তি ভরতর্ষভ ! ॥১৭॥
 অন্নাদরক্তঞ্চ শুক্রঞ্চ অগ্নে জীবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 ইন্দ্রিয়াণি চ বুদ্ধিঞ্চ পুষ্পন্ত্যম্মেন নিত্যশঃ ।
 অন্নহীনানি সীদন্তি সর্বভূতানি পাণ্ডব ! ॥১৮॥
 তেজো বলঞ্চ রূপঞ্চ সত্ত্বং বীৰ্য্যং ধৃতির্দুর্য়তিঃ ।
 জ্ঞানং মেধা তপায়ুশ্চ সর্বমগ্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৯॥
 দেবমানবতির্য্যক্ষু সর্বলোকেষু সর্বদা ।
 সর্বকালং হি সর্বেষাং সর্বমগ্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সর্কেতি । অতঃ সর্বদানাং জলদানং প্রধানমিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

য ইতি । হুসংস্কৃতং সম্যক্ সম্পাদিতম্ ॥১৭॥

অন্নাদিতি । রক্তঞ্চ শুক্রঞ্চ ভবতীতি শেষঃ । পুষ্পন্তি প্রাণিনঃ । সীদন্তি কীরন্তে ।
 ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

তেজ ইতি । সত্ত্বমধ্যাবসায়ঃ, ধৃতির্দৈর্ঘ্যম্ ॥১৯॥

দেবেতি । তির্য্যকো দেবমানবেতরে প্রাণিনঃ ॥২০॥

সমস্ত প্রাণী জলের গুণে উৎপন্ন হয় ও জীবিত থাকে ; অতএব সর্বপ্রকার
 দানের মধ্যে জলদানই শ্রেষ্ঠ ॥১৫॥

সর্বপ্রকার দান, তপস্যা ও যজ্ঞদ্বারা যে উত্তম ফল পাওয়া যায়, সে সমস্তই
 এক জলদানে পাওয়া যায়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যাহারা ব্রাহ্মণগণকে সুপ্রস্তুত অন্ন দান করেন, তাঁহাদের
 সাংগাৎ প্রাণীই দান করা হয় ॥১৭॥

পাণ্ডুনন্দন ! অন্ন হইতে রক্ত ও শুক্র হয়, অগ্নে জীব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,
 প্রাণীরা সর্বদা অন্নদ্বারাই ইন্দ্রিয় সকল ও বুদ্ধিকে পুষ্ট করে এবং সমস্ত প্রাণীই
 অন্নহীন হইয়া ক্ষয় পায় ॥১৮॥

তেজ, বল, রূপ, অধ্যবসায়, বীৰ্য্য, দৈর্ঘ্য, কাস্তি, বুদ্ধি, মেধা এবং আয়ু—
 এই সমস্তই এক অগ্নে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥১৯॥

সর্বলোকে, সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্ জাতি, সকলেরই
 সমস্ত কার্য্য এক অগ্নে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥২০॥

অন্নং প্রজাপতে রূপগম্নং প্রজননং স্মৃতম্ ।
 সর্বভূতময়ং চান্নং জীবচান্নময়ঃ স্মৃতঃ ॥২১॥
 অন্নেনাধিষ্ঠিতঃ প্রাণঃ অপানো ব্যান এব চ ।
 উদানশ্চ সমানশ্চ ধারয়ন্তি শরীরিণম্ ॥২২॥
 শয়নোথানগমনগ্রহণাকর্ষণানি চ ।
 সর্বসম্বন্ধতং কৰ্ম্ম চান্নাদেব প্রবর্ততে ॥২৩॥
 চতুর্বিধানি ভূতানি জঙ্গমানি স্থিরাণি চ ।
 অন্নাদভবন্তি রাজেশ্বর ! সৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ ॥২৪॥
 বিদ্যাহানানি সর্বাণি সর্বযজ্ঞাশ্চ পাবনাঃ ।
 অন্নাদ্যস্মাৎ প্রবর্তন্তে তস্মাদন্নং পরং স্মৃতম্ ॥২৫॥
 দেবা রুদ্রাদয়ঃ সর্বে পিতরোহপ্যয়ন্তথা ।
 যস্মাদন্নেন ভূয়ান্তি তস্মাদন্নং বিশিখ্যতে ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

অন্নমিতি । প্রজ্ঞতে অপত্যমুৎপাত্ততে অনেনেতি প্রজননম্ ॥২১॥
 অন্নেনেতি । প্রাণাদয়ো বায়বঃ । ধারয়ন্তি রক্ষন্তি ॥২২॥
 শয়নেতি । সর্বসম্বন্ধতং সকলাধ্যবসায়জনিতম্ ॥২৩॥
 চতুরিতি । চতুর্বিধানি জরায়ুজাণ্ডজশ্বেদজোউদ্ভিজ্জরূপাণি, স্থিরাণি স্থাবরাণি ॥২৪॥
 বিত্তেতি । বিদ্যানাং হানানি কারণানি । পরং সর্বোত্তমম্ ॥২৫॥
 দেবাইতি । অগ্নয়ো দক্ষিণায়িপ্রভৃতয়ঃ । বিশিখ্যতে প্রাধাঞ্জন বীকিয়তে ॥২৬॥

অন্ন প্রজাপতির রূপ, অন্ন সন্তানোৎপাদক, অন্ন সর্বভূতব্যাপক এবং জীবও অন্নময় ॥২১॥

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান বায়ু—এক অন্নদ্বারা অধিষ্ঠিত থাকিয়া শরীরীকে রক্ষা করে ॥২২॥

শয়ন, উত্থান, গমন, গ্রহণ ও আকর্ষণপ্রভৃতি অধ্যবসায়জনিত সমস্ত কার্য্যই এক অন্ন হইতে হইয়া থাকে ॥২৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! স্থাবর ও জঙ্গমস্বরূপ জরায়ুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ সমস্ত প্রাণীই এক অন্ন হইতে উৎপন্ন হয় । প্রজাপতির সৃষ্টিই এই প্রকার ॥২৪॥

সমস্ত বিজ্ঞান হান এবং পবিত্র সকল যজ্ঞ, যেহেতু এক অন্ন হইতে হইয়া থাকে, সেই হেতু এক অন্নই প্রাণীর পক্ষে সর্বপ্রধান ॥২৫॥

যস্মাদমাং প্রজাঃ সর্বাঃ কল্পে কল্পেহসৃজৎ প্রভুঃ ।
 তস্মাদমাং পরং দানং ন ভুতং ন ভবিষ্যতি ॥২৭॥
 যস্মাদমাং প্রবর্ত্তন্তে ধর্ম্মার্থো' কাং এব চ ।
 তস্মাদমাং পরং দানং নামুত্রেহ চ পাণ্ডব ! ॥২৮॥
 যক্ষরক্ষোগ্রহা নাগা ভূতান্শ্চৈব চ দানবাঃ ।
 তুয়ান্ত্যমেন যস্মাত্তু তস্মাদমং পরং ভবেৎ ॥২৯॥
 পরামমুপভুঞ্জানো যৎ কৰ্ম্ম কুরুতে শুভম্ ।
 তচ্ছুভৈশ্চকভাগস্তু কর্ত্তুর্ভবতি ভারত ! ॥৩০॥
 অন্নদন্ত ত্রয়ো ভাগা ভবন্তি পুরুষর্ষভ ! ।
 তস্মাদমং প্রদাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ ॥৩১॥
 ব্রাহ্মণায় দরিদ্রায় যোহন্নং সংবৎসরং নৃপ ! ।
 শ্রোত্রিয়ায় প্রযচ্ছেদৈব পাকভেদবিবর্জিতঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

যস্মাদিতি । প্রভুর্ব্রহ্মা । অমাং অন্নদানং ॥২৭॥
 যস্মাদিতি । অমুত্র পরলোকে, ইহলোকে চ, পরমুৎকৃষ্টফলজনকম্ ॥২৮॥
 যক্ষেতি । ভূতানি প্রাণিনঃ । পরং সর্বোত্তমম্ ॥২৯॥
 পরেতি । উপভুঞ্জানো জনঃ, শুভং শুভজনকং পুণ্যরূপম্ ॥৩০॥
 অয়েতি । অন্নদন্ত অন্নদানকর্ত্তুঃ, ত্রয়ো ভাগাস্তদ্ব্যস্ত ॥৩১॥

কল্পপ্রভৃতি সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ ও অগ্নিগণ যেহেতু অন্নদ্বারাই সন্তুষ্ট হন, সেই হেতু অন্নকেই সমস্ত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হয় ॥২৬॥

ব্রহ্মা প্রত্যেক কল্পে যেহেতু অন্ন হইতে সকল প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই হেতু অন্নদান হইতে উত্তম দান আর হয় নাই বা হইবেও না ॥২৭॥

পাণ্ডুনন্দন । ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম যেহেতু এক অন্ন হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই হেতু ইহলোকে ও পরলোকে অন্নদান হইতে উত্তম ফলজনক দান আর নাই ॥২৮॥

যক্ষ, রাক্ষস, গ্রহ, নাগ, দানব ও অশ্বাশু প্রাণী যেহেতু এক অন্নদ্বারাই সন্তুষ্ট হয়, সেই হেতু অন্নই সর্ব বস্তু অপেক্ষা উত্তম ॥২৯॥

ভরতনন্দন । মানুষ পরের অন্ন ভোজন করিতে থাকিয়া যে ধর্ম্মকার্য্য করে, সেই ধর্ম্মকার্য্যের এক ভাগমাত্র সেই কর্ত্তার হইয়া থাকে ॥৩০॥

নরশ্রেষ্ঠ ! আর তিন ভাগ অন্নদাতার হয় ; অতএব বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ-গণকে অন্নদান করিবে ॥৩১॥

দস্তানৃতবিমুক্তস্ত পরাং ভক্তিযুগাগতঃ ।
 স্বধৰ্ম্মেণার্জিতফলং তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৩৩॥ (ধূম্রকম)
 শতবর্ষসহস্রাণি কামগঃ কামরূপধ্বং ।
 গোদতেহমরলোকস্থঃ পূজ্যমানোহুপ্সরোগগৈঃ ।
 ততশ্চাপি চ্যুতঃ কালান্নরলোকে দ্বিজো ভবেৎ ॥৩৪॥
 অগ্রভিক্ষাঞ্চ যো দদ্যাদ্দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে ।
 যথাসান্ বার্ষিকং শ্রাদ্ধং তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৩৫॥
 গোসহস্রপ্রদানেন যৎপুণ্যং সমুদাহৃতম্ ।
 তৎপুণ্যফলমাপ্নোতি নরো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৬॥
 অথ সংবৎসরং দদ্যাদগ্রভিক্ষামযাচতে ।
 প্রচ্ছাদ্যৈব স্বয়ং নীত্বা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণ্যেতি । পাকভেদবিবৰ্জিত একবিধপাককারী । স্বয়ং যদভূজীত তদেব ব্রাহ্মণ্যায়
 দদ্যাদিত্যর্থঃ । স্বধৰ্ম্মেণ তেন ধৰ্ম্মেণ ॥৩২—৩৩॥
 শতেনতি । ততঃ অমরলোকাৎ, চ্যুতঃ পুণ্যক্ষয়েণ ভট্টঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৪॥
 অগ্রেতি । বার্ষিকং শ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধীয়জব্যঞ্চ দদ্যৎ ॥৩৫॥
 গবিত্তি । সমুদাহৃতং মুনিভিরুক্তম্ ॥৩৬॥
 অথেনতি । অযাচতে অযাচমানায় দ্বিজায় । প্রচ্ছাদ্য বস্ত্রেণ ॥৩৭॥

রাজা ! যে লোক এক প্রকার পাক করিয়া ছল ও মিথ্যাশূন্য এবং পরম
 ভক্তিযুক্ত হইয়া এক বৎসর যাবৎ দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, সেই
 লোকের স্বধৰ্ম্মার্জিত ফল অর্থাৎ পুণ্যের ফল আপনি শ্রবণ করুন ॥৩২—৩৩॥

সেই লোক স্বর্গে যাইয়া লক্ষ বৎসর যাবৎ কামগামী, কামরূপী ও
 অপ্সরোগণে সেবিত হইতে থাকিয়া আনন্দ করে এবং কালক্রমে সেই স্বর্গ-
 চ্যুত হইয়া মনুষ্যলোকে আসিয়া ব্রাহ্মণ হয় ॥৩৪॥

যিনি ছয় মাস যাবৎ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রথম ভিক্ষা ও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধীয়
 জব্য দান করেন, তাঁহার সেই পুণ্যের ফল শ্রবণ করুন ॥৩৫॥

মুনিরা সহস্র গোদানে যে পুণ্য বলিয়াছেন, মানুষ সেই পুণ্যের ফল লাভ
 করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩৬॥

ভারপর যিনি এক বৎসর যাবৎ অযাচক ব্রাহ্মণকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া
 নিজেই লইয়া যাইয়া প্রথম ভিক্ষা দান করেন, তাঁহার সেই পুণ্যের ফল শ্রবণ
 করুন ॥৩৭॥

কপিলানাং সহস্রৈশ্চ যদ্বেদং পুণ্যমুচ্যতে ।

তৎসর্বমখিলং প্রাপ্য শত্রুলোকে মহীয়তে ॥৩৮॥

স শত্রুভবনে রম্যে বর্ষকোটিশতং নৃপ ! ।

যথাকামং মহাতেজাঃ ক্রীড়ত্যপ্সরসাং গণৈঃ ॥৩৯॥

অন্নঞ্চ যন্তু বৈ দত্তাদৃদ্ধিজায় নিয়তব্রতঃ ।

দশবর্ষাণি রাজেন্দ্র ! তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৪০॥

কপিলাশতসহস্রস্য বিধিদত্তস্য যৎফলম্ ।

তৎপুণ্যফলমাসাশ্চ পুরন্দরপুরং ব্রজেৎ ॥৪১॥

স শত্রুভবনে রম্যে কামরূপী যথাস্থম্ ।

শতকোটিমগা রাজন্ ! ক্রীড়তেহমরপৃজিতঃ ॥৪২॥

শত্রুলোকাবতীর্ণশ্চ ইহ লোকে মহাদ্রুতিঃ ।

চতুর্বেদী দ্বিজঃ শ্রীমান্ জায়তে রাজপৃজিতঃ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেদিক-
পর্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে অষ্টাবিংশত্যধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতকৌমুদী

কপিলানামিতি । সহস্রৈঃ সহস্রদানৈঃ, দেয়ং জন্মম্ ॥৩৮॥

স ইতি । শত্রুভবনে ইন্দ্রগৃহে ॥৩৯॥

অন্নমিতি । নিয়তং নিশ্চিতং ব্রতং তাদৃশদাননিয়মো যন্তু সঃ ॥৪০॥

কপিলেতি । প্রথমপাদে অক্ষরাদিক্যামাশ্বম্ ॥৪১॥

স ইতি । শতকোটিমগা শতকোটিমখ্যকবৎসরান্ ॥৪২॥

সহস্র কপিলা গোদানে যে পুণ্য বলা হইয়াছে, তিনি সেই সকল পুণ্য লাভ
করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করেন ॥৩৮॥

রাজা ! তিনি মনোহর ইন্দ্রভবনে যাউয়া বিশেষ তেজস্বী হইয়া শতকোটি
বৎসর যাবৎ ইচ্ছানুসারে অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করেন ॥৩৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! যিনি নিয়মিতভাবে দশ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন,
তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন ॥৪০॥

যথাবিধানে লক্ষ কপিলা দান করিলে যে পুণ্য হয়, তিনি সেই পুণ্য লাভ
করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করেন ॥৪১॥

রাজা ! তিনি মনোহর ইন্দ্রভবনে যাউয়া শতকোটি বৎসর যাবৎ কামরূপী ও
দেবসেবিত হইয়া যথাস্থে ক্রীড়া করেন ॥৪২॥

উনত্রিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—ঃ*ঃ—

ভগবানুবাচ ।

অধ্বজশাস্ত্রায় বিপ্রায় ক্ষুধিতায়াম্বকাঙ্ক্ষিণে ।
দেশকালান্ধিয়াতায় দীয়তে পাণ্ডুনন্দন ! ॥১॥
যাচতেহমং ন দত্তাদ্যো বিগ্ৰহানে ধনাগমে ।
স লুক্কো নরকং যাতি কৃগীণাং কালসূত্রকম্ ॥২॥
স তত্র নরকে ঘোরে লোভমোহবিচেতনঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি ক্লিষ্টতে বেদনাদ্দিতঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

শক্বেতি । শক্লোলোকাবতীর্ণো ভোগেন পুণ্যক্ষয়াদিস্রলোকচ্যুতঃ । শ্রীমান্ সম্পদযুক্তঃ ॥৪৩॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়-
মাধ্বমেদিকপৰ্বণি অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃ*ঃ—

অধ্বজশাস্ত্রায় । দেশকালান্ধিয়াতায় উপযুক্তে দেশে কালে চাগত্যায় ॥১॥
যাচত ইতি । ধনাগমে ধনসম্বন্ধে । লুক্কো ধনরক্ষালোভী, কালসূত্রকং নাম ॥২॥
স ইতি । লোভমোহভ্যাং বিচেতনঃ অচেতনপ্রায়ঃ ॥৩॥

তার পর সেই ইন্দ্রলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহলোকে আসিয়া মহাতেজা
ব্রাহ্মণ হইয়া চতুর্বেদবিৎ, সম্পত্তিযুক্ত ও রাজসম্মানিত হন' ॥৪৩॥

—ঃ*ঃ—

ভগবান্ বলিলেন—‘পাণ্ডুনন্দন ! ব্রাহ্মণ পথশ্রাস্ত্র, ক্ষুধার্ত ও অরাকাজ্ঞী
হইয়া উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইলে, সজ্জনেরা অবশ্যই
তাহাকে অন্ন দিয়া থাকেন ॥১॥

যে লোক ধন থাকিতে প্রার্থীকে অন্নদান না করে, সেই লোভী লোক
কালসূত্রনামক কৃমিপূর্ণ নরকে গমন করিয়া থাকে ॥২॥

এবং লোভে ও মোহে অচেতনপ্রায় সেই লোক দশ সহস্র বৎসর যাবৎ
বেদনার্ত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর নরকে কষ্টভোগ করে ॥৩॥

তস্মাচ্চ নরকান্মুক্তঃ কালেন মহতা হি সঃ ।
 দরিদ্রো মানুষে লোকে চণ্ডালেষপি জায়তে ॥৪॥
 যন্তু পাংহুলপাদশ্চ দূরাধ্বজমকর্ষিতঃ ।
 ক্ষুৎপিপাসাশ্রগশ্রাস্ত অর্ভঃ খিন্নগতির্বিজঃ ॥৫॥
 পৃচ্ছন্ বৈ হ্রস্বদাতারং গৃহগভ্যেত্য যাচয়েৎ ।
 তং পূজয়েন্তু যত্নেন সোহতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ।
 তস্মিন্শ্রুষ্টে নরশ্রেষ্ঠ ! তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
 ন তথা হবিষা হোমৈর্ন পুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ ।
 অগ্নয়ঃ পার্থ ! তুষ্যন্তি যথা হুতিথিপূজনাং ॥৭॥
 কপিলায়াস্ত দত্তায়াং বিধিবজ্জ্যেষ্ঠপুঙ্করে ।
 ন তৎফলমবাপ্নোতি যৎফলং বিপ্রভোজনাং ॥৮॥
 দ্বিজপাদোদকক্লিষ্টা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ।
 তাবৎ পুঙ্করপত্রৈণ পিবন্তি পিতরো জলম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । মুক্তো দুঃখভোগেন পাপক্ষয়াৎ ॥৪॥
 য ইতি । পাংহুলপাদো ধূলিযুক্তচরণঃ । স্বর্গসংক্রমঃ স্বর্গগমনে সেতুস্বরূপঃ । ঘটপাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥৫—৬॥
 নেতি । অহুলেপনৈশ্চন্দনাদিভিঃ ॥৭॥
 কপিলায়ামিতি । জ্যেষ্ঠপুঙ্করে তদাখ্যে তীর্থে ॥৮॥

সেই লোক বহুকাল পরে সেই নরক হইতে মুক্ত হইয়া মহুশ্যলোকে চণ্ডাল-
 জাতির মধ্যে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥৪॥

ধূলিযুক্ত চরণ, দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লিষ্ট ও ক্ষুৎপিপাসার্ত মন্দগতি যে ব্রাহ্মণ
 অন্নদাতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গৃহ আসিয়া অন্ন প্রার্থনা করেন,
 গৃহস্থ যত্নপূর্বক সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিবেন । কারণ, সেই অতিথি স্বর্গের
 সেতুস্বরূপ ; সুতরাং নরশ্রেষ্ঠ ! সেই অতিথি সন্তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট
 হন ॥৫—৬॥

পৃথানন্দন ! অগ্নি অতিথিসেবায় যেরূপ সন্তুষ্ট হন, হৃতহোম, পুষ্প ও
 অহুলেপনদ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না ॥৭॥

ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে কল হয়, জ্যেষ্ঠপুঙ্করতীর্থে যথাবিধানে কপিলা
 গোদান করিলে মানুষ সেরূপ কল পায় না ॥৮॥

দেবগালাপনয়নং দ্বিজোচ্ছিষ্টাপমার্জনম্ ।
 শ্রাস্তসংবাহনকৈব তথা পাদাবসেচনম্ ॥১০॥
 প্রতিশ্রয়প্রদানঞ্চ তথা শয্যাসনম্ চ ।
 একৈকং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! গোপ্রদানাদ্বিশিষ্যতে ॥১১॥ (যুগ্মকম্)
 পাদোদকং পাদযুতং দীপগম্নং প্রতিশ্রয়ম্ ।
 যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রোভ্যো নোপসর্পন্তি তে যমগ্ ॥১২॥
 বিপ্রাতিথে কৃতে রাজন্ ! ভক্ত্যা শুশ্রূষিতেহপি চ ।
 দেবাঃ শুশ্রূষিতাঃ সৰ্বে ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম ! ॥১৩॥
 অভ্যাগতো জ্ঞাতপূর্বো হজ্ঞাতোহতিথিরুচ্যতে ।
 তয়োঃ পূজাং দ্বিজঃ কুর্যাদিতি পৌরাণিকী শ্রুতিঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

দ্বিজেন্দি । পুঙ্করপত্রেণ পদ্মপর্ণেন ॥২॥
 দেবেতি । দেবগালাপনয়নং দেবতাপূজানির্মালাপসারণম্ । শ্রাস্তস্ত দ্বিজস্ত সংবাহনং
 গাত্রমর্দনম্ । প্রতিশ্রয়প্রদানম্ আশ্রয়দানম্ ॥১০—১১॥
 পাদেন্দি । পাদয়োযুতং যুতাভ্যকম্, প্রতিশ্রয়মাশ্রয়ম্ ॥১২॥
 বিপ্রেন্দি । বাদশাদিত্যাঃ, একাদশকদ্রাঃ, অষ্টৌ বসবঃ, যৌ চাধিনীকুমারাবিতি
 ত্রয়স্ত্রিংশৎ ॥১৩॥
 অভীতি । জ্ঞাতপূর্বঃ অজ্ঞাতপূর্বো বা অভ্যাগতঃ অতিথিঃ ॥১৪॥

ভূমি যত কাল ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন জলে আর্দ্র থাকে, তত কাল পিতৃ-
 লোকেরা পদ্মপত্রে করিয়া জল পান করেন ॥২॥

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! দেবনির্মালাপসারণ, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট মার্জন, পরিশ্রাস্ত
 ব্রাহ্মণের গাত্রসম্মার্জন, পাদপ্রক্ষালন এবং আশ্রয়, শয্যা ও আসন দান—
 ইহার এক একটী কার্য গোদান অপেক্ষা অধিক পুণ্যজনক ॥১০—১১॥

যাঁহার ব্রাহ্মণগণকে পাদপ্রক্ষালনের জল, পাদাভ্যঙ্গের জন্ত যুত, দীপ,
 অন্ন ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহার যমের নিকট গমন করেন না ॥১২॥

শক্রদমন রাজা । ব্রাহ্মণের অতিথিসংকার ও শুশ্রূষা করিলে, তেত্রিশ জন
 দেবতা শুশ্রূষিত হইয়া থাকেন ॥১৩॥

পূর্বের পরিচিতই হউক বা অপরিচিতই হউক, অভ্যাগতমাত্রকেই অতিথি
 বলা হয় । দ্বিজাতিরা সেই উভয়বিধ অতিথিরই সেবা করিবেন, ইহা পুরাণে
 শুনা যায় ॥১৪॥

পাদাভ্যঙ্গানপানৈনস্ত যোহতিথিং পূজয়েন্নরঃ ।

পূজিতস্তেন রাজেন্দ্র ! ভবামীহ ন সংশয়ঃ ॥১৫॥

শীত্রং পাপাঙ্গিনির্মুক্তো ময়া চানুগ্রহীকৃতঃ ।

বিমানেনেন্দ্রকল্মশেন মগ লোকং স গচ্ছতি ॥১৬॥

অভ্যাগতং শ্রীশ্রুগনুভ্রজন্তি দেবাশ্চ সর্কে পিতরোহয়শ্চ ।

তস্মিন্ দ্বিজে পূজিতে পূজিতাঃ স্যুর্গতে নিরাশাঃ পিতরো ব্রজন্তি ॥১৭॥

অতিথির্ষশ্চ ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে ।

পিতরস্তশ্চ নান্ধস্তি দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ॥১৮॥

বর্জিতঃ পিতৃভিলুর্কঃ স দেবৈরগ্নিভিঃ সহ ।

নিরয়ং রোরবাং গত্বা দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ।

ততশ্চাপি চ্যুতঃ কালাদিহ চোচ্ছিষ্টভুগ্ভবেৎ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পাদেতি । পাদঃ পাদপ্রক্ষালনজলম্, অভ্যাঙ্গস্তদর্থং তৈলম্ অন্নং পানঞ্চ তৈত্তদানৈঃ ॥১৫॥

শীত্রমিতি । অন্নগৃহ্যত ইত্যুগ্রহন্তংকৃতঃ অন্নগ্রহপাত্রীকৃত ইত্যর্থঃ ॥১৬॥

অভীতি । যে গৃহস্থাঃ শ্রীশ্রুগভ্যাগতমতিথিং দ্বিজমহব্রজন্তি তৈর্গৃহহৈশ্চ তস্মিন্ দ্বিজে পূজিতে সতি সর্কে দেবাঃ পিতরোহয়শ্চ পূজিতাঃ স্যাঃ, গতে তস্মিন্ দ্বিজে নিরাশে প্রস্থিতে পিতরশ্চ নিরাশা ব্রজন্তি ॥১৭॥

অতিথিরিতি । নান্ধস্তি আন্ধারং ন ভূজতে ॥১৮॥

বর্জিত ইতি । ততশ্চাপি রোরবাং চ্যুতো মুক্তঃ, উচ্ছিষ্টভুগ্ভাসো ভবেৎ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! যে লোক পাদপ্রক্ষালনের জল, অভ্যাঙ্গের জন্ত তৈল এবং ভোজনের জন্ত অন্ন ও পানীয় দান করিয়া অতিথির সেবা করেন, তিনি আমাকেই পূজা করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৫॥

এবং তিনি সম্বর পাপ হইতে মুক্ত ও আমার অনুগ্রহের পাত্র হইয়া, চক্রেয় জায় শুভ্রবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া আমার লোকে গমন করেন ॥১৬॥

যাঁহার পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণ-অতিথির অনুগমন এবং সেবা করেন, সমস্ত দেবতা, পিতৃলোক ও অগ্নি তৎকর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন; আবার সেই অতিথি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলে, দেবতাপ্রভৃতিও নিরাশ হইয়া চলিয়া যায় ॥১৭॥

যে গৃহস্থের গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ পিতৃলোকেরা তাহার আন্ধার ভোজন করেন না ॥১৮॥

এবমেতন্ময়া প্রোক্তং রহস্যমিদমুত্তমম্ ।
 ধর্মপ্রিয়স্য তে নিত্যং রাজ্ঞেবং সমাচর ॥২০॥
 ইদং পবিত্রমাখ্যানং পুণ্যং বেদেন সন্মিতম্ ।
 যঃ পঠেন্মামকং ধর্মমহন্তহনি পাণ্ডব ॥২১॥
 ধর্মোহপি বর্দ্ধতে তস্য বুদ্ধিঃচাপি প্রসীদতি ।
 পাপক্ষয়মুপেতৈত্যং কল্যাণঞ্চ বিবর্দ্ধতে ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
 এতৎ পুণ্যং পবিত্রঞ্চ পাপনাশনমুত্তমম্ ।
 শ্রোতব্যং শ্রদ্ধয়া যুক্তৈঃ শ্রোত্রিয়ৈশ্চ বিশেষতঃ ॥২৩॥
 শ্রাবয়েদৃষস্তিদং ভক্ত্যা প্রয়তোহথ শৃণোতি বা ।
 স গচ্ছেন্মম সাযুজ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
 গান্ধবেদিকপর্বণি অষ্টমেধে বৈষ্ণবধর্মকথনে
 উনত্রিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । রহস্যং গুপ্তং ধর্মম্ । নিত্যমেবং সমাচর ॥২০॥
 ইদমিতি । সন্মিতং তুল্যম্ । মামকং মদীয়ং বৈষ্ণবম্ । প্রসীদতি নির্মলা ভবতি ॥২১—২২॥
 এতদিতি । পুণ্যং পুণ্যজনকম্ । শ্রোত্রিয়ৈঃ প্রাগুক্তলক্ষণৈর্ভ্রাতৃভ্রাতৃণৈঃ ॥২৩॥
 শ্রাবয়েদিতি । প্রয়তঃ সংষতচিত্তঃ । সাযুজ্যমেকশরীরতাম্ ॥২৪॥
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাষ্টমেদিকপর্বণি
 অষ্টমেধে উনত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

দেবগণ, পিতৃগণ ও অগ্নিগণ সেই লুপ্তপ্রকৃতি গৃহস্থকে বর্দ্ধন করেন এবং
 সেই লোক রৌরব নরকে যাইয়া পঞ্চদশ বৎসর থাকে । তাহার পর কালক্রমে
 সেই নরক হইতে মুক্ত হইয়া পরোচ্ছিষ্টভোজিক্রূপে জন্মগ্রহণ করে ॥১৯॥

রাজা ! আপনি ধর্মপ্রিয় ; সুতরাং আপনার নিকট আমি এই গুপ্ত
 উত্তম বৈষ্ণবধর্ম বলিলাম । আপনি সর্বদা এই ধর্ম আচরণ করুন ॥২০॥

পাণ্ডুনন্দন ! এই ধর্মাখ্যান বেদের তুল্য পবিত্র ও পুণ্যজনক ; সুতরাং যে
 লোক প্রত্যহ আমার এই ধর্ম পাঠ করিবে, তাহার ধর্ম বৃদ্ধি পাইবে, বুদ্ধি
 নির্মল হইবে, পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং মঙ্গল বুদ্ধি পাইতে
 থাকিবে ॥২১—২২॥

অতএব পুণ্যজনক, পবিত্র ও পাপনাশক এই উত্তম ধর্মাখ্যান সকলেই
 শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এবং শ্রোত্রিয়েরা বিশেষভাবে শ্রবণ করিবেন ॥২৩॥

ত্রিশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা ভাগবতান্ ধৰ্ম্মান্ সাক্ষাৎক্ষিণোৰ্জগদ্গুরোঃ ।
প্রহৃষ্টমনসো ভূত্বা চিস্তয়ন্তোহমুতাঃ কথাঃ ॥১॥
ঋষয়ঃ পাণ্ডবান্ চৈব প্রাণেশ্বন্তং জনার্দনম্ ।
পূজয়াগাস গোবিন্দং ধৰ্ম্মপুত্রঃ পুনঃ পুনঃ ॥২॥ (যুথকম্)
বালখিল্য মহাত্মানো যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।
তথা ভাগবতাশ্চাপি পঞ্চকালমুপাসকাঃ ।
কৌতূহলসমায়ুক্তা ভগবদ্ভক্তিগাগতাঃ ॥৩॥
শ্রুত্বা তু পরমং পুণ্যং বৈষ্ণবং ধৰ্ম্মশাসনম্ ।
বিমুক্তপাপাঃ পৃথাস্তে সংব্রতাস্তৎক্ষণেন তু ॥৪॥
প্রাণম্য শিরসা বিষ্ণুং প্রতিনন্দ্য চ তাঃ কথাঃ ।
দ্রষ্টারো হারকায়াং বৈ বয়ং সৰ্বে জগদ্গুরুম্ ॥৫॥
ইতি প্রহৃষ্টমনসো যযুর্দেবগণৈঃ সহ ।
সৰ্বৈ ঋষিগণা রাজন্ ! যযুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ॥৬॥ (যুথকম্)

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেন্ । ভগবতো বিষ্ণোরিস ইতি ভাগবতাত্মন । ধৰ্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১—২॥

বালেতি । পঞ্চকালং প্রাতঃ-সাজব-মধ্যাপরাক্স-সায়ংসময়েষু । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩॥

শ্রুত্বেন্ । ধৰ্ম্মশাসনমুপদেশম্ । সংব্রতাঃ সজ্জাতাঃ ॥৪॥

যে লোক সংযত হইয়া ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ করায় বা শ্রবণ করে, সেই লোক আমার সাযুজ্য লাভ করে, এ বিষয়ে কোন বিচার করিবে না' ॥২৪॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদ্রূপে ঋষিগণ ও পাণ্ডবগণ জগদ্গুরু সাক্ষাৎ বিষ্ণুর মুখে বৈষ্ণবধৰ্ম্ম শ্রবণ করিয়া, সেই অমূল্য কথার সকল স্মরণ করিতে থাকিয়া, হৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই কৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন ; আর যুধিষ্ঠির বার বার তাঁহাকে পূজা করিলেন ॥১—২॥

মহাত্মা বালখিল্য ঋষিগণ, তত্ত্বদর্শী যোগিগণ, বৈষ্ণবগণ ও পঞ্চকালোপাসকগণ কৌতুকসম্বিত হইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করিলেন ॥৩॥

তাঁহারা পরমপুণ্যজনক বৈষ্ণবধৰ্ম্মের উপদেশ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত ও পবিত্র হইলেন ॥৪॥

গতেষু তেষু সর্বেষু কেশবঃ কেশিহা হরিঃ ।
 সন্মার দারুকং রাজন্ ! স চ সাত্যকিনা সহ ।
 সগীপন্থোহভবৎ সূতো যাহি দেবেতি চাত্ৰবীৎ ॥৭॥
 ততো বিষম্বদনাঃ পাণ্ডবাঃ পুরুষোত্তমম্ ।
 অঞ্জলিং মুক্ধি সন্ধায় নেত্রৈরশ্রুপরিপ্লুতৈঃ ।
 পিবন্তঃ সততং কৃষ্ণং নোচুরাৰ্ত্ততদাস্তদা ॥৮॥
 কৃষ্ণোহপি ভগবান্ দেবঃ পৃথগায়ত্ৰ্য চাৰ্ত্তবৎ ।
 ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধারীং বিদুরং দ্রৌপদীং তথা ॥৯॥
 কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমুদীনশ্চাং চ মন্ত্ৰিণঃ ।
 সুভদ্রাগাজ্জয়ুতায়ুতরাং স্পৃশ্য পাণিনা ।
 নির্গত্য বেশ্মনস্তস্মাদারুরোহ তদা রথম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

প্রণয়োতি । প্রতিবন্দ্য প্রশস্ত । অষ্টারো অক্ষ্যামঃ, জগদ্বৃকং কৃষ্ণম্ । দেবগণৈ
 রাজগণৈঃ । “রাজা ভট্টারকো দেবঃ” ইত্যমর ॥৫—৬॥

গতেষু । কেশিহা কেশিনামকবীরহস্তা । দারুকং নাম সারথিম্ । ঘটপাদোহয়ং
 শ্লোকঃ ॥৭॥

তত ইতি । সন্ধায় স্থাপয়িত্বা । পিবন্তঃ সাদরং পশ্যন্তঃ । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥

কৃষ্ণ ইতি । পৃথং কৃষ্ণীম্ । আশ্রয়যুতাং পুত্রপরিষ্কিন্ধসমধিতাম্ উত্তরাম্, স্পৃশ্য স্পৃষ্টা ।
 বেশ্মনো গৃহাৎ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৯—১০॥

রাজা ! ক্রমে তাঁহারা মস্তকদ্বারা কৃষ্ণকে নমস্কার ও তাঁহার কথাগুলির
 প্রশংসা করিয়া ‘আমরা সকলেই দ্বারকায় যাইয়া পুনরায় জগদ্বৃক কৃষ্ণকে
 দর্শন করিব’ এইরূপ ভাবিয়া হ্রষ্টচিত্ত হইয়া রাজগণের সহিত চলিয়া গেলেন
 এবং রাজা ! ঋষিরা সকলেও আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥৫—৬॥

রাজা ! তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে, কেশিহস্তা কৃষ্ণ দারুককে স্মরণ
 করিলেন । তখন সারথি দারুক সাত্যকির সহিত নিকটে আসিল এবং
 বলিল—‘দেব ! রথ প্রস্তুত, আপনি গমন করিতে পারেন’ ॥৭॥

তাঁহার পর পাণ্ডবেরা বিষম্বদন হইয়া এবং মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া
 অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃষ্ণকে দেখিতে থাকিয়া অত্যন্ত দুঃখনিবন্ধন তখন কিছুই
 বলিতে পারিলেন না ॥৮॥

ভগবান্ কৃষ্ণও দুঃখিত হইয়াই যেন কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর,
 দ্রৌপদী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং অশ্বাশ্রু ঋষিগণ ও মন্ত্ৰিগণের অমুমতি লইয়া
 আর হস্তদ্বারা সুভদ্রা ও পুত্রবৃন্দা উত্তরাকে স্পর্শ করিয়া, সেই গৃহ হইতে
 নির্গত হইয়া তখন রথে আরোহণ করিলেন ॥৯—১০॥

বাজিভিঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকৈঃ ।
 যুক্তস্ত ধ্বজভূতেন পতগেজ্ঞেণ ধীমতা ।
 অম্বারুরোহ চাপোয়নং প্রেমাণা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১১॥
 অপাশ্চ চাশু যন্তারং দারুকং সূতসত্তমম্ ।
 অভীশূন্ প্রতিজগ্রাহ স্বয়ং কুরুপতিস্তদা ॥১২॥
 উপারুহার্জুনশচাপি চাগরব্যজনং শুভম্ ।
 রুদ্ৰদণ্ডং বৃহস্পৃচ্ছি দুধাবাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥১৩॥
 তথৈব ভীমসেনোহপি রথগারুহ বীৰ্য্যবান্ ।
 ছত্রং শতশলাকঞ্চ দিব্যমাল্যোপশোভিতম্ ॥১৪॥
 বৈদূর্য্যমণিদণ্ডঞ্চ চামীকরবিভূষিতম্ ।
 দধার তরসা ভীমশ্ছত্রং তচ্ছাঙ্গদধনং ॥১৫॥ (যুগাকম্)
 উপারুহ রথং শীঘ্রং চাগরব্যজনে সিতে ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ ধূম্যানৌ জনার্দনম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

বাজিভিরিতি । বাজিভিরথৈঃ শৈব্যাদিনামকৈঃ । পতগেজ্ঞেণ পক্ষিরাজেন গরুড়েন ।
 অয়মপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১১॥

অপেতি । অপাশ্চ অপসার্য্য, যন্তারং চালকম্, সূতসত্তমং সারথিশ্রেষ্ঠম্ । অভীশূন্
 অশ্বরজ্জ্বঃ ॥১২॥

উপেতি । রুদ্ৰদণ্ডং স্বর্ণময়দণ্ডম্ । দুধাব সঞ্চালয়ামাস ॥১৩॥

তথৈতি । শতং শলাকা যত্র তৎ । চামীকরৈঃ স্বর্ণৈর্বিভূষিতম্ আদ্যেতি শেষঃ ।
 তরসা বলেন, ভীমো ভীমমূর্তিঃ তৎ ছত্রং শাঙ্গদধনং কৃষ্ণশ্চ মূর্চ্ছি দধার ॥১৪—১৫॥

সেই রথে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহকনামে চারিটি অশ্ব সংযুক্ত ছিল
 এবং তাহার ধ্বজের উপরে ধীমান্ পক্ষিরাজ গরুড় উপবিষ্ট ছিলেন । তৎপরে
 রাজা যুধিষ্ঠির স্নেহবশতঃ সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥১১॥

তখন যুধিষ্ঠির স্বয়ং চালক সারথিশ্রেষ্ঠ দারুককে সরাইয়া দিয়া সত্তরই
 নিজেই অশ্বরজ্জ্ব গ্রহণ করিলেন ॥১২॥

ক্রমে অর্জুনও সেই রথে উঠিয়া কৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া তাহার মস্তকে
 স্বর্ণদণ্ড, বৃহৎ ও স্নানর একটি চামর সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

সেইরূপই বলবান্ ও ভীষণ মূর্তি ভীমসেনও রথে আরোহণ করিয়া শত
 শলাকায়ুক্ত, দিব্য মাল্যশোভিত, বৈদূর্য্যমণিময় দণ্ডযুক্ত ও স্বর্ণভূষিত বিশাল
 একটি ছত্র লইয়া বলপূর্ব্বক তাহা কৃষ্ণের মস্তকের উপরে ধারণ
 করিলেন ॥১৪—১৫॥

ভীমসেনোহর্জুনশ্চৈব যমাবপ্যারিসূদনৌ ।
 পৃষ্ঠতোহনুযমুঃ কৃষ্ণঃ শাশক ইতি হর্ষিতাঃ ॥১৭॥
 ত্রিযোজনে ব্যতীতে তু পরিষজ্য চ পাণ্ডবান্ ।
 বিস্রজ্য কৃষ্ণস্তান্ সর্বান্ প্রণতান্ দ্বারকাং যযৌ ॥১৮॥
 তথা প্রণম্য গোবিন্দং তদাপ্রভৃতি পাণ্ডবাঃ ।
 কপিলাস্থানি দানানি দদুর্ধর্মপরায়ণাঃ ॥১৯॥
 মধুসূদনবাক্যানি শ্রুত্বা শ্রুত্বা পুনঃ পুনঃ ।
 মনসা পূজয়ামানুর্হৃদয়স্থানি পাণ্ডবাঃ ॥২০॥
 যুধিষ্ঠিরস্ত ধর্মাত্মা হৃদি কৃষ্ণা জনার্দনগ্ ।
 তদুত্তস্তস্তমানা যুক্তস্তদ্যাজী তৎপরোহভবৎ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । সিতে শুভ্রবর্ণে । ধূমানৌ চালয়তাবতবতামিতি শেষঃ ॥১৬॥
 ভীমেতি । শকো মা ক্রিয়তামিতি ক্রবন্ত ইতি শেষঃ ॥১৭॥
 জীতি । ব্যতীতে অতিক্রান্তে, পরিষজ্য আলিঙ্গ্য বিস্রজ্য চ ॥১৮॥
 তথেন্ধি । দীযন্ত ইতি দানানি দাতব্যবস্তূনি ॥১৯॥
 মধ্বিতি । হৃদয়স্থানি চিরস্থতানি, পূজয়ামাহঃ প্রশংসঃ ॥২০॥
 যুধীতি । হৃদি কৃষ্ণা শ্রুত্বোৎসর্গঃ । যুক্ত একাগ্রচিত্তঃ, তদ্যাজী বিষ্ণুপূজকঃ ॥২১॥

ক্রমে নকুল ও সহদেব সত্বর সেই রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের দিকে শুভ্রবর্ণ ছুইটা চামর সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

এইভাবে শত্রুদমনকারী ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—ইহারা চারিজন হুইচিহ্ন হইয়া ‘কেহ শক করিও না’ এই কথা বলিয়া কৃষ্ণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

ক্রমে তিন যোজন পথ অতিক্রম করিলে, পাণ্ডবেরা সকলে প্রণত হইলেন । তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া এবং বিদায় দিয়া, দ্বারকার দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা তদবধি কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া কপিলা গোপ্রভৃতি দান করিতে থাকিলেন ॥১৯॥

এবং পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সেই সকল বাক্য বার বার শ্রবণ করিয়া ও মনে রাখিয়া মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতেন ॥২০॥

কিন্তু ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার ভক্ত, ভদ্রগতচিত্ত, একোত্র, তৎপূজক ও তৎপরায়ণ হইলেন ॥২১॥

এবমুক্তং পুরারুতং বৈষ্ণবং ধর্মশাসনম্ ।

ময়া তে কথিতং রাজন্ ! পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥২২॥

তচ্শৃণু মহারাজ ! বিষ্ণুপ্রোক্তং কুরুবহ ! ।

তেন গচ্ছসি নাশ্যেন তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাশ্বমেধিক-

পর্বণি অশ্বমেধে বৈষ্ণবধর্মকথনে ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

সমাপ্তক্ষেদম্ আশ্বমেধিকপর্ব ॥১০॥

—:—

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । উক্তং কৃষ্ণেণ, ধর্মশাসনং ধর্মোপদেশঃ ॥২২॥

তদ্বিতি । তৎ ধর্মবাক্যম্ । তেন ধর্মশ্রবণেনৈব, তৎ প্রসিদ্ধম্, পরং স্থানম্ ॥২৩॥

চন্দ্রাক্ষি-বিশ্বস্মৃতিতে শকাঙ্কে মাঘে কুজাহে দশমেহি সৌরে ।

নবোদিতা ভারতকৌমুদীয়াং বঙ্গানুবাদেন সমং সমাপ্তা ॥১॥

কোটালিগাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহানুশিরাভিধানঃ ।

তদ্রত্য-গঙ্গাধরশর্ম্মসুহৃৎ: কান্তপঃ শ্রীহরিদাসশর্ম্মা ॥২॥

চিরসুশিরাণিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা ।

নহু তেন শিবপ্রসাদভো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্ম্মণা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-মহাকবি-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাশ্বমেধিকপর্বণি

অশ্বমেধে ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

সমাপ্তক্ষেদম্ আশ্বমেধিকপর্ব ॥১০॥

—:—

রাজা জনমেজয় । এইভাবে ভগবান্ কৃষ্ণ পূর্বের বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্র বলিয়া-
ছিলেন । আমি এখন আপনার নিকট পবিত্র ও পাপনাশক সেই শাস্ত্র
বলিলাম ॥২২॥

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! আপনি বিষ্ণুপ্রোক্ত সেই শাস্ত্র শুনিতে থাকুন ।
অস্ত্রদ্বারা নহে, কেবল তাহা দ্বারাই আপনি বিষ্ণুর সেই পরম পদ লাভ
করিবেন ॥২৩॥

আশ্বমেধিকপর্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥১০॥

—:—

